রিপোর্টিং

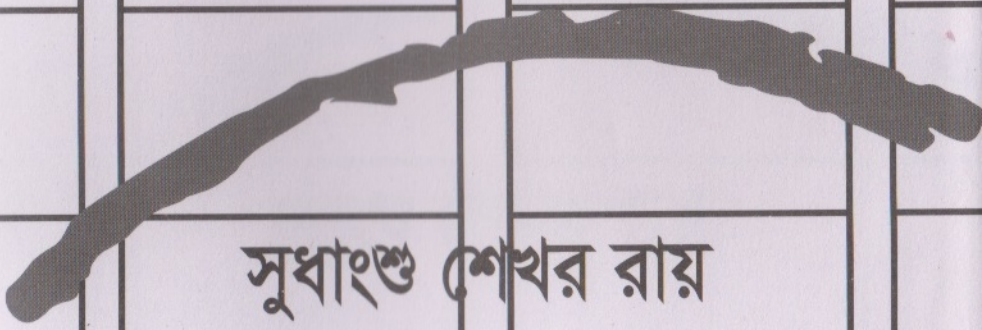

সুধাংশু শেখর রায়

ড. সুধাংশু শেখর রায়-এর জন্ম টাঙ্গাইলের বিশ্বাস বেতকায় ১৯৫৪ সালের ১১ই নভেম্বর। তিনি ১৯৮৭ সালে (১৯৮৪ ব্যাচ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। একই বিভাগ থেকে বাংলাদেশের মফস্বল সংবাদপত্র বিষয়ে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন ২০০৭ সালে।

সুধাংশু শেখর রায় একদিকে যেমন সাংবাদিকতার একজন শিক্ষক অন্যদিকে পেশাদার সাংবাদিকতা বৃত্তির প্রশিক্ষকও বটে। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নবতর সংযোজিত ডিসিপ্লিন মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে কুড়ি বছরের ওপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে শিক্ষকতা করেছেন। একই সাথে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করেছেন প্রায় চৌদ্দ বছর। ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত সিনিয়র প্রশিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট-এ।

স্বাধীনতার পর তৎকালীন *দৈনিক পূর্বদেশ* এর খেলার পাতায় এবং পরবর্তীকালে *কিশোর বাংলায়* লেখালেখির মাধ্যমে তাঁর সাংবাদিকতা জগতে প্রবেশ। প্রায় ১৫ বছর কাজ করেছেন *দৈনিক জনতা*, *দৈনিক দিনকাল*-সহ কয়েকটি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায়। কাজ করেছেন বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানে যোগাযোগ, গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মকর্তা হিসেবে।

পেশাগত ও একাডেমিক উৎকর্ষ অর্জনে ভ্রমণ করেছেন ইংল্যান্ড, জার্মানি ও ভারতে। জার্মানির বার্লিনে ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর জার্নালিজম (আইআইজে)-এর ফেলো হিসেবে দু'মাস ব্যাপী সাংবাদিকতার প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন। অংশ নিয়েছেন মানবাধিকার ও আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ভারতের ব্যাঙ্গলোরে। গবেষণা কাজে ভ্রমণ করেছেন ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের গোল্ডস্মিথ কলেজের মিডিয়া ও কমিউনিকেশন বিভাগে। এছাড়া সাংবাদিকতা ও শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন কমনওয়েলথ প্রেস ইউনিয়ন, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পিআইবি-সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে।

এ পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর লেখা বইয়ের সংখ্যা ১০-এর অধিক। তার মধ্যে *বাংলাদেশের মফস্বলের সংবাদপত্র*, *প্রান্তিক গণমাধ্যমের স্বরূপ অন্বেষা*, *সাংবাদিকতা সাংবাদিক ও সংবাদপত্র*, *রেডিও-টিভি সাংবাদিকতা*, *শিল্প ও যোগাযোগ*, *সাংবাদিকতা নীতি শৈলী ও শৈথিল্য* এবং *সংবাদের জগৎ* অন্যতম। তিনি বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট কাউন্সিল এবং টাঙ্গাইলের করোনেশন ড্রামাটিক ক্লাব-এর জীবন সদস্য।

www.pathagar.com

রিপোর্টিং

সুধাংশু শেখর রায়

বাংলা একাডেমি ঢাকা

www.pathagar.com

বাএ ৫৪২৫

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪০১/জানুয়ারি ১৯৯৫। পাণ্ডুলিপি : সমাজবিজ্ঞান, আইন ও বাণিজ্য উপবিভাগ, বাংলা একাডেমি। প্রথম পুনর্মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৪০৭/ফেব্রুয়ারি ২০০১। দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৪১৭/ফেব্রুয়ারি ২০১১। তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ : পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ, কার্তিক ১৪২২/নভেম্বর ২০১৫। প্রকাশক : ড. জালাল আহমেদ, পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), বিক্রয়, বিপণন ও পুনর্মুদ্রণ বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১০০০। মুদ্রক : ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমি প্রেস, ঢাকা। প্রচ্ছদ : নাজিব তারেক। মুদ্রণ সংখ্যা : ১২৫০ কপি। মূল্য : ২০০.০০ টাকা।

REPORTING [A Text Book on Journalism and Mass Communication] by Sudhangshu Sekhar Roy. Published by Dr. Jalal Ahmed, Director (in-charge), Sales, Marketing and Reprint Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. Third Reprint : Reprint Sub-Division, November 2015. Price : Taka 200.00 Only.

ISBN 984-07-5434-3

www.pathagar.com

উৎসর্গ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের
শিক্ষার্থীদের

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখকের কথা

উনিশ শ তিরাশি থেকে সাতাশি। আমার জীবনের সোনালি সময়। এখনও বলতে গর্বে বুক স্ফীত হয়ে ওঠে যে ওই সময়টুকুতেই আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র ছিলাম।

এই পাঁচটি বছর পড়াশুনার সময়ই আমি সাংবাদিকতার ওপর বই লেখার তাগিদ অনুভব করি। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতার ওপর শিক্ষাগ্রহণের সময় অধিকাংশ বই-ই ইংরেজিতে পড়তে গিয়ে প্রায়শই আমার মনে হয়েছে, এ বিষয়ের ওপর কিছু বাংলা বই দরকার। কারণ সাংবাদিকতার ওপর বাংলা ভাষায় লেখা মৌলিক বই আমাদের দেশে খুব একটা নেই। ছাত্রছাত্রীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশই বিদেশী বই থেকে পাঠোদ্ধারে ঘর্মাক্তকলেবর হন। যদিও আমি অকপটে স্বীকার করি যে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয় শিক্ষা করতে গিয়ে ইংরেজি বই থেকে পাঠোদ্ধার করতে না পারলে এ বিষয়টি পড়াই বৃথা। কারণ সাংবাদিকতা ও যোগাযোগের ছাত্রের মাতৃভাষা ছাড়াও অপর একটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত বিদেশী ভাষায় অন্তত কাজ চালানোর মতো দখল থাকা বাঞ্ছনীয়।

সাংবাদিকতায় আরো বেশি জ্ঞানার্জনের জন্য বিদেশীদের লেখা বই বেশি করে পড়া উচিত। কারণ ব্রিটেন ও আমেরিকাসহ বিভিন্ন পশ্চিমা দেশে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতার সত্যিকার স্ফুরণ ও বিকাশ ঘটেছে। নিত্যনতুন প্রযুক্তির কল্যাণে সাংবাদিকতায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। নতুন নতুন ফরমুলা ও তত্ত্বের আবিষ্কার হচ্ছে। অতএব, সেসব দেশের লেখকদের লেখনীতে এ বিষয়ের ওপর সামগ্রিক আলোকপাত করা হচ্ছে, এটা বলাই বাহুল্য। এখন সেই সকল বিদেশী লেখকদের বই পেলে ভালো কথা। তার যদি প্রাঞ্জল অনুবাদ পাওয়া যায়, তবে আরো ভালো। কিন্তু আমাদের দেশে তা হচ্ছে কই ?

আর তাই একেবারে নবীন ও ইংরেজি ভাষার সাথে স্বল্পপরিচিত অথবা অনাগ্রহী ছাত্রদের কিছু সহায়তা করার লক্ষ্যেই আমার এ প্রয়াস। অবশ্য ইতোমধ্যেই সাংবাদিকতা বিষয়ে আমার আরো দু'খানি বই প্রকাশিত হয়েছে। তবে আমার বিশ্বাস, আমার লেখা এ বইখানি থেকে সাংবাদিকতার একাডেমিক ছাত্রই কেবল নয়, সাংবাদিকতার পেশাগত শিক্ষার্থীদেরও মহাসিন্ধুর মাঝে একবিন্দু হলেও উপকার হতে পারে। সেরকমটা যদি হয়, তাহলেই আমার শ্রম সার্থক।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতার পাঠ্যবিষয়টি বিশাল। এ বিষয়টি বিভিন্ন বিষয়ের একটি অন্তর্ভূত রূপ। তার একটি খণ্ডিত রূপ 'রিপোর্টিং'-এর কিছু কিছু নির্বাচিত অংশ

www.pathagar.com

নিয়েই এ বইটি লেখা। জানি, এই এক একটি নির্বাচিত অংশ নিয়েই নাতিদীর্ঘ বই লেখা যায়। তবু সর্বোপরি রিপোর্টিং-এর বিভিন্ন দিক ও বিষয় সম্পর্কে এ বই থেকে কিছুটা লাভ হবে বলে আমি মনে করি। কারণ, রিপোর্টিং-এর ওপর বাংলা ভাষায় লেখা ভালো বই আমাদের দেশে নেই।

বইটি লিখতে আমাকে অনেকখানি সহযোগিতা করেছেন আমার অনুজপ্রতিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র নজরুল ইসলাম। বয়সে নবীন কিন্তু পেশায় অনেকটাই প্রবীণ দৈনিক জনতার প্রাক্তন স্টাফ রিপোর্টার জনাব ইসলাম বিভিন্ন বই, কাগজপত্র ও তাঁর পেশাগত অভিজ্ঞতা দিয়ে বইটি রচনায় আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া দৈনিক জনতার সহকারী সম্পাদক কাজী ফারুক সাহেবও বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমি তাঁদের সবার কাছেই কৃতজ্ঞ। তবে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এম. এ. ক্লাশে অধ্যয়নকালে আমার তিন পরম শ্রদ্ধাভাজন স্যার মরহুম শহীদুল হক, আতাউস সামাদ ও জাওয়াদুর রহমান সাহেবের কাছ থেকে রিপোর্টিং-এর ওপর যে অমূল্য বক্তব্য শুনেছিলাম, তা এই বই লেখায় দারুণ সাহায্যে এসেছে। এছাড়াও আমার অপর দুই পরম শ্রদ্ধাভাজন স্যার ডঃ সাখাওয়াত আলী খান ও খোন্দকার আলী আশরাফ সাহেব এডিটিং ক্লাশে যেসব মূল্যবান বক্তব্য রেখেছিলেন তাও আমার এ বই রচনায় দারুণ কাজে লেগেছে। গুরুদের সে ঋণ এ ক্ষুদ্র শিষ্যের কোনদিনই শোধরাবার নয়।

বইটি প্রকাশের ব্যাপারে আমার অপর পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক 'আরেফিন স্যার' (ডঃ আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক) যথেষ্ট উৎসাহ জুগিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে দুঃসময়ে তাঁর জোগানো উৎসাহ বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও আমাকে এখনো সাংবাদিকতা ও যোগাযোগ বিষয়ের ওপর আগ্রহকে ধরে রাখতে সাহায্য করেছে।

বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর পাঠ্যপুস্তক বিভাগের পরিচালক জনাব গোলাম মঈনউদ্দিন যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তার জন্য আমি তাঁর কাছে ঋণী। এছাড়াও একাডেমীর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীর আন্তরিকতায় বইটি আলোর মুখ দেখতে পেরেছে।

আবারো বলি, সাংবাদিকতার একাডেমিক ও পেশাগত অভিজ্ঞতা থেকে যে ক্ষুদ্র রচনাটি পাঠকের হাতে তুলে দিলাম তা যদি তাঁদের ন্যূনতম কাজে লাগে তাহলে আমার এ প্রয়াস সফল।

১৪৫/বি আরামবাগ, ঢাকা। সুধাংশু শেখর রায়

৫ মে ১৯৯৪

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	ঃ	সাংবাদিকতার ক্রমবিকাশ	১-২০
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ	সংবাদপত্র অফিসের কাঠামো ও রিপোর্টিং বিভাগ	২১-৩০
তৃতীয় অধ্যায়	ঃ	রিপোর্ট, রিপোর্টিং, রিপোর্টার	৩১-৫৬
চতুর্থ অধ্যায়	ঃ	সংবাদের উৎস	৫৭-৭৫
পঞ্চম অধ্যায়	ঃ	খবরের বস্তুনিষ্ঠতা	৭৬-৮০
ষষ্ঠ অধ্যায়	ঃ	সংবাদের মানবিক আবেদন	৮১-৯০
সপ্তম অধ্যায়	ঃ	সাক্ষাৎকার	৯১-১০৫
অষ্টম অধ্যায়	ঃ	বিট	১০৬-১১৪
নবম অধ্যায়	ঃ	রিপোর্টিংয়ের আন্তর্জাতিক মাপকাঠি	১১৫-১৩৭
দশম অধ্যায়	ঃ	সাংবাদিকতা ও আইন	১৩৮-১৫৫
একাদশ অধ্যায়	ঃ	ডেপথ্ রিপোর্টিং	১৫৬-২০৬
দ্বাদশ অধ্যায়	ঃ	রাজনৈতিক রিপোর্টিং	২০৭-২১৮
ত্রয়োদশ অধ্যায়	ঃ	সংসদীয় রিপোর্টিং	২১৯-২২৯
চতুর্দশ অধ্যায়	ঃ	পরিবেশ তথা জনসংখ্যা রিপোর্টিং	২৩০-২৪১
পঞ্চদশ অধ্যায়	ঃ	ক্রাইম রিপোর্টিং	২৪২-২৫৪
ষোড়শ অধ্যায়	ঃ	ক্রীড়া রিপোর্টিং	২৫৫-২৬৭
সপ্তদশ অধ্যায়	ঃ	সাংবাদিকতার পরিভাষা	২৬৮-২৭৭
		গ্রন্থপঞ্জি	২৭৮-২৭৯

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

সাংবাদিকতার ক্রমবিকাশ

আমরা যে এই সুন্দর পৃথিবীতে বসবাস করছি তার বয়স নয় নয় করে পাঁচ শ। কোটি বছর। কোন কোন পুরাতাত্ত্বিকের মতে, তা দু শ কোটি বছর। তবে পাঁচ-ই হোক আর দুই-ই হোক পৃথিবীর বয়স যে কয়েক শ কোটি বছর তাতে কোন সন্দেহ নেই। পৃথিবীর আয়ু এতো দীর্ঘ হলেও এই ধরাধামে জীবের অস্তিত্ব চোখের দেখায় ধরা পড়েছে প্রায় ষাট কোটি বছর আগে। আর মানুষ নামের সর্বাঙ্গসুন্দর প্রাণীটির উদ্ভব হয়েছে প্রায় কুড়ি লক্ষ বছর আগে। অবশ্য এ সময়টা নিয়েও কিছু মতান্তর আছে।

মানুষের বয়স কুড়ি লক্ষ বছর হলেও তার ইতিহাস কিন্তু লেখা হয়েছে মাত্র পাঁচ থেকে ছয় হাজার বছর আগের থেকে। আর এই কমপক্ষে পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসের প্রথম দুহাজার বছর হচ্ছে ব্রোঞ্জযুগ। অর্থাৎ এ সময়কার মানুষ ব্রোঞ্জের হাতিয়ার ব্যবহার করতো। পরের তিন হাজার বছর ধরে মানুষ ব্যবহার করছে লোহার হাতিয়ার। এ জন্য এর নাম লৌহযুগ। আর এই পাঁচ হাজার বছর আগে মানুষ ব্যবহার করেছে প্রস্তরের হাতিয়ার। সে জন্য তাকে বলা হয়ে থাকে প্রস্তরযুগ।

সমাজতাত্ত্বিকদের মতে, মানুষের জীবনযাত্রার স্তর তিনটি। অর্থাৎ বন্য, বর্বর ও সভ্যসমাজ। পাঁচ থেকে ছয় হাজার বছরের আগেকার সেই প্রাগৈতিহাসিক পর্বে মানুষ বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছে, প্রস্তরের হাতিয়ার দিয়ে পশু শিকার করেছে। আদিম সেই সমাজের বর্বর জীবনের বিরাট একটা স্তর পেরিয়েই মানুষের সভ্য সমাজব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ ঘটে। ব্রোঞ্জযুগের নগরসভ্যতা থেকেই মানুষের সভ্য সমাজব্যবস্থায় পদচারণা শুরু হয়।

জীবনের বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মানুষ ক্রমান্বয়ে তার বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ অর্জন করেছে। বন্য ও বর্বর হলেও সেই আদি প্রস্তরযুগেই মানুষ ফল খেলে খিদে নিবারণ হয়, পশুর মাংসে উদরপূর্তি করলে দেহের বল বৃদ্ধি হয় তা অচেতনভাবেই বুঝতে

www.pathagar.com

পেরেছিল। অর্থাৎ তখনই মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটতে শুরু করেছিল। মস্তিষ্কের বিকাশ সাধনের সঙ্গে সঙ্গেই সে অঙ্গভঙ্গি থেকে ক্রমান্বয়ে ভাষা এবং তারপরে লিপির উদ্ভাবন ঘটিয়েছে।

সভ্য সমাজব্যবস্থার আগেও মানুষ একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। তবে মানবীয় যোগাযোগের সঠিক রূপটির আবির্ভাব ঘটেছে অনেক পরে। প্রথম পর্বে মানুষ যোগাযোগের স্বার্থে মুখে বিচিত্র সব ধ্বনি করতো, অঙ্গভঙ্গি করতো। তারপর হাতিয়ার তৈরির কাজে ব্যস্ত থাকার প্রক্রিয়ার মাঝেই সে ভাষা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। তারপর সেই ভাষার একটা গ্রহণযোগ্য উন্নতির পর সে প্রয়োজন বোধ করেছে ধ্বনিলিপির। নিজের অজান্তেই সে যে ধ্বনি করেছে তার এক মূর্ত অবয়ব দেয়ার প্রয়োজনীয়তা সে একদিন অনুভব করেছে।

ভাষার উদ্ভব বেশ অনেক আগে হলেও ব্রোঞ্জযুগের নগরসভ্যতার একটি যুগান্তকারী ঘটনা হলো লেখন পদ্ধতি ও বর্ণলিপির আবিষ্কার। নগরসভ্যতার উন্মেষের পর মেসোপটেমিয়া ও মিসরের মন্দির ও রাজবাড়িতে জড়ো হওয়া প্রভূত ধনসম্পদের হিসেব রাখার জন্যই লিপির উদ্ভব ঘটে। কারণ স্মৃতির ওপর নির্ভর করে অনেক সময়ই অর্থ-কড়ির লেনদেনের হিসেব রাখা যাচ্ছিল না। আর তাই প্রথম প্রথম ছবির সাহায্যে এইসব হিসেব রাখা হতো। যেমন, পাঁচটা ভেড়ার ছবি বা ভেড়ার মাথা আঁকলে ধরে নেয়া হতো যে এতে করে পাঁচটি ভেড়ার কথা বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এটাকে ঠিক লিপি বলা চলে না, বরং এটি স্মৃতি সহায়ক লিপি। ছবির সাহায্যে কোন ভাব বা বিষয়কে বোঝানোর এই ধরনকে তাই বলা হতো চিত্রলিপি (Picture-writing)। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে শুরু করে খ্রিস্টপূর্ব ১২ থেকে ১৩ অব্দ পর্যন্ত যোগাযোগের কাজ চলতো এই চিত্রলিপি পদ্ধতির মাধ্যমে। তবে তার মাঝেই ধ্বনিলিপির কিছুটা বিকাশ সাধন হয়েছে। অর্থাৎ আমরা যে ভাষায় কথা বলি অথবা বলা যায় মুখের উচ্চারিত ধ্বনির সঙ্গে একটা সাযুজ্য রেখে যে বর্ণলিপির উদ্ভব হয়েছে সেই প্রক্রিয়াতেই এখন লেখালেখির সেই মহান ও সার্বজনীন কর্মটি সমাধা হচ্ছে। চিত্রলিপি ও ধ্বনিলিপি বা বর্ণলিপি ছাড়াও আরেকটি লিপি আছে তার নাম হচ্ছে শব্দাংশ বা অক্ষরভিত্তিক ধ্বনিলিপি (Syllable-writing)। যেমন দাঁড়কাক লিখতে আমরা যদি দাঁড় ও একটা কাকের ছবি পাশাপাশি বসিয়ে পর পর পড়ে যাই তাহলে তা হবে অক্ষরভিত্তিক ধ্বনিলিপির একটি দৃষ্টান্ত। মানুষের যোগাযোগ প্রক্রিয়ায়ও এইভাবেই প্রথমে চিত্রলিপি, তারপর অক্ষরলিপি এবং সবশেষে বর্ণমালার আবির্ভাব ঘটেছিল।

www.pathagar.com

আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ শতাব্দীতে ব্রোঞ্জযুগের সূচনাতেই মেসোপটেমিয়ার সুমের অঞ্চলে ও মিসরে প্রায় একই সময়ে অক্ষরভিত্তিক ধ্বনিলিপির প্রচলন হয়েছিল। মিসরের লিপিকে বলা হয় হায়ারোগ্লিফিক (Hieroglyphic)। এর অর্থ পবিত্র লিপি। প্রাচীনকালে মিসরীয়রা লেখাকে ঈশ্বরের কথা বলে অভিহিত করতো। সুমের ও পরবর্তীকালের ব্যাবিলন ও আসিরিয়ার লিপিকে বলা হয় কিউনিফর্ম (Cuneiform)। কিউনিফর্ম লিপি হচ্ছে নরম মাটির চাকতির ওপর সরু কাঠি দিয়ে আঁকা কতকগুলো রেখার সমষ্টি। লেখাগুলো দেখতে কোণাকৃতি বা কীলকের (Angular) মতো। তাই এর আরেক নাম কীলকলিপি। পুরাতত্ত্ববিদ স্যার লেনার্ড উলি তাঁর History of Mankind গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন, দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার সুমের অঞ্চলেই প্রথম লিখনপদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছিল। তাঁর মতে, সুমেরীয় ভাষা লিখন ও লিপির উদ্ভবের জন্য অনুকূল ছিল। সুমেরীয় ভাষার মূল শব্দ অধিকাংশই এক বা দুই সিলেবল বা শব্দগুচ্ছবিশিষ্ট। যাই হোক, ব্রোঞ্জযুগের নগরসভ্যতা লিখনপদ্ধতি ও লিপি ছাড়া অচল হয়ে পড়তে পারতো। এ সময়ের বিভিন্ন নগরসভ্যতায় অক্ষরভিত্তিক ধ্বনিলিপির প্রচলন দেখা যায়। মিসর, ব্যাবিলন ছাড়াও আমাদের ঘরের পাশের মহেঞ্জোদারো ও চীনেও চিত্রলিপি বা ধ্বনিলিপির প্রচলন দেখা যায়।

প্রাচীন মিসরে আরো দুটি লিপির প্রবর্তন ঘটেছিল। তাদের নাম হলো হায়ারেটিক ও ডিমোটিক লিপি (Heirotic & Demotic)। এরা অবশ্য হায়ারোগ্লিফিক লিপিরই অপভ্রংশ। রাজকীয় ও ধর্মসম্পর্কিত বিষয় এবং মন্দির ও পিরামিডের দেয়াল লিখনের ক্ষেত্রেই প্রধানত হায়ারোগ্লিফিক লিপি ব্যবহার করা হতো বলে আকৃতিগত শোভা ও সৌন্দর্য বজায় রাখা প্রয়োজন ছিল। এ লিপি তাই সাধারণ কাজের উপযোগী ছিল না। এজন্য ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনে বাহুল্যবর্জিত ও টানা লেখার উপযোগী লিপি হিসেবে প্রথমে হায়ারেটিক ও তারপর ডিমোটিক লিপির উদ্ভব ঘটে। ডিমোটিক লিপির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সাথে সাথে হায়ারেটিক লিপির ব্যবহার ক্রমশ লোপ পায়। ডিমোটিক লিপি মিসরে খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকে পঞ্চম খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

মিসরের রোসিতায় (Rossitta) ১৭৯৯ সালে ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়নের মিসর অভিযানের কালে রোসিতা দুর্গে একটি লিপি সম্বলিত প্রস্তরখণ্ড পাওয়া যায়। বর্তমানে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত ওই রোসিতা ফলকটি হলো সম্রাট পঞ্চম টলেমি এফি ফানেসের সম্মানার্থে ১৯৭-৯৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রচিত পুরোহিতদের একটি ঘোষণাপত্র। ঘোষণাটি গ্রীক ও মিসরীয়-দুটি ভাষায়ই লেখা। মিসরীয় অংশটি আবার

www.pathagar.com

হায়ারোগ্লিফিক ও ডিমোটিক দুই ধরনের লিপিতে লেখা। এই প্রস্তরখণ্ডে আবার দু ধরনের স্ক্রিপ্ট বা লিপি পাওয়া গেছে। এর একটি ডিমোটিক cursive বা শোয়ানো (slant)। অপর ডিমোটিক হচ্ছে খাড়া (upright)। এই লিপিগুলোও চিত্রলিপির অন্তর্ভুক্ত। এই লিপির মাধ্যমে লেখা ও পড়া যেতো।

সমসাময়িক কালেই নীলনদের ধারে ব্যাপকহারে উৎপাদিত নলখাগড়া থেকে এক ধরনের কাগজ পাওয়া যেতো। তাকে বলা হতো প্যাপিরাস (Papyras)। এই প্যাপিরাসে অনেক কিছু লিপিবদ্ধ করে সে সময়ে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সংগ্রহে আছে ৪৪ মিটার দীর্ঘ একটি প্যাপিরাস। প্যাপিরাস ছিল দীর্ঘ ফিতার মতো। এগুলোকে জড়িয়ে রাখা যেতো। প্যাপিরাসের পাশাপাশি মেষ বা ছাগলের চামড়ার ওপরও অনেক কিছু লেখার চেষ্টা হয়েছে। একে বলা হতো পার্চমেন্ট (Parchment)। তবে পার্চমেন্টের একটি উন্নত রূপের নাম হচ্ছে ভেলাম। বাচ্চা গরু, ছাগল বা ভেড়ার চামড়া দিয়ে এটা তৈরি হলেও এটা ছিল অপেক্ষাকৃত পাতলা এবং তা ভাঁজ করা ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ। সে সময়ে পুঁথির আকৃতি বইয়ের জন্য সুবিধাজনক বলে প্যাপিরাস থেকে পার্চমেন্ট ও ভেলামে অনুলিপি করানোর কাজ শুরু হয়ে যায়। পার্চমেন্ট ও ভেলাম উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং মূল্যবান দলিলপত্রাদি লেখার কাজে আজও এগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উন্নতমানের পার্চমেন্টে লেখা খুবই সুন্দর হয়ে থাকে। কারণ শুধু কালিই এতে ভালোভাবে লাগে না, রঙিন তেলও ভালো মিশ খায়। অক্ষরগুলো স্পষ্ট ও নকশাদার করা যায়। ভেলাম ও পার্চমেন্ট লেখার সাজসরঞ্জামেও পরিবর্তন এনেছিল।

উত্তর ব্যাবিলনিয়া বা আক্কাদের রাজা সারগন খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ সালের দিকে ব্যাবিলনিয়ায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তবে সত্যিকার অর্থে ব্যাবিলনিয়াতে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহান রাজা আম্বুরাবি (Hammburabe)। তাঁর উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় যোগাযোগ কাজে এক ধরনের বিধি (code) ব্যবহৃত হতে থাকে। তাকে Code of Hammburabe বলে। আম্বুরাবি যোগাযোগ সংক্রান্ত তত্ত্ব বা আইনগুলো সংগ্রহ এবং তা সংহিতাকারে লিপিবদ্ধ (codifying) করেন প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ সালের দিকে। আম্বুরাবি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর প্রথম আইন প্রণেতা। চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক এই ধরনের আইনের প্রবর্তক ছিলেন তিনি।

খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ শতাব্দীতে চীন সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। প্রধান যে চারটি সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছে এই পৃথিবীতে, তার মধ্যে চীনসভ্যতা যথেষ্ট ঐতিহ্যমণ্ডিত।

www.pathagar.com

ওদের মঙ্গোলীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি আজও বয়ে চলেছে মাথা উঁচু করে। চীনারা প্রায় পাঁচ হাজার লিপি (Character) উদ্ভাবন করেছিল। এর থেকেই বোঝা যায়, যোগাযোগ সাধনে তাদের প্রয়াস কত আন্তরিক ও ব্যাপক ছিল। ওদের এই পাঁচ হাজার লিপির মাত্র চল্লিশ পঞ্চাশটি শিখলেই লিখতে ও পড়তে পারা যায়। ওদের আদিকালের সেই লিপির মৌলিকতা এখনও বিদ্যমান। অবশ্য এখন ওদের ভাষার আরো উন্নতি সাধন হয়েছে এবং বলা হয়ে থাকে খুব সহজেই ওদের ভাষা শেখা যায়।

প্রস্তরযুগের ২৫০০ থেকে ১৫০০ সালে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় সিন্ধু সভ্যতার উদ্ভব হয়। হাজার বছরের পুরাতন এই শহরের বিস্তৃতি উত্তর-দক্ষিণে পনের শ' কিলোমিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৯শ কিলোমিটার। এই সভ্যতার একটি নাম ছিল 'মৃতের শহর'। খুবই উন্নততর বলে কথিত এই সভ্যতার আজ পর্যন্ত যোগাযোগের সঠিক কোন ইতিহাস বের হয়নি বা পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। ওদের ছিল মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতা। ওরা গাছের ও সাপের পূজা করতো। ওই সভ্যতার খবরাখবর বিভিন্ন মোহর (seal) ও কপার প্লেট (তামার ফলক) থেকে সামান্য কিছু পাঠোদ্ধার করা হয়েছে। তবে তাদেরও নিজস্ব লিখন পদ্ধতি ছিল। বলা হয়ে থাকে, মেসোপটেমিয়া সভ্যতার পর থেকে সেখানকার লিপির অনুসরণে মিসর, চীন ও মহেঞ্জোদারোতে লিখনপদ্ধতির বিস্তার ঘটে। তবে পণ্ডিতদের মতে, সুমেরদের ভাবধারা নিলেও পরের তিনটি সভ্যতার লিখনপদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য ছিল তাদের স্বতন্ত্র সামাজিক- সাংস্কৃতিক অবস্থানের কারণে। আর এ জন্যই তাদের নিজ নিজ পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

খ্রিস্টপূর্ব বারো শ' থেকে তেরো শ' শতাব্দীতে লেবানন বা টায়ার এলাকায় ফিনিশিয়ান (Phoenician) সভ্যতার সৃষ্টি হয়। সময়ের আবর্তে শুধু লেখার মাধ্যমেরই পরিবর্তন হয়নি, লিপিরও পরিবর্তন হয়েছে। ফিনিশীয়দের মহান অবদান হলো তাদের বর্ণ বা আলফাবেটের ব্যবহার। তাদের বর্ণ উদ্ভাবনের বদৌলতেই আজ আমরা লিখতে পারছি। যদিও তাদের লেখায় কোন স্বরবর্ণ (Vowel) ছিল না। তাদের উদ্ভাবিত বাইশটি বর্ণের সবকটিই ছিল ব্যঞ্জনবর্ণ। তাই তাদের বর্ণ দিয়ে লেখা হতো স্বরবর্ণ ছাড়াই। যেমন রহিম শব্দটি ইংরেজিতে লিখতে Rhm (Rahim নয়) অথবা Jhn (John নয়)। বর্ণলিপির এই লেখনপদ্ধতির সাহায্যে লেখা সর্বশেষ যে প্রাচীন নমুনাটি পাওয়া গেছে তা ৮৯০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের। ঐ সময় মৃত সাগর (Dead sea)-এর উপকূলে মোয়াবাইট (Moabite) পাথরের

www.pathagar.com

ওপরে খোদিত ঐ লেখায় মোয়াবের রাজা ও ইসরাইলের রাজার মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের বর্ণনা দেয়া হয়েছিল।

ফিনিশীয়রা এক অর্থে লিপিপদ্ধতির একটা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য রূপ দিয়েছিলেন। তবে গ্রিকরা লিপির ক্ষেত্রে স্বরবর্ণের সংযোজন করেন এবং রোমানরা এর একটি চূড়ান্ত ও সামগ্রিক রূপ দিয়ে তা সমগ্র বিশ্বে বিতরণ করে যোগাযোগ পদ্ধতিকে সহজতর ও সুষম করে তুলেছিলেন।

লিপিপদ্ধতির আবিষ্কার হলেও হাতের লেখায় বহু সময়, অর্থ ও শ্রম ব্যয় হওয়ায় নতুন করে চিন্তা-ভাবনা হতে থাকে এমন কোন সহজ পদ্ধতি বের করা যায় কিনা যার দ্বারা হাতে লিখে নয়, যন্ত্রের সাহায্যে লিপিকে রেকর্ডবদ্ধ করা যায়। তারই ফলশ্রুতি ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দের টাইপ আবিষ্কার। জার্মানির জোহানেস জেনসফিচ গুটেনবার্গ হচ্ছেন টাইপের জনক। সে দেশের পশ্চিমাঞ্চলের মেইঞ্জ শহরে তাঁর জন্ম ১৩৯৪ সালে। ১৪৫৬ সালে তাঁর আবিষ্কৃত টাইপের মাধ্যমে তিনি একটি বই মুদ্রণ করেন যার নাম ছিল 'গুটেনবার্গ বাইবেল'। আর তখন থেকেই ইউরোপের মুদ্রণ ইতিহাসের শুরু। তাঁর মুদ্রিত বাইবেলই আধুনিক প্রক্রিয়ায় মুদ্রণ প্রকাশনার স্বীকৃতি পেয়েছে। ১৪৬৮ সালে গুটেনবার্গের মৃত্যুর পনেরো বছরের মধ্যেই তাঁর মুদ্রণ ব্যবস্থা সুইডেন থেকে সিসিলি, স্পেন থেকে পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরি অর্থাৎ খ্রিস্টীয় জগতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

এদিকে এ উপমহাদেশে প্রথম মুদ্রণযন্ত্রটি ইউরোপ থেকে আসে ১৫২৬-২৭ সালের দিকে। পর্তুগিজ পাদ্রিরা পালতোলা নৌকায় করে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে আবিসিনিয়ায় যাবার পথে ভারতের গোয়াতে থামেন। কিন্তু স্থানীয় গোলযোগের কারণে পাদ্রিরা সরকারের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তাদের সাথে আনা মুদ্রণযন্ত্র গোয়াতেই থেকে যায়। বাঙলা মুলুকে মুদ্রণযন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে গোয়ার মুদ্রণযন্ত্রের প্রায় সোয়া দু'শ বছর পর। তারও বেশ কিছু পরে ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড নামে এক সাহেব 'এ গ্রামার অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ' নামে একটি বই প্রকাশ করেন। হ্যালহেডের এই গ্রামার দিয়েই এ দেশে বাংলা ছাপার সূত্রপাত হয়েছিল। তবে এ বইটিই এ অঞ্চলে মুদ্রিত প্রথম বই কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। কারণ এর কিছুদিন আগেই হ্যালহেড সাহেবই হিন্দু আইনের ওপর লেখা একখানি বই ফার্সি ভাষা থেকে অনুবাদ করেছিলেন। হ্যালহেডের বই বাংলা হরফে ছাপার জন্য তার এক বন্ধু উইলিয়াম বাংলা হরফ খোদাই করেন। তাঁকে সহযোগিতা করেন পঞ্চানন কর্মকার নামে এক বাঙালি। পরে এই পঞ্চানন কর্মকারই

www.pathagar.com

প্রাচ্যবিষয়ক পণ্ডিত উইলিয়াম কেরীর সহযোগিতায় ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে খ্রিস্টীয় মিশন প্রেস স্থাপন করেছিলেন।

যাই হোক, রোমের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, তিন রাস্তার মোড়ে বিভিন্ন দালানকোঠা থেকে জানিয়ে দেয়া হতো দেশের পক্ষ থেকে কি বলা হচ্ছে। রোমান সাম্রাজ্য সম্বন্ধে সব কিছু বলা হতো এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। তিন রাস্তার ওই মোড়কে বলা হতো Trivia। তবে এই জ্ঞাপন প্রক্রিয়ায় জনগণের কথা বিশেষ একটা থাকতো না। সম্রাটের বিষয়েই বেশি করে বলা হতো।

অনেকের মতে, প্রথম সংবাদপত্র পাওয়া যায় জুলিয়াস সিজারের আমলে খ্রিস্টপূর্ব ৫০ সালে। সেই সময়ে রোমে এক ধরনের লোক কাজ করতো সংবাদ লেখক বা News writer হিসেবে। তারা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে প্রাত্যহিক দিনলিপি সংগ্রহ করতো। মেয়াদান্তিক ও সময়োপযোগী ঘটনাবলীর ওপর ধারাবাহিক লেখার আদি নাম হচ্ছে Acta-diurna। সংবাদ লেখকদের প্রাত্যহিক কার্যাবলীর ওপরে ভিত্তি করে লেখা Acta-diurna-কে রোমের প্রকাশ্য স্থানে সেঁটে রাখার জন্য জুলিয়াস সিজার নির্দেশ দিতেন। এটিকে প্রথম খবরের কাগজ হিসেবে ধরা হলে আজকের দিনের খবরের কাগজের সঙ্গে এর তুলনা করা যায়। প্রচারণার মাধ্যমে ফললাভের ক্ষেত্রে খবরের কাগজের ব্যবহারের সার্থকতা Acta-Diurna প্রমাণ করে।

এগারো থেকে শুরু করে চৌদ্দ শতাব্দীতে মধ্যপূর্ব এশিয়ায় আর এক ধরনের লোকের উদ্ভব হয়েছিল। যাদের বলা হতো Town Criers বা নগর-ঘোষক। যে সব জাহাজ সমুদ্র বা নদীবন্দরে ভিড়তো সেইসব জাহাজ থেকে প্রাপ্ত খবরাখবর এই সকল ব্যক্তিবর্গ চিৎকার করে বলতো বলে এদের বলা হতো Town Crier. তবে এই প্রক্রিয়ায় বাড়ির ভেতরের লোকেরা ঠিকমতো শুনতে পেতো না বিধায় তারা ঘন্টিও বাজাতো। সমসাময়িক কালেই ইরাকের রাজধানী বাগদাদে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, তাকে বলা হতো Clearing House of Information. এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে যিনি থাকতেন তার পদবি ছিল Shihab-ul-Barid. এই Shihab-এর অর্থ Master অথবা Gentleman এবং Barid-এর অর্থ Post অর্থাৎ পুরোটা Master of Post যাকে বাংলা করলে দাঁড়ায় ডাক ও তথ্য বিভাগের মহাপরিচালক। এমনও হতে পারে, সে অঞ্চলে পূর্বে ডাকবিভাগই তথ্য (খবর) সরবরাহের দায়িত্ব পালন করতো। তবে একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, আমরা প্রতিদিন ডাকবিভাগের মারফত যেসব চিঠিপত্র পেয়ে থাকি সেগুলো কিন্তু

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে খবরই সরবরাহ করে থাকে। কারণ চিঠি পাওয়া মানেই নতুন কোন কিছু তথ্য পাওয়া যা আমাদের নতুন করে উদ্যোগ নিতে পরিচালিত করে।

খ্রিস্টপূর্ব ৩২৪ থেকে ১৮৫ সাল পর্যন্ত মৌর্যবংশ ভারতীয় উপমহাদেশে রাষ্ট্রীয় শাসন পরিচালনা করে। মৌর্যদের প্রথম রাজা ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত। তাঁর অর্থমন্ত্রী ছিলেন কৌটিল্য। তিনি ছিলেন একজন অর্থশাস্ত্রবিদ। 'কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র' তো এক নামে সবাই জানে। তাঁর এই অর্থশাস্ত্র থেকেও চন্দ্রগুপ্তের অনেক কাজকর্মের কথা জানা যায়। চন্দ্রগুপ্তের আমলে এক ধরনের লোক কাজ করতো। তাদের নাম ছিল 'ওভারসিয়ার'। এদের কাজ ছিল গুপ্তচরবৃত্তি করা। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে এরা গোপন তথ্য সংগ্রহ করতো। রাজার বিরুদ্ধাচরণ করা হচ্ছে কিনা তা জানাই ছিল এদের কাজ।

মৌর্যদের শেষ রাজা অশোকের সময়েও এই ওভারসিয়াররা ছিল। কিন্তু তাদের তখন একটি পরিমার্জিত নাম দেয়া হয়। এদের নতুন নাম ছিল প্রতিবেদক (Protivedaka)। প্রতিবেদকরা খবর সংগ্রহ ও প্রচার করা ছাড়াও অশোকের 'ধর্ম' (ভালো গুণাবলির খবর) প্রচার করতেন। আজকে সংবাদশিল্পে যারা প্রতিবেদক বা রিপোর্টার হিসেবে সংবাদ প্রতিবেদন বা রিপোর্ট করছেন, তাদের ওই প্রতিবেদক নামটি সম্ভবত অশোকের আমলের প্রতিবেদকদের থেকেই এসেছে। প্রকৃতপক্ষে আজকের রিপোর্টারের যে কাজ তার কিছুটা অশোকের প্রতিবেদকরাও প্রতিপালন করতেন। পরের এক অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করবো। তবে পাঠক 'রিপোর্ট' ও 'রিপোর্টার' নামক শব্দ দুটির সঙ্গে ইংরেজি সত্ত্বেও একটু বেশি পরিচিত হওয়ায় আমরা পরবর্তী অধ্যায় থেকে রিপোর্ট, রিপোর্টার ও রিপোর্টিং প্রভৃতি ইংরেজি শব্দগুলোই ব্যবহার করবো। প্রয়োজনে এ ধরনের আরো ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করবো যেগুলো বাংলা ভাষার সাংবাদিকতায়ও প্রচলিত হয়ে গেছে।

৭১২ খ্রিস্টাব্দে মুহম্মদ বিন কাশিম সিন্ধু জয় করেন এবং তিনি সম্রাট অশোক ও তৎপরবর্তী রাজাদের সব কার্যক্রম মোটামুটি বজায় রাখেন। তারপরে আসেন সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি। তথ্য সরবরাহ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে তিনি কিছু নতুন পদ্ধতি সংযোজন করেন।

মানুষ ও পশুর বিশেষত ঘোড়ার শ্রম লাঘব করার উদ্দেশ্যে তিনি দুটো ব্যবস্থা করেন। ওই দুটো ব্যবস্থা হলো :

এক. ঘোড়ার পালাবদল ব্যবস্থা (Horse relay system).

দুই. সরাইখানা স্থাপন।

www.pathagar.com

প্রথমে তিনি তিন ক্রোশ অন্তর অন্তর বিশ্রামঘর বা সরাইখানা প্রতিষ্ঠা করেন, যাতে করে ঘোড়া ও তার সওয়ার বিশ্রাম নিতে পারে। সাথে সাথে তিনি ডাকচৌকিও বসান। কিন্তু এই পদ্ধতির মাধ্যমে ঘোড়াবাবদ ও শ্রমবাবদ অর্থ সংক্রান্ত দুর্নীতি শুরু হয়ে যায়। ফলে শেরশাহর আমলে 'দাগ' প্রথা (Branding system) চালু করা হয়। অর্থাৎ ঘোড়ার পিঠে চিরস্থায়ী ছাপ দিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। একে বলা হতো Horse Branding System. এই ব্যবস্থার অধীনে ঘোড়াগুলোকে চেনা যেতো। ঘোড়া বদল করার জন্য এতে বেশ সুবিধে হতো। এ ছাড়াও শেরশাহ রাস্তার পার্শ্বে গাছ রোপণ করেন এবং দেড় মাইল অন্তর অন্তর সরাইখানা স্থাপন করেন। দ্রুত সংবাদ প্রেরণ ও যোগাযোগের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করার স্বার্থে তিনি সোনারগাঁ থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত দীর্ঘ দেড় হাজার মাইলের গ্র্যান্ড ট্রাংক রোড স্থাপন করেন। তাঁর আগে কেউ যোগাযোগের ব্যাপারে শক্তিশালী ও বুনিয়াদি ভিত্তির কথা চিন্তা করেনি। সুষ্ঠু তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা গঠনে উন্নতমানের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাও যে তৎকালীন প্রেক্ষাপটে খুবই জরুরি ছিল এটা বোধহয় শেরশাহই প্রথম ভালো বুঝতে পেরেছিলেন।

আগের অংশটুকু থেকে আমরা কিছুটা বুঝতে পেরেছি যে সাম্রাজ্য বিস্তার, তাকে টিকিয়ে রাখা কিংবা সম্রাটের গুণাবলির কথা প্রচার করার মধ্য দিয়েই যোগাযোগ প্রক্রিয়ারও শুরু হয়েছে। ঠিক একইভাবে মুঘল আমলেও সাংবাদিকতার সূচনা হয় সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই। কেননা এত বিরাট সাম্রাজ্যকে যথাযথ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য, সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা, আইন-শৃঙ্খলা, সেনাদলের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতাবোধ ও তাদের মধ্যে খবরাখবর প্রেরণ এবং সংগ্রহ প্রভৃতির জন্য সাংবাদিকতার ক্ষীণ ধারা প্রবাহিত হতে শুরু করে।

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট বাবর মুঘল সাম্রাজ্যের পত্তন ঘটান। কিন্তু সাংবাদিকতা বলতে যা বোঝায় তার পৃষ্ঠপোষকতা তিনি কিছুই করে যেতে পারেননি। পুত্র হুমায়ুনও তথৈবচ। যদিও তাঁর সময়টা কিছুটা অস্থিরতার মধ্যে কেটেছিল। তবে তাঁর ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী শেরশাহর কিছু কাজকর্মের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। মুঘল আমলের সাংবাদিকতা শুরু হয়েছিল মূলত সম্রাট আকবরের আমলে। আকবর নিজে শিক্ষিত না হলেও তিনি ধর্মসংস্কার, সমাজসংস্কার ও শিক্ষার প্রসারে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ১৫৫৬ থেকে ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর শাসনামলে অনেক মূল্যবান বই রচিত হয়। যেগুলো সাংবাদিকতার কিছু কিছু সাক্ষ্য বহন করে আছে। আকবরের নবরত্ন পরিষদ ও অন্যান্য সংস্থার কারণে অনেক মূল্যবান কর্মকাণ্ডও সূচিত হয়। তাঁর সময়ের অন্যতম পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন আল্লামা আবুল ফজল। তাঁর

www.pathagar.com

ভাইয়ের নাম ছিল ফৈজী। আবুল ফজলের দুটো গ্রন্থ ছিল। তার একটির নাম *আকবরনামা*। এটি ছিল প্রকৃতপক্ষে আকবরের ইতিহাস। দ্বিতীয়টির নাম *আইন-ই-আকবরি* (Ain-E- Akbari)। এটি ছিল আকবরের আমলের আইন-কানুন সংক্রান্ত একটি প্রামাণ্য দলিল। বইটি খুবই উচ্চমার্গের ও শাস্ত্রীয় পর্যায়ের ছিল। কিন্তু এটির যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি। *আইন-ই- আকবরির* ১৬৯ নম্বর ধারায় তিন ধরনের বা শ্রেণীর লেখকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ওই লেখকরা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিয়োজিত থেকে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে সম্রাটকে অবহিত করতেন। ওই লেখকদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আবুল ফজল অবশ্য বিস্তারিত কিছু জানাননি। তবে ভেনিসীয় (Venetian) পরিব্রাজক নিকোলা ম্যানুচি (Niccola Manucei) তাঁর Storia de Mogor (Story of Mughal) গ্রন্থে তাদের একটা পরিচিতি দিয়েছিলেন। ম্যানুচি সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে ভারত পরিভ্রমণে এসেছিলেন। তিনি তাঁর সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে ওই তিন শ্রেণীর লেখকদের প্রসঙ্গে বলেছেন, . . . It is a fixed rule of the Mughals that the Waqiah Nawis and the Khufia Nawis or the public or secret news writers of the empire, must once a week enter what is passing in a waqiah, that is to say, a sort of gazzette, containing the events of most important. These news letters are commonly read in the kings presence by women of the mahal at about 9 O'clock in evening, so that by this means the Emperor knows what is going on in the kingdom . . .

ওপরের ওই বিবৃতি থেকে আমরা দু ধরনের লেখকের কথা জানতে পারি। এদের এক শ্রেণীর নাম ওয়াকিয়া নবিশ এবং অপর শ্রেণীর নাম খুফিয়া নবিশ। ওয়াকিয়া মানে হচ্ছে সংবাদ আর নবিশ হচ্ছে লেখক। পুরো অর্থে সংবাদ লেখক। অপরদিকে খুফিয়া মানে হচ্ছে গোপন। তার মানে খুফিয়া নবিশ হচ্ছেন গোপন লিপি লেখক। এরা আসলে ছিল সম্রাটের গুপ্তচর বা গোয়েন্দা। তাঁরা গোপন তথ্য সংগ্রহ করে সম্রাটকে অবহিত করতেন। আর ম্যানুচির ভাষ্যানুযায়ী ওয়াকিয়া নবিশরা সম্রাটকে অবহিত করতেন তখন, যখন সম্রাট রাত নটা নাগাদ মেয়ে মহলে অবস্থান করতেন। ওয়াকিয়া নবিশ থেকেই সম্ভবত নকলনবিশ বা শিক্ষানবিশ ধরনের কথাগুলো এসেছে। ওই দুই শ্রেণীর লেখকরা ছাড়া আরেক শ্রেণীর লেখক ছিলেন তার নাম সাভানি নিগার। এখানে সাভানি মানে হচ্ছে চিঠি আর নিগার মানে হচ্ছে লেখক। পুরো অর্থে জীবনী লেখক। প্রকৃতপক্ষে সাভানি নিগাররা ছিল জীবনীকার। সম্রাট, যুবরাজ এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য যশস্বী ও নামী ব্যক্তিত্বের জীবনী লেখার

www.pathagar.com

জন্য তাঁদের অর্থের বিনিময়ে নিয়োগ করা হতো। তাঁরা পয়গম্বরদের জীবনকথা কিংবা অন্যান্য ধর্মীয় নেতাদের জীবনকথা ও কর্মকাণ্ডের কথাও লিখতেন। আসলে সাভানি নিগাররা ছিলেন ফরমায়েশি লেখক। তাঁরা বিশেষ দায়িত্ব পালন করতেন। জীবনীগ্রন্থ লেখায় তাঁরা ছিলেন বিশেষজ্ঞ।

আকবরের আমলে সাংবাদিকতার সুষ্ঠু প্রয়োগ হলেও তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর ও পৌত্র শাহজাহানের আমলে সাংবাদিকতা সত্যিকার অর্থে বিকাশ লাভ করেনি কিন্তু শাহজাহান-পুত্র আওরঙ্গজেবের আমলে সাংবাদিকতা যথেষ্ট বিকশিত হয়। আওরঙ্গজেবের আমলে একজন মনীষী ছিলেন। তাঁর নাম হলো কাফী খান । তাঁর প্রণীত একটি গ্রন্থের নাম *মুন্তা-খাবুল-লুবাব*। তিনি এই বইয়ের এক জায়গায় লিখেছেন . . . the death news of Rajaram of the house of Shivaji was brought to the imperial camp by the newspaper. অর্থাৎ শিবাজির বাড়ির জনৈক রাজারামের মৃত্যুর খবর সম্রাটের শিবিরে পৌঁছেছিল সংবাদপত্রের মাধ্যমেই। একটি হাতে লেখা সংবাদপত্রের মাধ্যমে এই খবরটি পাওয়া যায়। বলা হয়ে থাকে এই পত্রিকাটি (অন্তত এ অঞ্চলে) প্রাচীনতম হাতে লেখা সংবাদপত্র।

আওরঙ্গজেবের সময়ে সাধারণ সৈন্যদের সংবাদপত্র সরবরাহ করা হতো। এটা উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ছিল। তার প্রমাণ হলো সম্ভবত ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে স্যার উইলিয়াম স্লীম্যান (Sir William Sleeman) তাঁর *Journey Through the Kingdom of Audh* গ্রন্থে বলেছেন, The king of Audh employed six hundred and sixty news writers or Waqiah Nawis and that they were paid on average, between four and five rupees each per month.

যশস্বী ইতিহাসবিদ স্যার যদুনাথ সরকার মুঘল সাম্রাজ্য সম্পর্কে দীর্ঘ ও চমকপ্রদ কাজ করেছেন। কিন্তু আওরঙ্গজেবের লেখকদের সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত কিছু উল্লেখ করেননি কি ধরনের কাজ তারা করতো। তবে শাহজাহানের শেষ সময়ে এবং আওরঙ্গজেবের শাসনামলের প্রথম দিকে সম্রাটের রাজদরবারে কাজ করেছেন এমন একজন ফরাসি পরিব্রাজক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার (Francois Bernier) বলেছেন, ...It is true that the great Mughal sends a Waqiah Nawis to the various provinces, that is, person whose business is to communicate every event that takes place.

নবিশ বা নিগার সংক্রান্ত সাংবাদিকতার এই প্রতিষ্ঠানটি ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। তবে বলা যায়, এ উপমহাদেশে প্রথম

www.pathagar.com

সাংবাদিকতার বীজ বপন হয় মুঘল আমলেই। এ ক্ষেত্রে তাদের অবদান বিরাট। এ দেশের সাংবাদিকতার পথিকৃৎ এক অর্থে তারাই। তাই তারা এ দেশের সাংবাদিকতা পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে চিরস্মরণীয়।

১৭৫৭ সালে পলাশীতে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলের স্বাধীনতা অস্তমিত হয়। ইংরেজরা এ অঞ্চলে পাকাপোক্তভাবে তাদের শাসন কায়েম করে। ফলে আওরঙ্গজেবের পরের শাসনকাল থেকে অন্তত ১৭৮০ সাল পর্যন্ত উপমহাদেশের সাংবাদিকতায় কিছুটা ছেদ পড়ে। বিশেষ করে অবিভক্ত বাংলায়।

সে আমলে কলকাতা ছিল ভারতীয় রাজনীতির শীর্ষস্থান। কলকাতাকে ঘিরেই ভারতীয় রাজনীতি অনেকখানি আবর্তিত হতো। আর বাংলার পতনের পর ইংরেজরা এখান থেকেই সমগ্র ভারতে আস্তে আস্তে তাদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। প্রথমদিকে ব্যবসা সংক্রান্ত কারণ ও পরে ধর্মবিষয়ে জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই কিছু কিছু প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করা হলেও সেগুলো সংবাদপত্রের বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারেনি। তবে তারই সূত্র ধরে ১৭৮০ সালে একজন ইংরেজ ভারতপ্রবাসী ইংরেজদের জন্য কলকাতা থেকে *হিকির গেজেট* নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং তখন থেকেই ভারতে মুদ্রিত সংবাদপত্র বা সাময়িকীর যাত্রা শুরু হয়। যিনি এই দুরূহ কর্মটি সাধন করেছিলেন তাঁর নাম জেমস অগাস্টাস হিকি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মুদ্রিত সংবাদপত্রটির নাম ছিল *বেঙ্গল গেজেট* বা *ক্যালকাটা জেনারেল এডভার্টাইজার।* তবে হিকি কর্তৃক সম্পাদিত বলে তা জনসাধারণের কাছে হিকির গেজেট নামেই সমধিক পরিচিত ছিল। ১৭৮০ সালে অবিভক্ত বাংলা তথা ভারতে মুদ্রিত সংবাদপত্রের প্রথম প্রকাশনা শুরু হলেও এর আশি বছর আগে ইংল্যান্ডে দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশনা শুরু হয়।

এদিকে ১৭৮০ সালে মুদ্রিত সংবাদপত্রের যাত্রা শুরু হলেও তারও ১২ বছর আগে ১৭৬৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন কর্মচারী উইলিয়াম বোল্টস তাঁর চাকরি যাবার পর পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু কোম্পানির লোকেরা এতে বিপদের ঝুঁকি বুঝতে পেরে বোল্টসকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

হিকির পত্রিকার পরে একের পর এক পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে কলকাতা থেকে। কিন্তু তার সবই ছিল ইউরোপীয় মালিকানাধীন এবং সেসব সংবাদপত্রের উপজীব্য বিষয়ও ছিল ইউরোপীয় সমাজচিত্র, যা ছিল কদর্যতা ও অশালীনতায় পরিপূর্ণ।

www.pathagar.com

খ্রিস্টান মিশনারিরা ইংরেজি ও ভারতীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের কাজ শুরু করলে ভারতের সংবাদপত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয় । তবে ১৮১৮ সালের আগ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় বাঙালি মালিকানাধীন কোন পত্রিকা বের হয়নি। তা সম্ভবও ছিল না। তবে এর ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য সময় নিতে হয়েছে ২৫টি বছর। কিছুটা বিতর্কিত হলেও, অধিকাংশের মতে, শ্রীরামপুরের মিশনারিদের উদ্যোগে জন ক্লার্ক মার্শম্যান সম্পাদিত ১৮১৮ সালের ২৫ মে প্রকাশিত সাপ্তাহিক *সমাচার দর্পণই* ছিল প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। তবে দ্বিমত পোষণকারীদের মতে, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য সম্পাদিত *বাঙাল গেজেটই* ছিল প্রথম সংবাদপত্র। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মে থেকে ৯ জুলাই তারিখের মধ্যে *বাঙাল গেজেট* প্রকাশিত হয়েছিল। তবে এটা স্বীকৃত যে *বাঙাল গেজেটই* বাঙালি মালিকানাধীন প্রথম বাংলা সংবাদপত্র।

অবিভক্ত বাংলা তথা ভারতের সংবাদপত্রের ইতিহাস দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। মিশনারিদের প্রচারণার প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিশেষত খ্রিস্টীয় যাজকদের প্রচারণার জবাব দিতে গিয়েও যেমন বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষায় পত্রপত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিতে হয়েছে আবার এ উপমহাদেশে ইংরেজদের গেড়ে বসার বিরুদ্ধেও জনমত গড়ে তুলতে সংবাদপত্রের প্রকাশ ও তার বিকাশের প্রয়োজন দেখা দেয়। *সমাচার দর্পণ* বা *বাঙাল গেজেট* দিয়েই তার শুরু। তারপর শুধু মসিযুদ্ধের ইতিহাস। সেই ইতিহাসের কথা অল্পবিস্তর সবারই জানা। তবে সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গের অবস্থান সম্পর্কে কিছু কথার উল্লেখ করে এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটানো যেতে পারে।

কলকাতাভিত্তিক পশ্চিমবঙ্গের মতো পূর্ববঙ্গে কোন শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সমাজ প্রগতির ধারা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। সংবাদপত্র প্রকাশের প্রয়োজনীয়তাও তাই সেভাবে অনুভূত হয়নি। তবু এখানে এক সময় শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হয় উনিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগ থেকে। কিন্তু ঢাকা অবিভক্ত বাংলার দ্বিতীয় নগরী থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের এ অঞ্চলের প্রথম সংবাদপত্রটি প্রকাশিত হয় রংপুর থেকে। ১৮৪৭ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ববঙ্গ থেকে যে প্রাচীন সংবাদপত্রটি প্রকাশিত হয় তার নাম *রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ*। প্রথমে গুরুচরণ রায় এবং পরে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত এ পত্রিকাটির স্থায়িত্বকাল ছিল প্রায় এক দশক। রাজনীতি যখন আরো বেশি করে সংবাদপত্রের মূল উপজীব্য বিষয়ে পরিণত হচ্ছে ঠিক তখনই এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ (যেটাকে এক অর্থে

www.pathagar.com

আমাদের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা যায়)–এর সময় রাজনীতি নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলার কারণেই হয়তো লর্ড ক্যানিংয়ের 'সংবাদপত্রের ১৫ আইন'-এর আওতায় এ পত্রিকাটির কণ্ঠরোধ করা হয়।

বাংলাদেশের দ্বিতীয় সংবাদপত্র এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র হচ্ছে *ঢাকা নিউজ*। ১৮৫৬ সালের ১৮ এপ্রিল ইংরেজি এই সাপ্তাহিকীটি আত্মপ্রকাশ করে। তবে ঢাকার প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের নাম *ঢাকা প্রকাশ*। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬১ সালে সম্ভবত ৭ মার্চ।

অমৃতবাজার পত্রিকা উনিশ শতকের ষাটের দশকে পূর্ববাংলা থেকে প্রকাশিত আরেকটি প্রথম সারির সংবাদপত্র। ১৮৬৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি দুই ভাই বসন্তকুমার ঘোষ ও শিশিরকুমার ঘোষ কাঠের প্রেস নিয়ে যশোরের পলুয়া মাগুরা গ্রাম থেকে বের করেন *অমৃতবাজার পত্রিকা*।

প্রথমত যশোর থেকে প্রকাশিত হলেও *অমৃতবাজার পত্রিকা* বেশিদিন যশোরে থাকেনি। ১৮৭১ সালে যশোরে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দিলে সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ পত্রিকাটিকে কলকাতায় স্থানান্তর করেন। যশোর থেকে এর শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৭১ সালের ৪ অক্টোবর।

বাঙালি মুসলমান সম্পাদিত পূর্ববঙ্গের প্রথম সংবাদপত্রটির নাম *পারিল বার্তাবহ*। আনিছউদ্দিন আহমদ সম্পাদিত এই পাক্ষিক পত্রিকাটি ১৮৭৪ সালে ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জের নিকটস্থ পারিল গ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়।

১৯২১ সালে চট্টগ্রামের সাপ্তাহিক *জ্যোতিঃ* দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। সম্ভবত এটিই ছিল বাংলাদেশের প্রথম বাংলা দৈনিক। *জ্যোতিঃর* সম্পাদক ও প্রকাশক ছিলেন পটিয়ার কালিশংকর চক্রবর্তী। তাঁর নিজস্ব প্রেস থেকে মুদ্রিত কাগজটি গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থন দেয়ায় তা সরকারের রোষানলে পড়ে।

প্রথম বাঙালি মুসলমান মহিলা সম্পাদিত একটি মাসিক পত্রিকা বের হয় ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে। ১২ পৃষ্ঠার এ পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন বেগম সুফিয়া খাতুন।

১৯৩০ সালেরই কোন এক সময়ে মাস্টারদা সূর্য সেনের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বছরে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় বাংলাদেশের দ্বিতীয় দৈনিক পত্রিকা *রাষ্ট্রবার্তা*। এটির সম্পাদক ছিলেন লোকমান খান শেরওয়ানী।

১৯৩১ সালের ২১ জুলাই সিলেট থেকে প্রকাশিত হয় বাংলাদেশের প্রাচীনতম সাপ্তাহিক *যুগভেরী*। পত্রিকাটি আজো নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯১৬ সালে ঢাকা

www.pathagar.com

থেকে প্রকাশিত হয় পূর্ববাংলার প্রথম ইংরেজি দৈনিক *দি হেরাল্ড*। পত্রিকাটির পরিচালনায় ছিলেন প্রিয়নাথ সেন।

তবে প্রথম থেকেই পুরোপুরি দৈনিকের বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রকাশিত বাংলাদেশের প্রাচীনতম পত্রিকা হচ্ছে *দৈনিক আজাদ*। অবশ্য ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে *জ্যোতি* ঃ ছিল সত্যিকারের বাংলাদেশী পত্রিকা। কারণ সেটি প্রকাশিত হয়েছিল চট্টগ্রাম থেকে। আর *দৈনিক আজাদ* বের হয় কোলকাতা থেকে। মুসলিম শিক্ষাব্রতী ও রাজনীতিক মওলানা আকরাম খাঁ ১৯৩৬ সালের ৩১ অক্টোবর কলকাতা থেকে পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। পত্রিকাটিতে মুসলিম স্বার্থ, পাকিস্তান আন্দোলন বিষয়ক তথা বাঙালি মুসলমানের স্বার্থসম্বলিত খবর প্রাধান্য পেয়ে থাকতো।

১৮৪৭ থেকে ১৯৪৭ ছিল উপমহাদেশে সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য একটি বিশেষ সময়। এই একশ বছরে প্রতিটি সংবাদপত্র প্রকাশের পেছনেই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতি। পশ্চিমবঙ্গভিত্তিকই হোক আর পূর্ববঙ্গভিত্তিকই হোক, পত্রিকামালিক বা সম্পাদকদের সবাই ব্রিটিশবিরোধী কথাবার্তাকেই প্রাধান্য দিতেন। ১৯৪৭-এর ভারত বিভক্তির পর পূর্ববঙ্গভিত্তিক পাকিস্তানি সমর্থক পত্রিকাগুলোর কলকাতা থেকে প্রকাশের যুক্তি ও ভিত্তি হারিয়ে যায়। ফলে একদিকে যেমন কলকাতা থেকে তাদের চলে আসতে হয়, অপরদিকে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও নয়া জাতিগত ভাবধারার প্রেক্ষাপটে ঢাকা থেকে পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ সূচিত হয়।

দেশ বিভাগের পর এখানে সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এই শূন্যতার মাঝেও কলকাতা থেকে প্রকাশিত মুসলিম লীগ সমর্থক দুটো পত্রিকা *আজাদ* ও *মর্নিং নিউজ* কিছুটা ফাঁক পূরণের চেষ্টা করে। এছাড়াও কলকাতা থেকে আসতো হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পৃষ্ঠপোষিত পত্রিকা *ইত্তেহাদ*। পত্রিকাটি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথাবার্তা প্রচার করে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর এক পর্যায়ে পূর্ববঙ্গে *ইত্তেহাদ* পত্রিকার প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। এই নিষেধাজ্ঞার প্রেক্ষাপটে সোহরাওয়ার্দী *ইত্তেহাদকে* ঢাকায় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেন।

এদিকে কলকাতা থেকে আজাদের শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালের ১২ অক্টোবর। পত্রিকাটির ওই সংখ্যায় উল্লেখ করা হয় যে, এর পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে ১৯ অক্টোবর ঢাকা থেকে। পূর্ববঙ্গ সরকার *আজাদ*-এর অফিস গড়ে তোলার জন্য ঢাকেশ্বরী রোডের পাশে বিরাট একটি প্লট লীজ দেয়। সেখান থেকেই প্রকাশিত হয় ঢাকাভিত্তিক *আজাদ*। কলকাতার মতো ঢাকা থেকে প্রকাশকালেও এর

www.pathagar.com

সম্পাদক ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দিন। তাঁর অন্যতম সহকারী ছিলেন আজাদের পূর্বতন ঢাকাস্থ প্রতিনিধি আবু জাফর শামসুদ্দিন। খায়রুল কবির ছিলেন এর বার্তা সম্পাদক। কলকাতাস্থ আজাদের বার্তা সম্পাদক মোহাম্মদ মোদাব্বের কলকাতাতেই থেকে যান ইত্তেহাদে যোগ দিয়ে।

বিভাগোত্তর কালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম দিকের একটি দৈনিক হচ্ছে *জিন্দেগী*। প্রথম অর্ধ সাপ্তাহিক এই পত্রিকাখানি ১৯৪৭ সালের ৪ সেপ্টেম্বর দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন এস. এম. বজলুল হক। *জিন্দেগী* বের হয়েছিল ২৬৩, বংশাল রোড থেকে। প্রকাশের কিছুদিন পর *জিন্দেগী* বন্ধ হয়ে গেলে একই ঠিকানা থেকে বের হয় *দৈনিক সংবাদ*। ১৯৫১ সালের ১৫ মে এটি প্রকাশিত হয়।

দেশভাগের পর '৪৮ সাল পর্যন্ত ঢাকায় কোন ইংরেজি দৈনিক ছিল না। পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের জনগণের ভাষাগত যোগাযোগ বজায় রাখা এবং শূন্যস্থানে ব্যবসায়িক সাফল্যের আশায় মুসলিম লীগের প্রবল পরাক্রান্ত নেতা হামিদুল হক চৌধুরী বের করলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম ইংরেজি দৈনিক *পাকিস্তান অবজারভার*। এটি ১৯৪৯ সালের ১১ মার্চ বের হয়। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন জনাব শেহাবুল্লাহ। পরবর্তীতে সরকারি চাকরি ছেড়ে এতে সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে আসেন আমাদের দেশের সাংবাদিকতার পণ্ডিতমনস্ক ব্যক্তিত্ব আবদুস সালাম।

যাই হোক, এই অবস্থাটা বেশিদিন টিকলো না অবজারভারের। কারণ সে বছরই ২০ মার্চ কলকাতা থেকে *মর্নিং নিউজকে* ঢাকায় স্থানান্তরিত করা হলো। অবশ্য কলকাতায় দৈনিক হিসেবে প্রকাশিত হলেও *মর্নিং নিউজ* ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হলো সাপ্তাহিক হিসেবে। পরে একই বছরের ২৫ ডিসেম্বর এটি দৈনিক হিসেবে পুনরায় আবির্ভূত হয়।

১৯৪৯ সালের শেষদিকে মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বের করলেন *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক*। আমাদের পত্রিকাজগতের এক দিকদর্শন *ইত্তেফাক*। প্রকাশনার শুরু থেকেই ছিল কট্টর মুসলিম লীগ বিরোধী। তৎকালীন রাজনীতিতে মুসলিম লীগের বিপর্যয় ঘটাতে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এই পত্রিকাটি। ফলে তা স্বল্পসময়ের মধ্যে পূর্ববাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় সাপ্তাহিকে পরিণত হয়।

১৯৫৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর দৈনিক হিসেবে ইত্তেফাকের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। এর সম্পাদক ছিলেন এ দেশের নির্ভীক সাংবাদিকতার উজ্জ্বল নক্ষত্র তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। *দৈনিক ইনসাফ* বের হয় ১৯৫০-এর মাঝামাঝি কোন এক

www.pathagar.com

সময়ে। এর মালিক ছিলেন বলিয়াদির জমিদার সিদ্দিকী সাহেব। ইনসাফের সম্পাদক ছিলেন মহিউদ্দিন আহমেদ।

পঞ্চাশের দশকের শুরুতে 'নির্দলীয় স্বাধীন মতের' কাগজ বের করার লক্ষ্যে খায়রুল কবির সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে বের করেন *দৈনিক সংবাদ*। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ঢাকা থেকে প্রকাশিত কোন দৈনিকের এটাই ছিল প্রথম বাংলা নাম। স্বাধীন সাংবাদিকতা ও দলনিরপেক্ষ সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে মওলানা ভাসানী আশা প্রকাশ করে বলেন, *সংবাদ* হবে সেই পত্রিকা। লেখনীশক্তির বিচারে *সংবাদ* তখন সেকালের সবচেয়ে সমৃদ্ধ পত্রিকায় পরিণত হয়। তবে ১৯৫৪ সালে মালিকানা বদলের সাথে সাথে পত্রিকার চরিত্রও বদলে যায় এবং ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বিরোধিতা করে পত্রিকাটি গণরোষের সম্মুখীন হয়। বাংলাভাষার পক্ষে *ইত্তেহাদ* ও *আজাদ*-এও বেশ কিছু লেখা বের হয়। বাংলাভাষাকে সমর্থন করে আজাদে বেশ কিছু প্রবন্ধ লেখা হলেও তার সম্পাদকীয় নীতি ছিল বেশ রহস্যজনক। তবে একুশে ফেব্রুয়ারির আত্মত্যাগের পর *আজাদ* বেশ জোরালো রিপোর্টিং করে বাংলাভাষার সমর্থনে। গোড়া থেকেই বাংলাভাষা প্রশ্নে বিরোধিতা করে আসে *মর্নিং নিউজ*। *মর্নিং নিউজ* ছাড়াও *পাসবান*, সিলেটের আসাম *হেরাল্ড* ও *যুগভেরী*ও ভাষা আন্দোলনে বিপক্ষে মতামত রাখে। কিন্তু সিলেটের *নওবেলাল* এই পত্রিকাগুলোর প্রবল প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। পাকিস্তান অবজারভারেও ভাষা আন্দোলনের খবরগুলো যথেষ্ট গুরুত্ব পেতো। ১৯৫২ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি সরকার অবজারভারের প্রকাশনা বন্ধ এবং এর সম্পাদক আবদুস সালাম এবং মালিক হামিদুল হক চৌধুরীকে গ্রেফতার করেন।

ভাষা আন্দোলনের সমর্থক অন্যান্য দৈনিক পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল *মিল্লাত* ও *ইনসাফ*। একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনার পর মিল্লাতে ব্যানার করা হয়েছিল। *সাপ্তাহিক সৈনিক* বের করে বিশেষ সংখ্যা। ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত *সাপ্তাহিক চাষীর* একটি বিশেষ সংখ্যা বের হয় ২২ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায়। ভাষা আন্দোলনে সমর্থন দেয়ার জন্য মিল্লাত সম্পাদক মোহাম্মদ মোদাব্বের এবং সাপ্তাহিক সৈনিকের সম্পাদক আবদুল গফুরের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়।

চট্টগ্রামের *দৈনিক পয়গাম* বের হয় ১৯৪৭ সালের ১৮ আগস্ট। অপরদিকে ষাটের দশকে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় কিছু পত্রপত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেন। এরই ফল হিসেবে ১৯৬৪ সালে গঠিত হয় 'ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্ট'। আজন্ম পাকিস্তান সমর্থক পত্রিকা মর্নিং নিউজের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রেস ট্রাস্ট। কিন্তু ট্রাস্টের একটি বাংলা সংবাদপত্রেরও প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজন

www.pathagar.com

মেটাতেই ১৯৬৪ সালের ৬ নভেম্বর বের হয় ট্রাস্টের মালিকানাধীন বাংলা সংবাদপত্র *দৈনিক পাকিস্তান*। এর সম্পাদক নিযুক্ত হন আজাদের পূর্বতন সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন। এই *দৈনিক পাকিস্তানই* হচ্ছে আজকের *দৈনিক বাংলা*।

ভাষা নিয়ে পাকিস্তানের দুই প্রান্তের দুই ভাষাভাষী মানুষের সংঘাত এবং তাতে বিশেষ গোষ্ঠীর উস্কানি, পঞ্চাশের দশকে শাসনতন্ত্রের রূপরেখা নিয়ে রাজনৈতিক মতবিরোধ, ষাটের দশকে ছয় দফাসহ স্বাধিকার আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন এবং সবশেষে ১৯৭১-এ স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে এ দেশের পত্র-পত্রিকাগুলোর মধ্যে বাকবিতণ্ডা ছিল তীব্র। বিভিন্ন পক্ষ অবলম্বনের মধ্য দিয়ে একেকটি পত্রিকার শ্রেণীচরিত্রও ফুটে ওঠে। অবশ্য বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যু নিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মধ্যে এই বাদবিসম্বাদের ফলে এদেশের সাংবাদিকতার কমবেশি স্ফুরণ ও বিকাশ সাধন হয়েছে।

কে কোন্ পক্ষ সমর্থন করেছে সে প্রসঙ্গে আবারও কয়েকটি কথা উল্লেখ করতে হয়। মালিকানা পরিবর্তনের ফলে '৫২-এর মহান ভাষা আন্দোলনের সময় নীরব থাকলেও পরবর্তীতে *সংবাদ* প্রগতিশীল জনতার পক্ষে দৃঢ় সমর্থন জোগায়। অপরদিকে ছয়-দফা আন্দোলনের সময় *আজাদ* কিছুটা সংশয়ী ভূমিকা পালন করলেও উনসত্তরের গণআন্দোলনের সময় সংগ্রামী ভূমিকা রাখে। আর ইত্তেফাকের তো কথাই নেই। এই পত্রিকাটি বরাবরই মতামত রেখেছে এদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে। আর তাই সে বারবার পাকিস্তান সরকারের তীব্র রোষানলে পড়েছে। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের সমালোচনা করার অভিযোগে ১৯৫৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর ইত্তেফাক-সম্পাদককে গ্রেফতার করা হয়। সে বৎসরই শেষের দিকে তিনি ছাড়া পান। দ্বিতীয়বার তিনি গ্রেফতার হন ১৯৬২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি। পটভূমি ছিল আইয়ুববিরোধী ছাত্র আন্দোলন। ছয়-দফা আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে একাধিকবার 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামে লেখার কারণে তৃতীয় এবং শেষবারের মতো ১৯৬৬ সালের ১৫ জুন মানিক মিয়া গ্রেফতার হন। সে সময় ইত্তেফাকের প্রকাশনাও বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রায় তিন বছর প্রকাশনা বন্ধ থাকার পর ১৯৬৯-এ পত্রিকাটির প্রকাশনা আবার শুরু হয়।

একাত্তর সালের ২৫ মার্চের কালোরাত্রির আগে প্রায় তিন মাসের সেই ঝড়ো দিনগুলোতে *ইত্তেফাক, সংবাদ, অবজারভার* প্রভৃতি কাগজ আন্দোলনের পক্ষে সমর্থন এবং অযথা রক্তক্ষয়ের আশঙ্কার কথা হুঁশিয়ার করে দিয়ে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারকে জনতার দাবি মেনে নিতে বলে। এমনকি সরকার সমর্থক *মর্নিং*

www.pathagar.com

নিউজ ও *সংগ্রাম*ও আন্দোলনের সপক্ষে কথা বলেছে। *সাপ্তাহিক হলিডে*ও আসন্ন রক্তক্ষয়ের ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল।

পাকিস্তানের দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনে ইত্তেফাকের ব্যাপক সমর্থন ছাড়া আর যে পত্রিকা প্রবল সমর্থন জানিয়েছিল, সেটি হলো আবিদুর রহমান সম্পাদিত ইংরেজি দৈনিক *দি পিপল*। এই পত্রিকাতেই প্রথম পাকিস্তানি বাহিনীকে 'অকুপেশন আর্মি' বলে অভিহিত করা হয়।

আর তাই পঁচিশে মার্চের কালো রাতে দখলদার বাহিনীর অন্যতম 'টার্গেটে' পরিণত হয় *ইত্তেফাক* আর *দি পিপল*। ওদের বোমার আঘাতে এই দুটো সংবাদপত্র ভবনই বিধ্বস্ত হয়েছিল। আঘাত এসেছিল *সংবাদ* অফিসেও। পুড়িয়ে দেয়া *সংবাদ* অফিসে পুড়ে মরেন সাংবাদিক শহীদ সাবের।

পঁচিশে মার্চের পর নয় মাস স্বাধীনতা সংগ্রামের লড়াইয়ের সময়েও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেও অনেক সাংবাদিক ও সংবাদপত্র স্বাধীনতার সপক্ষে বক্তব্য রেখে গেছেন। অবশ্য মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস প্রকাশিত হয়নি *সংবাদ, পিপল* ও *হলিডে*। *ইত্তেফাক* প্রকাশিত হয়েছে ২১ মে থেকে। আরো প্রকাশিত হয়েছে *অবজারভার* এবং এ হাউজের বাংলা দৈনিক *পূর্বদেশ*, প্রেস ট্রাস্টের পত্রিকা *মর্নিং নিউজ* এবং *দৈনিক পাকিস্তান*। তবে এই সময়টুকুতে একমাত্র-*ইত্তেফাকই* কোন না কোনভাবে স্বাধীনতার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করেছে। আর বাদবাকি সবাই ছিল কমবেশি পাকিস্তান সমর্থক।

এই দুঃসময়ে যারা নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশমাতৃকার কথা বলতে চেয়েছেন তারাই দখলদার বাহিনীর রোষানলে পড়েছেন। রক্ত দিয়ে তাই যারা জাতির ঋণ শোধ করেছেন সেই সব আত্মোৎসর্গী সাংবাদিকদের মধ্যে রয়েছেন সংবাদের শহীদুল্লাহ কায়সার, ইত্তেফাকের সিরাজুদ্দিন হোসেন, তৎকালীন পিপিআইয়ের চিফ রিপোর্টার সৈয়দ নাজমুল হক, দৈনিক পয়গামের ফিচার সম্পাদক খোন্দকার আবু তালেব, পূর্বদেশের সিনিয়র সাব-এডিটর আ ন ম গোলাম মোস্তফা, অবজারভারের ক্রীড়া সম্পাদক শেখ আবদুল মান্নান (লাডু ভাই) ও সহ-সম্পাদক শিবসাধন চক্রবর্তী ও সেলিনা পারভীন।

মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস দেশের বাইরে থেকে কিংবা দেশের ভিতরেই বিভিন্ন মুক্তাঞ্চলে বেশ কিছু পত্রিকা বের হয় এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের খবরাখবর প্রচার করে।

১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পরপরই যে বঞ্চনা শুরু হয়েছিল তারপর '৭১ সাল পর্যন্ত তেইশটি বছর শুধু বাঙালির বঞ্চনার ইতিহাস। বাঙালি জাতিসত্তাকে বজায়

www.pathagar.com

রাখার জন্য এই দীর্ঘ কটি বছর যে সংগ্রাম হয়েছে তাতে এদেশের সাংবাদিকরা যে জোরালো ভূমিকা রেখেছেন তা আমাদের সংবাদপত্রশিল্প ও সাংবাদিকতাকে সমৃদ্ধ করেছে। আজকে স্বাধীন বাংলাদেশে সাংবাদিকতা পেশা হিসেবে যে মর্যাদা ও ভিত্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন '৪৭ থেকে '৭১-এর সাংবাদিকেরা। তাঁদের আত্মত্যাগে আমরা গর্বিত, তাঁদের সাংবাদিকতার কর্মকাণ্ড আমাদের বর্তমান সাংবাদিকতার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখাকে বিস্তৃত করেছে। তাঁরা তাঁদের কর্মশৈলী দিয়ে আমাদের প্রজন্মের সাংবাদিকতার জন্য হাতেখড়ির ব্যবস্থা করে গেছেন।

১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। এখন থেকে আমরা স্বাধীন দেশে স্বাধীনভাবে সাংবাদিকতা করার সুযোগ পেয়েছি। নতুন ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সাংবাদিকতার আঙ্গিকেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সে সাংবাদিকতারও ইতিহাস কম করে হলেও কুড়িটি বছর। ভিন্ন পরিমণ্ডলেই তা আলোচনাযোগ্য।

www.pathagar.com

সংবাদপত্র অফিসের কাঠামো প্রসঙ্গে ছক *

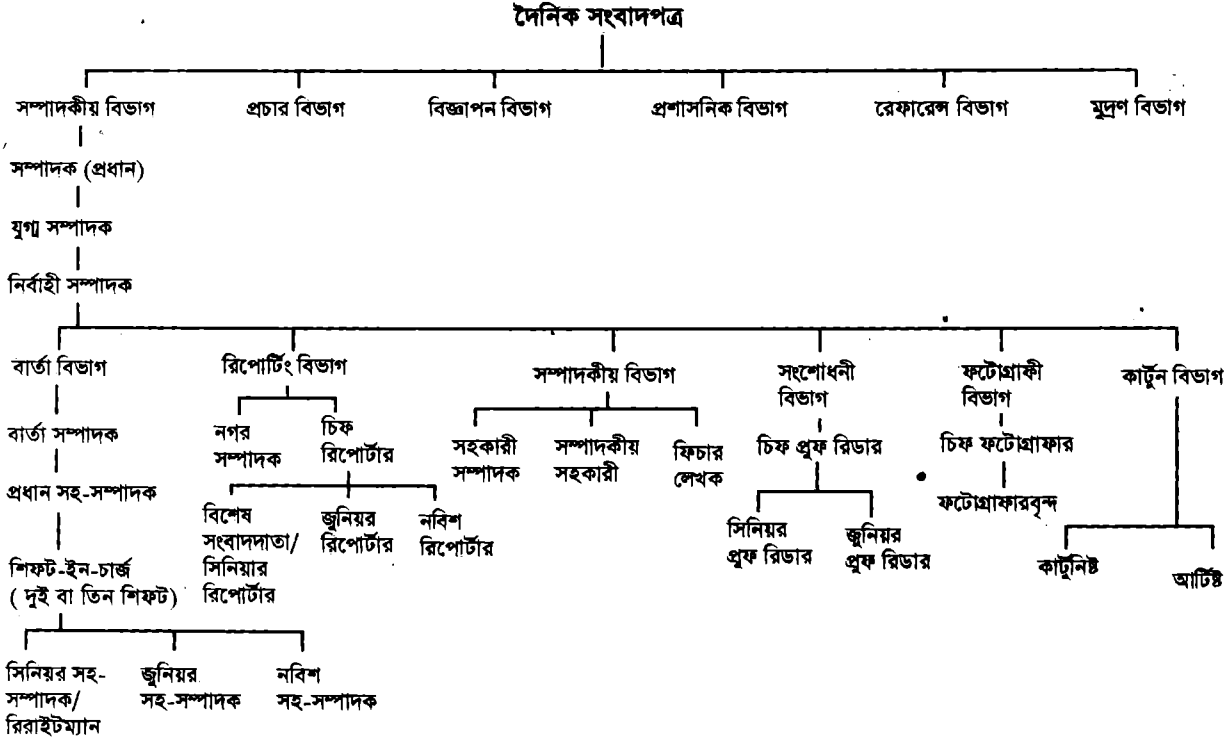

* উপরে অংকিত কাঠামোর মধ্য দিয়ে একটি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের গুরুত্ব ও শাখাভিত্তিক অবস্থান প্রদর্শিত হলো

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংবাদপত্র অফিসের কাঠামো ও রিপোর্টিং বিভাগ

সংবাদপত্র দফতরে সংবাদ বিষয়ক তিনটি প্রধান বিভাগ হচ্ছে সম্পাদকীয় বিভাগ, বার্তা বিভাগ ও রিপোর্টিং বিভাগ। এর মধ্যে বার্তা বিভাগ ও রিপোর্টিং বিভাগ হচ্ছে এক অর্থে সংবাদপত্র দফতরের প্রাণ। এই দুটো বিভাগের পারস্পরিক কাজের ওপর কোন সংবাদপত্র সংগঠনের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে।

তবে আমরা এই অধ্যায়ে রিপোর্টিং বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তা-সাংবাদিকদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করবো। সংবাদপত্র অফিসের কাঠামো অনুযায়ী আমরা রিপোর্টিং বিভাগে কর্মরত সাংবাদিকদের সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পেরেছি।

রিপোর্টিং বিভাগের দায়িত্বে যিনি থাকেন তাঁর নাম যে চিফ রিপোর্টার তাতে কোন সন্দেহ নেই। মূলত এখনও তিনি ওই বিভাগের কর্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। তবে তাঁর ওপরে একজন নগর-সম্পাদকের সৃষ্টি হয়েছে। পত্র-পত্রিকা সাধারণত বিভিন্ন নগরী মহানগরী থেকে বের হয়। ফলে নগরীর সংবাদ কর্মকাণ্ড নগর-সম্পাদকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানেই বার্তা বিভাগে যাবার অনুমতি পায়। প্রকৃতপক্ষে নগর-সম্পাদক হচ্ছেন রিপোর্টিং আইটেম পাস হয়ে যাবার সর্বশেষ চেকপোস্ট। তিনি একজন পরামর্শদাতাও বটে।

চিফ রিপোর্টারের কাজের দায়িত্ব

যে নগরী থেকে সংবাদপত্রটি প্রকাশিত হচ্ছে সেই নগরীর রিপোর্টিং দলের প্রধান ব্যক্তি হচ্ছেন নগর-সম্পাদক বা সিটি এডিটর। তিনি চিফ রিপোর্টারের সাথে পরামর্শ করে রিপোর্টিং দলের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তবে সত্যিকার অর্থে পুরো রিপোর্টিং দল পরিচালনা করেন চিফ রিপোর্টার। তাঁর অধীনে রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফাররা কাজ করেন। তিনি রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফারদের মধ্যে দৈনন্দিন বা আগাম কাজ (Assignment) ভাগ করে দেন। কাজ ভাগ করে দেয়া রিপোর্টারদের মধ্যে বিট ও স্টাফ রিপোর্টাররা অন্যতম।

কাজ ভাগ করে দেয়ার পর প্রতিদিন সন্ধ্যায় রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফারদের কাছ থেকে সেই কাজ বুঝে নেয়াও তাঁর অন্যতম দায়িত্ব। অর্থাৎ কাজ ভাগ করে দেয়া এবং কাজ বুঝে নেয়া হচ্ছে তাঁর প্রাত্যহিক দায়িত্ব। কোন্ সংবাদ আজকে যাচ্ছে, সেই সংবাদের Treatment (প্রকাশযোগ্য অবস্থান) কতটুকু এ সবই তাঁকে

www.pathagar.com

দেখতে হয়। কোন সংবাদ মিস্ হলো কিনা তা দেখাও চিফ রিপোর্টারের কাজ। কোন্ সংবাদ ভালো কভারেজ পেলো, কোন্টা পেলো না কিংবা কোন সংবাদের ফলোআপ দেয়া হবে কিনা অথবা ফলোআপের প্রয়োজন আছে কিনা এসব বিষয়ে চিফ রিপোর্টার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেন। সামগ্রিকভাবে একটি প্রাত্যহিক যাচাইকর্ম তাঁকে সম্পাদন করতে হয়।

তাঁর তৃতীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি কাজ হচ্ছে বার্তা বিভাগে যাওয়ার আগে রিপোর্টারদের পেশকৃত রিপোর্টগুলো পরীক্ষা করে দেখা। রিপোর্টগুলো বস্তুনিষ্ঠ, পক্ষপাতহীন কিংবা সঠিক কিনা তা তাঁকে পরীক্ষা করে দেখতে হয়। ভুলত্রুটি, পক্ষপাতযুক্ত ও কুৎসাপূর্ণ লেখা হলে তা সংশোধন করে দেয়া তাঁর কাজ। আবার এমন যদি হয় কোন রিপোর্টের আরো পরিমার্জন কিংবা আরো নতুন কিছু তথ্য সংযোজন করতে হবে তাহলে চিফ রিপোর্টার সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী দেবেন। তিনি এসব কাজে সিটি এডিটর বা নগর-সম্পাদকের পরামর্শ গ্রহণ করে থাকেন। তিনি রিপোর্টগুলো দেখার পর তা ফাইনাল চেকের জন্য সিটি এডিটরের টেবিলে দেন। তবে সর্বোপরি তিনি বার্তা সম্পাদকের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন। তাঁকে সব কিছুর জন্য বার্তা সম্পাদকের কাছে জবাবদিহি করতে হয়।

এখানে উল্লেখ্য, চিফ রিপোর্টারের অধীনে সিনিয়র, জুনিয়র সব রিপোর্টারই কাজ করেন। হিসেব অনুযায়ী বিশেষ সংবাদদাতারাও তাঁর অধীনে। তবে বিশেষ সংবাদদাতারা এতবড় মাপের সাংবাদিক এবং তাদের কাজের প্রমিতি (Standard) ও প্রেক্ষিত এত উন্নত এবং বিশাল যে তাদের সেই কাজ অনেক সময়ই নির্বাহী সম্পাদকের হাত ঘুরে বার্তা বিভাগে যায়।

চিফ রিপোর্টারের বৈশিষ্ট্য

একজন রিপোর্টার তথা সাংবাদিক তাঁর পেশাগত কারণেই আর দশজন লোকের চেয়ে বেশি প্রাণচঞ্চল ও পরিপার্শ্ব সম্পর্কে বেশিমাত্রায় সচেতন। তাঁর প্রাণচঞ্চল রিপোর্টিং বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিয়ে পত্রিকাকে সচল রাখার গুণাবলী তাঁকে অর্জন করতে হয়। রিপোর্টিং বিভাগ হচ্ছে সংবাদপত্রের মূল চালিকাশক্তি এবং তাকে নেতৃত্ব দেয়ার কঠিন দায়িত্ব পালনের বৈশিষ্ট্যটি চিফ রিপোর্টারকে অর্জন করতেই হয়।

তাঁর কাজের ক্ষেত্রটি সম্পর্কে তাঁকে খুব বেশি ওয়াকিবহাল ও সচেতন থাকতে হয়। চোখ-কান খোলা রেখে তিনি তাঁর পরিপার্শ্ব সম্পর্কে বোঝার চেষ্টা করেন এবং খোঁজখবর নেন। কোন ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্পর্কে দ্রুত আঁচ করতে পারা, ঘটনার সংবাদ উপযোগিতা ও মাত্রা সম্পর্কে বুঝে সেইভাবে লোক নিয়োগ করতে পারাটা তাঁর এক বড় গুণ।

www.pathagar.com

বর্তমানে কি ঘটলো কিংবা অতীতেও কি ঘটেছে সে সম্পর্কে অবহিত হওয়াটাই তাঁর একমাত্র কাজ নয়, ভবিষ্যতেও কোন বড় ঘটনা ঘটতে পারে এবং সম্ভাব্য সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তার প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে— এসব ব্যাপারেই চিফ রিপোর্টারকে আগে থেকে বুঝে নিতে হয়। আর যে চিফ রিপোর্টার দূরদর্শিতা নিয়ে এই কাজ করতে পারেন তিনি স্বাভাবিকভাবেই তাঁর বাহিনীকে আগেভাগেই কাজের দায়িত্ব ভাগ করে দিতে পারেন। যার Reflex action বা প্রতিবর্তী প্রক্রিয়া ভালো তিনি এ ব্যাপারে ত্বরিৎ কাজ করতে পারেন।

নেতৃত্বের গুণাবলী সবার মধ্যে থাকে না। সব রিপোর্টারের মধ্যেই নেতৃত্ব দেয়ার গুণ দেখা যায় না। একজন চিফ রিপোর্টার যেহেতু একটি বাহিনীর নেতৃত্ব দেন এবং বাহিনীর সদস্যদের কাজের সমন্বয় সাধন করেন তাই তার মধ্যে নেতৃত্ব দেয়ার মতো মানসিকতা ও উদ্যোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। তাঁর মধ্যে একটা কমান্ডিং বা নির্দেশ দেয়ার মতো দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করবে। যেহেতু তিনি একটি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাই তিনি নরম হলে সবার কাছ থেকে ভালো কাজ আদায় করতে পারবেন না। তিনি যেমন ধমক দিয়েও কাজ আদায় করতে পারেন আবার গায়ে হাত বুলিয়েও কাজ আদায় করতে পারেন। তাঁর সামগ্রিক আচরণে পুরো রিপোর্টিং বিভাগ তাঁর ওপর পুরো আস্থা রেখে কাজ করতে পারে।

বিশেষ সংবাদদাতা

প্রত্যেকটি সংবাদপত্রে বিশেষ কাজের জন্য যেসব রিপোর্টার তথা সাংবাদিককে বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হয় তাঁরাই বিশেষ সংবাদদাতা নামে পরিচিত। বিশেষ কাজের জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষজ্ঞের জ্ঞান। স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় যে, বিশেষ সংবাদদাতারা সেই বিশেষ কাজের জন্য একটা যোগ্যতা অর্জন করেছেন। সেই যোগ্যতা হচ্ছে সংবাদপত্রের সর্বোচ্চ পেশাগত যোগ্যতা। যে ব্যক্তিটি বহু কাঠখড় পুড়িয়ে শিক্ষানবিশী করে কোন পত্রিকার রিপোর্টার হলেন তিনিও সময় ও অভিজ্ঞতার কালস্রোতে একসময় বিশেষ সংবাদদাতা হবার স্বপ্ন দেখেন। সংবাদপত্র জগতে তাই বিশেষ সংবাদদাতাগণকে অভিজাত সম্প্রদায় বলে আখ্যায়িত করা হয়। বিশেষ সংবাদদাতাগণ সাধারণত আসেন রিপোর্টারদের মধ্য থেকেই। রিপোর্টার হিসেবে অনেক পরিশ্রম করার পরই তিনি বিশেষ সংবাদদাতায় উন্নীত হন। বিশেষ সংবাদদাতা হিসেবে উন্নীত হবার পর তাঁকে সংবাদ সংগ্রহের বিশেষ দায়িত্ব নিতে হয়। অবশ্য তিনি যথেষ্ট স্বাধীনতা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকেন। ফলে তাঁরা প্রায়শই সম্পাদকের নাগালের বাইরে থাকেন এবং স্বাভাবিকভাবেই তিনি তাঁর সৃষ্ট

www.pathagar.com

আপন নিয়মের কক্ষপথেই প্রদক্ষিণ করেন। সরকার ও সমাজ এঁদের সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন। কারণ এঁরা তাদের যেমন সেবা করেন আবার তাদের হৈ চৈ-এ ফেলে দেয়ার ক্ষমতাও রাখেন। বিশেষ সংবাদদাতারা তাঁদের এ অবস্থানের কারণে সর্বত্র বিশেষভাবে পরিচিত ও প্রচারিত। খবরের সঙ্গে তাঁর নামও প্রকাশিত হয়। রথী-মহারথী, গুণীজন, মহাজন সবার সঙ্গে তাঁর ওঠাবসা। সাংবাদিকতা পেশার সবচেয়ে মহান ও আনন্দদায়ক কাজ করে থাকেন এঁরাই। কারণ অন্য লোকের বদৌলতে এঁরা জীবনের অনেক মূল্যবান কিছু বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে থাকেন।

বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্টার হিসেবে তাঁরা সরকার ও সমাজের কাছে সুপ্রতিষ্ঠিত। সত্যবাদিতার জন্য এঁরা খুবই দাম পেয়ে থাকেন। পার্লামেন্টের সদস্যের মতো সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার তিনি ভোগ করে থাকেন। তাই পার্লামেন্টে, সচিবালয়ে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে তাঁর অবাধ বিচরণ। তিনি বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রীকে পর্যন্ত প্রশ্ন ও তার উত্তর পাবার অধিকার রাখেন। দেশে কি ঘটছে বা কি ঘটতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে তিনি পূর্বাভাস দেন। আবার সেই ঘটনার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও সরকার ও জনগণকে হুঁশিয়ার করে দেন। তিনি ন্যায়ের সপক্ষে কথা বলতে পারেন, সংগ্রাম করতে পারেন। তিনি কারো প্রশংসার মোহ ভেঙে দেন, আবার কারো পরম সুখ্যাতি করে খ্যাতির শীর্ষে চড়িয়ে দেন।

বিশেষ সংবাদদাতা সীমিত পরিসরের মধ্যেই সংবাদ ভাষ্যকারের কাজ করে থাকেন। তিনি সংবাদের পিছনের সংবাদ বের করে তা পরিবেশনের মাধ্যমে সংবাদ কাহিনীর একটি সুঠাম চেহারা দেন। তিনি কোন সংবাদ ঘটনার পূর্বাপর তথ্যকে সুসংযোজন ও সমন্বয়ের মাধ্যমে সংবাদ কাহিনীটির বলিষ্ঠ ও সমৃদ্ধ অবয়ব পাঠকের কাছে উপস্থাপন করেন। বিশেষ সংবাদদাতা সংবাদ রিপোর্ট লিখতে গিয়ে তাঁর ভাষ্য দিতে পারেন—এ সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ অধিকার রয়েছে কিন্তু কলাম লেখকদের মতো তিনি মতামত প্রকাশ করতে পারেন না। বিশেষ সংবাদদাতাদের ভাষ্য হচ্ছে সংবাদ কাহিনীকে ঘিরে আবর্তিত বিভিন্ন তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণ। আপাতদৃশ্যে সেই ভাষ্য মন্তব্য বলে ভ্রম হতে পারে। কিন্তু মন্তব্যধর্মী বিশ্লেষণ মূলত তথ্যের বিভিন্ন সূত্রের বক্তব্য। যাই হোক, কলাম লেখক এমন মতামত লিখতে পারেন যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পত্রিকার নীতিগত ব্যবধান থাকতে পারে। কিন্তু বিশেষ সংবাদদাতার তেমন স্বাধীনতা নেই। পত্রিকার নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তিনি তাঁর ভাষ্য লিখে থাকেন।

www.pathagar.com

সংবাদপত্রগুলো বিশেষ সংবাদদাতাদের সংবাদ কাহিনীর জন্য তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করে থাকে। কারণ বিশেষ সংবাদদাতাদের প্রেরিত সংবাদবিবরণী পত্রিকার শ্রী ও গভীরতাকে বাড়িয়ে তোলে। কারণ গড় পাঠকই বিশেষ সংবাদদাতার সংবাদ কাহিনীর বস্তুনিষ্ঠতা ও বিশ্বস্ততা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন না। বিশেষ সংবাদদাতা তাঁর সংবাদপত্রের ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুটনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ঐ পত্রিকায় তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব আরোপ করেন।

বৈদেশিক সংবাদদাতা

বিশেষ সংবাদদাতাদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন অর্থনীতি, রাজনীতি, কূটনীতি ও বিদেশ সংক্রান্ত সংবাদদাতা। এদের মধ্যে বৈদেশিক সংবাদদাতার মর্যাদা অনেক ওপরে। একজন বৈদেশিক সংবাদদাতা প্রকৃতপক্ষে তাঁর সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও দেশের একজন প্রতিনিধি এবং রাষ্ট্রদূত। বৈদেশিক সংবাদদাতা হবার জন্য সব রিপোর্টারেরই দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা থাকে। বিদেশে বসবাস করা, এক রাজধানী থেকে আরেক রাজধানীতে গরম খবরের পিছনে ধাওয়া করা, আন্তর্জাতিক ও কূটনৈতিক দুনিয়ার একজন হওয়া এবং স্বদেশে নিজ অফিসে বাঁধাধরা রুটিন থেকে ছাড়া পাওয়া এসবই নবিশ রিপোর্টারের কাছে স্বপ্নলোকের হাতছানিবিশেষ। বৈদেশিক সংবাদদাতার পদটি রীতিমত হিংসে করার মতো, কারণ তাঁকে তাঁর সংবাদের জন্য রুটিন বা গতানুগতিক খবরের ধার ধারতে হয় না। কারণ বিভিন্ন বার্তাসংস্থাই সে কাজটি সেরে ফেলতে সহযোগিতা করে। বৈদেশিক সংবাদদাতা তাঁর খবর বেছে নেবার ব্যাপারে স্বাধীন। তবে খবরের হেরফের সম্পর্কে তাঁকে সচেতন থাকতে হয়। কারণ একদেশে যখন সংবাদপত্র বেরিয়ে গেলো তার কয়েক ঘণ্টা পর হয়তো আরেক দেশে সংবাদ প্রকাশের সময় হয়। এই রকম ক্ষেত্রে তাঁর খবরের কোন বাদ পড়ে যাওয়া অংশকে নিয়ে পরে তার প্রতিষ্ঠানকে যথাসময়ে প্রেরণ করতে পারেন আধুনিক প্রযুক্তির কারণে।

বৈদেশিক সংবাদদাতা যে দেশে তাঁর সংবাদ সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত সেই দেশ সম্পর্কে তাঁর ভালো ধারণা থাকে। সে দেশে দীর্ঘদিন অবস্থান করে তিনি সে দেশ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠেন। বৈদেশিক সংবাদদাতার চাকরি পাবার জন্য তাঁকে সংবাদনেপথ্য, জ্ঞান ও লেখার দক্ষতার অধিকারী হতে হয়। বিদেশী খবরের বিপুল সমাবেশের মধ্যে কোন্ বিশেষ খবরটি তাঁর দেশের পাঠকের জন্য কৌতূহলের বিষয় সেটা অনুধাবন করার ক্ষমতা ও পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রেক্ষাপটে বিদেশে একজন বিশেষ সংবাদদাতা অধিকতর কূটনৈতিক মর্যাদার অধিকারী। অধিকাংশ সংবাদপত্রও লক্ষ্য রাখে যে তাদের বৈদেশিক সংবাদদাতার মর্যাদা যাতে অক্ষুণ্ন থাকে। কূটনীতিকদের মতোই বৈদেশিক সংবাদদাতাদের মধ্যে কিছুটা গোয়েন্দা দৃষ্টিভঙ্গিও থাকতে হয়। এ জন্য জেমস গর্ডন বেনেট বিশেষ সংবাদদাতাকে একজন অর্ধেক কূটনীতিক অর্ধেক গোয়েন্দা বলে অভিহিত করেছেন। কথাটি বৈদেশিক সংবাদদাতাদের জন্য আরো বেশি প্রযোজ্য। প্রায় কূটনীতিকের মর্যাদা পাবার কারণে সর্বোচ্চ মহলে তাঁর অবাধ বিচরণ সত্ত্বেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবরের জন্য তাঁকে কিছুটা গোয়েন্দাবৃত্তির আশ্রয় নিতে হয়।

বৈদেশিক সংবাদদাতার আরো কিছু গুণাবলী থাকা বাঞ্ছনীয়। তিনি তাঁর সংবাদপত্র ও তাঁর দেশের দূতবিশেষ একথা আগেই বলেছি এবং বিষয়টি তিনি নিজে অনুধাবন না করলেও বৈদেশিক সংবাদদাতা যুদ্ধ এবং শান্তি উভয় সময়েই একটা ভূমিকা পালন করে থাকেন। এই ভূমিকা পালনের জন্য তাঁর বিভিন্ন ভাষায় বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা দরকার। একজন বাংলাভাষী বৈদেশিক সংবাদদাতার দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ইংরেজি ভাষায় জ্ঞান থাকতে পারে। কিন্তু তিনি যদি ইংরেজি ছাড়াও ফরাসি, জার্মান, রুশ বা স্পেনীয় ভাষা জানেন তাহলে তাঁর পক্ষে অনেক কাজ করাই সুবিধে হয়। চিত্রধর্মী বর্ণনার প্রতিভা তাঁর থাকতে হয়। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যা, বিরোধ, সংঘাত, যুদ্ধ, শান্তি আলোচনা সবকিছু সম্পর্কে তার একটা দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা দরকার।

বৈদেশিক সংবাদদাতার জন্য দরকার পরিপক্ব জ্ঞান ও কাজের অখণ্ডতাবোধ। তাঁরা তাঁদের নিজেদের দেশের প্রেক্ষাপটে দেখে বিশ্ব ঘটনাবলীর বড় বড় দিক গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে বিচার করে চিত্তাকর্ষক বিবরণী পাঠাবেন। একজন বিদেশ সংবাদদাতার কাছে দ্রুতগতিতে কাজ করাটাই সব। তাঁকে তাঁর কাজের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগ ও তাৎক্ষণিকভাবে মন্তব্য করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাৎক্ষণিক মন্তব্য, তাৎক্ষণিক ঘটনা বিশ্লেষণকে আধুনিক যুগের বৈদেশিক সংবাদদাতার জন্য ব্যবসায়িক পুঁজি বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। পাঠককে বোঝানো, ঘটনার সুসামঞ্জস্য সাধন ও বিচার করার ক্ষেত্রে সাহায্য করাটাই তাঁর কাজ— তাদের হয়ে বিচার করাটা তাঁর কাজ নয়।

সমর সংবাদদাতাঃ সমর সংবাদদাতা মূলত বিশেষ সংবাদদাতাই। অবস্থানভেদে তাঁর পরিচয়ের সামান্য পরিবর্তন হয়ে থাকে মাত্র। অর্থাৎ বিশেষ সংবাদদাতা যখন যুদ্ধক্ষেত্রে বা সংঘর্ষসঙ্কুল এলাকায় নিয়োজিত থাকেন বা

www.pathagar.com

দায়িত্বপালন করেন তখন তিনি সমর সংবাদদাতা হিসেবে পরিচিত হন। এ শতাব্দীর প্রায় শুরু থেকে সমর সংবাদদাতাদের ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে। ১৯১৪-১৯১৯ ও ১৯৩৯-১৯৪৫ সালে সংঘটিত দুটি বিশ্বযুদ্ধ সমর সংবাদদাতার কাজের ধরনকে প্রায় পুরোটাই পাল্টে দিয়েছে। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়টাতে গোটা বিশ্বজুড়ে বহু বৈদেশিক তথা সমর সংবাদদাতা নিয়োজিত ছিলেন।

বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে আগে যেসব যুদ্ধ হতো তার অধিকাংশই ছিল বিচ্ছিন্ন বা খণ্ড লড়াই। কিন্তু আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং একে অপরের ওপর নির্ভরশীলতা বেড়ে যাওয়ায় আজকালের যে কোন যুদ্ধে গোটা বিশ্বই জড়িয়ে পড়ে। যেমন উপসাগর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বাংলাদেশ অনেক দূরে। কিন্তু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থ মেটাতে বাংলাদেশকে একটা পক্ষ অবলম্বন করতে হয়েছিল, পাঠাতে হয়েছিল একদল সেনা। ফলে সমর সংবাদদাতাদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। কারণ সংশ্লিষ্ট সব দেশের কর্তৃপক্ষই সংবাদদাতা পাঠিয়ে খবর নেয়ার চেষ্টা করে। প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার এই যুগে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও গণমাধ্যমগুলো সমর সংবাদদাতা পাঠিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে খবরাখবর নেয়ার চেষ্টা করে থাকে। কারণ যুদ্ধের সময় পাঠকের সংখ্যা ও আগ্রহ দুটোই খুব বেড়ে যায়। অতএব, যুদ্ধের সব ভালো ভালো খবর যারা দিতে পারবে তাদেরই কাটতি হবে বেশি।

যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ সংগ্রহের কাজ বেশ রোমাঞ্চকর, মৃত্যুর ভয় পদে পদে। তারপরেও নির্ভীক সাংবাদিক জীবনের ভয়কে পিছনে ফেলে যুদ্ধের খবর নেয়ার চেষ্টা করে। সংশ্লিষ্ট পক্ষের ক্ষয়ক্ষতি, কৌশল সম্পর্কে সরাসরি প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করে। কত মৃত্যুঞ্জয়ী সাংবাদিক যুদ্ধক্ষেত্রের খবর ও ছবি সংগ্রহ করতে করতেই প্রাণত্যাগ করেছেন। মৃত্যুর সময়ও হয়তো তাঁর হাতে ক্যামেরা ধরা, তবে দেহে হয়তো প্রাণ নেই, কিন্তু তাঁর ক্যামেরার ফিল্মে হয়তো বন্দী আছে যুদ্ধের অনেক প্রাণস্পর্শী ও ভয়াবহ দৃশ্য। সমর সংবাদদাতার কাজের সিদ্ধিলাভের ব্যাপারটা একটা দেশের রাষ্ট্রনায়কের মর্যাদার চেয়েও অনেক বেশি। তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। তাঁর মতো হবার জন্য, তাঁর মতো কাজ করার স্বপ্ন দেখে অনেকেই।

যুদ্ধক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষবিপক্ষের বিভিন্ন যুদ্ধকৌশল ফাঁস হয়ে যাবার ভয়ে এবং বিভিন্ন নিরাপত্তামূলক কারণ দেখিয়ে সেন্সর আরোপ করায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের সঙ্গে সমর সংবাদদাতাদের বিরোধ ঘটে। আরোপিত এই সেন্সর সমর সংবাদদাতাদের খবর লেখা ও কাজের ধরনকে সীমিত করে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সেন্সরের এই কড়াকড়ি আরো বাড়ে। তা সত্ত্বেও

www.pathagar.com

প্রতিটি দেশের সংবাদ মাধ্যমগুলোর কর্মকর্তারা তাদের বাঘা বাঘা সাংবাদিককে রণক্ষেত্রে পাঠাচ্ছেন। কড়া সেন্সর এবং চলাফেরা সীমিত করে দেয়ার মধ্যেও প্রচণ্ড কৌতূহলী সমর সাংবাদিক যুদ্ধের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে থাকেন। কড়া নিরাপত্তা প্রহরার মধ্যেও পশ্চিমা একজন সমর সাংবাদিক ফকল্যান্ড যুদ্ধে আর্জেন্টিনা বাহিনীর গোলার আঘাতে ব্রিটেনের ডেস্ট্রয়ার 'শেফিল্ড'-এর ডুবে যাওয়ার খবর দিয়েছিল। সমর সাংবাদিকরা অনেক দূরে রণক্ষেত্রে যুদ্ধরত সৈনিকদের ওপর যে ধরনের মানবিক আবেদনসম্পন্ন লেখা লেখেন তা সাধারণ পাঠকদের হৃদয়কেও ছুঁয়ে যায়। মৃত্যুর ভয়কে উপেক্ষা করে যুদ্ধক্ষেত্রের খবর, যুদ্ধের হালফিল অবস্থা এবং যুদ্ধের সম্ভাব্য পরিণাম সম্পর্কে যে খবর দেন তারা, তা তাঁদের প্রচণ্ড কৌতূহলী মনের পরিচয় দেয়, তীব্র প্রতিকূলতার মধ্যেও কাজ করার নার্ভ গড়ে তোলার শিক্ষা দেন তাঁরা।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, উইনস্টন চার্চিল, অ্যাডিসন স্টীল হচ্ছেন সমর সাংবাদিকতায় কয়েকটি উজ্জ্বল নাম।

মফস্বল সংবাদদাতা : আমাদের দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্র বা সংবাদসংস্থাই হচ্ছে ঢাকা নগরীভিত্তিক। বাংলাদেশের অন্যান্য মহানগরী থেকেও কিছু কিছু পত্রিকা বের হয়ে থাকে। মহানগরীর বাইরের মফস্বল অঞ্চল অর্থাৎ জেলা থানা পর্যায়ে থেকে যারা সংবাদ সংগ্রহ ও প্রেরণ করেন তাঁরাই মফস্বল সংবাদদাতা নামে পরিচিত।

মফস্বল সংবাদদাতারা সরাসরি রিপোর্টিং বিভাগের অধীন বা সংশ্লিষ্ট নন। তবে তাঁরা মফস্বল সম্পাদকের অধীন। মফস্বল সংবাদদাতারা স্টাফ না হলেও তাঁরা সংবাদপত্রগুলোর অনেক মাল-মসলাই জুগিয়ে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে মফস্বলের এই বিরাট সাংবাদিক বাহিনীই হচ্ছে সংবাদপত্রের প্রাণ।

একটি দেশের সমগ্র অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বকারী একটি পত্রিকা শুধু শহরের এলাকার খবর সংগ্রহের কাজেই নিয়োজিত থাকে না, থাকতেও পারে না। কারণ মফস্বলের সাংবাদিকরা দেশের আনাচ-কানাচের অজস্র খবর পরিবেশন করে থাকেন। তবে পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টারদের মতো তাঁরা সে রকম খবর দিতে পারেন না, সে রকম খবরও খুঁজে পান না। পেশাগত দক্ষতা ও শিক্ষাগত সীমাবদ্ধতার ফলে তাঁদের অধিকাংশেরই লেখার পরিশীলতা নেই, লেখার গভীরতা নেই। মফস্বল সংবাদদাতাদের অধিকাংশই হচ্ছেন অন্য পেশার লোক। এদের কেউ শিক্ষকতা, কেউ ওকালতি, কেউ ব্যবসা করেন। আবার বেকার যুবকরাও মফস্বল সাংবাদিকতায় আসছেন। এদের অধিকাংশের কাছেই সাংবাদিকতা হচ্ছে দ্বিতীয়

www.pathagar.com

পেশা। বাড়তি উপার্জনের উৎস। তবে সাংবাদিকতা শিক্ষা প্রসার লাভ করায় এবং সেই পেশার মর্যাদা ও আর্থিক স্থিতিশীলতা কিছুটা জোরদার হওয়ায় অনেক শিক্ষিত তরুণই আজকাল মফস্বল সাংবাদিকতায় আসছেন এবং একে পেশা হিসেবেই গ্রহণ করছেন।

বড় নগরীর সংবাদপত্র যাঁদের মফস্বল সংবাদদাতা হিসেবে নিয়োগ করে থাকেন তাঁদের পাঠানো সংবাদ যতখানি জায়গা জুড়ে ছাপা হয় সেই জায়গা হিসেবে তাঁরা পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন। মফস্বল সাংবাদিকরা ১৯৭৪ সালের প্রণীত বাংলাদেশ সংবাদপত্র কর্মচারি আইন অনুসারে সাংবাদিক হিসেবে স্বীকৃত নন। ১৯৬০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম সংবাদপত্র ওয়েজবোর্ড রোয়েদাদে তাঁদের পরিচয় দেয়া হয়েছিল Stringer বা শখের সাংবাদিক বলে। তবে আমাদের দেশে সাংবাদিক হিসেবে তাঁদের স্বীকৃতি না থাকলেও বিদেশে আছে। বিদেশের একই পর্যায়ের সাংবাদিকগণ শহরতলী সংবাদদাতা হিসেবে পরিচিত। সেখানে মফস্বল বলে কোন কথা নেই।

মফস্বল সংবাদদাতারা তাঁদের অবস্থানগত কারণেই একটি শহরের একাধিক পত্রিকার সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করে থাকেন। একাধিক পত্রিকায় কাজ করার সুযোগও তাঁদের রয়েছে। তবে একাধিক পত্রিকায় কাজ করতে গেলে তাঁদের প্রেরিত সংবাদভাষ্য একাধিক তৈরি করতে হয় একাধিক পত্রিকার নীতিগত অবস্থানের কারণে। এ পরিশ্রমটুকু তাঁরা করেন কারণ একাধিক পত্রিকায় কাজ করলে দুটো পয়সা বেশি আসে বৈকি।

স্বেচ্ছাকর্মী দল : প্রতিটি পত্রিকার রিপোর্টিং বিভাগের নিজস্ব রিপোর্টিং দল ছাড়াও কিছু স্বেচ্ছাকর্মী দল থাকে। এই স্বেচ্ছাকর্মী দল ওই সুনির্দিষ্ট পত্রিকা নিজেরা ঠিক করে দেয় না। বরং কোন পত্রিকার পাঠকশ্রেণী কিংবা সেই পত্রিকার প্রতি সহানুভূতিশীল অথবা ওই পত্রিকার আদর্শের সঙ্গে একাত্মবোধকারী লোকজনই এই স্বেচ্ছাকর্মী দলের অন্তর্ভুক্ত।

এইসব স্বেচ্ছাকর্মী প্রায়শই খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবরের আভাস দিয়ে থাকেন টেলিফোনে। প্রামাণিক কাগজপত্র দিয়েও সাহায্য করে থাকেন। কোন কোন সময় কোন খবরের ঘটনার বিবরণ সংবাদাকারে তৈরি করেও নিয়ে আসেন।

এই সকল স্বেচ্ছাকর্মী সাধারণ কোন আকস্মিক ঘটনার খবর দিয়ে থাকেন। যেমন কোন দুর্ঘটনায় ব্যাপক হতাহতের খবর, কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির মৃত্যুর খবর, কোন বিরাট প্রাপ্তি বা সাফল্যের খবর প্রভৃতি। যেমন জগন্নাথ হলের ছাদ ধসে শতাধিক ছাত্র কর্মচারীর হতাহতের খবর।

www.pathagar.com

আর এই কারণেই কোন সম্পাদকই (বিশেষত বার্তা সম্পাদক) বার্তা সংগ্রহের ব্যাপারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওই কর্মীদলকে উপেক্ষা করতে পারেন না। অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বুঝতে পারেন, বহু মূল্যবান ও এক্সক্লুসিভ ধরনের খবরের আভাস তাঁরা টেলিফোনে দিয়ে থাকেন। আবার প্রকৃতির বিপ্রতীপ কারণে সম্পাদক তাঁর অভিজ্ঞতার ফলে এও বুঝতে পারেন কিছু খ্যাপাটে লোক আছে যারা আলোড়ন তোলার মতো খবর দিতে পারেন। তবে সে ঘটনা আদৌ সত্যি কিনা, তার সত্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা আছে কিনা তা তিনি বারবার খতিয়ে দেখেন।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

রিপোর্ট, রিপোর্টিং, রিপোর্টার

প্রথম অধ্যায়েই আমরা প্রতিবেদক বা রিপোর্টারের সামান্য পরিচয় পেয়ে গেছি। এ অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করবো।

যদি প্রশ্ন করা হয় রিপোর্ট কি ? তাহলে সোজা কথায় এর উত্তর— 'এ হচ্ছে কোন (সত্য) ঘটনার একটি বিবৃতি বা বিবরণী যা জনগণের স্বার্থেই প্রকাশযোগ্য।' এই সংজ্ঞাটি রিপোর্টের একটি ব্যাপক অবয়বকে প্রকাশ করেছে। কারণ রিপোর্ট যে কোন দফতরেই হতে পারে এবং সে রিপোর্ট সংবাদাকারে প্রকাশিত নাও হতে পারে। কিন্তু সংবাদপত্রের রিপোর্ট একটু ভিন্ন। সেই প্রেক্ষাপটে বলা যায়, এ হচ্ছে এমন কিছু সংবাদ উপযোগী (সত্য) ঘটনার একটি বিবরণী যা জনগণের কাছে প্রকাশযোগ্য এবং কোন গণমাধ্যমের দ্বারাই তা প্রকাশ বা প্রচারযোগ্য।

প্রকৃতপক্ষে রিপোর্ট হচ্ছে একটি সংবাদযোগ্য ঘটনার বিবরণী। অর্থাৎ যে ঘটনা, ভাব বা বিষয় সংবাদের মাপকাঠিতে বিবরণী আকারে প্রকাশ হবার যোগ্য, তাই সংবাদ রিপোর্ট। এই প্রেক্ষিতে সংবাদ কি তা আমাদের ভালো করে জানা উচিত। কতকগুলো সংজ্ঞার মধ্য দিয়েই আমরা সংবাদকে চেনার চেষ্টা করবো। পর্যায়ক্রমে আমরা সাংবাদিকতা ও সাংবাদিককেও চেনার চেষ্টা করবো। এই প্রসঙ্গে বলে নেয়া ভালো, সাংবাদিকতার বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন জন কাজ করে থাকেন। রিপোর্টার তাঁদেরই একজন। তবে রিপোর্টারের কাজ আজকাল শুধু রিপোর্ট তৈরির মধ্যেই শেষ নয়। কারণ আধুনিক সাংবাদিকতার অঙ্গ হিসেবে একজন ভালো রিপোর্টার নিজেই একজন ভালো সহ-সম্পাদক। তিনি নিজেই একজন প্রুফ-সংশোধক। অর্থাৎ তাঁর কাজের ব্যাপ্তি শুধু রিপোর্ট তৈরিতেই নয়। কারণ তিনি একজন পরিপূর্ণ সাংবাদিক।

প্রথমেই আমরা সংবাদের কিছু সংজ্ঞা উদ্ধৃত করছি।

—চার্লস এ. ডানা বলেছেন, সংবাদ হচ্ছে যে কোন কিছু যা সম্প্রদায়ের বিরাট অংশকে আগ্রহী করে তোলে এবং যা কোনদিন তাদের দৃষ্টিগোচরে আনা হয়নি।

www.pathagar.com

—স্ট্যানলী ওয়াকার বলেছেন, একজন নগর-সম্পাদক যখন সংবাদকে সংক্ষিপ্তাকারে সংজ্ঞায়িত করেন তখন তা তিনটি শব্দ 'যৌনতা, অর্থ ও অপরাধের' মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে।

—নীল ম্যাকনীলের মতে, সংবাদ হচ্ছে সংবাদপত্রের পাঠকদের জন্য চলমান আগ্রহোদ্দীপক ও গুরুত্বসম্পন্ন ঘটনা বা বাস্তবতার বিবরণীর সমষ্টি যা সংবাদপত্রগুলো প্রকাশ করে থাকে।

—'দ্য কমপ্লিট রিপোর্টার'-এ জুলিয়ান হ্যারিস ও স্ট্যানলী জনসন বলেছেন, সংবাদ হচ্ছে সকল চলতি ঘটনাবলীর সংমিশ্রণ যার প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ রয়েছে এবং সেরা সংবাদ হচ্ছে তাই যা অধিকাংশ পাঠককে আগ্রহী করে তোলে।

—নিউজ রাইটিং ঃ ফ্রম লীড টু ৩০'-এ উইলিয়াম মেটজ্ বলেছেন, সংবাদ হচ্ছে একটি ঘটনা, বিষয় বা মতামতের বিবরণী যা পাঠে জনগণকে আগ্রহী করে তোলে।

—মডার্ন নিউজ রিপোর্টিং-এ কার্ল ওয়ারেন বলেছেন, সংবাদ হচ্ছে মানবজাতিকে আগ্রহী করে তোলে এমন কোন কিছুর সময়োচিত রিপোর্ট এবং সেরা সংবাদ হচ্ছে যা অধিকাংশ পাঠককে আগ্রহী করে তোলে।

—এডিটিং দ্য ডেজ নিউজ-এ ব্যাস্টিয়ান, কেস ও বাস্কেট বলেছেন, একদিনে বা এক সপ্তাহে সংঘটিত বিশ্ব কার্যক্রমের একটি বৃহৎ সাজানো ডালিই সংবাদ নয় বরং সংবাদ হচ্ছে সুষম ও সম্পাদনাকৃত ঘটনাবলীর সমষ্টি।

—ইউনাইটেড প্রেস এসোসিয়েশন-এর মতে, মানুষের জীবনের কোন কিছু বা সবকিছু এবং তাদের অভিব্যক্তির উপাদানই হচ্ছে সংবাদ।

—একজন সাংবাদিকের মতে, সংবাদ কোন ধারণা, ঘটনা বা বিষয়ের পক্ষপাতশূন্য, সঠিক, বস্তুনিষ্ঠ ও সময়োচিত বিবরণী যা পাঠককে আকৃষ্ট করে এবং তা প্রকাশ করে সংবাদপত্র আর্থিকভাবে লাভবান হয়।

—সাংবাদিকতার একজন শিক্ষক বলেছেন, সংবাদ হচ্ছে কোন ধ্যানধারণা বা ঘটনার পক্ষপাতশূন্য, সঠিক, বস্তুনিষ্ঠ ও সময়োচিত বিবরণী যা স্থিতাবস্থাকে বিঘ্নিত করে অথবা স্থিতাবস্থার জন্য বিঘ্ন সৃষ্টিকারী।

সংবাদের ইংরেজি প্রতিশব্দ NEWS কম্পাসের পয়েন্ট North, East, West and South-এর প্রথম অক্ষরগুলো নিয়ে গঠিত নয়। বরং NEWS হচ্ছে ইংরেজি NEW (বা নতুন) শব্দটির বহুবাচনিক রূপ। অর্থাৎ NEWS মানেই Something new, নতুন কোন কিছু। তবে সংবাদের জন্য উপযোগী ঘটনার বিস্তৃতি

www.pathagar.com

উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম দিগন্তব্যাপী। সাংবাদিকতার পণ্ডিতদের মতে, সংবাদ হচ্ছে বিশেষ জ্ঞান এবং তা সাধারণ জনগণের সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে সেই বিশেষ জ্ঞানের সংযোজন মাত্র।

উপরের সংজ্ঞাগুলো থেকে আমরা সংবাদের চরিত্র সম্পর্কে কিছুটা জানতে পারলাম। তবে রিপোর্টের সঙ্গে সংবাদকে মিলিয়ে ফেলা উচিত নয়। কারণ দুটো পরস্পরে সংশ্লিষ্ট হলেও তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বিপরীত। সংবাদ হচ্ছে কোন ঘটনার সময়োচিত, সংক্ষিপ্ত ও সঠিক রিপোর্ট। সংবাদ নিজে কোন ঘটনা নয়। সংবাদ কোন স্বেচ্ছাচারের মৃত্যু অথবা একজন প্রেসিডেন্টের নির্বাচন নয়, বরং কোন মৃত্যু বা নির্বাচন হচ্ছে সাংবাদিকের রেকর্ড। যখন কোন সাংবাদিক (রিপোর্টার) সংবাদকে 'ঘটনা'র বদলে 'রিপোর্ট' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন তখন তিনি সত্যিকার অর্থে বলতে চান যে, একটি ঘটনার কথা যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞাপন করা না হচ্ছে বা প্রকাশ করা না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ওই ঘটনাটি সংবাদ নয়।

এ প্রেক্ষিতে একটি দৃষ্টান্ত টানা যায়। ধরা যাক, গোপনে একটি খুন হয়েছে। কিন্তু কেউ সেই ঘটনার কথাটা জানতে পারলো না অথবা নিহতের লাশটির কথা জানা গেলো না, উদ্ধারও হলো না। তাহলে সেটা কি সংবাদ? এর থেকে কোন সংঘটিত ঘটনা এবং সে সম্পর্কে জ্ঞাপনের মধ্যকার পার্থক্যকে চিহ্নিত করা যায়। অর্থাৎ কোন ঘটনা এবং সেই ঘটনা সংক্রান্ত সংবাদের মধ্যবর্তী পার্থক্য ধরা পড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত খুনের ঘটনাটি পাঠক শ্রোতার কাছে না পৌছাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত খুনের ওই ব্যাপারটি একটি অরিপোর্টকৃত ঘটনা। ফলে কোন খুনের অপ্রকাশ্য ঘটনা সংবাদ নয়। তবে ঘটনাটি প্রকাশযোগ্য বা সংবাদযোগ্য, একথা মানতেই হবে।

ওপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে সংবাদের তিনটি মৌলিক উপাদান পাওয়া যায়। এর একটি হলো কোন ঘটনা অর্থাৎ যে কোন ধরনের সংঘটিত কার্যকলাপ। দুই, রিপোর্ট অর্থাৎ যার মধ্য দিয়ে কোন ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয়েছে অথবা লিপিবদ্ধ বা রেকর্ড করা হয়েছে এবং তিন, পাঠক বা শ্রোতা— অর্থাৎ ঘটনার সংবাদ বিবরণী পাঠক বা শ্রোতার কাছে পৌছে দেয়া। এবং এটা গণমাধ্যমের যে কোন মাধ্যমেই হতে পারে। অর্থাৎ রেডিও, টিভি অথবা সংবাদপত্রের মাধ্যমে।

সাধারণভাবে কোন ঘটনা সংবাদ হতে পারে। কারণ একজন রিপোর্টারের মতে, তার একটি রিপোর্ট অন্তত একটি ছোট শ্রোতা বা পাঠকদলকে আকৃষ্ট করতে পারে, তাদের জন্য একটি অর্থবহ অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে এবং প্রায়শই দেখা যায় রিপোর্ট কাগজের বিক্রি বাড়িয়ে দেয় বা পাঠক সৃষ্টি করে। একটি রিপোর্ট সংবাদ আকারে প্রকাশিত হলেও সেই রিপোর্ট পাঠকমনে ততটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি নাও

www.pathagar.com

করতে পারে, তবুও সেটা সংবাদ। তবে সেই সংবাদ রিপোর্ট সব সময়ই হবে চলতি তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই। অবশ্য ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ে অতীত ঘটনাবলী বা পটভূমি অবশ্য থাকতে হবে।

এখন আমরা রিপোর্টিং কি তা বোঝার চেষ্টা করবো। সাধারণ অর্থে কোন রিপোর্ট যদি হয় কোন ঘটনার প্রকাশ বিবরণী তাহলে এই বিবরণী তৈরির প্রক্রিয়াটাই রিপোর্টিং।

কোন ঘটনা বা ঘটনাবলীর তথ্য সংগ্রহ এবং তা পাঠক-শ্রোতার জন্য রিপোর্ট বা বিবরণ তৈরির প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে রিপোর্টিং এবং 'পাঠক শ্রোতা' শব্দ দুটি প্রয়োগের মাধ্যমে মুদ্রণ ও ইলেকট্রনিক উভয় মাধ্যমের প্রাপকের কথাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

একটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, জনগণের জন্য বার্তা বহন করে এরূপ কোন ঘটনা বা বিষয়ের তথ্য কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত এক বা একাধিক সাংবাদিক মারফত পত্রিকায় প্রকাশের জন্য কোন সংবাদপত্র সংস্থাকে দেয়ার ধরনটিই হচ্ছে রিপোর্টিং।

একজন রিপোর্টার শুধু কোন ঘটনার একেবারে সাধারণ বয়ান করবেন না। ঘটনা-বিবরণী তৈরির প্রক্রিয়ায় একটি শিল্পকলা বিদ্যমান। তা না হলে সমাজের সবাই যত্রতত্র সব ঘটনার বিবরণী তৈরি করে সংবাদপত্রে পাঠাতো। রিপোর্টিং কোন সাধারণ বিষয় নয়, একে শিখতে হয়। এই শিল্পকলাটি উপস্থাপিত করার সকল কলাকৌশল আয়ত্ত করতে হয়। কারণ, জনগণের পছন্দসই করে বলার বা ব্যক্ত করার বিশেষ কৌশলটিই হচ্ছে সাংবাদিকতা। একজন রিপোর্টার তাঁর মজুরি ও নাম কেনার জন্য রিপোর্ট লিখে থাকলেও তাঁর চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক লোক। একটি রিপোর্ট পড়ে সংবাদপত্র পাঠক তৃপ্ত না হলে ধরে নিতে হবে সেটি রিপোর্টিং হয়নি বরং তা তুচ্ছ কথাবার্তার জঞ্জাল হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে।

এই প্রেক্ষিতে বলা হয়, রিপোর্টিং মানেই ভালো রিপোর্টিং। ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটরের সম্পাদক এরউইন ক্যালহানের মতে, 'পটভূমি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, মূল ঘটনার আগে সংঘটিত ঘটনাবলী আর প্রেষণা—এ সবই হচ্ছে প্রকৃত ও মৌলিক সংবাদের অংশ। এই ধরনের ব্যাখ্যা হচ্ছে সত্যিকারের ভালো ও সেরা মানের রিপোর্টিং।

www.pathagar.com

রিপোর্টার

রিপোর্ট ও রিপোর্টিং সম্পর্কে আমরা কিছু আলোচনা করেছি। এখন আমরা রিপোর্টার সম্পর্কে আলোচনা করবো। সাধারণ অর্থে একজন রিপোর্টারের সংজ্ঞা হচ্ছে, তিনি হচ্ছেন এমন এক ব্যক্তি যিনি রিপোর্ট করেন বিশেষত সংবাদপত্রের জন্য।

আমরা আগেই বলেছি, একজন রিপোর্টারই কেবল সাংবাদিক নন, সাংবাদিক আরো অনেকেই। এর মধ্যে সহ-সম্পাদক বা সাব-এডিটর, সহকারী সম্পাদক বা এসিস্ট্যান্ট এডিটর প্রমুখও আছেন। আধুনিক সাংবাদিকতায় একজন পূর্ণাঙ্গ সাংবাদিক হচ্ছেন তিনি যিনি রিপোর্টিং, এডিটিংসহ সাংবাদিকতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শাখাতেই সমান পারদর্শী। এই প্রেক্ষাপটে 'সাংবাদিক কে' সে বিষয়ে আমরা কতকগুলো সংজ্ঞা উল্লেখ করতে পারি।

সাধারণ অর্থে একজন সাংবাদিক (তিনি রিপোর্টারই হোন অথবা সাব-এডিটরই হোন) হচ্ছেন সংবাদ লেখক। তবে রিপোর্টারের কাজ ঘুরে ঘুরে সংবাদতথ্য সংগ্রহ করা এবং তা রিপোর্টাকারে প্রকাশ করা। ১৭১০ সালে 'সাংবাদিক' কথাটি গৃহীত হয়েছে। এর আগে তাকে নানাভাবে ডাকা হতো। যেমন—

তিনি ছিলেন কাগজের ভদ্রলোক বা লিখিয়ে বাবু (Gentleman of pad)।

তিনি একজন বয়ানকারী বা হিজিবিজি লেখার লোক (Man of scribble)

তিনি একজন সরকারি লেখক (Public writer)

তিনি একজন সংবাদ সংগ্রহকারী (News monger)

তিনি একজন প্রণেতা (Author)

তিনি সংবাদের একজন চালানদার (Purveyor)

তিনি হচ্ছেন কোর্ট প্যাম্পলেটিয়ার (Court pamphleteer) বা রাজলেখক

তিনি কিউরান্টো মেকার (Curanto maker) বা চলতি ঘটনাবলীর সৃষ্টিকারি।

তাঁকে কখনো ভাল অর্থে সব্যসাচী এবং মন্দার্থে চর বা Intelligencer-ও বলা হতো। একজন পূর্ণাঙ্গ সাংবাদিকের চেহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে *দ্য টাইমস*-এর সম্পাদক উইকহ্যামস্টিডের সংজ্ঞায়।

www.pathagar.com

তিনি বলেছেন, একজন আদর্শ সাংবাদিক হচ্ছেন তিনি, যিনি আত্তীকরণ করে নিপুণতা অর্জন করেছেন প্রাচীনের প্রাজ্ঞতা, অধিকতর আধুনিকের দর্শন, বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান, প্রকৌশলের যন্ত্রবিদ্যা, তাঁর নিজের ও অন্যান্য সময়ের ইতিহাস, অর্থনীতির মূল শর্তাবলী, সামাজিক-রাজনৈতিক জীবন ও চিন্তাভাবনা ও তাঁর উপলব্ধি এবং চাহিদা অনুযায়ী তার সরবরাহ আর তাঁর লক্ষ লক্ষ পাঠকের ইচ্ছা পূরণার্থে নীতিগতভাবে সেগুলোকে জ্ঞাত করা।

এই সংজ্ঞা অনুযায়ী একজন সাংবাদিক শুধু সংবাদ সংগ্রহ করেন না। তিনি তাঁর সমকালের ইতিহাসের চঞ্চল স্রোতের ভেতর বাস করছেন, দেখছেন ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি ও নির্মাণকে এবং সেখান থেকে তুলে আনা টুকরো টুকরো ঘটনার মধ্য দিয়ে আগামীর ইতিহাসকে নির্মাণ করে দিচ্ছেন। এই দায়িত্বটি পালন করতে গিয়ে তাঁর প্রয়োজন অসাধারণ মেধা, মনন, সৃজনশীলতা ও যোগ্যতার।

একজন পেশাদার সাংবাদিকের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে ১৯৭৪ সালে প্রণীত বাংলাদেশ সংবাদপত্র কর্মচারী আইনে বলা হয়েছে, পেশাদার সাংবাদিক হচ্ছেন একজন সার্বক্ষণিক সাংবাদিক যিনি একটি সংবাদপত্র বা এতদসংক্রান্ত কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কর্মরত—যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন সম্পাদক, লিডার রাইটার (সম্পাদকীয় লেখক), বার্তা সম্পাদক, সহ-সম্পাদক, ফিচার লেখক, প্রতিবেদক, সংবাদদাতা, অনুলিপি পরীক্ষক, কার্টুনিস্ট, সংবাদ আলোকচিত্রী, ক্যালিগ্রাফিস্ট ও প্রুফ রিডার (সংশোধক)।

পেশাদার সাংবাদিক বলতে সহজেই অনুমেয় যে সংবাদ সংগ্রহ ও প্রেরণের মধ্য দিয়ে যে সাংবাদিক জীবিকা নির্বাহ করেন তিনিই পেশাদার সাংবাদিক। এম. ভি. কামাথ তাই বলেছেন, একজন পেশাদার সাংবাদিক হচ্ছেন কোন পত্রিকার একজন বেতনভুক্ত কর্মচারী যিনি সেই পত্রিকার জন্য রিপোর্ট প্রস্তুত করেন, ফিচার লেখেন, সম্পাদনা করেন ও কপি সম্পাদনা করেন। তিনি বিভিন্ন নামে পরিচিত—যেমন, সম্পাদক, উপ-সম্পাদক, নগর-সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক, ফিচারার, বিশেষ সংবাদদাতা, সহকারী সম্পাদক, ক্রীড়া সম্পাদক, বাণিজ্যিক সম্পাদক প্রভৃতি।

অক্সফোর্ড অভিধানেও বলা হয়েছে, একটি সরকারি সাময়িকী সম্পাদনা ও লেখার মাধ্যমে যিনি জীবিকা নির্বাহ করেন তিনিই সাংবাদিক।

আর. ডি. ব্লুমেনফেল্ড বলেন, যে ব্যক্তি সংবাদ সংগ্রহ এবং তাকে সংবাদ উপযোগী করে তৈরি ও প্রকাশ করেন তিনিই সাংবাদিক।

সাংবাদিক কথাটি খুবই বিস্তৃত প্রত্যয়। কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায় তাকে চেনার উপায় নেই। তবে মোটামুটি একটা চেহারা দাঁড় করানো যায় যে একজন সাংবাদিক

www.pathagar.com

সংবাদ উপযোগী ঘটনাবলির তথ্য সংগ্রহ করে তা সংবাদাকারে পত্রিকায় প্রকাশ করেন এবং তার বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। তবে তাঁর কোন সংবাদ প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্টতা থাকা দরকার, তা না হলে তাঁর সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্যতা খর্ব হতে পারে সূত্রের কাছে। তবে কোন প্রতিষ্ঠানের হয়ে কাজ করার সময় তিনি শুধু শ্রমের বিনিময়ে সংবাদ বিবরণী উপস্থাপন করেন না বরং তিনি পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্বও পালন করেন। কারণ তিনি সমাজের মুখপাত্র। জনগণের একটা বৃহত্তর অংশের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। মানুষের সঙ্গে এই পরিচয় ও যোগাযোগের মাধ্যমে তিনি তাঁর পত্রিকার জন্য জনসাধারণের মাঝে শুভেচ্ছার সেতুবন্ধন গড়ে তোলেন।

রিপোর্টারের চরিত্র বোঝাতে গিয়ে সাংবাদিকের চরিত্রের অবতারণার পিছনে একটাই যুক্তি— তাহলো একজন সাংবাদিকের সংজ্ঞা নির্ধারণ মানেই সংবাদপত্রের একজন রিপোর্টারের সংজ্ঞা নির্ধারণ। প্রকৃতপক্ষে সংবাদ রিপোর্টিং সকল সাংবাদিকতামূলক পেশার মৌল প্রতিপাদ্য বিষয় আর সংবাদপত্র হচ্ছে তার প্রাচীনতম ও প্রধান মাধ্যম (Medium) যার মাধ্যমে তথ্য ও সংবাদ প্রেরণ করা হয়। সাংবাদিকতার সূচনা এক অর্থে রিপোর্টারদের রিপোর্টিং থেকেই। সাংবাদিকতার বিকাশলগ্নে রিপোর্টারের রিপোর্ট সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনার সুযোগ পায়নি। বলা যায় তখন সম্পাদনা শাখাটিরই আবির্ভাব ঘটেনি। তবে সাংবাদিকতার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হওয়ার পরও সাংবাদিকতার ওপর বিশেষজ্ঞরা সাংবাদিকতার বৃত্তিমূলক দিকটি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তার শুরুটা করেন সংবাদপত্রের রিপোর্টিং নিয়েই। ঐতিহাসিকভাবেই রিপোর্টিং আধুনিক সাংবাদিকতার অন্যান্য বৃত্তি ও দিককে সৃষ্টি করেছে এবং রিপোর্টিংয়ের আবেদনও তাই সবার কাছে অগ্রগণ্য। যে শিক্ষার্থী সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি নিতে যাচ্ছেন তিনি প্রথমেই রিপোর্টিংয়ের দিকেই নিজেকে মনোনিবেশ করতে চান। কারণ রিপোর্টিংয়ের শিহরণ, চমক ও কর্মের পরিধি শিক্ষার্থী সাংবাদিককে রিপোর্টার হবার জন্যই বেশি করে আকৃষ্ট করে তোলে। তবে একটি কথা স্মরণীয়, সম্পাদনা তথা সাংবাদিকতার অন্যান্য শাখায় গ্রহণযোগ্যভাবে নিজেকে পরিচিত করে না তুললে কোন রিপোর্টার পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠতে পারেন না। তাঁর রিপোর্টিংও স্বকীয়তা ও সৌকর্য অর্জন করতে পারে না। তাছাড়া সংবাদপত্রজগতের পণ্ডিতরা বলে থাকেন, বার্তাবিভাগে কিছুদিন কাজ না করলে ভাল রিপোর্টার হওয়া যায় না।

আজকের দিনে রিপোর্টারের দায়িত্ব ও কর্তব্য এত কঠিন এবং তাঁদের কাজে এত সুতীব্র পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে উঠেছে যে তাতে কেবল খুব ভালো, সুষ্ঠু

www.pathagar.com

শিক্ষাগত পটভূমিকা ও সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির শাণিত দীপ্তিই তাঁর প্রতিষ্ঠার বরমাল্য এনে দেয়। এসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)-এর পরলোকগত ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মেলভিন ই. স্টোনের মতে, একজন বুদ্ধিমান রিপোর্টার একজন বুদ্ধিদীপ্ত সম্পাদকের চেয়ে ঢের মূল্যবান।

একজন রিপোর্টার তাঁর প্রতিষ্ঠানের সকল ধরনের সংবাদ সংগ্রহের জন্য জরুরি উপাদান। একজন রিপোর্টার স্থানীয় পর্যায়েই তথ্য বা সংবাদ সংগ্রহ করুন বা বিশ্বের অপর প্রান্তে কোন বিপ্লব কিংবা ক্রীড়ার মহোৎসবের তথ্যবিবরণীই পাঠান না কেন তাঁর ভূমিকার মূলত কোন পার্থক্য নেই। তিনি ঘটনাস্থলে যান, তথ্য সংগ্রহ করেন এবং সেই তথ্যের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে তাঁর সংবাদকাহিনী। কখনও কখনও তাঁর এই কাজটি রুটিনের ছকে বাধা দায়িত্বের সাদামাটা ফসল, কখনও আবার কোন বিশেষ সংবাদ-ঘটনার গোটা পরিবেশনাই সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারের বুদ্ধিবৃত্তি, অধ্যবসায় ও সৃজনশীল সামর্থ্যের প্রয়োগে আগাগোড়া সমুজ্জ্বল। অথচ বাস্তব জীবনে একজন সাংবাদিক আর দশটা সাধারণ মানুষের মতোই কাজ করেন, বিনিময়ে পারিশ্রমিক পান এবং তা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। তিনি সিনেমার জনপ্রিয় হিরো কিংবা কোন প্রতিষ্ঠানের জাঁদরেল কেউকেটা নন। একজন রিপোর্টারের মহোত্তম কাজটি হচ্ছে তিনি জনস্বার্থ কতখানি পালন করছেন। তিনি নাম কেনার জন্য লেখেন না, জনগণই তাঁর কাজের স্বীকৃতি দেয়। আর তাই একজন রিপোর্টারের সর্বোত্তম চেহারা হচ্ছে তিনি একজন কঠোর পরিশ্রমী। অন্য আর দু দশজন সাধারণ লোকের চেয়ে তিনি বেশি কৌতূহলী, উদ্দেশ্য সাধনে নাছোড়বান্দা এবং বালসুলভ উদ্দীপনায় যার কমতি নেই। সব কিছু সম্পর্কে অদম্য কৌতূহল ও অধীর আগ্রহই প্রধানত তাঁকে সংবাদপত্রের কাজে আকর্ষণ করে। একজন রিপোর্টার বয়সে নবীনই হোন অথবা প্রবীণ তাঁর পেশাগত কাজের সুবাদে তিনি জনজীবনের অপসৃয়মাণ মিছিল, রাজনীতির নেপথ্য নাটক দর্শন, মহানগরীর নাড়ীনক্ষত্র অনুভব কিংবা জীবনযুদ্ধের মল্লভূমিতে প্রবেশাধিকার প্রভৃতির যে সব সুযোগ পান তা তিনি আকণ্ঠ উপভোগ করেন।

একজন কৌসুলি অথবা একজন চিকিৎসক হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করতে হলে তাঁকে বহুবছর ধরে পড়াশুনা করতে হয়। কিন্তু একজন 'সাংবাদিক' হিসেবে আবির্ভূত হতে পারেন তুলনামূলক 'সংক্ষিপ্ত' অভিজ্ঞতা অর্জন করেই। তবে পরিপূর্ণ সাংবাদিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তাঁকে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিচারবোধ অর্জন করতে হয়। তবে তা একদিনে অর্জিত হয় না। প্রতিনিয়ত অনুশীলনের মাধ্যমেই তা অর্জিত হয়। সাংবাদিকতার ক্ষেত্র হচ্ছে প্রতিনিয়ত একটি

www.pathagar.com

পরীক্ষাদানের ক্ষেত্র। এ হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রের চেয়েও বেশি কিছু। এ লড়াইয়ে জয়ী হলে তিনি মহাসম্মানের অধিকারী হন।

'রবিনসন ক্রুসো' খ্যাত ঔপন্যাসিক এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক সাংবাদিকতার সার্থক পথিকৃৎ ডানিয়েল ডিফো সংবাদের অতি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক মূল্যকে মানবসমাজের পুষ্টি সাধন ও তাকে সমর্থন দানের উপাদান হিসেবে বর্ণনা করেছেন। উইকহ্যামস্টিডের মতে, সাংবাদিকতা হচ্ছে সমাজ সেবার প্রধান একটি আধুনিক রূপ।

অর্থাৎ সমাজসেবাটা হচ্ছে একজন সাংবাদিক তথা রিপোর্টারের অন্যতম কর্তব্য ও দায়িত্ব। তাই ডব্লিউ. ডব্লিউ. হ্যাডলির ভাষায় বলা যায়, একজন রিপোর্টার হচ্ছেন একটি সংবাদপত্রের চক্ষু। তাকে সংবাদপত্রের কর্ণ ও মুখ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

একজন রিপোর্টারের বৈশিষ্ট্য

বলা হয়ে থাকে, কিছু কিছু লোকই আছেন যারা অন্যান্য অনেক লোকের তুলনায় সংবাদ রিপোর্টার হবার জন্য যোগ্য। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, রিপোর্টাররা জন্ম নেয়, তৈরি হয় না। প্রকৃতপক্ষে একজন সফল রিপোর্টার রিপোর্টিংয়ের সমস্ত গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করেন, উত্তরাধিকার বা জন্মসূত্রে লাভ করেন না। এজন্য তাঁকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়। সাধনা করতে হয়। সাধনা করে সিদ্ধি অর্জন করতে হয়।

বর্তমান যুগে সংবাদসংগ্রহের পরিসর দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং উন্নত প্রযুক্তির এই বিশ্বে সাংবাদিকের কাজের পরিসর বিশ্বজোড়া। সেই প্রেক্ষাপটে আজকের দুনিয়ায় একজন রিপোর্টার শুধু 'বয়ানকারী' নন, তিনি একজন শিল্পী। সাংবাদিকতা আসলে একটি শিল্প কাজ, আর এই শিল্পকাজে নামলে একজন রিপোর্টার তথা সাংবাদিককে জ্ঞানের অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়েই নামতে হয়। সংবাদ সংগ্রহ ও সংবাদ রচনা ক্রমশ আরো বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের শিল্পকাজে পরিণত হচ্ছে এবং এ কারণে যোগ্য ও সফল রিপোর্টার হতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যথাযথভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে। রিপোর্টিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রসাজে তাকে সজ্জিত হতে হবে।

রিপোর্টার হবার জন্য একজনের যে বিষয়গুলো প্রথমেই প্রয়োজন, তাহলো— রিপোর্টার হবার জন্য তাঁর তীব্র আকাঙ্ক্ষা, লেখার সামর্থ্য এবং সব বিষয়েই

www.pathagar.com

কৌতূহল। অবশ্য একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে কিছু কিছু লোক স্বভাবতই কৌতূহলী হয়ে থাকেন। একটা ছোট্ট ঘটনাও তাঁকে আকৃষ্ট করে তোলে। জানার আগ্রহ না থাকলে কোন রিপোর্টারই সফল রিপোর্টার হতে পারেন না। এ জন্যে তাঁকে নিয়মমাফিক পড়াশুনার অভ্যাসও গড়ে তুলতে হবে। একজন রিপোর্টারকে সাবলীল ও সার্বক্ষণিক লেখার সামর্থ্য অর্জন করতে হবে। লেখার ব্যাপারে তাঁর আকাঙ্ক্ষায় কোন ঘাটতি থাকা উচিত নয়। প্রতিকূল পরিবেশেও তাঁকে লিখতে হবে। তাঁকে ডেডলাইনকে হার মানিয়ে রিপোর্ট পাঠাতে হবে। অতএব লেখার ব্যাপারে তাঁর কোন উদ্যমের অভাব হবে না। আর তাঁর সেই লেখা হতে হবে পক্ষপাতশূন্য ও সঠিক ব্যাখ্যাসম্পন্ন। একটি সহজ সরল ও দ্রুত লেখনীর অধিকারী হতে হবে। তাঁর লেখায় বাগাড়ম্বরের অবকাশ নেই।

তিনি হবেন কঠোর পরিশ্রমী। তাঁর কর্মের বৃত্তটি খুবই শ্রমসাধ্য। সাংবাদিকের কাজের কোন বাঁধাধরা ক্ষেত্র নেই। বিশেষত রিপোর্টারদের। তাঁকে যে কোন সময় যে কোন জায়গায় যেতে হতে পারে। কাজের ক্ষেত্রটি তাই প্রায় ক্ষেত্রেই বিপদসঙ্কুল হতে পারে। যেমন, ব্রিটেন ও আর্জেন্টিনার মধ্যকার ফকল্যান্ড যুদ্ধ কভার করার জন্য সাংবাদিকদের প্রচণ্ড শীতে আটলান্টিকের সেই গভীর সমুদ্রে যেতে হয়েছে। আবার তার উল্টোভাবেই তাঁকে যেতে হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের মরুপ্রান্তরে ইরাকের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বহুজাতিক বাহিনীর উপসাগর যুদ্ধের খবরাখবর নিতে।

রিপোর্টিংয়ের কাজটি শ্রমসাধ্য হওয়ায় একজন রিপোর্টারকে হতে হবে চমৎকার স্বাস্থ্যের অধিকারী। নীরোগ স্বাস্থ্য একজন সাংবাদিকের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সম্পদ। অফুরন্ত কর্মশক্তি তাঁর থাকতে হবে। কারণ দুরূহ পরিবেশে মানিয়ে চলার ক্ষমতা স্বাস্থ্যবান ও অফুরন্ত কর্মশক্তির অধিকারী সাংবাদিকেরই রয়েছে। চাপের মুখেও কাজ করার মানসিকতা তাঁর থাকতে হবে। আর সেটা সম্ভব কেবল শরীরটা ভালো থাকলেই।

একজন সাংবাদিকের অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা থাকা প্রয়োজন। কেননা তাঁকে বিচার-বিবেচনার দায়িত্বটি ,পালন করতে হয় সুচারুরূপে। তাঁর একটি বিচারক্ষমতাও থাকতে হবে। কারণ তা দিয়েই তিনি সংবাদ ও অসংবাদের মধ্যে পার্থক্য বিচার করেন। তাঁকে খুঁজে নিতে হবে খবরের ভিতরের খবরকে। সংবাদের গভীরে ঢুকে তাঁকে বিশ্লেষণও করতে হয়। অসংখ্য তথ্যের ভীড়ে কোন্ তথ্যটি সত্য বা ন্যায়পূর্ণ তা বিচার করার ক্ষমতা গড় মানুষের চেয়ে সাংবাদিকের অনেক বেশি থাকবে।

www.pathagar.com

একজন সাংবাদিকের বিশ্লেষণী মন অন্য সবার চেয়ে বেশি। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা গড়ে তোলার জন্য একজন রিপোর্টারের প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত শিক্ষা খুবই জরুরি। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা হবে প্রশ্নাতীত। একজন সাংবাদিককে জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় পদচারণা করতে হবে। অর্থাৎ তিনি হবেন সবজান্তা। তবে তাঁকে জ্ঞানের একটি বিশেষ শাখায় বিশেষভাবে পারদর্শী হতে হয়। যে জন্য তাঁকে বলা হয় Jack of all trades and master of one. তিনি কখনই Jack of all trades but master of none হবেন না। একজন রিপোর্টারের মাতৃভাষা ছাড়াও আরেকটি ভাষায় দখল থাকতে হবে। তিনি ওই ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারবেন। তাঁর টাইপরাইটিং ও শর্টহ্যান্ড জানা দরকার। আজকের সাংবাদিকরা কম্পিউটার চালনায়ও পারদর্শী। যাঁরা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সাংবাদিকতা শিক্ষা নিয়ে পেশাগত সাংবাদিকতায় ঢুকছেন তাঁদের সামান্য কিছু ঘষে মেজে নিলেই হয় কিন্তু যাঁরা সাংবাদিকতায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পাননি তাঁদের পেশায় ঢুকে যাবার পর পেশাদার সাংবাদিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিতে হবে।

একজন রিপোর্টার খুবই সামাজিক ও মিশুক হবেন। সংবাদ সংগ্রহের লক্ষ্যে তিনি যেমন হবেন উদার আবার তেমনি হবেন কঠোর। সংবাদসূত্র বা সংবাদস্থলের সঙ্গে মিশে যেতে না পারলে তিনি তথ্য সংগ্রহ কতে পারবেন না। কেউ অসৌজন্যমূলক আচরণ করলেও নিজ স্বার্থেই তা কোন কোন সময় হজম করে নিতে হবে। তিনি হবেন নম্র, উদার ও বিবেকসম্পন্ন লোক। স্বীয় পেশার প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা থাকা প্রয়োজন। একজন সাংবাদিকের আন্তরিকতা ও আত্মোৎসর্গের স্পৃহা ছাড়া নিজের কাজের প্রতি মনোনিবেশ করা সম্ভব নয়। আপন পেশার প্রতি মমত্ববোধ ও শ্রদ্ধাবোধ অত্যন্ত জরুরি। যিনি উৎসর্গের মনোভাব নিয়ে একবার সাংবাদিকতায় এসেছেন, তিনি কখনই সেখান থেকে ফিরে যেতে পারেন না। কাজের প্রতি মহান দায়িত্বের কথা তাঁকে সর্বদাই তাড়া করে। তিনি হবেন প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী।

একজন রিপোর্টার হবেন উদ্যোগী ও স্বাবলম্বী। নিজেই উদ্যোগ নিয়ে কোন সংবাদঘটনা কভার করতে যাবেন। অন্যের ওপর প্রায়শই নির্ভর করবেন না। সংবাদ পত্রিকার ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি মোনাজাত উদ্দিন নিজের উদ্যোগেই অনেক দুরূহ রিপোর্ট করেছেন। এই প্রেক্ষাপটে রিপোর্টারকে প্রায়শই ঝুঁকি নিতে হবে। তিনি খুবই উদ্যমী হবেন। সহসা হাল ছাড়বেন না। আশা-নিরাশার দোলাচলের থেকে তিনি কখনই ফিরে আসবেন না।

www.pathagar.com

একজন রিপোর্টারকে খুবই বুদ্ধিদীপ্ত হতে হবে। সংবাদসূত্র বিষয়ে তাঁর ভালো জ্ঞানবুদ্ধি থাকা দরকার। সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাঁর প্রাজ্ঞতা যথাযথ থাকা উচিত। তিনি কখনই কারো সামনে সবজান্তার মনোভাব (Superiority) দেখাবেন না। অর্থাৎ সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাঁকে খুবই কৌশলী হতে হবে। প্রয়োজনের স্বার্থেই তাঁকে বিনয়ী হতে হবে।

তিনি কখনও মিথ্যাচার করবেন না। তিনি রিপোর্টে কখনও কল্পনার আশ্রয় নেবেন না। অর্থের বিনিময়ে বা লোভের বশবর্তী হয়ে তিনি সত্যিকার তথ্যের কোন বিকৃতি সাধন করবেন না। ইংরেজিতে বলা যায়, তাঁর সংবাদগল্পে Fiction থাকতে পারে কিন্তু তা Fictious হবে না। সংবাদ বিবরণীতে ভাষার অলংকার থাকতে পারে তবে তা কল্পকাহিনী হবে না। প্রকৃতপক্ষে একজন রিপোর্টার হবেন একজন পরিপূর্ণ জ্ঞানী মানুষ। তিনি হবেন সব কিছুর একটি মিশ্রিত রূপ। তিনি একজন শিল্পী, শিক্ষক, শোম্যান— তিনি গোয়েন্দা। তিনি একের ভিতরে সব। তাঁর Nose for news বা ষষ্ঠেন্দ্রিয় (Sixth sense) থাকতে হবে। কোথাও সংবাদের জন্য তাঁর বসে থাকলে চলে না। তাঁর চলার পথেই ঘটে অসংখ্য সংবাদ উপযোগী ঘটনা। স্বতঃপ্রবৃত্তি বা স্বতঃজ্ঞান (Human instinct বা intuition) হচ্ছে একজন রিপোর্টারের স্বভাবজাত মেধা।

সংবাদ রিপোর্টিং একই সঙ্গে পেশা, ব্যবসায়, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, কর্মকুশলতা, এমনকি তা কোন কোন সময় খেলাও বটে। ভাল শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি, একজোড়া বলিষ্ঠ পা এবং সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান একজন রিপোর্টারের অমূল্য সম্পদ। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে যিনি চিনতে পারেন তিনি সফল রিপোর্টার। আর তাই বিখ্যাত ব্রিটিশ সম্পাদক ডব্লিউ. রবার্টসন নিকলের (W. Robertson Nicoll) একটি বক্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, সংবাদপত্র পাঠকের আগ্রহ কতখানি তার মাঝেই নিহিত রয়েছে একজন দক্ষ সাংবাদিকের পরীক্ষা।

একজন সাংবাদিক হচ্ছেন দ্বিমুখী মনের (Bifocal mind) অধিকারী। কারণ এই দ্বিমুখী সত্তার কারণেই তাঁর পক্ষে মুহূর্তের মধ্যে যে কোন বিষয়ের সুস্পষ্ট স্তর থেকে সামগ্রিক অবস্থানে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়। তিনি যেমন কোন ঘটনার তথ্যগত দিকটি খোঁজ করেন, আবার তার অন্তর্নিহিত বা তত্ত্বগত দিকটিও বোঝার চেষ্টা করেন। বাইফোকাল চশমার মতোই তাঁর দৃষ্টিটি খুব কাছেও নিবদ্ধ আবার অনেক দূরেও প্রসারিত। প্রকৃতপক্ষে তিনি একটি দ্বান্দ্বিক মনের অধিকারী এবং সেই মন দিয়ে তিনি প্রতিটি ঘটনার দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণ করেন।

www.pathagar.com

ভালো রিপোর্টিংয়ের জন্য যাচাই তালিকা

ভালো সংবাদ রিপোর্টিংয়ের যাচাইয়ের জন্য কতকগুলো মৌল নীতিমালা রয়েছে। এই মৌল নীতিমালার শর্তাবলির সাহায্যে একজন সুপ্রশিক্ষিত রিপোর্টার তাঁর পেশাগত মান ও গুণাবলির পরীক্ষা করতে পারেন। রিপোর্টিং তথা সংবাদবিবরণী রচনার মান নির্ধারণী এই যাচাই তালিকা শুধু রিপোর্টারদের ক্ষেত্রেই নয়, সাব-এডিটর বা সহ-সম্পাদকদের জন্যও প্রযোজ্য। কোন সংবাদ কপি, সেটা প্রকাশিতই হোক বা অসম্পাদিতই হোক, তার গুণাগুণ নির্ধারণে এই যাচাই তালিকার সাহায্য নেয়া যেতে পারে। যাচাই তালিকাটি ক্রমান্বয়ে নিচে বিবৃত হলোঃ

এক. আমরা সংবাদ রচনার ক্ষেত্রে ষড় 'ক' বা 5 W's and I H এর কথা জানি। অর্থাৎ কোন সংবাদশীর্ষে (lead) কে, কি, কখন, কোথায়, কিভাবে এবং কেন এই প্রশ্নগুলোর জবাব থাকলেই তাকে আমরা উত্তম সংবাদশীর্ষ বলে বিবেচনা করে থাকি। কারণ সব প্রশ্নের জবাবই সেখানে পাওয়া গেছে বলে মনে করা হয়। ঠিক [illegible]ভাবে কোন সংবাদশীর্ষে এই ষড় 'ক' এর জবাব মিলেছে কিনা তা যাচাই করা দরকার।

দুই. রিপোর্টের বক্তব্য সঠিক আছে কিনা তা দেখতে হবে। বেঠিক কোন কথা অথবা কল্পনা বা অনুমানভিত্তিক লেখা সংবাদগল্পে থাকবে না। সত্য ঘটনা নিয়েই সাংবাদিকতার কারবার। সাংবাদিক কখনও মিথ্যার বেসাতি করে না।

তিন. দুবার বা তিনবার করে সব তথ্য যাচাই করে দেখতে হবে। তথ্যের সত্যতা যাচাই ও সুদৃঢ় করার জন্য দুই বা ততোধিক সূত্রের কাছ থেকে তথ্য সন্নিবেশিত করতে হবে। বিশেষ করে সংবাদঘটনাটি যদি বিতর্কিত হয় অথবা তাতে কারো ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তাহলে সংশ্লিষ্ট সবার মতামতই তুলে ধরতে হয়।

চার. সূত্র সাংবাদিকের কাছে নিজেকে স্পষ্ট করে না তুললে সূত্রকে সাংবাদিকের সব তথ্য পরিচয় দিতে হবে। অনেকে অবশ্য সূত্রের নাম সুনির্দিষ্টভাবেই উল্লেখ করে থাকেন। কোন কোন সময় তথ্যগুলো আসে প্রকাশিত সূত্র থেকেই। কোন সময় রিপোর্টার তা দেখে থাকেন। প্রাপ্ত তথ্যের সূত্র এবং সূত্রের থেকে প্রাপ্ত তথ্য ঠিক আছে কি না তা দেখে নিতে হবে।

পাঁচ. রিপোর্ট পক্ষপাতশূন্য আছে কিনা তা লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রয়োজনে রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট উভয় পক্ষের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করতে হবে। রিপোর্ট পড়ে যাতে পাঠক বিচার করতে পারে সেজন্যে সংশ্লিষ্ট সবার দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করে রিপোর্টকে ভারসাম্যপূর্ণ করতে হবে। রিপোর্ট কখনই একপেশে হবে না।

www.pathagar.com

ছয়. রিপোর্টে মূল দৃষ্টিটি নিবন্ধ করা উচিত জনগণের ওপর। প্রতিটি সংবাদ রিপোর্টে মূলত মানুষ জড়িত থাকে। সেজন্যে রিপোর্টে ওই মানুষকেই প্রাধান্য দিতে হয়। মানুষের জন্যেই সংবাদের সৃষ্টি। দেখতে হবে সংবাদ ঘটনায় কে জড়িত হয়েছে কিংবা কে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অথবা কে বা কারা প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়েছে। রিপোর্টার তাঁর সাধ্যানুযায়ী তাঁর রিপোর্টে গড় মানুষকেই সংশ্লিষ্ট করার চেষ্টা করবেন।

সাত. রিপোর্টটি সুখপাঠ্য করে তোলার জন্য তার মধ্যে কিছু ভাষাগত সুবাস দিতে হবে। সংবাদগল্পে মানবীয় আকর্ষণমূলক উপাদান থাকতে হবে। সংবাদগল্পে কোন বিতর্ক সৃষ্টিকারী বক্তব্য কিংবা বর্ণাঢ্য কোন উপাদানের প্রেক্ষিতে সংবাদসূত্রের উদ্ধৃতি সরাসরি তুলে ধরা উচিত।

আট. রিপোর্টারকে তাঁর রিপোর্টের ব্যাপারে সৎ ও দায়িত্বপূর্ণ হতে হবে। অহেতুক কোন সংবাদগল্পে চাঞ্চল্যপূর্ণ অথবা আতংকসৃষ্টিকারী উপাদান দেয়া উচিত নয়। যে সংবাদঘটনা সমাজের জন্য নেতিবাচক তা রিপোর্ট না করাই শ্রেয়। বরং কোন নেতিবাচক সংবাদঘটনায় ন্যূনতম ইতিবাচক দিক থেকে থাকলে তাকেই প্রাধান্য দিয়ে রিপোর্ট করা উচিত।

নয়. অন্য কোন সূত্র থেকে সংবাদগল্পকে উন্নত করার লক্ষ্যে সংবাদঘটনাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংবাদবিজ্ঞপ্তিসমূহ তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে দেখতে হবে। একপেশে অথবা সংবাদঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকেরই দেয়া তথ্যবিবরণী সম্পর্কে রিপোর্টারকে সচেতন থাকতে হবে। প্রয়োজনে সেগুলো বাছাই করে ফেলে দিতে হবে। পাঠকের প্রয়োজনে ঘটনার হারিয়ে যাওয়া পটভূমি রিপোর্টে সংযোজন করতে হবে। ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের বড় উপাদান হচ্ছে ঘটনার অতীত পটভূমি।

দশ. রিপোর্টে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারী উপাদান সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে। যেমন কোন ঘটনার ব্যাপারে রিপোর্টারের নিজের পক্ষপাত থাকতে পারে। অথবা তার বিরুদ্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রকট হয়ে উঠতে পারে। অথবা ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন জনের পক্ষে বা বিরুদ্ধে তাঁর বিবরণী তৈরি করতে মন সায় নাও দিতে পারে। নিজের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নয় বরং ঘটনার তথ্যাবলী দিয়ে ঘটনাকে বিচার করে ঘটনার হুবহু বিবরণ দিতে হবে। প্রকৃত ঘটনাটাই সব কিছু বলে দিবে।

রিপোর্টের কাঠামো

সংবাদপত্রের বাইরে অনেক দফতরে অনেকেই রিপোর্ট লিখে থাকেন। কিন্তু সেগুলোর নির্মাণকাঠামো সংবাদকাহিনীর নির্মাণকাঠামোর মতো নয়।

www.pathagar.com

সংবাদকাঠামোর নির্মাণ কাজটি একটু ভিন্ন। সংবাদ কাহিনী নির্মাণ করা হয় সাধারণ পাঠককুলকে সংবাদ পাঠে আকৃষ্ট করার জন্য। সংবাদকাহিনী নিত্যদিনের পাঠক-পাঠিকার জীবনযাত্রা, চিন্তাভাবনা ও চাহিদা মেটানোর উপযোগী করে লেখা হয়। বৈচিত্র ও নতুনত্ব হচ্ছে সংবাদ গল্পের মূল উপাদান। সমকালীন পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংবাদগল্পগুলো তথ্য যোগাতে প্রয়াসী। সংবাদকাহিনী বা গল্প দ্রুত কোন ঘটনাকে (অবশ্য সত্য ঘটনা) বিবৃত করে।

সব ধরনের সংবাদকাহিনীর নির্মাণকাঠামোই প্রায় এক। তবে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং এবং অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিংয়ের নির্মাণকাঠামো সাধারণ সংবাদকাহিনীর নির্মাণ কাঠামোর চেয়ে নিশ্চয়ই কিছুটা ভিন্নতর। তবে সাধারণত সব সংবাদকাহিনীরই তিনটি মূল অংশ। সেগুলো হলো ঃ

এক. শিরোনাম (Headline)

দুই. প্রথম অনুচ্ছেদ বা শীর্ষ (Intro or Lead)

তিন. অবশিষ্টাংশ (Remaining part)

পত্রিকা মেলে ধরলেই সবার আগে খবরের শিরোনাম আমাদের চোখে পড়ে। শিরোনাম হচ্ছে সংবাদের মূল ঘটনার একেবারে সংক্ষিপ্ত রূপ। দুচারটে শব্দে তাই শিরোনাম তৈরি হয়, ফলে স্বাভাবিকভাবেই শিরোনাম হয় চাঁচাছোলা, ভাঙ্গা ভাঙ্গা এবং প্রায়শই চমকপ্রদ। শিরোনামই তাৎক্ষণিকভাবে বলে দেয় সংবাদকাহিনীতে কি বিষয় বিবৃত হয়েছে। শিরোনামের প্রথম কাজই হলো পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট করা। পাঠক যদি সংবাদগল্প পাঠে আকৃষ্ট হয় তাহলে বোঝা যাবে সংবাদটির শিরোনাম যথাযথ, চিত্তাকর্ষক ও সংবাদ-উপযোগী হয়েছে। শিরোনামের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে বলা ও বিক্রি করা (The main objective of headline is to tell & sell)।

সংবাদকাহিনীর শীর্ষ বা প্রথম অনুচ্ছেদের গুরুত্ব কতখানি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শীর্ষ রচনার ব্যাপারে সাংবাদিকের দারুণ উৎকণ্ঠা থাকে। সাংবাদিক বা রিপোর্টার তাঁর কাহিনীর শীর্ষ যেভাবেই বা যে আকারেই লিখুন না কেন তাতে তিনি ঘটনার মূল বিষয়টিকে সবচেয়ে চমৎকার ও আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেন। শিরোনাম যদি আকর্ষণীয় হয় তাহলে পাঠক সংবাদশীর্ষে চোখ বুলিয়ে যান। আর সংবাদশীর্ষ যদি আকর্ষণীয় হয় তাহলে পাঠক সংবাদগল্পের পুরোটাতে মনোনিবেশ করেন।

একটি ঘটনার ব্যাপারে একজন পাঠকের মনে বিভিন্ন প্রশ্নের উদয় হতে পারে। এই প্রশ্নগুলোকে ষড় 'ক' অর্থাৎ 'কি, কখন, কেন, কোথায়, কে এবং কিভাবে' এর

www.pathagar.com

মধ্যে উল্লেখ করা যায়। সাধারণত সংবাদ রিপোর্টে এই ষড় 'ক'-এর সন্নিবেশ যদি থাকে তবে তাকে আমরা সম্পূর্ণ সংবাদশীর্ষ বলবো। তবে বর্তমানে নতুন ধারার সাংবাদিকতায় সংবাদশীর্ষে অনেক সময় ষড় 'ক'য়ের অবস্থান থাকে না। যেমন করে এসোসিয়েটেড প্রেস-এর উপদেষ্টা রুডলফ ফ্লেশ দাবি করেছেন— 'কে, কি, কখন, কোথায়, কেন ও কিভাবে' পদ্ধতির সনাতনী শীর্ষ হচ্ছে সেকেলে এবং তা জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সংবাদশীর্ষ লেখার নয়া কায়দাকানুন, রীতিনীতি ও এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সত্ত্বেও ষড় 'ক' সম্বলিত শীর্ষ লেখার ঐতিহ্য এখনও বজায় রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই পদ্ধতিতে শীর্ষ লেখাকে বোধ করি পুরোপুরি বর্জন করা অসম্ভব। আজকাল রেডিও টিভিতে আমরা বিভিন্ন সংবাদ-ঘটনার খবরাখবর ত্বরিৎ পেয়ে যাচ্ছি। ফলে পরের দিন সেই খবর শোনার বা পড়ার আগ্রহ অনেকেরই থাকে না। সেইজন্য আজ বিশ্বের সর্বত্র খবরের কাগজগুলো তাদের সংবাদ অত্যন্ত সচেতনভাবে আরো সুখপাঠ্য করে তোলার চেষ্টা করছে। খবরের শীর্ষ অর্থাৎ প্রথম অনুচ্ছেদটি এইজন্য আরো সংক্ষিপ্ত ও কাটাকাটা করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সংবাদশীর্ষের অনুচ্ছেদ ১৯ থেকে ২৫ শব্দের মধ্যে হওয়া উচিত। টিভি রেডিওতে এটা আরো কম। আর শিরোনামের শব্দসীমা সর্বোচ্চ নয় থাকলেই ভালো।

ইলেকট্রনিক মাধ্যমগুলো তো বটেই, মুদ্রণ মাধ্যমের বেলায়ও কম শব্দে খুব সহজ করে বলাটা হচ্ছে সংবাদসূচনা লেখার একটা বৈশিষ্ট্য। কারণ সংবাদ পাঠক নয় বছরের শিশু থেকে ৯০ বছরের বৃদ্ধ। সবার জ্ঞানের স্তরও সমান নয়। ফলে যত সহজ করে বলা যায় ততই ভালো। সংবাদ-লেখকের প্রধান উদ্দেশ্যই হলো তাঁর বলার কথাটি পাঠককে ভালোভাবে বুঝিয়ে বলা। কম শব্দ ব্যবহার করে ভাব প্রকাশের কতকগুলো সুবিধে হলো ঃ এক. এতে মূল তথ্য গুরুত্ব পায়, দুই. বক্তব্য সরাসরি বলা যায় ও তীক্ষ্ণ হয়, তিন. পাঠক বিষয়টি পড়ে সহজেই বুঝতে পারে, চার. কম কথা পড়তে সহজ এবং পাঁচ. কম শব্দে কথা বলতে গেলে বাধ্য হয়েই তা সোজাসুজি ও সহজবোধ্য করে বলতে হবে। তাই সংবাদ প্রতিবেদন বা রিপোর্টের সূচনা লেখার একটা ভালো কৌশল হচ্ছে 'যেমনভাবে বলা তেমনভাবে লেখা'। কাজেই সামগ্রিক অর্থে সংবাদ লেখার সহজ ফরমুলাটি হলো 'সহজ করে লেখ'। রিপোর্টারের মাথায়' 'সহজ করে লেখ' কথাটি সজীব থাকলে তাঁর পক্ষে সহজবোধ্য লেখা অবশ্যই সম্ভব।

টমসন ফাউন্ডেশনের সাংবাদিকতার প্রশিক্ষকরা সংবাদসূচনা লেখার সময় চারটি নিয়ম মনে রাখতে বলেছেন। এই নিয়ম চারটি হচ্ছে ঃ

www.pathagar.com

এক. সংবাদসূচনাটি পুরো রিপোর্টিং উপযোগী হতে হবে।

দুই. সংবাদসূচনাটি পড়ে যেন পাঠক রিপোর্টের বাকি অংশটুকু পড়তে চান।

তিন. সংবাদসূচনাটি সাধারণত সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

চার. সংবাদসূচনা সাধারণত রিপোর্টের প্রধান বা মূল তথ্যকে ভিত্তি করেই হবে। তবে এই নিয়মের প্রধান ব্যতিক্রম হচ্ছে বিলম্বিত ভাবারোহক ধরনের রিপোর্ট।

ওই চারটি নিয়মের প্রেক্ষিতে সংক্ষেপে বলা যায়, সংবাদসূচনা রিপোর্টের বিষয়বস্তুর সাথে সুসামঞ্জস্য হবে। রিপোর্টের বিষয়বস্তু হালকা হলে সংবাদসূচনাও হালকা, বিষয়বস্তু গুরুগম্ভীর হলে সূচনাও গুরুগম্ভীর হবে। সংবাদসূচনা পড়ে পাঠক মনস্থির করবেন তিনি বাকি অংশ পড়বেন কিনা। কারণ সংবাদসূচনা পড়েই পাঠক বুঝে নিতে পারেন বাকিটুকু পড়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ কিনা কিংবা পড়ার প্রয়োজন আছে কিনা। সংবাদসূচনা সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত সে কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। আর চতুর্থত, খবরের কাগজে আজকাল খবরের মধ্যকার একটি ঘটনা, একটি ভাব বা তথ্যকে আশ্রয় করেই সংবাদসূচনা লেখার প্রচলন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কোন রিপোর্টে একাধিক তথ্য বা ঘটনার সমন্বয় ঘটিয়ে সংবাদসূচনা তৈরি হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে রিপোর্টের প্রধান দুটো তথ্য দিয়েই তা করা যেতে পারে। কারণ দুইয়ের বেশি তথ্য দিয়ে সংবাদসূচনা তৈরি করলে তা আর সহজ সরল থাকে না। পাঠকের জন্য তা দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে এবং পাঠক পুরো রিপোর্ট পড়ার আগ্রহও হারিয়ে ফেলে।

প্রথম অনুচ্ছেদের মধ্যে গোটা কাহিনীর মূল কথাটি এমনভাবে বলতে হবে যাতে পাঠকের পড়ার আগ্রহে ভাটা না পড়ে বরং পরবর্তী অনুচ্ছেদ তথা অবশিষ্টাংশও পাঠক গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়ে। কারণ সর্বোত্তম লেখা সংবাদশীর্ষ পাঠকের কেবল প্রাথমিক কৌতূহলই মেটায় না বরং তাঁর পাঠের আগ্রহ আরো বাড়িয়ে দেয়।

শিরোনাম ও সংবাদশীর্ষের শেষে পাঠক সংবাদকাহিনীর বাকি অংশে চোখ বুলিয়ে যান। একজন রিপোর্টার পর্যায়ক্রমিক এই মডেলে তাঁর সংবাদকাহিনী সাজান। তিনি তাঁর সংবাদকাহিনীর জন্য প্রথমেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা বিষয় বাছাই করে নেন। তারপর পর্যায়ক্রমে ঘটনার গুরুত্বানুসারে ঘটনাটির বিশদ বিবরণ সাজিয়ে যান এবং এভাবে সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিবরণের মধ্য দিয়ে রিপোর্টের পরিসমাপ্তি ঘটে। সংবাদমূল্য বা গুরুত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে

www.pathagar.com

সংবাদকাহিনীটি একটি নকশার ছকে শেষ পর্যন্ত একটি উল্টো পিরামিডের আকার ধারণ করে।

একজন রিপোর্টার সংবাদকাহিনীর অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা উপাদানের জন্য সবচেয়ে বেশি জায়গা বরাদ্দ করেন এবং সেটুকুর প্রদর্শনও হয় বেশি। তার চেয়ে একটু কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের স্থান ও প্রদর্শন স্বাভাবিকভাবে একটু কমই মেলে। এইভাবে কাহিনীটি উল্টো পিরামিডের শীর্ষে গিয়ে শেষ হয়— যেখানে স্থান পায় সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শেষের দিকে এমন দুএকটি অনুচ্ছেদ থাকে যাকে মেকআপ-সম্পাদক তাঁর পৃষ্ঠা সাজানোর স্বার্থে অবলীলায় কেটে বাদ দিয়ে দিতে পারেন। এই প্রেক্ষাপটে উল্টো পিরামিড আকারে সংবাদকাহিনী নির্মাণের কৌশলটির অপরিসীম মূল্য রয়েছে মেকআপ-সম্পাদকের কাছে।

উল্টো পিরামিড কাঠামোর সংবাদকাহিনী নির্মাণের ছক নিম্নরূপ ঃ

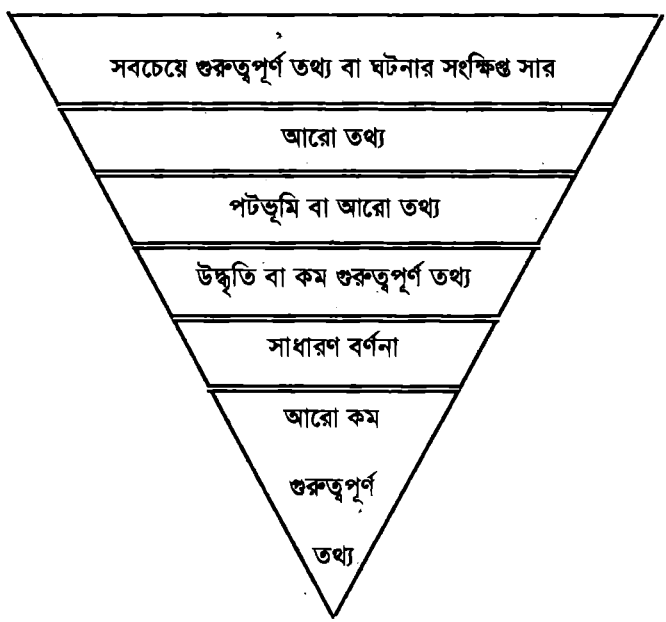

এই কাঠামোটিকে আরো সহজভবে দেখানো যেতে পারে

www.pathagar.com

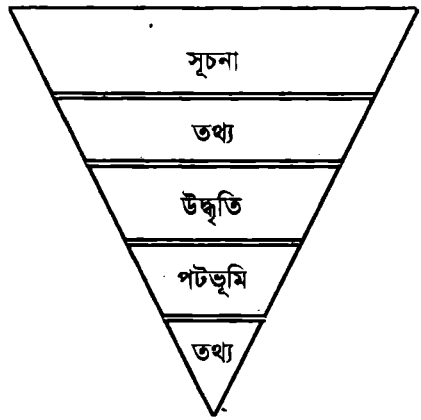

কাঠামোয় বর্ণিত উদ্ধৃতি বা পটভূমি ব্যবহারের এটি একটি সাধারণ দিক। তবে তার ব্যবহার রিপোর্টারের রিপোর্টের ওপর অথবা ঘটনার প্রেক্ষিতের ওপর নির্ভর করে। একটি সাধারণ সংবাদ রিপোর্টের কাঠামো কিভাবে নির্মাণ করা উচিত এটা তাঁর কল্পনা মাত্র। পিরামিডের ভিত্তি হবে রিপোর্টের ভিত্তি। সেই জন্য তা উল্টোভাবে আসছে।

আমরা এতক্ষণ দেখলাম উল্টো পিরামিড আকারে সংবাদকাহিনীর বর্ণনা বিন্যাস। কিন্তু ঘটনানুক্রমিক গঠন (Chronological pattern) অনুযায়ীই সংবাদ বর্ণনা করা যেতে পারে। তবে সেটা হবে ফিচারধর্মী কাহিনী। অর্থাৎ একটি সূত্র থেকে শুরু করে ঘটনার ব্যাপ্তি ক্রমশ বিশাল হতে থাকবে। এইভাবে সংবাদকাহিনী বর্ণনাকে চিন্তা করলে তা একটি পিরামিডের আকার নেয়।

সংবাদকাহিনীর ঘটনানুক্রমিক ধরন ঃ

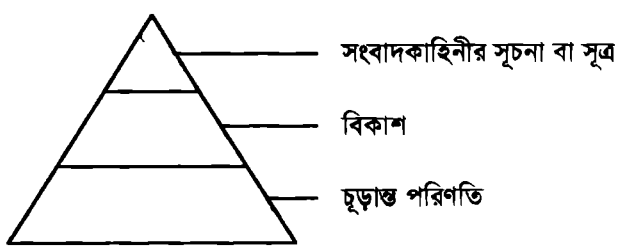

কতকগুলো সংবাদকাহিনীর ক্ষেত্রে আজকাল সনাতনী 'উল্টো পিরামিড' ও 'ঘটনানুক্রমিক' ধারার একটি মিশ্ররূপের বহুল ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। এই ধাঁচের সংবাদকাহিনীর সংবাদশীর্ষ হয় চূড়ান্ত পরিণতিমূলক। চূড়ান্ত পরিণতিমূলক শীর্ষের

www.pathagar.com

ব্যাপারটি হচ্ছে যে এতে সংবাদকাহিনীর সর্বশেষ পরিস্থিতি বা তথ্য দেয়া হয়। এই সংবাদশীর্ষ দেয়ার পর ঘটনার সময়ানুক্রমিক সরল আখ্যান দিয়ে কাহিনী গড়ে তোলা হয়। এই ধরনের সংবাদকাহিনীর কাঠামো নিম্নরূপ ঃ

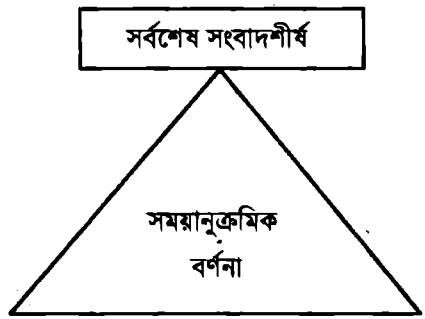

সংবাদকাহিনীর নির্মাণকাঠামো সংক্ষেপে বিবৃত হলো। পরিশেষে বলা যায়, রিপোর্ট সম্পর্কে রিপোর্টারের পরিচ্ছন্ন উপলব্ধি এলে এবং উপযোগী সূচনা লেখা হলে রিপোর্টের বাকি অংশ স্বাভাবিক বিন্যাসে এগিয়ে চলা উচিত। অর্থাৎ ভালো রিপোর্ট লেখার হাত এলে রিপোর্টার তাঁর পরিচ্ছন্ন উপলব্ধি দিয়ে ভালো সূচনা লিখে ফেলতে পারেন। আর তা হলে লেখার বাকি অংশটা আপনা-আপনিই এসে যায় নদীর স্রোতের মতো। একটু হেরফের হলে তাতে কিছু একটা আসে যায় না।

আমাদের উপরিল্লিখিত আলোচনা থেকে একটা জিনিস আমরা বুঝতে পেরেছি, তা হলো ভালো রিপোর্ট লিখতে হলে একজন রিপোর্টারকে সংবাদ রিপোর্টের কাঠামোগত দিক ও লিখনশৈলী সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত হতে হবে। সংবাদঘটনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বুঝতে পারলে এবং সে সংক্রান্ত লিখনশৈলী অর্জন করতে পারলে সংবাদের নির্মাণকাঠামোটি আপন গতিতেই গড়ে ওঠে। যে রিপোর্টার লিখনশৈলী অর্জন করেছেন কিংবা যিনি অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছেন তাঁর লেখার সময় নির্মাণকাঠামোর চিন্তা করতে হয় না। তাঁর লিখনশৈলী ও সংবাদঘটনার টুকরো টুকরো দৃশ্যপট সাজানোর মধ্য দিয়েই একটি সংবাদকাঠামো আপন মহিমাতেই রূপ নেয় বা দাঁড়িয়ে যায়। তবু সংবাদকাহিনী লেখার ধরন প্রতিদিনই একই আঙ্গিকে হবে তা নয়। সংবাদক্ষেত্র হচ্ছে সাংবাদিকের প্রতিনিয়ত পরীক্ষার ক্ষেত্র। আর তাই নবিশ সাংবাদিক তো বটেই অভিজ্ঞ সাংবাদিকরাও প্রাত্যহিক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তাঁর লিখনশৈলীকে ক্ষুরধার করেন।

www.pathagar.com

কোন ঘটনা সম্পর্কে তাঁর নোটবুকে টুকে নেয়া তথ্যসমূহ সামনে রেখে রিপোর্টার তাঁর সংবাদকাহিনী লিখতে বসেন। রিপোর্টার কোন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হলে অথবা সূত্রের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যাবলী তাঁর সামনে থাকলে তিনি মনে মনে বিচার করে নিতে পারেন তাঁর সংবাদকাহিনীটির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণধর্মী হবে নাকি নেহায়েত ঘটনাপঞ্জির আকারেই তাঁর বিবরণ রচিত হবে।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন থাকলে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক তাঁর অভিজ্ঞতা থেকেই উপলব্ধি করতে পারেন যে তাঁর লেখাটির সাবলীল ও প্রাঞ্জল প্রকাশের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও ছক চাই। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি আরো জানেন যে, ছক ও পরিকল্পনা আঁকার চেয়ে সরাসরি লিখতে বসলেই বরং একটা রূপরেখা তৈরি হয়ে যেতে পারে এবং তাতে সময়ও বেঁচে যায়। অবশ্য কোন কোন অভিজ্ঞ সাংবাদিকের মতে, অযথা চিন্তা-ভাবনার বদলে লিখতে বসে যাওয়াটাই ভালো, প্রয়োজনে তাকে কাটছাঁট করা যায়। অনেকে বলেন, প্রথমে যে লেখাটা বেরিয়ে আসে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা খুবই ভালো হয়ে থাকে। সামগ্রিক অর্থে এই বলা যায়, তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতার ওপর ভিত্তি করেই একজন রিপোর্টার তাঁর সংবাদকাঠামো নির্মাণ করেন।

একটি সংবাদসূচনার পরীক্ষা

একটি ভালো সংবাদসূচনার মধ্য দিয়ে একজন রিপোর্টার তাঁর পাঠককে কোন বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে পুরোপুরিভাবে অবহিত করে থাকেন। ভালো সংবাদসূচনা পাঠককে রিপোর্টের পুরো বিবরণ পাঠে আগ্রহী করে তোলে। তাই রিপোর্টার তাঁর সংবাদশীর্ষ লেখার সময় সর্বদিক খেয়াল রেখেই তা লেখেন। তিনি জানেন, ভালো সূচনাই যদি না হয় তাহলে তাঁর পুরো রিপোর্টটাই মাটি হয়ে যাবে। সংবাদঘটনার মধ্যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থাকে। এর মধ্যে যেটি গুরুত্বপূর্ণ তাকে সর্বাগ্রে বা সূচনাতে স্থান দিতে হয়। আবার এমন কিছু কিছু দৃষ্টিকোণ থাকে যে একাধিক দৃষ্টিকোণকে সমন্বিত করে তা সূচনাতে প্রতিস্থাপিত করতে হয়। যাই হোক, লেখার সময় রিপোর্টার প্রায়শই দোটানায় পড়েন কোন্ কোন্ পয়েন্টকে গুরুত্বারোপ করে তিনি তাঁর সংবাদসূচনাটি তৈরি করবেন। অনেক সময় দেখা যায়, প্রথম লেখাতেই একটা ভালো সূচনা তৈরি হয়ে গেছে। কিন্তু এমন কিছু কিছু সময় আসে যখন বারবার লিখেও মনের মতো সংবাদসূচনা তৈরি করা যায় না। মনের মধ্যে খুঁত খুঁত থেকে যায়, প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো বোধহয় দেয়া হলো না। এই সমস্যা থেকে মুক্ত হবার জন্য রিপোর্টার তাঁর সংবাদসূচনার ওপর একটি পরীক্ষা বা যাচাই কাজ চালিয়ে

www.pathagar.com

নিতে পারেন। যিনি অভিজ্ঞ রিপোর্টার তাঁর হাতে হয়তো খুব তাড়াতাড়ি একটি ভালো সূচনা তৈরি হয়ে যায়। তারপরেও দেখা যায়, সংবাদসূচনা নিয়ে অভিজ্ঞ রিপোর্টাররাও সমস্যায় ভুগছেন। সে জন্যে সূচনা যাচাইয়ের ফরমুলাটি মাথার মধ্যে রাখলে নবীন প্রশিক্ষার্থী থেকে অভিজ্ঞ সব রিপোর্টারই ভালো সংবাদসূচনা তৈরি করে নিতে পারবেন। এখানে অবশ্য একটি কথা বলে নেয়া ভালো, এক একজন রিপোর্টার তাঁর নিজস্ব ঢংয়েই সংবাদসূচনা লিখে থাকেন। তবে ফরমুলার ক্ষেত্রে সবার লেখার মধ্যেই কমবেশি সাদৃশ্য থাকে। সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য যাই থাকুক না কেন, সবাই চান ভালো পদ্ধতিতে একটি ভালো সংবাদসূচনা লেখা। তাই সংবাদসূচনা যাচাই করার জন্য সব রিপোর্টার যদি NEWS এই ইংরেজি শব্দটি মাথায় রাখেন তাহলে উত্তম সংবাদসূচনা লেখা কোন কষ্টকর ব্যাপার নয়।

ইংরেজি NEWS প্রত্যয়টি চারটি অক্ষর N, E, W, S দ্বারা গঠিত। এই একেকটি অক্ষর একেকটি অর্থ বহন করে। অর্থাৎ 'N' দ্বারা Newsworthiness বা সংবাদমূল্য বোঝা যায়। অর্থাৎ সংবাদসূচনায় এমন কিছু কি বলা হলো যা পাঠকদের মনে রাখার মতো ব্যাপার। আমরা জানি সংবাদ মানেই নতুন কোন কিছু। এমন কোন কথা বলা যাবে না যাতে করে পাঠক তাতে কোন সংবাদমূল্যই খুঁজে পেলো না। সোজা সরল একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। কুকুরে কামড়ালে সেটা কোন সংবাদ নয়। কিন্তু মানুষই যদি কুকুরকে কামড়ে দেয় তবে সেটা সংবাদ। অবশ্য এমন ঘটনা যদি ঘটে যে কুকুর রানি এলিজাবেথকে কামড়ে দিয়েছে তাহলে সেটা খবর। কারণ রানি সংবাদমূল্য পাবার উপযোগী উপাদান। গাড়িতে চড়লে অনেক মানুষই বমি করে সেটা কোন সংবাদ নয়। কিন্তু ভোজসভায় সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ যখন মাথা ঘুরে জাপানি প্রধানমন্ত্রী কিচি মিয়াজাওয়ার হাতে বমি করে দিলেন সেটা বড় সংবাদ।

ইংরেজি 'E' শব্দের অর্থ হচ্ছে Emphasis অর্থাৎ গুরুত্ব। সংবাদসূচনায় কী সেই তথ্যটি দেয়া হয়েছে যেটি পাঠকের জন্য সবচেয়ে আগ্রহোদ্দীপক বা আকর্ষণীয় তথ্য? নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়া কত ভোটে জিতলেন অথবা কয়টি আসনে এগিয়ে আছেন সেটা বড় কথা নয় বরং তার দল কতগুলো আসনে জিততে চলেছেন এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন কিনা এটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যে পয়েন্টটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটিকেই সর্বাগ্রে স্থান দিতে হবে।

ইংরেজি 'W' শব্দ দ্বারা 5 W's বা এক্ষেত্রে পাঁচ 'ক' (Who, What, When, Where and Why অথবা কে, কি, কখন, কোথায় এবং কেন)-কে বোঝায়। সংবাদসূচনা লেখার পর একজন রিপোর্টার পরীক্ষা করে দেখবেন প্রয়োজনীয় পাঁচ

www.pathagar.com

'ক' রিপোর্টে সন্নিবেশিত হয়েছে কিনা। যদি হয়ে থাকে তাহলে তিনি বুঝতে পারবেন, প্রয়োজনীয় তথ্য রিপোর্টে সংযোজিত হয়েছে অর্থাৎ প্রয়োজনীয় প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। যদিও রিপোর্টারকে বাকি 'ক' (অর্থাৎ H or How)-কেও একই সাথে হাজির করতে হবে। তবে রিপোর্টে ষড়-'ক'-এর সবই থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই। দুএকটি 'ক' ছাড়াই রিপোর্টার যদি মনে করেন তাঁর উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছে তাহলে তিনি আর জোর করে সূচনায় বাড়তি 'ক' ঢুকাতে যাবেন না।

শেষ যে অক্ষর তা হলো 'S' । এর অর্থ হলো Source। অর্থাৎ রিপোর্টে সন্নিবেশিত তথ্যের উৎস। কিছু কিছু খবর আছে যেখানে রিপোর্টার নিজেই সংবাদঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলেছেন। কিন্তু কোন কোন ঘটনা আছে যেখানে রিপোর্টারকে সূত্রের নাম উল্লেখ করতে হয়। যেমন কোন অপরাধের ঘটনা ঘটলে রিপোর্টার হয়তো কারো কাছ থেকে শুনে তা লেখেন। সেক্ষেত্রে তাঁর সূত্র হয়তো পুলিশ অথবা হাসপাতাল কিংবা প্রত্যক্ষদর্শী। আবার রাজনৈতিক রিপোর্টের ক্ষেত্রে সংবাদ উৎস হয়তো তাঁর নাম উল্লেখে ইচ্ছুক নাও হতে পারেন। সেক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সূত্র, বিশ্বস্ত সূত্র বলা যায়। যাই হোক, সাধারণত সূত্র বা উৎসের কথা উল্লেখ করতে হয়। তবে সূত্র নাম-পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক হলে নীতিগতভাবে তা প্রকাশ করা উচিত নয়।

এই চারটি অক্ষর দ্বারা একজন রিপোর্টার তাঁর সংবাদসূচনা পরীক্ষা করে নিলে তিনি তাতে উপকৃত হবেন। ভালো সংবাদসূচনা লিখতে পারবেন। ভালো সংবাদসূচনা লেখার জন্য 'NEWS' এই শব্দটি রিপোর্টারদের জন্য একটি সেরা হাতিয়ার।

একটি রিপোর্ট কিসে পূর্ণাঙ্গ হয়

যখন কোন সংবাদ রিপোর্টে সেই সংবাদের সমস্ত মাল-মসলা পাওয়া যায় তখনই তাকে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট বা Complete report বলা যায়। একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট হচ্ছে তাই, যে রিপোর্টে পাঠক ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে যান। এই সূত্র ধরে বলা যায়, যে সংবাদ রচনার প্রচলিত ফরমুলা অর্থাৎ 'ষড়-ক'-এর সবকটি 'ক' যদি সংবাদ রিপোর্টে স্থান পেয়ে যায়, তাহলে তা পূর্ণাঙ্গ সংবাদ রিপোর্ট বলে পরিগণিত হবে। পাঠক বিস্ময় নিয়েই জানতে চায় কেন দুর্ঘটনাটি ঘটলো। মারামারির পিছনের রহস্যটা কি ? কোন ঘটনা ঘটলে রিপোর্টারকে অবশ্যই সকল প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে হবে। কোন ঘটনা বা বিষয়ের বিশদ বিবরণ দিতে

www.pathagar.com

গিয়ে রিপোর্টারকে অনেক সময় সংবাদ-ঘটনার পটভূমি দিতে হয়, ব্যাখ্যা দিতে হয়। এ বিষয়ে অবশ্য আমরা পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করবো। তবে এখানে 'ষড়-ক'-এর দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা আলোচনা করবো কিসে রিপোর্ট পূর্ণাঙ্গ হয়।

প্রকৃতপক্ষে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টে কমপক্ষে আটটি উপাদান থাকে। হয়তো এর কমবেশি মাত্রা আছে। উপাদানগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

এক. প্রথমেই প্রশ্ন হতে পারে ঘটনাটি কোথায় ঘটেছে। ঘটনার স্থান সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। ধরা যাক, বন্যার পানির প্রচণ্ড তোড়ে ঢাকা-টাঙ্গাইল সড়কের কোন স্থানে একটি সেতু ধসে গেছে। অর্থাৎ সংঘটিত ঘটনার স্থানটি কোথায়।

দুই. কখন ঘটনাটি ঘটেছে অর্থাৎ ঘটনার সময় উল্লেখ করতে হবে। ১৯৮৫ সনের ১৫ অক্টোবর জগন্নাথ হলের ছাদ ধসে ৩৯ জন ছাত্র-কর্মচারীর প্রাণ গিয়েছিল এবং ঘটনাটি ঘটেছিল রাত পৌনে নয়টা নাগাদ। ঘটনার সময় ও স্থান উল্লেখ করলে পাঠক ঘটনার একটা চিত্র খুঁজে নেবার চেষ্টা করেন। এছাড়া অনেক পাঠকই হিসেব নিকেশ করেন ঘটনার সময় তাঁর আত্মীয়-স্বজন সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছেন কিনা।

তিন. কখন ও কোথায় ঘটনা ঘটেছে তা জানার পরে পাঠক নিজেই প্রশ্ন করেন কেন ঘটনাটি ঘটলো। অর্থাৎ ঘটনা বা দুর্ঘটনার কারণটি জানতে চান। ঘটনা বা দুর্ঘটনাটা ঘটার পিছনে হয়তো কোন তাৎক্ষণিক অথবা প্রলম্বিত ফলাফল কাজ করে থাকতে পারে। যেমন, বন্যার তোড়ে কোন সেতু ধসে যাওয়া হয়তো তাৎক্ষণিক কোন প্রতিক্রিয়ার ফল হতে পারে। কিন্তু জগন্নাথ হলের ছাদ ধসে যাওয়াটি ছিল দীর্ঘদিনের অবহেলার ফল। আবার এমন হতে পারে বন্যায় অনেক সেতু টিকে গেলেও বিশেষ কোন সেতু কেন ধসে গেলো। অনুসন্ধান করে দেখা যেতে পারে সেতু নির্মাণের সময় গাফিলতি কাজ করেছে।

চার. ঘটনার পটভূমি রিপোর্টকে একটি পূর্ণতা দেয়। হয়তো বলা হলো প্রচণ্ড বৃষ্টি অথবা পানির স্রোতের তোড়ে সেতুর দুমুখের মাটি সরে যাওয়ায় সেতুটি দ্রুত ধসে পড়ে। অপরদিকে জগন্নাথ হলের ছাদও ধসে পড়েছিল বৃষ্টির প্রভাবে। তবে আরও কিছু কারণ ছিল। অর্থাৎ এমনিতেই পুরোনো ভবন। তার ওপর ছাদের ওপর লোহার বিমের ওপর থেকে টালি সরিয়ে নেয়ার পরে সেই বিমের বিভিন্ন স্ক্রুও ঢিলে করে রাখা হয়েছিল এবং বৃষ্টি আসার পর ছাদের দুপাশের কলাম নরম হয়ে পড়ায় লোহার বিমকে ধরে রাখতে পারেনি। ফলে তা মুহূর্তের মধ্যে ভেঙেচুরে ছাত্রদের ওপর গিয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

পাঁচ. দুর্ঘটনা ঘটলে সব সময়ই তা মানুষের জন্য ক্ষতি বয়ে আনে। কিন্তু দুর্ঘটনা না হয়ে যদি সেটা কোন ঘটনা হয় তাহলে মানুষের কি লাভ বা ক্ষতি। একটি সেতু ধসে পড়লে মানুষের যোগাযোগ স্তব্ধ হয়ে পড়ে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর তার প্রভাব পড়ে। কিন্তু এমন যদি হয় কোন সেতুর উদ্বোধন হলো, তাহলে উল্টোটাই হলো। যোগাযোগ বা যাতায়াত সহজ হলো, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটলো। অর্থাৎ ঘটনার প্রেক্ষিতে লাভক্ষতির একটা ব্যাপার সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে।

ছয়. ঘটনা বা দুর্ঘটনার সঙ্গে একটি তৎপরবর্তী ফলাফল বা প্রভাব লুকিয়ে থাকে। জগন্নাথ হলের ছাদ ধসে পড়ার পর প্রশ্ন উঠেছিল, কেন ওই হাউসকে আগেই পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়নি। অথবা ছাত্রদের আবাসিক সমস্যার সমাধানের জন্য কেন নতুন হাউস তৈরি করা হয়নি।

অপরদিকে কোন সেতু ধসে পড়লে এমন হতে পারে নতুন করে ফেরি ব্যবস্থা চালু করতে হবে। হয়তো কিছু পথ হেঁটে যেতে হবে। এতে করে নারী ও শিশুদের কষ্ট হতে পারে। অর্থাৎ কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনার ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি কিংবা ঘটনার কারণে সৃষ্ট পরিণামই হচ্ছে ছয় নম্বর উপাদানের বৈশিষ্ট্য।

সাত. ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পর সৃষ্ট পরিস্থিতির কারণে কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করা প্রয়োজন। যেমন, ছাদ ধসে পড়ার পর ওই হাউসের জীবিত ছাত্রদের তাৎক্ষণিক আবাসন ব্যবস্থা কোথায় করা হয়েছে। কিংবা আহত ছাত্রদের কি ধরনের চিকিৎসা বা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিংবা সেতু ভেঙে পড়ার পর হয়তো ফেরি পারাপারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে অথবা অস্থায়ী সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। অর্থাৎ ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পর সংশ্লিষ্ট লোকজনের স্বার্থে কি বিকল্প ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

আট. ভবিষ্যতের প্রতি দিকনির্দেশ করাও হচ্ছে রিপোর্টারের একটি বড় গুণ। অর্থাৎ রিপোর্টে রিপোর্টার ভবিষ্যতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করবেন। যেমন বর্ষা মওসুম চলে যাবার পর শীত মওসুমে ধসে যাওয়া সেতুটির নির্মাণকাজ পুনরায় শুরু হবে কিনা। এ ব্যাপারে সড়ক ও জনপথ দফতর তথা সরকারের মতামত কি। অপরদিকে জগন্নাথ হলের ভেঙে পড়া হাউসটির ওখানে নতুন কোন হাউস নির্মাণ হবে কিনা কিংবা একটি হাউস নির্মাণে যে প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার দরকার সে ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে কিনা কিংবা সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ হাউস নির্মাণের ঋণ মঞ্জুর করেছে কিনা কিংবা না করে থাকলে কবে নাগাদ করবে সে সব

www.pathagar.com

বিষয়ে দৃকপাত করবেন। ভবিষ্যতের প্রতি ইঙ্গিত করতে পারাটা রিপোর্টারের পেশাগত নৈপুণ্যের একটি দিক।

কোন অপ্রকৃত বা বানানো গল্পের বদলে ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় এবং এর অত্যাবশ্যকীয় উপাদান ও তাৎপর্যকে প্রতিফলিত করে একজন রিপোর্টার একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট রচনায় সিদ্ধহস্ত হন।

একটি ভালো রিপোর্টিং মানেই সংবাদগল্পে সকল প্রয়োজনীয় উপাদান বা তথ্য থাকবে। পারলে সেই উপাদান বা তথ্য আরো বেশিই দিতে হবে। তা না হলে সংবাদগল্পটি পূর্ণাঙ্গ হবে না এবং তা বিভ্রান্তিকর হতে পারে। কারণ কোন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ভুলে বা অবহেলার কারণে তাতে সন্নিবেশিত নাও হয়ে থাকতে পারে। একটি সংবাদ-বিবরণী তখনই পূর্ণাঙ্গ বলে বিবেচিত যখন সংবাদবিষয়টির সব গুরুত্বপূর্ণ বা সম্ভাবনাপূর্ণ দৃষ্টিকোণ ওই গল্পে সংযোজিত থাকবে।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

সংবাদের উৎস

একজন রিপোর্টার তিনি যে কোন সংবাদপত্র বা সংবাদসংস্থা অথবা যে কোন ধরনের (মুদ্রণ কিংবা ইলেকট্রনিক) সংবাদমাধ্যমেই কাজ করেন না কেন তাঁর জন্য কাঙ্ক্ষিত সংবাদের কিছু উৎস থেকেই থাকে। একজন রিপোর্টার জানেন কোথায় গেলে সংবাদের খোঁজ পাওয়া যাবে। যদিও সব ঘটনাই সুনির্দিষ্ট কিছু উৎসের কাছ থেকে পাওয়া যাবে এমন নয়। পথ চলতে চলতে তার সামনেই কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটলে তাকে দ্রুত ঘটনাস্থলে চলে যেতে হয়। ঘটনা ঘটে যাবার অনেক পরে ঘটনাস্থলে গেলে কোন রিপোর্টার ওই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারেন। ঘটনাস্থলের পরিবেশ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। স্থানীয় এলাকার লোকজনের মনোভঙ্গি বোঝার চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু তারপরেও তিনি সংবাদঘটনার জন্য কতকগুলো সুনির্দিষ্ট উৎস যেমন পুলিশ, হাসপাতাল, মর্গ কিংবা সংশ্লিষ্ট মানুষজনের চাকরি বা ব্যবসাস্থলে আরো খোঁজখবর নিতে পারেন।

সংবাদপত্র বা সংবাদসংস্থাগুলোর জন্য প্রতিদিনই 'পাঠক খুবই খাবে' এ ধরনের সংবাদ নাও আসতে পারে। ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট ইরাক কুয়েত গ্রাস করেছিল আবার তার মাত্র চারদিন পর ৬ আগস্ট পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট গোলাম ইসহাক খান প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো সরকারকে বরখাস্ত করে নতুন করে নির্বাচনের ডাক দেন— এ ধরনের তরতাজা ও রমরমা ঘটনা প্রতিদিন নাও ঘটতে পারে। আবার জগন্নাথ হলের ছাদ ধসে ৩৯ জন ছাত্র-কর্মচারীর মৃত্যু অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও পত্রিকার লোকেরা তাদের পত্রিকার কাটতির জন্য এ ধরনের ঘটনা পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে বসে থাকেন। কারণ এ ধরনের প্রতিটি ঘটনাই পত্রিকার জন্য একেকটি পণ্য।

তবে প্রতিদিনই এই ধরনের সর্বগ্রাসী ও তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী ঘটনা ঘটবে তা নয়। সংবাদ-উৎস বাছাইয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত চিফ রিপোর্টার, নগর-সম্পাদক

www.pathagar.com

অথবা বার্তা সম্পাদক যদি তাদের প্রাত্যহিক সম্মেলনে বলেন, আজ তেমন করার মতো কিছু নেই, চারদিক চুপচাপ, তাহলে তাঁরা বা তাঁদের অধীন পুরো দলই উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে। পত্রিকা সম্পাদকের কাছে সংবাদের আমন্ত্রণ আসবে ওটা প্রত্যাশা করা কখনই উচিত নয়। সংবাদের জন্য অপেক্ষা না করাটাই হচ্ছে সংবাদপত্রের দায়িত্ব। তাই বলে সংবাদপত্রের লোকেরা এলোমেলোভাবে ঘুরতে পারেন না। অর্থাৎ প্রতিদিনই সক্রিয় সংবাদ পাবার আশা না থাকলেও সংবাদপত্র তার আগেই প্রণীত পরিকল্পনা অনুযায়ী কিছু কিছু সংবাদঘটনার খবর পেয়ে যেতে পারেন। অথবা নীরস (dull) দিনগুলোতে রিপোর্টারদের একান্ত (exclusive) রিপোর্ট প্রকাশ করতে পারেন যা পরদিন একটা তোলপাড়ের সৃষ্টি করতে পারে।

সামগ্রিক প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, কোন রিপোর্টার বা নিউজম্যানের সংবাদের উৎস মোটামুটি তিন ধরনের ঃ

এক. কল্পনীয়

দুই. প্রত্যাশিত

তিন. অকল্পনীয়

কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে প্রতিনিয়তই কিছু না কিছু ঘটনার জন্ম দেয়। এগুলো সম্পর্কে আগে থেকেই ডায়রিতে লিপিবদ্ধ করে রাখা উচিত। যারা এগুলো করে না সেই সব সংগঠন দুর্বল। অর্থাৎ সম্ভাব্য ঘটনা সম্পর্কে অবহিত রিপোর্টারের সঙ্গে সংবাদ ডেস্কের কোন যোগাযোগ নেই।

রিপোর্টারদের অবশ্যই স্মারকের সাহায্যে কথা বলতে হবে। তাঁর ডায়রিতে লেখা থাকবে কখন কি হবে, কোন্‌দিন হবে। এইসব ঘটনার মধ্যে থাকতে পারে কোন আদালতের শুনানি অথবা রায়, কোন দলের কাউন্সিল বা তলবি বৈঠক; সংসদ অধিবেশন, বিতর্ক, কোন ব্যবসা, ফ্যাশন বা বাণিজ্য প্রদর্শনী অথবা বিভিন্ন দফতর থেকে জনসংযোগের স্বার্থে দেয়া বিজ্ঞপ্তি। কোন কোন ক্ষেত্রে বিট রিপোর্টাররা তাদের বিটে চলে যেতে পারে (উল্লেখ্য, একটি পৃথক অধ্যায়ে আমরা বিট রিপোর্টিং প্রসঙ্গে আলোচনা করবো)। যেমন, কারো বিএনপি'র বিট বা কারো আওয়ামী লীগের বিট। অর্থাৎ বিষয় অনুযায়ী কোন রিপোর্টারকে দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া। এ সমস্ত ক্ষেত্রে দেখা যায় রিপোর্টাররা কোন কোন সময় খুবই ভালো ও চমকপ্রদ খবর পাচ্ছেন।

এতো গেলো কিছু সুনির্দিষ্ট উৎসের কথা। কল্পনীয় উৎসের আওতার মধ্যে আরো কতকগুলো দিক রয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে রিপোর্টারকে সামান্য ওয়াকিবহাল

www.pathagar.com

থাকতে হয়। কোন ইস্যু নিয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের ফলোআপের ধারাকে চালিয়ে যাওয়া উচিত। কোন শিক্ষাবছরের প্রথম দিন থেকেই শিক্ষকদের কর্মবিরতির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিনই সে সম্পর্কে খবর দেয়া যেতে পারে।

রেডিও টেলিভিশনে অনেক সময় বিতর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় কিংবা কোন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়, সে সব দিকে খেয়াল রাখা উচিত। নিজের পত্রিকা ছাড়াও অন্যান্য সংবাদপত্রে জন্মমৃত্যু, বিয়ের সংবাদ, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের খবর থেকে রিপোর্টার খবরের সূত্র পেয়ে যেতে পারেন।

দুর্ঘটনা, অপরাধ, হারানো বিজ্ঞপ্তি, জীবনরক্ষাকারী ওষুধের আবেদন প্রভৃতির জন্য পুলিশ অথবা হাসপাতাল, এ্যাম্বুলেন্স কেন্দ্র, ব্লাড ব্যাংক, দমকল বাহিনী কিংবা হোটেল, বিমানবন্দর, রেল ও বাস স্টেশন অথবা আবহাওয়া অফিসে খোঁজ নেয়া দরকার। ইংল্যান্ড, আমেরিকাসহ পাশ্চাত্যের অধিকাংশ শীতপ্রধান দেশে মানুষ আবহাওয়ার খবর নিয়ে তবেই ঘর থেকে কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে বের হয়।

ওইসব সংবাদ-উৎসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেও তা থেকে যে কেবল নিষ্ক্রিয় সংবাদই পাওয়া যায় তা নয় বরং আলোড়ন সৃষ্টিকারী অনেক সক্রিয় সংবাদও পাওয়া যায়। একজন ক্রাইম রিপোর্টার যদি পুলিশের সদর দফতর কিংবা বিভিন্ন থানার সাথে ভালো সম্পর্ক ও যোগাযোগ রাখেন তা হলে তিনি তাঁর দৈনন্দিন বিটের বাইরে চমকপ্রদ সংবাদতথ্য পেয়ে যেতে পারেন কিংবা সক্রিয় সংবাদের উপাদান আগেভাগেই এবং আদ্যোপান্ত (In-depth) জেনে যেতে পারেন। শুধু ক্রাইম রিপোর্টার নয়, বিভিন্ন বিটের রিপোর্টার তাঁর উৎসদের সঙ্গে ভালো যোগাযোগ রাখলে সাধারণ ঘটনাবলির বাইরেও অনেক কিছু পেয়ে যেতে পারেন।

কিছু ঘটনা আছে, ঘটেনি অথচ ঘটার মতো সম্ভাবনা আছে, যার কিছু কিছু বিয়োগান্তক তা সবই কল্পনীয় উৎসের আওতাধীন। কিন্তু এমন কিছু ঘটনা আছে যা ঘটছে, যা প্রত্যাশিত। তবে সেইসব ঘটনা সংবাদের গুণাগুণের দিক দিয়ে নিষ্ক্রিয়। তবে সেগুলোকে উপেক্ষা করা যায় না। বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে হাজারো সমস্যা রয়েছে। ঘনবসতিপূর্ণ লোকালয়, অপরিকল্পিত বাসস্থান, জনাকীর্ণ বাস, ট্রেন, যানজট, রিকশা ধর্মঘট, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্রদের জঙ্গি মিছিল, প্রেসক্লাবের সামনে অভাব-অভিযোগ পূরণের দাবি জানিয়ে সমাবেশ এবং বিভিন্ন সমাবেশ ঘটাতে গিয়ে মহাসড়ক দখল করে বসে থাকা প্রভৃতি হাজারো ঘটনা আমাদের প্রত্যাশার মধ্যেই ঘটে থাকে। অর্থাৎ এ ধরনের ঘটনা

www.pathagar.com

প্রতিনিয়ত ঘটবে এটা আগে থেকে ধরে নেয়া যায়। প্রত্যাশিত এইসব ঘটনার উৎস সম্পর্কে সাংবাদিক আগে থেকেই অবহিত থাকবেন।

ক্যাম্পাসে ছাত্রদের জঙ্গি মিছিল হয়ে থাকে, বিভিন্ন স্লোগান ওঠে যা সংশ্লিষ্ট ছাত্রগ্রুপ ও তাদের মাদার অর্গানাইজেশনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়। আবার এই মিছিল থেকেই অনেক সময় সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে। এ থেকে অনেক সময় প্রাণহানি ঘটে এবং তা প্রত্যাশার বাইরে ঘটে থাকে কিন্তু তার আগ পর্যন্ত যা কিছু ঘটে তা সব কিছুই প্রত্যাশার মধ্যেই। এসব কিছু সম্পর্কে সাংবাদিক সচেতন থাকলে খবরের উপাদান পেতে তার খুব একটা অসুবিধা হয় না।

এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা একেবারেই অকল্পনীয়। সাধারণ দুর্ঘটনার খবর আমরা প্রতিনিয়তই পাই। তা আমাদের কল্পনার বাইরে নয়। কিন্তু জগন্নাথ হলের ছাদ ধসে অসংখ্য লোকের হতাহতের ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে কল্পনাতীত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর পদত্যাগ করার পর রাষ্ট্রপতি ভেংকটরামন নির্বাচনের ডাক দেবেন এটাই ছিল কল্পনা কিন্তু যখন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট গোলাম ইসহাক প্রধানমন্ত্রী বেনজিরকে বরখাস্ত করেন তখন তা অকল্পনীয় ব্যাপার।

ভারতের প্রয়াত ও সুদর্শন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী যখন আত্মঘাতী ঘাতক দলের বোমা বিস্ফোরণে নিহত হলেন তখন তা ছিল একেবারেই অকল্পনীয়। তাঁর বিরুদ্ধে হামলা হতে পারে এটা কল্পনার মধ্যেই ছিল, বিশেষ করে শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীরা তাঁর ওপর হামলা চালাতে পারে এটা কল্পনার মধ্যেই ছিল। কিন্তু শিখদের হাতে নয়, দেশের উত্তরাঞ্চলে নয় বরং দেশের দক্ষিণাঞ্চলে তামিল গেরিলাদের হাতে মারা পড়বেন এবং বীভৎসভাবে মারা পড়বেন তা ছিল একেবারেই কল্পনার বাইরে।

এ ধরনের অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়-ঘটনার জন্য সাংবাদিককে সততই মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হয় কারণ মূল একটা ঘটনা ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং মূল ঘটনার পেছনের পটভূমি অর্থাৎ পূর্বাপর ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে সচেতন না থাকলে একজন রিপোর্টারের পক্ষে যথাযথ রিপোর্ট করা সম্ভব নয়।

সংবাদ সংক্রান্ত তথ্য আহরণের সূত্র

সব পাঠকই সম্পূর্ণ খবর জানতে চায়। একজন রিপোর্টারের দায়িত্ব হচ্ছে কোন ঘটনা ঘটার পর তার প্রকৃত চরিত্র পাঠকের সামনে তুলে ধরা। একটা ঘটনার প্রকৃত চরিত্র তুলে ধরার জন্য যে জিনিসটির প্রয়োজন সেটি হলো তথ্য। একজন রিপোর্টারের জন্য অক্ষয় সম্পদ হচ্ছে তথ্য। ভালো রিপোর্ট করার জন্য রিপোর্টারের

www.pathagar.com

প্রধান হাতিয়ার হলো তার কাছে মজুদ তথ্য। কোন ঘটনার তাৎক্ষণিক অবস্থা বর্ণনা করার পরও তার পটভূমি বা প্রেক্ষিত দিতে হয়। ঘটনার বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবও রিপোর্টে প্রয়োজন অনুসারে আসতে পারে। একটি রিপোর্ট কেমন হবে সেটা অনেকখানিই নির্ভর করে রিপোর্টারের অনুধাবনশক্তি ও মানসিক অনুশীলনের ওপর। আর এটা বোঝা যায় তথ্য সম্পর্কে তাঁর পর্যাপ্ত জ্ঞানের পরিমাণ দেখে। একটি ঘটনার গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ রিপোর্টারের কাছে সঞ্চিত তথ্যের মাল-মসলায় অনেকখানি নির্ধারিত হয়। সেই প্রেক্ষাপটে এখন প্রশ্ন, রিপোর্টার কিভাবে ও কোত্থেকে তাঁর তথ্য সংগ্রহ করবেন।

রিপোর্টারের রিপোর্টের জন্য সহায়ক তথ্যসূত্রের মধ্যে রয়েছে সরকার, রাজনৈতিক দল কিংবা বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান। সরকারের রয়েছে মন্ত্রী, আমলা, উচ্চপদস্থ কর্মচারী। অবশ্য অনেক দফতরেই নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা বা বিভিন্ন সংস্থার জনসংযোগ কর্মকর্তারা বিভিন্ন তথ্য দিয়ে থাকেন। এই সকল সংশ্লিষ্টজনের প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বার্থে কাজ করে থাকে। এরা সবাই বলে থাকে আমরা মানুষের, দেশের উপকার করতে চাই। অবশ্য অনেকেই উপকার করতে চাওয়ার পেছনে তার নিজের স্বার্থটা অটুট রেখেই করে। আবার অনেকে আছে নিজেকে তুলে ধরার জন্য, একটু পরিচিতির জন্য সহায়ক খবরাখবর দেয়।

এইসব সূত্র অনেক সময় কোন কোন ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করে। যারা খবর দেয় তারা কখনই রিপোর্টারকে নিজেদের স্বার্থহানিকর খবর দেবে না বরং অন্যের ঘরের খবর দেবে।

প্রত্যেকটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, বড় বড় সংস্থা ও সরকারি অফিসে রিপোর্টারের পরিচিত লোক থাকতে হয়। কারণ তারাই তথ্য সরবরাহ করে থাকে। এই সব তথ্যসূত্রের সঙ্গে রিপোর্টারের ভালো পরিচয় ও নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হয়। তারা কতটুকু নির্ভরযোগ্য সে সম্পর্কেও ধারণা থাকা দরকার। উৎস এমন ব্যক্তি হবেন যাঁর সাথে প্রয়োজন অনুযায়ী সহজেই যোগাযোগ করা যায়।

একটি সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য দিয়েই কেবল রিপোর্টকে জোরদার ও বিশ্বাসযোগ্য করা যায় না। প্রয়োজনে একাধিক তথ্য দিলে রিপোর্টে বক্তব্য সঠিক বলে পাঠকের কাছে প্রতীয়মান হয়। এই কারণে প্রতিটি সংস্থা বা দফতরে রিপোর্টারের একাধিক সূত্র থাকা দরকার। কারণ দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার কারণে এক একজন একেক রকম তথ্য পরিবেশন করতে পারে। কিংবা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য বানাতে পারে।

www.pathagar.com

একাধিক সূত্র থাকলে সেখান থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে বিশ্লেষণ করে সত্যটুকুকে বের করা যেতে পারে।

ওয়াশিংটন পোস্টের পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিক লরেন জেনকিনসকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল তিনি কিভাবে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে দেশ-বিদেশের খবর পরিবেশন করেন। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, তিনি সব সময় সূত্রের সঙ্গে কথা বলেন এবং প্রাপ্ত তথ্যাবলির কোন্‌গুলো সত্য তা যাচাই করে দেখেন। তারপর একাধিক তথ্যকে পাশাপাশি সাজিয়ে বিশ্লেষণ করে তার ভিত্তিতে রিপোর্ট তৈরি করেন। সূত্রসমূহের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে একজন রিপোর্টার যে রিপোর্ট করেন তাতে সব সময় তিনি সুনির্দিষ্ট করে বলতে পারেন না ঘটনা কোন্ দিকে যাবে। শুধু কি ঘটতে পারে এবং তার সম্ভাব্য কারণগুলো কি তার দিকনির্দেশ করতে পারেন তিনি। অনেক তথ্য জানা সত্ত্বেও ঘটনার ধারাকে একশত ভাগ বলে দেয়া যায় না। এটা অনেকটা আবহাওয়ার পূর্বাভাসের মতো। তবে রিপোর্ট সবসময়ই বস্তুনিষ্ঠ হওয়া উচিত।

নিরপেক্ষ প্রেসিডেন্টের অধীনে '৯১ সালে বাংলাদেশে যে নির্বাচন হয়েছিল তার ফলাফল নিয়ে অনেকেই আগাম কথাবার্তা বলেছিলেন। অধিকাংশ রিপোর্টারই আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ না হলেও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা বলেছিলেন। অবশ্য দু'একটি পত্রিকা আওয়ামী লীগকে বিএনপি'র চেয়ে সামান্য ব্যবধানে জয়ী হবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কিন্তু নির্বাচনের দু'একদিন আগে দু'একটি মহল বিএনপি'র জয় হলেও হতে পারে বলে আভাস দিয়েছিলেন। কিন্তু কার্যত দেখা গেলো বিএনপি বেশ ভালোভাবেই একটা কার্যকর একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে এবং আওয়ামী লীগ অনেক পেছনে পড়ে গেছে। কাজেই সরাসরি কোন কথাই বলে দেয়া যায় না। কারণ ঘটনা কোন্ দিকে মোড় নেবে সেটা অনেক সময় নির্ভর করে পরিবেশ ও পরিস্থিতির ওপর।

তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক সময় Reflex action বা প্রতিবর্তী প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। আলোচ্য কোন ঘটনা থেকে ঘটনান্তরে, একটি প্রশ্ন থেকে আরেকটি প্রশ্নে উত্তরণ অথবা কোন প্রশ্ন বা উত্তরের তাৎক্ষণিক কোন পাল্টা প্রশ্ন বা উত্তরদানের ত্বরিৎ প্রক্রিয়াটাই হচ্ছে Reflex action. প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যদি কোন তাৎক্ষণিক প্রশ্নের উদ্ভব হয় তাহলে সে প্রশ্নটি সূত্রের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে। কারো সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় সাধারণত রিপোর্টারের কাছে নির্ধারিত প্রশ্নমালা থাকে। কাউকে প্রশ্ন করতে গিয়ে দেখা গেলো তিনি এমন একটি উত্তর দিলেন সেখান থেকে নতুন কোন তথ্য বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এবং

www.pathagar.com

সেই প্রেক্ষাপটে নতুন কোন প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রতিবর্তী প্রক্রিয়ার তাড়নায় রিপোর্টার প্রয়োজনের তাগিদে নির্ধারিত প্রশ্নের বাইরেও প্রশ্ন করতে পারেন। এ সময় রিপোর্টারের প্রয়োজন তার আবেগ দমন ও ত্বরিৎ স্নায়ুক্রিয়া। (উল্লেখ্য, পৃথক অধ্যায়ে আমরা সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করবো)। প্রতিবর্তী প্রক্রিয়ার হাতিয়ারটাকে কাজে লাগিয়ে যত বেশি তথ্য পাওয়া যাবে তা দিয়ে রিপোর্ট আরো বেশি সমৃদ্ধ ও সঠিক হবে। তবে এখানে মনে রাখা প্রয়োজন তথ্য কেবল ঠেসে দিলেই রিপোর্ট সমৃদ্ধ হয় না। রিপোর্ট সমৃদ্ধ করার জন্য প্রচুর তথ্যের প্রয়োজন হলেও অনেক তথ্য থেকে দুটো তিনটে তথ্য রিপোর্টে জুড়ে দিলেই রিপোর্টের তাত্ত্বিক দিকটি মজবুত হয়।

দুই পদ্ধতিতে রিপোর্টার তাঁর তথ্য আহরণ করতে পারেন। এক. যারা তথ্য দিচ্ছে তাদের কাছ থেকে এবং দুই. প্রয়োজনের তাগিদে নিজে নিজেই তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বইপত্র পড়ে ও গবেষণার মাধ্যমে। একজন রিপোর্টার যেমন তাঁর নিজস্ব কিছু সূত্র এবং বিভিন্ন দফতরের ঘটনাবলীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে তথ্য পান আবার গ্রন্থাগার বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকেও তথ্যাদি তাঁকে খুঁজে বের করে নিতে হয়।

তথ্যসূত্রসমূহ হচ্ছে ঃ

এক. গ্রন্থাগার

দুই. সরকার

তিন. অন্যান্য সংস্থাসমূহ

চার. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

পাঁচ. রিপোর্টারের নিজস্ব সূত্র

বিশেষ কোন বিধিবদ্ধ দায়িত্ব (Assignment) পালন করার লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের সাহায্য নেয়ার প্রয়োজন পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের কোন চলতি বৈঠকের প্রেক্ষাপটে পূর্বে কবে বৈঠক হয়েছে তা জানা দরকার। এখানে সাধারণত কি হয়, এর পরবর্তী উদ্দেশ্য কি, বৈঠকের ফলাফল কতদূর অগ্রসর হয়েছে, কোন্‌টা সফল হয়েছে, কোন্‌টা হয়নি এসব তথ্য সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের সাহায্য নেয়া প্রয়োজন । রিপোর্টারের ব্যক্তিগত লাইব্রেরি না থাকলে পত্রিকা অফিসের ক্লিপিংস, কাটিংস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়।

আমরা যে সমস্ত খবরাখবর পড়ে থাকি তার অধিকাংশই এসে থাকে সরকারি উৎস থেকে। সুতরাং রিপোর্টারকে জানতে হয় এই উৎস থেকে কিভাবে খবর আসে বা পাওয়া যায়। সরকার সাধারণত তিনভাবে খবরের তথ্য দেয়।

www.pathagar.com

এক. প্রতিদিন সরকারের তথ্য অধিদপ্তর থেকে সরকারের কার্যকলাপ সম্পর্কে সংবাদবিবরণী বা তথ্যবিবরণী সরবরাহ করা হয়।

দুই. মন্ত্রীদের কিছু বলার থাকলে তাঁরা সংবাদ সম্মেলন ডেকে সাংবাদিকদের বিভিন্ন তথ্য দেন।

তিন. তথ্য দেয়ার আরেকটি কার্যক্রমের নাম ব্রিফিং। সংবাদ সম্মেলন ও ব্রিফিংয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। সংবাদ সম্মেলন করা হয় সাধারণত বিশেষ কোন কারণে। আর ব্রিফিং হচ্ছে তথ্য সম্পর্কে অবহিতকরণের নিয়মিত প্রক্রিয়া। এই ব্রিফিং প্রাত্যহিক হতে পারে আবার সাপ্তাহিকও হতে পারে। ব্রিফিং সম্পর্কে সাংবাদিকরা আগে থেকে অবহিত হন এবং সেখানে সরকারের রীতিনীতি, সিদ্ধান্ত বা কার্যকলাপের কথা বলা হয়ে থাকে।

খবরের প্রাথমিক সূত্রটি পাবার পর রিপোর্টারের উচিত মনে মনে প্রশ্ন ঠিক করে নেয়া। অর্থাৎ আমি কি চাই। নইলে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে রিপোর্ট অসম্পূর্ণ থাকবে। আর একটা নৈতিক প্রশ্নও এসে যায়, প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়েও কেন রিপোর্ট অসম্পূর্ণ হলো। তাই রিপোর্টারের মনের সকল প্রশ্নের জবাব পেতে হবে, তবেই রিপোর্ট সম্পূর্ণ হবে। সেই জন্য দুই ধরনের তথ্য রিপোর্টারকে অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে।

এক. সঠিক তথ্য

দুই. প্রয়োজনীয় তথ্য

আসলে এ দুটো হচ্ছে তথ্যের তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক দিক। যে তথ্য খবর হবার উপযোগী সেটা হচ্ছে প্রয়োজনীয় তথ্য বা Appropriate infomation. কোন একটা বিশেষ রিপোর্টের জন্য বিশেষ খবরগুলো হচ্ছে প্রয়োজনীয় তথ্য বা Appropriate information.

অপরদিকে কোন বিষয়ের মূল অর্থাৎ Basic কথাগুলো হচ্ছে সঠিক বা Accurate information. যেমন চীন আমাদের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। এটা হচ্ছে সঠিক তথ্য। কি কি লেনদেন করতে চাচ্ছে সেগুলো এখনও নির্ধারিত হয়নি। শুধু সম্পর্ক গড়তে চাচ্ছে সেটাই মূল কথা।

তথ্য আহরণের সূত্র খুঁজে বের করা একজন রিপোর্টারের প্রায় নিজের দায়িত্ব। সংবাদপত্র সংগঠন তাঁকে শুধু সহায়তা করতে পারে মাত্র। তথ্য পাবার জন্য রিপোর্টারকে সবসময় প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে হয়। কোথায় কার কাছে গেলে তথ্য

www.pathagar.com

পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে জ্ঞান থাকলেই কেবল তথ্য পাবার ক্ষেত্রে লড়াই করা যেতে পারে।

রিপোর্টিংয়ের সাজসরঞ্জাম

রিপোর্টিংয়ের সঙ্গে লেখার সম্পর্ক চিরকালের। একজন রিপোর্টার মানেই তাঁর সঙ্গে কিছু কাগজ এবং এক বা একাধিক কলম থাকবেই। আগে যখন কাগজ-কলমের সে রকম উন্নতি ঘটেনি, যখন আবিষ্কৃত হয়নি বলপেনের, তখনকার সেই সনাতনী আমলের রিপোর্টিং হাতিয়ার ছিল কালো ও নরম সীসের কপি পেন্সিল। আমরা ছোটবেলায় যাকে বলতাম কপিং রুল; আর ছিল খসখসে কপি কাগজের ভাঁজকরা টুকরো। পুরোনো আমলের অনেক রিপোর্টার যখন আজকে বলেন, এই কপি কাগজ ও কপি পেন্সিল আজকের বলপয়েন্ট পেন অথবা স্পাইরাল বাঁধাই নোটবইয়ের চেয়ে ভালো তখন বোঝা যায় তাঁরা বর্তমানের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারেন নি। হয়তো তাঁরা বলতে পারেন যে ডেস্কের ড্রয়ার থেকে কাগজের কয়েকটা টুকরো ভাঁজ করে পকেটে নিয়ে ঘোরাফেরা করা খুব সহজ, এতে পয়সাও কম লাগে— কপি পেন্সিলও তাই। কিন্তু ওই কাগজ ও পেন্সিলের অসুবিধাও ছিল। কপি কাগজগুলো ছিল খুবই নরম এবং এগুলো খুব তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে ফেটে নষ্ট হয়ে যেতো। ঠিক একইভাবে কপি পেন্সিলের সীসের তীক্ষ্ণতা বারবার করাটা ছিল বিরক্তিকর। পেন্সিলের সীস তীক্ষ্ণ করার জন্য হাতের কাছে ভালো কাটার (ক্ষুর) নাও থাকতে পারতো। এছাড়া অবাঁধাই কাগজে পেন্সিল দিয়ে লিখলে অনেক সময় যেমন ওই কাগজগুলো হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে আবার লেখাগুলোর ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে তা পড়ার অযোগ্য হয়ে উঠতে পারে।

যে কাগজে বা নোটবইয়ে রিপোর্টিং নোট টোকা হলো দীর্ঘদিন পরে সেই কাগজ বা সেই নোটবইয়ে লেখা বিবরণীর প্রয়োজন হতে পারে। প্রয়োজন হতে পারে সেই নোটবই বা কাগজের তোড়াখানির। তাই সংবাদ নোট টোকার জন্য ঢিলেঢালা ও বাজে খসখসে কাগজ নয়, বরং ভালো প্যাড বা নোটবই এবং ভালো বলপেন থাকা দরকার। তবে একটা কথা উল্লেখ্য, কোন সময় ঘটনাক্রমে কোন রিপোর্টারের চোখের সামনেই কোন ঘটনা ঘটে গেলো এবং তাঁর হাতে কোন কাগজ-কলম নেই তখন তিনি সিগারেটের প্যাকেটে বা তুচ্ছ কোন কাগজের টুকরোতেই কারো কাছ থেকে কলম বা পেন্সিল ধার নিয়ে সেই ঘটনার তথ্য ও সূত্রগুলো টুকে নিতে পারেন।

www.pathagar.com

খবরের তথ্য সংগ্রহ এবং তা দিয়ে সংবাদ গল্প তৈরির মধ্যে যদি বিস্তর সময়ের ফারাক থাকে তাহলে যে কাগজ সহসা নষ্ট হয় না সেই কাগজেই লেখা উচিত। যেমন একজন রিপোর্টার দীর্ঘ ফিচার লিখছেন সে ক্ষেত্রে তাঁর বেশ কিছুদিন চলে যেতে পারে অথবা একজন রেডিও ডকুমেন্টারি লিখছেন সেক্ষেত্রেও সপ্তাহখানেক সময় লাগতে পারে অথবা একজন রিপোর্টার কোন সাময়িকীর জন্য নিবন্ধ তৈরি করছেন সে ক্ষেত্রে তাঁর মাসখানেক সময় লাগতে পারে। আর এই রকম লেখালেখির ক্ষেত্রে নরম কাগজ ও কপি পেন্সিল ব্যবহার বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়।

দিন এখন বদলে গেছে। নরম খসখসে কাগজ আর কপি পেন্সিল নেই। তার জায়গায় এসেছে ভালো ভালো নোটবই এবং বাহারি রকমের বলপেন। ছোট ছোট বাঁধাই করা নোটবই ও বলপেন নাড়াচাড়া ও বহন করা খুব সহজ। এছাড়া সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় রিপোর্টার নোটবইয়ে সাক্ষাৎদাতার সম্মতিসূচক স্বাক্ষর নিয়ে আসতে পারেন যেটা অবাঁধাই কাগজপত্রে (Loose Sheet) সম্ভব নয়।

সাংবাদিকতা প্রায় একুশ শতকে প্রবেশ করতে চলেছে। বিশ শতকের সাংবাদিকতার রিপোর্টিং সরঞ্জাম বা হাতিয়ারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হচ্ছে টাইপরাইটার, ক্যামেরা, টেপ রেকর্ডার ও টেলিফোন।

যে কোন সংবাদ যোগাযোগের জন্য একজন রিপোর্টারের টাইপরাইটার সংক্রান্ত জ্ঞান ও তা ব্যবহার করার দক্ষতা থাকতে হবে। টাইপ করতে গিয়ে যদি হাতের দিকে চোখ থাকে তাহলে বোঝা যাবে টাইপিংয়ে হাত আসেনি। সেক্ষেত্রে ভালো করে টাইপিং শেখা উচিত। ভালো টাইপ করতে পারলে একজন রিপোর্টার খুব পরিচ্ছন্নভাবে তাঁর রিপোর্টটিকে তৈরি করে দিতে পারেন। সে ক্ষেত্রে সহ-সম্পাদকেরা কলম বা পেন্সিলের সামান্য দুচারটা আঁচড় বসিয়েই তা কম্পোজিংয়ে পাঠাতে পারেন।

যে রিপোর্টাররা টাইপ জানেন না তাঁদের সংবাদগল্প হাতেই লিখতে হয়। হাতে লিখতে গেলে অনেকেরই পরিচ্ছন্নতা বজায় থাকে না অথবা হাতের লেখা বাজে থাকতে পারে। এ রকমটা যদি হয় এবং সেক্ষেত্রে রিপোর্ট যদি সুপাঠ্য ও সুললিত না হয় তাহলে সহ-সম্পাদকেরা তেমন মনোযোগ দিয়ে আর সেটা নাও দেখতে পারেন অথবা বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিতে পারেন।

টাইপ রাইটিংয়ের পাশাপাশি একজন রিপোর্টারের জন্য শর্টহ্যান্ড শেখাও বাঞ্ছনীয়। কোন বক্তব্য দ্রুত নেয়ার জন্য, কারো উদ্ধৃতি নিখুঁতভাবে নেয়ার জন্য শর্টহ্যান্ড সহায়ক হাতিয়ার। অথবা একগাদা তথ্য খুব কম সময়ে নেয়ার জন্য শর্টহ্যান্ড খুব কাজ দেয় আর শর্টহ্যান্ডের নোট নিলে রিপোর্টার পরে প্রায়

www.pathagar.com

অবিকৃতভাবেই উৎসের বক্তব্য তুলে ধরতে পারেন। আজকাল অবশ্য শর্টহ্যান্ড পদ্ধতিকে সবাই গৌণ বলে মনে করেন। কারণ আজকের সাংবাদিকরা নিজেরাই সংক্ষেপে লেখার একটি কায়দা ও পদ্ধতি আবিষ্কার করে নিয়েছেন। এই পদ্ধতি অবশ্য একেক রিপোর্টারের ক্ষেত্রে একেক রকম। যেমন ইংরেজিতে 'বিডি' লিখলে একজনের কাছে তা বাংলাদেশ অপর একজনের কাছে তা বাজেট ডেফিসিট বোঝাতে পারে। আবার একটি বৃত্ত একজন সাধারণ রিপোর্টারের কাছে পৃথিবীর সাংকেতিক চিহ্ন আবার ওই বৃত্তই একজন ক্রীড়া সাংবাদিকের কাছে ফুটবল বলে প্রতীয়মান হতে পারে। আমাদের দেশেতো বটেই, খুব কমসংখ্যক মার্কিন সাংবাদিকই শর্টহ্যান্ড শিখে থাকেন, কিন্তু শর্টহ্যান্ড জানে না এ রকম সাংবাদিক ইংল্যান্ডে খুব কমই পাওয়া যায়। অনেক সাংবাদিক তাই মনে করেন যে রিপোর্টাররা শর্টহ্যান্ড ব্যবহার করেন না বিধায় মার্কিন রিপোর্টিং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই অভিযোগকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ সঠিক ও তথ্যপূর্ণ সংবাদগল্প তৈরি করার জন্য ভালো ও সঠিক নোটিং অপরিহার্য।

একুশ শতকের মুখে এসে টাইপ রাইটিংয়ের কদর যতখানি তার চেয়ে বেশি কদর এখন বাড়ছে কম্পিউটারের প্রতি। পার্সোনাল কম্পিউটারের ব্যবহার এখন দ্রুত বাড়ছে। আমাদের দেশে ততটা না হলেও বিদেশে এর ব্যবহার এখন ব্যাপক। আমরা আগেই বলেছি, একজন সাংবাদিক শুধু সাংবাদিকতার একটি শাখাতেই কাজ করেন না, তিনি অন্যান্য শাখাতেও কাজ করেন। ফলে আজকের রিপোর্টাররা কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজের রিপোর্ট নিজেই কম্পিউটারে কম্পোজ করে তা সম্পাদনার টেবিলে পাঠিয়ে দেন। সেখান থেকে সম্পাদিত হয়ে কপিটি ফেরত এলে কম্পিউটারেই তিনি প্রয়োজনীয় সংশোধনীটুকু সেরে তা প্রিন্টারের সাহায্যে ট্রেসিং পেপারে তুলে নিতে পারেন। আগামী দিনগুলোতে সাংবাদিকতার এ রকম একটা চিন্তাভাবনাই করা হচ্ছে যেখানে রিপোর্টার নিজেই কম্পোজিং, সংশোধক (সম্পাদনা সহকারী) ও মুদ্রক হবেন। এতে করে একজন রিপোর্টার কম্পিউটারের বদৌলতে খুব দ্রুত একাধিক লোকের কাজ সেরে ফেলতে পারবেন।

ক্যামেরা হচ্ছে একটি স্বীকৃত রিপোর্টিং হাতিয়ার। এই যন্ত্রটি খুবই বিশ্বস্ত এবং মাঝে মাঝে তা একটি অনতিক্রম্য রিপোর্টিং হাতিয়ার। রেডিও সাংবাদিক ছাড়া অন্যান্য সব সাংবাদিকের জন্য ক্যামেরা হচ্ছে আজকের দিনের রিপোর্টিংয়ের বিকল্প হাতিয়ার। যে কথাটা লিপিবদ্ধ করা হয়নি অথবা যে কথাটা জানা যায়নি বা জিজ্ঞাসা করা যায় নি তা ক্যামেরায় বন্দী করে রাখা যায়। কথায় বলে, ছবি হাজার কথা বলে। একটি ছবির মূল্য হাজার শব্দের সমান। কথা মিথ্যে হতে পারে কিন্তু ছবিতে

www.pathagar.com

মিথ্যে কথা বলতে পারে না। কোন ঘটনার সত্যতা হয়তো কথায় প্রমাণ করা যায় না কিন্তু তা ছবির মধ্য দিয়ে প্রমাণ করা যায়। অথবা কোন ঘটনার গভীরতা ছবির মধ্য দিয়েই বোঝানো যায়। অবশ্য আজকাল ক্যামেরা নিয়ে এত বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে যে সাজানো ছবিও আজকাল পত্রিকায় প্রকাশ করে মিথ্যার বেসাতি করা হচ্ছে। আমরা পত্রিকার পাতায় দেখেছি, ফটো মন্তাজের মাধ্যমে ব্রিটেনের প্রিন্সেস ডায়ানার টপলেস ছবি ছাপানো হয়েছে।

তবুও সর্বোপরি ক্যামেরা হচ্ছে একজন সাংবাদিকের বিরাট হাতিয়ার। রিপোর্টারের রিপোর্টকে আরো গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য ক্যামেরার প্রয়োজন রয়েছে। প্রতিটি রিপোর্টিং ছাত্রের জন্য ক্যামেরার কলাকৌশল শেখা উচিত। ফটোগ্রাফির জ্ঞানও তার জানা উচিত। ছবি চেনা, ছবির ফোকাস বা সেন্টার অব ইন্টারেস্ট চেনা বা ছবি সম্পাদনা করার জ্ঞান রিপোর্টিং ছাত্রকে অর্জন করতে হবে। কোন তরুণের যদি এক সঙ্গে রিপোর্টিং ও ফটোগ্রাফির কৌশল জানা থাকে তাহলে তার জন্য সেটা বাড়তি দক্ষতা। এ রকম ক্ষেত্রে কোন পত্রিকা কোন সংবাদঘটনা কভার করার জন্য একজন রিপোর্টার ও একজন ক্যামেরাম্যানকে না পাঠিয়ে ওই তরুণকে পেলে তাকেই পাঠাবে। বিদেশে তো বটেই, দেশেও আজকাল অনেক রিপোর্টার তাঁর দায়িত্বের একটি অংশ হিসেবে মাঝে মাঝে ফটোগ্রাফির কাজটিও করে থাকেন।

আজকের দিনে টেপ রেকর্ডার হচ্ছে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্টিং হাতিয়ার। যদিও রেডিও সাংবাদিকরা বলেন, টেপ রেকর্ডার হচ্ছে তাঁদের একেবারে নিজস্ব হাতিয়ার অথবা কানে শোনা সম্প্রচারের জন্য একান্ত যন্ত্র তবু অন্যান্য সাংবাদিকতায়ও তা সমান প্রযোজ্য। অবশ্য এর মূল্য রেডিওতে একটু বেশি। যেমন একজন লোকের উদ্ধৃতি পত্রিকার পাতায় বর্ণমালার ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়, সেক্ষেত্রে রেডিওতে সেই লোকের টেপবদ্ধ বর্ণনা হুবহু বাজিয়ে শোনানো হয়। অবশ্য রেডিওর মতো কানে শোনা ও চোখে দেখা মাধ্যম (Audio Visual) টিভিতেও টেপ রেকর্ডারের অমূল্য প্রয়োজন রয়েছে। কোন ঘটনার ছবি দেখানোর পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকজনের কথাবার্তা টিভিতে দেখানো যেতে পারে টেপ রেকর্ডারের কল্যাণে। অবশ্য টিভির গ্রাহকযন্ত্রে এক সঙ্গেই ছবি ও কথা ধারণ করা হয়।

পত্রিকার ক্ষেত্রে টেপ রেকর্ডারের একটি গুণ হলো যে রিপোর্টার কোন ঘটনার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কথা হুবহু তুলে ধরতে পারেন। কোন সাক্ষাৎদাতার কথাবার্তা তাঁর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তুলে ধরতে পারেন। এর ফলে রিপোর্টারের রিপোর্ট পুরোপুরি

www.pathagar.com

সঠিক ও অবিকৃত হয়ে থাকে। রিপোর্টার তাঁর বক্তব্যের বিকৃতি ঘটার ভয় থেকে মুক্ত থাকতে পারেন। অবশ্য কথোপকথনের সময় তাঁর বক্তব্যের দায় থেকে তিনিও রেহাই পান না।

টেপ রেকর্ডার সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় খুব বেশি কাজে লাগে। তবে অনেক সাক্ষাৎদাতাই সাক্ষাৎকারের সময় টেপ রেকর্ডার ব্যবহার পছন্দ করেন না। অবশ্য সাক্ষাৎদাতার অনুরোধক্রমে সাক্ষাতের কিছু কিছু অংশ টেপ থেকে মুছে ফেলা যেতে পারে।

ক্যামেরার মতো টেপ রেকর্ডারও একজন রিপোর্টারের অন্যতম রিপোর্টিং হাতিয়ার। ক্যামেরা চালনার পাশাপাশি একজন রিপোর্টারকে টেপ রেকর্ড চালনাও জানতে হয়। পত্রিকা অফিসে মনিটরিং একটি অন্যতম ব্যবস্থা। সে জন্যে পত্রিকা অফিসের প্রত্যেক সাংবাদিককে কমবেশি টেপ রেকর্ডিং জানা দরকার।

একজন সাংবাদিকের আরেকটি রিপোর্টিং কৌশল হচ্ছে টেলিফোন। অবশ্য টেলিফোনকে ভালো রিপোর্টিংয়ের শত্রু বলে গণ্য করা হয়। টেলিফোন কেন ভালো রিপোর্টিংয়ের শত্রু তা জানা দরকার। যেমন একটি সাক্ষাৎকার মুখোমুখি বসে একজন যতখানি কার্যকরভাবে নিতে পারেন টেলিফোনে তা সম্ভব নয়। মুখোমুখি বসে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিত অনুযায়ী রিপোর্টার সাক্ষাৎদাতাকে প্রশ্ন করতে পারেন। কিংবা এমন কোন প্রশ্ন করতে পারেন যেটা টেলিফোনে করা সাক্ষাৎদাতার জন্য মর্যাদাহানিকর হয়ে উঠতে পারে। মুখোমুখি কোন রিপোর্টার সাক্ষাতের মধ্য থেকে নতুন কোন অজানা ও বিস্ময়কর তথ্য জেনে যেতে পারেন। অনেক পত্রিকা অফিসের ক্রাইম রিপোর্টারই স্পটে না গিয়ে বিভিন্ন থানায় টেলিফোন করে তথ্য জানার চেষ্টা করেন। এতে রিপোর্ট অপূর্ণাঙ্গ থাকার সম্ভাবনা থাকে।

অবশ্য টেলিফোনের সুবিধেও রয়েছে। নব্বুইয়ের গণআন্দোলনের সময় বিবিসি ও ভোয়া বাংলাদেশের দুই নেত্রীর টেলিফোন সাক্ষাৎকার প্রায় প্রতিদিনই শোনাতো। দূরত্ব যেখানে বাদ সাধে তখন টেলিফোন যোগাযোগের অন্যতম বাহন। পত্রিকা অফিসের জন্য এটা যতখানি প্রযোজ্য রেডিও সাংবাদিকতার জন্য তা খুব বেশি প্রযোজ্য। কারণ, রেডিওকে সময়কে পরাজিত করে একটু পরপরই খবর দিতে হয়। সে জন্যে তাদের দূরের কথাবার্তা টেলিফোনেই জেনে নিতে হয়। অবশ্য পত্রিকা অফিসের রিপোর্টাররা তাঁদের ডেডলাইন পার হয়ে যাবার উপক্রম হলে তাঁরাও টেলিফোনে খবর সংগ্রহ করতে পারেন। কথাবার্তা বলতে পারেন। পূর্বাহ্নে কোন সাক্ষাতের প্রেক্ষিতে কোন রিপোর্টার তাঁর রিপোর্ট প্রেসে যাবার আগ মুহূর্তে টেলিফোনে কিছু কিছু বিষয় যাচাই করে নিতে পারেন।

www.pathagar.com

ক্যামেরা ও টেপরেকর্ডার চালনার মতো টেলিফোনে কথাবার্তা বলা বা নোট নেয়াটা একজন রিপোর্টারের জন্য রীতিমতো একটি শেখার ব্যাপার। টেলিফোন-রিপোর্ট প্রায়শই হুবহু না নেয়ার বদলে নোট নেয়া হয়। এই নোট নেয়ার ধরন একেকজন সাংবাদিকের একেক রকম। টেলিফোন প্রাপক সংক্ষেপে প্রেরকের কথাবার্তা টুকে নেন তাঁর নিজস্ব টেকনিক অনুযায়ী। তারপর তা নিজের ভাষায় রিপোর্টাকারে লিপিবদ্ধ করেন। অবশ্য যিনি বিবরণী দিচ্ছেন তাঁর যদি সাংবাদিকতার ধরন জানা থাকে তাহলে তিনিও মূল বিষয়গুলো ভেঙে ভেঙে পয়েন্ট ভিত্তিতে জানিয়ে দিতে সাহায্য করে থাকেন। আবার প্রেরক ও প্রাপক উভয়েই যদি নিজের প্রতি আস্থাশীল না হন তাহলে প্রাপক প্রেরকের বর্ণনা হুবহু তুলে নেন। হুবহু নিলে অনেক সময় ভুলত্রুটির সম্ভাবনা কম থাকে বটে তবে এতে সময় ও অর্থের অপচয় ঘটে। কারণ পত্রিকা অফিসের কাজ চলে ডেডলাইনকে সামনে রেখে, অতএব বেশি সময় নেয়ার অবকাশ নেই। অপরদিকে অনেক সময় ফোনে কথা বললে অনেক টাকার বিল ওঠে। হুবহু নোট নিলে যে ভুলত্রুটি একেবারেই থাকে না, তা নয়। বরং অনেক সময়ই প্রয়োজনীয় তথ্য বাদ পড়ে যেতে পারে। যেমন বাইরের থেকে যারা টেলিফোন করেন তারা খবরের উপযোগী পয়েন্ট অনেক সময়ই বলেন না বা বলতে পারেন না, সে সময় নোট গ্রহণকারী রিপোর্টার (কিংবা সহ-সম্পাদক) নিজের থেকেই কিছু কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে নিতে পারেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা যদি একটি সড়ক দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ আনি তাহলে কোন মেডিকেল রিপোর্টার বা ক্রাইম রিপোর্টার হাসপাতাল বা পুলিশ কক্ষ থেকে কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করবেন বা পুনর্লেখক (Rewriteman) কিভাবে তা নেবেন তা নিম্নে উল্লিখিত হলো ঃ

এক. ফোনটা করছেন একজন বাইরে থেকে। অতএব তিনি প্রথমেই তাঁর পরিচয় দিয়ে ঘটনাটি সম্পর্কে জানাতে চাইবেন।

দুই. যিনি (পুনর্লেখক সাংবাদিক) ফোনটা ধরেছেন তিনি যদি সঠিক ব্যক্তি হন তিনিও প্রেরকের পরিচয় নিয়ে নিজের পরিচয়টাও দেবেন এবং ঘটনার নোট দিতে বলবেন।

তিন. পরিচয়পর্বের পালা শেষ হবার পর প্রেরক ঘটনার উৎস (যেমন, পুলিশের তথ্য বিভাগ বা পুলিশের কোন থানা অথবা হাসপাতাল) কি তা উল্লেখ করবেন।

চার. তিনি ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেবেন। অর্থাৎ অমুক জায়গায় অমুক দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং এতজন হতাহত হয়েছে।

www.pathagar.com

পাঁচ. তিনি নিহতদের নাম দেবেন। নামের বানানগুলো সঠিকভাবে দেবেন। আহতদেরও নাম দেবেন, নামতো দেবেনই এছাড়া আরো যদি পরিচয় থাকে (যে পরিচয়ে হতাহতদের সনাক্ত করা সহজ হয়) তাও দেবেন।

ছয়. তিনি ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেবেন।

সাত. তিনি ঘটনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের গৃহীত কোন পদক্ষেপ বা সম্ভাব্য পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত করবেন।

আট. তিনি পুনর্লেখককে তাঁর ঘটনা বলার ফাঁকে ফাঁকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেবেন। কারণ পুনর্লেখক আরো কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য পাবার জন্য প্রশ্ন করতে পারেন, সে সুযোগ তাঁকে দিতে হবে।

সংবাদের নাক

আমরা একজন রিপোর্টারের বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর সাংবাদিকতা বৃত্তির স্বার্থে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের কথা উল্লেখ করেছি। আমরা তাতে একজন পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টারের সামগ্রিক চিত্র ও সহায়ক যন্ত্রপাতির কথা জানতে পেরেছি। কিন্তু একটি কথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে একজন সাংবাদিককে উন্নততর সাজসরঞ্জাম ও ঠেসে তথ্য বসিয়ে দিলেই তিনি সংবাদমূল্যসম্বলিত বিবরণী তৈরি করতে পারবেন না যতক্ষণ তিনি কোন ঘটনার মধ্যে সংবাদের উপাদান খুঁজে পান এবং সংবাদের সেই উপাদান খুঁজে না পেলে তাঁর সহায়ক যন্ত্রপাতিও তাঁর জন্য অকার্যকর হয়ে পড়বে।

তাই একজন আদর্শ রিপোর্টারের প্রধান, অন্যতম ও মৌলিক গুণ হচ্ছে সংবাদের গন্ধ শোঁকার মতো একটা নাক থাকা। এটা হচ্ছে তাঁর জন্য একটি বিশেষ গুণ। 'সংবাদের গন্ধ শোঁকার নাক'—এর অর্থ হচ্ছে যে তিনি সংবাদ হবার মতো সম্ভাবনাপূর্ণ কোন বিষয়, ঘটনা বা পরিস্থিতিকে চিহ্নিত করতে সমর্থ। সংবাদোপযোগী ঘটনা বা বিষয়কে চিহ্নিত করার সামর্থ্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন,

এক. যে তথ্য পাঠকদের আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে সে রকম তথ্যকে চিহ্নিত করার সামর্থ্য।

দুই. কোন 'ক্লু' (Clue) বা সংবাদ আহরণের প্রাথমিক সূত্রটি আপাতদৃষ্টিতে সাদামাটা মনে হতে পারে কিন্তু এই 'ক্লু'টিই কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আবিষ্কারের পথকে চালিত করতে পারে এবং সেই 'ক্লু'কে চিহ্নিত করতে পারার সামর্থ্য।

তিন. একটি সাধারণ বিষয়ের মধ্যেই অসংখ্য তথ্য সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে। এই অসংখ্য তথ্যের মধ্যে কোন কোনটা হয়তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

তথ্যগুলো থেকে ভালো সংবাদ সৃষ্টি হতে পারে এবং তাকে চিহ্নিত করতে পারার সামর্থ্য।

চার. এমন হতে পারে হাতের কাছে এমন তথ্য আছে যার থেকে অন্য কোন সংবাদ হবার মতো সম্ভাবনা থাকতে পারে। অর্থাৎ একটি তথ্য ঘাঁটতে গিয়ে অন্য এমন একটি তথ্য আবিষ্কৃত হলো যার থেকে সংবাদ সৃষ্টি হতে পারে এবং তাকে চিহ্নিত করতে পারার ক্ষমতা।

আমরা কয়েকটি উদাহরণ টেনে 'সংবাদের গন্ধ শোঁকার নাক'-এর বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করবো। কিছু কিছু গুরুতপূর্ণ ব্যক্তির কোন বক্তৃতা অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের বক্তার বক্তৃতার আগাম লিখিত কপি দেয়া হয়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় কোন বিশেষ বক্তা ওই লিখিত কপি অনুসরণ না করে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন। এখন কোন রিপোর্টার যদি তখন লিখিত কপির সঙ্গে বক্তার তাৎক্ষণিক বক্তৃতাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেন তাহলে তিনি লিখিত বক্তব্যেও কিছু পাবেন না আবার তাৎক্ষণিক বক্তৃতার মূল সুরটিও খুঁজে পাবেন না। অতএব, এ রকম পরিস্থিতিতে তাঁকে বক্তার তাৎক্ষণিক বক্তৃতাকেই অনুসরণ করা উচিত। '৯০ সালে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধনে তাঁর সমাপনী বক্তৃতায় লিখিত ভাষণের বাইরেও দীর্ঘক্ষণ তাৎক্ষণিক কিছু বক্তব্য রেখেছিলেন এবং সেটাই ছিল তাঁর বক্তব্যের মূলভাব। শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের ওপর জোর দেয়া আবেগসঞ্জাত সেই বক্তব্যের মূল ভাবটিকে যাঁরা অনুসরণ করতে পেরেছিলেন তাঁরাই সম্ভবত ভালো রিপোর্ট করতে পেরেছিলেন।

যেমন কোন রিপোর্টারকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিয়ের অনুষ্ঠানে পাঠানো হলো তা কভার করার জন্য। বিয়ের সব অনুষ্ঠান ঠিকঠাক মতোই চলছে। কিন্তু দেখা গেলো কোন কারণে শেষ মুহূর্তে বর এলো না। বিয়েও হলো না। রিপোর্টার গিয়ে তাঁর সম্পাদককে জানালো যে বর না আসায় বিয়ে হয়নি। অতএব লেখার মতো কোন কিছু নেই। কিন্তু কোন ঘটনা ঘটার কথা থাকলেও না ঘটায় সেটাই যে খবরের একটা বিরাট উপাদান সেটাই হয়তো ওই রিপোর্টার বুঝতে পারেননি। খবরের এই উপাদানকে চিহ্নিত করতে পারার এই সামর্থ্যটুকু একজন রিপোর্টারকে অর্জন করতে হবে।

বিভিন্ন দুর্ঘটনা নিয়ে সংবাদ হয়। কিন্তু দুর্ঘটনায় নিহত লোকজনের গুরুত্বের ওপর সংবাদের ধরন নির্ধারিত হয়। যেমন ১৯৯১ সালের ২০ মে ভারতের তামিলনাড়ুর মাদ্রাজের কাছে শ্রীপেরুমপাদুরে ঘাতকদের বোমা বিস্ফোরণে ভারতের এককালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী নিহত হন। ওই বোমা বিস্ফোরণে ঘাতকদলের

www.pathagar.com

আত্মঘাতী স্কোয়াডের লোকজনও নিহত হয়েছিল। কিন্তু এ নিয়ে খবর যখন হবে তখন রাজীব গান্ধীর মৃত্যুই প্রাধান্য পাবে এটাই স্বাভাবিক। পেয়েছিলও তাই। যেহেতু রাজীব আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে খবরের বড় একটি উপাদান। কিন্তু কোন রিপোর্টার যদি রাজীব নয় বরং বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহত সবাইকে সমান প্রাধান্য দিয়ে রিপোর্ট করে তবে তা হবে ভুল। অর্থাৎ কোন্ উপাদানটি গুরুত্বপূর্ণ (Prominent) তা চিহ্নিত করার কৃতিত্ব রিপোর্টারের। এমনও হতে পারে দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের সবার সামগ্রিক পরিচিতি কমবেশি এক। সেক্ষেত্রে তাঁরা সমান প্রাধান্য নিয়ে খবরের বিবরণীতে ঠাঁই পাবেন।

উল্লিখিত তিনটি উদাহরণ থেকে আমরা বলতে পারি যে, খবরের উপাদান চিহ্নিত করার জন্য একজন রিপোর্টারের পেশাগত দক্ষতা নয় বরং সহজাত জ্ঞান বুদ্ধি থাকা দরকার। তিনি যদি পুরোপুরি নির্বোধ না হন তাহলে সংবাদের সাধারণ উপাদানগুলো চিহ্নিত করা তাঁর পক্ষে খুব একটা কঠিন কিছু নয়। সংবাদের উপাদানগুলোকে কিভাবে চিহ্নিত করা যায় তা বোঝার জন্য একজন রিপোর্টার নিজেকে নিজেই বারবার প্রশ্ন করবেন, কেন এটা হলো, কেন ওটা হলো কিংবা এটা না হয়ে ওটা হলো কেন। আসলে প্রতিটি রিপোর্টারকে অনুসন্ধিৎসু, সন্দেহপরায়ণ ও বিষয়বোধসম্পন্ন হতে হয়। তিনি সব সময় সংবাদঘটনার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কৌতূহল ও সংশয়ী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখবেন। তার মনে সন্দেহের উদ্রেক না হলে তিনি সহসাই সংবাদের উপাদান খুঁজে পাবেন না। দুর্ঘটনার উদাহরণটির প্রসঙ্গ টেনে বলা যায়, একই সংবাদঘটনায় একাধিক সংবাদ-উপাদান থাকে। আবার এমন কিছু একাধিক উপাদান থাকে যাকে আপাতদৃষ্টিতে সহসাই পৃথক করা যায় না। কিন্তু এই পৃথকীকরণের কাজ তথা সংবাদ-উপাদান চিহ্নিত করার ক্ষমতা অর্জনের জন্য নিজের সংবাদবোধকে উন্নত করতে হবে।

সংবাদমূল্য নিরূপণে শর্তাবলী

সংবাদমূল্য নিরূপণের শর্তাবলি সম্পর্কে একজন রিপোর্টার পরিচিত না হলে তাঁর পক্ষে সংবাদের উপাদান খুঁজে পাওয়া কঠিন এবং স্বভাবতই সংবাদবিবরণী তৈরি করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা আগেই বলেছি, সংবাদ হচ্ছে মানুষের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন সময়োপযোগী বিবরণ বা রিপোর্ট। সংবাদমূল্যতার (Newsworthiness) পেছনে সব সময় মানবস্বার্থ ও আকর্ষণ কাজ করে। কিছু শর্ত আছে যা ওই মানবস্বার্থ ও আকর্ষণকে বিজড়িত করতে না পারলে কোন পাঠকের কাছে তা সংবাদমূল্য হিসেবে পরিগণিত হবে না।

www.pathagar.com

মূলত চারটি মূল শর্ত (factor) সংবাদমূল্য নিরূপণ করে থাকে। সেগুলো হলো ঃ এক. সময়োপযোগিতা (Timeliness), দুই. নৈকট্য (Proximity), তিন. আকার (Size) ও চার. গুরুত্ব (Importance) । এ ছাড়া আরো কিছু শর্ত আছে যা এখানে ধর্তব্য নয়। এখানে উল্লেখ্য, সংবাদমূল্য নিরূপক শর্তাবলীকে অনেক সময় সংবাদের উপাদানের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, সংবাদমূল্য নিরূপক শর্তগুলো সংবাদের এক একটি উপাদন বটে, তবে সব সংবাদ উপাদানই সংবাদমূল্য নিরূপক শর্ত হিসেবে কাজ করে না। যাই হোক, আমরা শর্তগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

সময়োপযোগিতা ঃ একটা কথা আমাদের সব সময় স্মরণে রাখতে হবে যে সংবাদ হচ্ছে পচনশীল দ্রব্য বা বিষয় (Perishable item) । এটা ঠিক মাছের মতোই। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাছ যেমন পচে যায় এবং তার মূল্য কমতে থাকে, সংবাদের ক্ষেত্রেও তাই। সময়মত সংবাদ পরিবেশিত না হলে তার কোন দাম থাকে না।

পাঠকগণ চান তাদের প্রাপ্য সংবাদ চিরনতুন থাকবে। নতুন কিছু পাবার জন্যই সে পত্রিকা কিনে থাকে কিংবা রেডিও শুনে থাকে অথবা টিভি দেখে থাকে। আধুনিক যুগের বিস্ময়কর যোগাযোগ ব্যবস্থার আনুকূল্যে আমরা কোন ঘটনা ঘটার সাথে সাথেই তার সংবাদ পাচ্ছি। সেই সব সংবাদের সময়োপযোগিতাকে আমরা যদি বুঝতে না পারি তাহলে সাংবাদিক হিসেবে আমাদের কোন সাফল্য আসবে না। এখানে উল্লেখ্য, দীর্ঘ সময় পরেও কোন ঘটনার সংবাদ প্রচারিত হতে পারে যদি তাতে সংবাদমূল্য থাকে। তখন হয়তো তাৎক্ষণিক পরিস্থিতিই সময়োপযোগিতাকে নির্ধারণ করবে।

নৈকট্য ঃ নিজের বাড়ির কাছে সংঘটিত কোন ক্ষুদ্র ঘটনাই একজন পাঠকের কাছে কোন দূরের (বা হাজার মাইল ব্যবধানের) সংঘটিত বড় ঘটনার চেয়ে বেশি করে আকৃষ্ট করে। ইরানের ফায়ারিং স্কোয়াডে হাজার হাজার বিরোধীকে মেরে ফেলার ঘটনার চেয়ে আমাদের এখানে কোন হরতাল বা ধর্মঘটের সময় কোন ব্যক্তির নির্মম মৃত্যুর খবরই বেশি করে আকৃষ্ট করে। পাঠকের চাহিদার স্বার্থেই স্থানীয় পত্রিকাগুলো স্থানীয় খবরের ওপরই বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে যে, শুধু বড় ঘটনাগুলো (Major events) ছাড়া মাত্র ১০ শতাংশ লোক আন্তর্জাতিক পর্যায়ের খবরাখবর পড়ে থাকে।

আকার ঃ খুবই ছোট অথবা খুবই বড় জিনিস সবাইকে আকৃষ্ট করে থাকে। কোন ভূমিকম্পে দু'একজনের মৃত্যুর খবর আমাদের আকৃষ্ট করে না। যদি হাজার

www.pathagar.com

হাজার হতাহত হয় স্বাভাবিকভাবে আমরা ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগ্রহী হই। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানতে চাই। কোন ক্ষুদ্রতম মানুষ অথবা দীর্ঘতম মানুষের খবর আমাদের আকৃষ্ট করে। কোন দানহিতৈষীর দানের পরিমাণ জানতে চাই অথবা কোন অতীব দরিদ্র লোকের লটারিতে লক্ষ টাকা পাবার খবরও আমাদের আকৃষ্ট করে। ঢাকা বিমানবন্দরে যুক্তরাষ্ট্রের একখানি বিশাল বিমান এসেছিল তাও আমাদের আকৃষ্ট করেছিল। অর্থাৎ আকাররূপী শর্তটি সংবাদমূল্য নিরূপণে যথেষ্টই সাহায্য করে। একটি খবরে জানা গিয়েছিল যে, যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াইয়ে একটি ক্ষুদ্রতম মাছের নাম প্রায় আট/দশটি অক্ষর নিয়ে গঠিত।

গুরুত্ব ঃ গুরুত্বই যদি না থাকে তবে কোন বিষয় সংক্রান্ত সংবাদবিবরণী প্রকাশ করে কি লাভ আছে ? জনস্বার্থবিহীন কোন সংবাদ পড়ে পাঠক ন্যূনপক্ষে যদি কোন মজাই পেলো না তবে সেই খবর প্রকৃতপক্ষে কোন খবর নয়। সংবাদের পরশপাথরই হচ্ছে আগ্রহ বা উৎসাহ (Interest) । আগ্রহোদ্দীপক উপাদান না থাকলে সেই ঘটনা গুরুত্বহীন বলে বিবেচিত হয়। ভালো পত্রিকাগুলো সেই সংবাদই প্রকাশ করে থাকে যে সংবাদ কোন ঘটনার গুরুত্ব বা তাৎপর্যকে প্রতিফলিত করে পুরোপুরি ষোলআনা।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

খবরের বস্তুনিষ্ঠতা

'সাংবাদিকতা' কথাটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠতার কথাটিও বারবার এসে যায়। সাংবাদিকতার প্রাথমিক যুগে বস্তুনিষ্ঠতার খুব একটা বালাই ছিল না। ব্যক্তির নিন্দা, বিপক্ষের বিষোদ্‌গারই ছিল তখনকার মূল উপজীব্য বিষয়। তারপর সাংবাদিকতার ক্রমবিকাশের ধারায় সৎ সাংবাদিকতার প্রশ্নটিও জোরদার হয়েছে। ঘটনা যেভাবে ঘটেছে সেভাবে বর্ণনা করতে হবে—এ নিয়ে দাবি-দাওয়াও জোরদার হয়েছে। ঘটনার বিশুদ্ধ ভাষাগত রূপ বজায় রাখার ব্যাপারেও অনেকে সোচ্চার হয়েছে। অবশ্য সাংবাদিকতার পণ্ডিতেরাও সংবাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তাই বলেছেন, এ হচ্ছে কোন সংঘটিত ঘটনার অবিকৃত বা সত্যনিষ্ঠ (Factual) বিবরণী। তাদের মতে, যা ঘটেছে তার বিবরণী দিতে হবে নিরপেক্ষভাবে। কেউই পক্ষপাতযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কোন সংবাদ-ঘটনার বিবরণ দেবে না। বিভিন্ন সভা-সমিতি, সেমিনারে সংবাদবোদ্ধারা তাই প্রায়শই বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের সুপারিশ করেন।

খবরের বস্তুনিষ্ঠতা আধুনিক সাংবাদিকতার নীতিমালার একটি অন্যতম ও অত্যাবশ্যক স্তম্ভ। বস্তুনিষ্ঠতা মানে ঘটনা যেভাবে ঘটেছে হুবহু সেভাবেই তার বর্ণনা দেয়া। কিংবা বক্তা যেভাবে বলেছেন সেভাবে লেখাটাই বস্তুনিষ্ঠতা। বস্তুনিষ্ঠতার মানে কোন ব্যক্তিগত পক্ষপাত বা বাইরের প্রভাবমুক্ত কোন সংবাদ। অধিকাংশ সংবাদমাধ্যমই স্বীকার করে যে সংবাদকে অবশ্যই পবিত্র বা পঙ্কিলতামুক্ত বিষয় হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং সেজন্য সকল ধরনের সংবাদ (সেটা যে কোন বিষয়ে হতে পারে) রংয়ের প্রলেপমুক্ত বা অবিকৃত অবস্থায় পরিবেশন করতে হবে। একজন রিপোর্টার রঙিন চশমার ভিতর দিয়ে ঘটনাকে অবলোকন করবেন না। তাঁর দেখা কখনই ভাষার রংয়ে রঞ্জিত হবে না কিংবা ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ও আবছাযুক্ত হবে না। তিনি সৎ পর্যবেক্ষণ ও নিরপেক্ষতার স্বচ্ছ এবং সাদা আলোতে সংবাদের রিপোর্ট করবেন। রিপোর্টার যখন কখনও কোন ঘটনার বিবরণ লিখবেন তখন তি-

www.pathagar.com

বিচারকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লিখবেন। তাঁর লেখায় কখনও তিনি ব্যক্তিগত মতামতকে প্রশ্রয় দেবেন না। কোন পক্ষাবলম্বন করে লিখবেন না।

সমকালীন সাংবাদিকতায় বস্তুনিষ্ঠতাকে সংবাদ আচরণের ক্ষেত্রে একটি অত্যাবশ্যক নীতি বলে গৃহীত হয়েছে। এই গ্রহণযোগ্যতা দেশে-বিদেশে সর্বত্রই স্বীকৃত। আমেরিকান সোসাইটি অব নিউজপেপার এডিটরস ১৯২৩ সালে বস্তুনিষ্ঠতার এই নীতির বৈধতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাদের প্রণীত ও নির্দেশিত নীতিসম্মত সংবাদ-আচরণে বলা হয়েছে সংবাদ কলামে পক্ষপাতিত্বকে অবশ্যই এই পেশার মৌলিক নীতির জন্য ধ্বংসাত্মক বলে বিবেচনা করতে হবে।

বস্তুনিষ্ঠতার গুণাবলি অর্জন করা সোজা কথা নয়। কারণ সাংবাদিক তাঁর পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনেক সময়ই তাঁর অজান্তেই বস্তুনিষ্ঠতার মানদণ্ডকে অতিক্রম করে ফেলেন। প্রকৃতপক্ষে বস্তুনিষ্ঠতা অর্জনের পথটি খুব প্রতিবন্ধক আর সংঘাতে ভরা। একজন রিপোর্টার যন্ত্র নন। আর দশজন মানুষের মতোই তিনি রক্তমাংসে গড়া মানুষ। আর তাই দশটা সাধারণ মানুষের মতো না হলেও দুএকজনের মতো তিনিও তাঁর ব্যক্তিগত ও নিজস্ব মতামত এবং আবেগের প্রভাব থেকে মুক্ত নন কিংবা এগুলোকে তিনি এড়াতে পারেন না মনস্তাত্ত্বিকভাবেই। কারণ তিনি একটি শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেন। তাই সাংবাদিকতার এই সৎ গুণাবলিকে যিনি অর্জন করতে পারেন তিনিই সত্যিকারের সাংবাদিক। বস্তুনিষ্ঠতার গুণ অর্জনের জন্য তাই সাংবাদিককে প্রথমে নিজের বিরুদ্ধেই লড়তে হয়। ইচ্ছাশক্তি দিয়ে নিজের আবেগ ও পক্ষপাতিত্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে জয় করতে পারলে তিনি নিষ্কলুষ রিপোর্টিং করতে সমর্থ হন।

বস্তুনিষ্ঠতা হচ্ছে সাংবাদিকের জন্য একটি গর্বিত লক্ষ্য। একে খুব সহসাই অর্জন করা যায় না। আমেরিকা ইংল্যান্ডের সাংবাদিকরা বস্তুনিষ্ঠতার এই চ্যালেঞ্জকে দারুণভাবে গ্রহণ করেছেন এবং এই চ্যালেঞ্জ ভালোভাবে মোকাবিলা করে তাঁরা সিদ্ধিলাভ করছেন। রিপোর্টিংয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে (যেটা অত্যন্ত দুরূহ) তারা মতামত এসে যাবার প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে বস্তুনিষ্ঠতার মহৎ গুণাবলিকে অক্ষুণ্ন রেখে চলেছেন।

বস্তুনিষ্ঠতার বৈধতা নিয়েও অনেক প্রশ্ন উঠেছে। যারা বস্তুনিষ্ঠতার বিরোধী তাদের মতে বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখতে গিয়ে কোন সংবাদঘটনার সঠিক ও সত্যিকার চিত্র এতে ফুটে ওঠে না। তীব্র জটিলতাপূর্ণ এই জীবনে সাধারণ চোখে দেখা ঘটনাই হয়তো কোন ঘটনার সত্যিকার চিত্র নয়। হয়তো সে ঘটনার পিছনে আরো ঘটনা ঘটেছে। হাতের কাছে পাওয়া কোন খবরের পিছনে হয়তো আরো খবর রয়েছে।

www.pathagar.com

তাই পাঠক কোন ঘটনার সাদামাটা বিবরণীতে সন্তুষ্ট নন। কোন জটিল সংবাদ পরিস্থিতিতে বস্তুনিষ্ঠতার উপাদান বজায় রাখতে গিয়ে রিপোর্টার ঘটনার পুরো চিত্র তুলে ধরতে পারেন না। আবার ঘটনার হুবহু বর্ণনার মধ্য দিয়ে রিপোর্টার তাঁর পাঠককে ঘটনার পুরো বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত করতেও ব্যর্থ হন। একটি সংবাদঘটনার সত্যিকার চেহারাটিকে স্পষ্ট করে তুলতে গিয়ে রিপোর্টারকে বস্তুনিষ্ঠতার নীতিমালার সঙ্গে দারুণভাবে যুঝতে হয়। এই ধরনের রিপোর্টিং করতে গিয়ে বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখতে পারা না-পারার বিষয়টি সাংবাদিকের জন্য একটি কঠিন সমস্যা। যে সংবাদে সত্য-মিথ্যার বেড়াজাল রয়েছে, যে সংবাদে পক্ষ-বিপক্ষ রয়েছে, যে সংবাদে সাধু-শয়তানের সমাবেশ রয়েছে— এরকম ক্ষেত্রে রিপোর্টার তাঁর পারিপার্শ্বিক ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরে সত্যের সঙ্গে মিথ্যার, পক্ষের সঙ্গে বিপক্ষের কিংবা সাধুর সঙ্গে শয়তানের পার্থক্য তুলে ধরবেন। তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে অন্যায়ের সঙ্গে মহত্ত্বের ব্যবধান রচিত হবে। বস্তুনিষ্ঠতার গুণাবলিও বজায় থাকবে।

জটিলতার সঙ্গে যখন বস্তুনিষ্ঠতার সংঘাত বেধে যায় তখন একজন ভালো রিপোর্টার সংবাদঘটনায় বর্ণিত দৃশ্যপটের মধ্যে পাঠককে বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাবলি দেখতে সাহায্য করবেন। জটিল কোন ঘটনা বা ঘটনাবলিকে স্পষ্টতর করার জন্য রিপোর্টার অবশ্যই তাঁর বিবরণীতে সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষাপটের তথ্য যুক্ত করে দেবেন। বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্টিংই কেবল সংবাদসেবীর পেশাগত দায়-দায়িত্ব পূরণ করে এই যুক্তি হলো খোঁড়া যুক্তি। কারণ বস্তুনিষ্ঠতার নামে যদি পাঠক কোন সংবাদঘটনা সম্পর্কে বুঝতেই না পারেন তাহলে সেই বস্তুনিষ্ঠতার কোন মানে নেই। যদিও ঘটনা যেভাবে ঘটেছে সেভাবে রিপোর্ট প্রস্তুত করাই হচ্ছে বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্টিং। তারপরেও একজন ভালো সংবাদসেবী তাঁর সংবাদ রিপোর্টে আনুষঙ্গিক প্রেক্ষিত বা পশ্চাৎপট (Background) প্রায়শই ব্যবহার করবেন। পাশাপাশি তিনি ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষণযোগ্য তথ্যগুলোকে উপস্থাপন করবেন। একটি উপযোগী ও যথাযথ প্রেক্ষিতে যদি ভারসাম্যমূলক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য কোন সংবাদ রিপোর্টে দেয়া না হয় তাহলে বস্তুনিষ্ঠতা শুধু পাঠকের বিভ্রান্তির বোঝাকেই আরো বাড়িয়ে তুলতে পারে। শুধু বস্তুনিষ্ঠতাই কোন রিপোর্টকে সবল করতে পারে না। এ জন্যই রিপোর্টের মধ্যে একটা ভারসাম্যাবস্থা নিয়ে আসতে হয়। এর পরে আরেকটি দিক হচ্ছে, পারলেই ব্যাখ্যা (Interpretation) সংযুক্ত করতে হবে। ভালো রিপোর্টে সবসময়ই ব্যাখ্যাদানের প্রয়োজন রয়েছে।

www.pathagar.com

বস্তুনিষ্ঠতা নিয়ে সাংবাদিকরা যে ক্ষেত্রে সবচেয়ে সমস্যার সম্মুখীন তা হচ্ছে রাজনৈতিক কভারেজ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রটি এত গোলমেলে যে এখানে বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখতে গিয়ে সাংবাদিকের মাথা খারাপ হয়ে যাবার জোগাড় হয়। বিশেষ করে রাজনীতিকদের বক্তৃতা কভারেজ করতে গিয়ে রিপোর্টার প্রায়শই বিভিন্ন তিক্তকর বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন তাঁর অজান্তেই । এ ক্ষেত্রে অবশ্য রিপোর্টারকে আরো সতর্ক হতে হবে এবং আদ্যোপান্ত জেনে ও বুঝে তবেই রিপোর্ট করতে হবে।

কোন রাজনীতিকের যে কোন ধরনের রাজনৈতিক আচরণ বিষয়ে সাংবাদিক লিখতে পারে। তবে রাজনীতিকের ব্যক্তিজীবন নিয়ে লেখা যাবে না। তবে সেই ব্যক্তির জীবনাচরণ যদি সমাজে একটা নাড়া দেয় তবে তা নিয়ে রিপোর্ট করা চলে। যে কোন ঘটনায় জনস্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ার মতো পরিস্থিতি যদি ঘটে তবে তার ওপরও রিপোর্ট হবে মামলার ঝুঁকি থাকলেও কিংবা কোন ব্যক্তির মানহানির সম্ভাবনা থাকলেও। এখানে জনস্বার্থটাই (Public interest) হচ্ছে কোন ঘটনাকে প্রকাশযোগ্যতার মাপকাঠি।

এখানে আরেকটি উদাহরণ টানা যেতে পারে। যেমন দেশের পরমাণু বিজ্ঞানীরা পরমাণু জ্বালানি ও এ সংক্রান্ত আলোচনা করছেন। সেখানে উপস্থিত কোন রিপোর্টার যদি বিজ্ঞানীদের আলোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে পারেন যে দেশ পরমাণু বোমা তৈরি করতে যাচ্ছে অথবা ওইসব বিজ্ঞানী পরমাণু বোমা তৈরির সুপারিশ করছেন কিন্তু সরকারি সূত্র বারবার তা অস্বীকার করে যাচ্ছে বা গোপনীয়তা বজায় রাখছে, সেক্ষেত্রে জনস্বার্থ ও জনকল্যাণ এবং আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা-ভাবনা করেই তিনি তাঁর রিপোর্ট করবেন। তিনি যদি মনে করেন পরমাণু বোমা তৈরি করলে দেশে কখনও একটা বিপর্যয়ের সৃষ্টি হতে পারে তাহলে তিনি অবশ্যই পরমাণু বোমা তৈরির পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করে দেবেন। তিনি যদি কারো চাপের মুখে সত্য প্রকাশে বিরত থাকেন তাহলে ধরে নেয়া হবে ওই রিপোর্টার খবরের বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষা করছেন না।

কোন সত্য ঘটনাকে প্রকাশে নিজের কাছে নিজের এই রুদ্ধ হয়ে যাওয়াটাকে ইংরেজি পরিভাষায় self-sensored বলা যায়। অর্থাৎ নিজের বিরুদ্ধেই নিজে সেন্সর আরোপ করলেন। এই প্রসঙ্গে সাংবাদিকতার আরেকটি পরিভাষার কথা উল্লেখ করতে হয়। তার নাম হচ্ছে গেটকিপিং (Gate-keeping)। গেটকিপিং সম্পর্কে দুচারটা কথা বলে খবরের বস্তুনিষ্ঠতা অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটাবো। গৃহে যেমন দ্বাররক্ষী থাকে এবং তারা অচেনা অজানা লোকের গৃহপ্রবেশের পথ রোধ করে দাঁড়ায়, কিংবা যথাযথ পরিচয় পেলে তাকে গৃহে প্রবেশের অনুমতি দেয়, ঠিক

www.pathagar.com

একইভাবে সংবাদের নির্বিচার প্রবাহ কিংবা অন্য কথায় বলা যায়, খবর অখবরের নির্বিচার প্রকাশকে রোধ করার জন্যই এই গেটকিপিং। এই গেটকিপিং যেমন মালিকের কিংবা সরকারের থেকেও হয়, তেমনি রিপোর্টারের নিজের পক্ষ থেকেও হয়। অবশ্য গেটকিপিং বিভিন্ন পর্যায়ে হতে পারে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে যুগ যুগ ধরে কথাবার্তা চলছে। কারণ স্বাধীনতার নামে অনেক স্বেচ্ছাচারিতা হয়। এই স্বেচ্ছাচারিতা কাম্য নয়। এমনিতেই গণমাধ্যমসমূহ নিয়ে একটি অতিরঞ্জন ধারণা আছে যে এর মাধ্যমে প্রচারিত বা প্রকাশিত সব কিছুই সত্য বা একে মানতে হবে।

সংবাদপত্রের মাধ্যমে সাংবাদিকগণ একটা সীমানা পর্যন্ত যেতে পারেন। তার চেয়ে বেশি নয়। কিন্তু দেখা গেছে সাংবাদিকরা তাঁর লেখার পরিসীমাকে মাঝে মাঝেই ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। বিশেষ করে আমাদের দেশে। কারণ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সঙ্গে নৈতিকতার যে সম্পর্ক আছে তা আমরা প্রায়শই মানতে চাই না।

১৭৮০ সালে জেমস অগাস্টাস হিকি এ উপমহাদেশে সাংবাদিকতার সূচনা করার পর ভারতবাসী ব্রিটিশ নাগরিক ও কর্মকর্তাদের নিয়ে কদর্যতা ও অশালীনতাই ছিল তখনকার সংবাদপত্রের উপজীব্য বিষয়। তারপর উনিশ শতকের প্রথমদিকে সমাজ সংস্কারের প্রশ্নে বিভিন্ন সংবাদপত্র একে অপরকে গালিগালাজেই সোচ্চার ছিল। অর্থাৎ গেটকিপিংয়ের কোন বালাই ছিল না। ব্যক্তিগত রেষারেষি, সমাজ সংস্কারের প্রশ্নে বিভিন্ন কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির কারণেই ১৮৩০-এর দশকের দিকে বেশ কিছু সংবাদপত্র আইনের সৃষ্টি হয়। এইসব আইনের উদ্দেশ্য কিছু কিছু দমনমূলক হলেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে সমুন্নত করাও একটা উদ্দেশ্য ছিল। এইসব আইনের মাধ্যমে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ হলেও বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখার ব্যাপারটি অনেকখানি নিশ্চিত হয়েছিল। তবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সীমারেখা নিয়ে কোন সুস্পষ্ট ভিত্তি এখনও তৈরি হয়নি। এ নিয়ে এখনও যথেষ্ট বিতর্ক আছে।

গেটকিপিং যে শুধু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেই করা হয়, তা নয়। রিপোর্টার নিজেও নিজেকে গেটকিপিং করেন। কোন ঘটনাস্থল থেকে তথ্য সংগ্রহের পরে কোন রিপোর্টার তাঁর রিপোর্ট লেখার সময়ের মধ্যে তাঁর সম্ভাব্য লেখালেখির অনেকখানিই হয়তো হারিয়ে ফেলেন। কিংবা যে চিন্তাধারা নিয়ে তিনি লিখতে চান লেখার সময় হয়তো দেখা যায় তা হয়তো সঠিকভাবে ফুটে ওঠে না। স্বাভাবিকভাবেই তাই রিপোর্টের বস্তুনিষ্ঠতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

সংবাদের মানবিক আবেদন

প্রতিদিন সংবাদপত্রের পাতায় এমন কিছু কিছু ঘটনার বিবরণী প্রকাশিত হয় যেগুলো আপাতদৃষ্টিতে সংবাদ বলে বিবেচিত নাও হতে পারে। অর্থাৎ সংবাদের জন্য অত্যাবশ্যক কিছু কিছু উপাদান যেমন, নৈকট্য, নামযশ, সংঘাত, দ্বন্দ্ব, পরিণাম, বিপর্যয়, দুর্যোগ বা অভিনবত্ব প্রভৃতির মাপকাঠিতে সংবাদ বলে বিবেচিত নয়। কিন্তু তার পরেও সেগুলো সংবাদ। কারণ সেইসব খবর মানুষের আবেদনকে বা তার বোধ বা চেতনাকে নাড়া দেয়। আর মানবিক আবেদনের উপাদানসমৃদ্ধ এই সংবাদকে মানবিক আবেদন সংবাদগল্প বা ফিচার সংবাদগল্প বলা হয়। এ ধরনের সংবাদগল্প মূলত ফিচারধর্মীই হয়, এ জন্যে একে ফিচার সংবাদও বলা যায়।

এই ধরনের সংবাদ যে সংবাদপত্রের জন্য খুবই প্রয়োজন তা নয়। তবে সংবাদপত্রের পাতাকে একটু ব্যতিক্রমী করার জন্য, তাতে প্রাণসঞ্চারের জন্য কিংবা পাতায় বৈচিত্র আনার জন্য সম্পাদকরা এ ধরনের সংবাদ পত্রিকার পাতায় ঠাঁই দিয়ে থাকেন।

মানবিক আবেদননিষ্ঠ সংবাদগল্প পাঠক বা শ্রোতাকে ওই রিপোর্টের সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ দেয়। এমন কিছু কিছু কঠিন সংবাদ বা হার্ড নিউজ আছে যেখানে সাধারণত মানবিক আবেদননিষ্ঠ কোন উপাদান থাকে না। কিন্তু হার্ড নিউজে এই উপাদানটি যদি থাকে তবে সেই হার্ড নিউজ খুবই পাঠোপযোগী হয়। এমন কিছু বিষয়ের রিপোর্ট যেমন বাজেট বা অর্থনীতি প্রভৃতি পড়ার জন্য পাঠক সাধারণত উদগ্রীব হয় না। কিন্তু তার মধ্যে যদি কোন মানবিক আবেদননিষ্ঠ উপাদান থাকে তবে তা পাঠকের মনে রসের সঞ্চার করে। এমন যদি হয়, বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী ওয়াসার পানি সরবরাহের ওপর ট্যাক্স বসানোর কথা বলার সময় দুইবার পানি পান করেন এবং সেই পানি পান করার সময় দেখা গেলো তাতে কোন ময়লা আছে, তবে বিষয়টি নিয়ে একটু ব্যতিক্রমী একটা সংবাদ হতে পারে। তাই বলা যায়, এ ধরনের সংবাদ কোন সংবাদভোক্তাকে ওই সংবাদের সঙ্গে

www.pathagar.com

তার ব্যক্তিগত সংস্পর্শের একটা বোধ বা চেতনা এনে দেয়। একবার একটা ঘটনা শোনা গেলো যে সাপের কামড়ে একজন হৃদরোগীর রোগ সেরে গেছে, আবার অন্য একটি খবরে শোনা গেলো বজ্রপাতের শব্দে একজন অন্ধের দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে। এ ধরনের দুটি খবরের মধ্য দিয়ে কোন হৃদরোগী পাঠক অথবা অন্ধ সংবাদশ্রোতা খুবই আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়বেন এবং নিজেদের ওই সব ঘটনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে একাত্মবোধ করবেন। মানবিক আবেদননিষ্ঠ খবরের উদ্দেশ্য তথ্যদান নয়। কিংবা এতে করে একজন পাঠক বা শ্রোতার বুদ্ধিবৃত্তিক অভিজ্ঞতাও বাড়ে না। বরং এখানে মানুষের আবেগ ধরে নাড়া দেয়াটাই মুখ্য কাজ। যখন কোন মানবিক আবেদননিষ্ঠ সংবাদগল্প একজন পাঠককে বিহ্বল করে বা আমোদিত করে, উত্তেজিত করে কিংবা চিন্তান্বিত করে তোলে, কিংবা তার সহানুভূতি বা সহমর্মিতাকে জাগ্রত করে অথবা তার যৌনক্ষুধাকে বাড়িয়ে দেয় অথবা তাকে দুঃখভারাক্রান্ত করে তোলে বা ক্রুদ্ধ করে তোলে অথবা যেকোনভাবে তাকে উদ্দীপ্ত করে বা তার আগ্রহ বা মনোযোগের প্রতি আবেদন সৃষ্টি করে, তাহলে তার মধ্য দিয়ে সে গল্পটির বাইরের একজন পর্যবেক্ষকের বদলে তার একজন সক্রিয় অংশীদারে পরিণত হয়। একজন অন্ধ আরেকজন অন্ধকে রাস্তা পারাপারে সাহায্য করছে, বাঁশের খোড়লে রাখা একজন গরিব মানুষের সারাজীবনের সঞ্চয় খোয়া যাওয়া, বয়সের আকাশপাতাল ব্যবধানে বিয়ে, উচ্চতায় আকাশপাতাল তফাতের নরনারীর বিয়ে, প্রভুভক্ত কুকুরের কাহিনী, জালে বিশালাকৃতির মাছ ধরা পড়া, সাতপুরুষের গুপ্তধন পাওয়া, প্রকৃতির আজব খেয়াল এ সব কিছুতেই সংবাদের সত্যিকারের এবং প্রধান উপাদানগুলো নেই। তবে এর মধ্যে আছে শুধু আবেগ এবং এইসব খবরের উপাদান হচ্ছে দুর্যোগ, অগ্রগতি, সংঘাত, অভিনবত্ব প্রভৃতির সংমিশ্রণ। যদি কোন খোঁড়া লোক পুলিশের নজর ও ধাওয়াকে উপেক্ষা করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় তবে তা সংবাদমূল্যের মাপকাঠিতে মাপযোগ্য শুধু তার অভিনবত্বের কারণে। এ রকম ঘটনা যদি ঘটে তবে একজন রিপোর্টার সেই ঘটনা নিয়ে আদ্যোপান্ত একখানা অনুসন্ধান চালাতে পারেন। কি করে সেই কয়েদি তার পাখানা হারিয়েছিল। সে কি করে এত জোরে দৌড়ানোর কৌশল শিখলো। এমন হতে পারে সে তার স্কুলজীবনে দূরপাল্লার দৌড়বিদ ছিল কিংবা এমনও হতে পারে ঐ কয়েদি স্থানীয় কোন ব্যক্তিত্ব ফলে পুলিশ আদৌ তাকে ধরতে চায়নি। এসব ঘটনাই কিন্তু মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ এবং একজন রিপোর্টার এসব ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে পারেন।

এ ধরনের রিপোর্টিংয়ে একজন রিপোর্টার যে ধরনের উপাদান খুঁজে থাকেন সেগুলো সাধারণত কলামলেখকরাই তাদের রচনায় পরিবেশন করে থাকেন। এই

www.pathagar.com

উপাদানগুলো হচ্ছে আবেগ, জীবনবৃত্তান্ত, নাটকীয় ঘটনাসমূহ, বর্ণনা বা বিবরণী, উদ্দেশ্য আকাঙ্ক্ষা এবং জনগণের পছন্দ-অপছন্দ প্রভৃতি। এগুলো প্রকৃতপক্ষে কোন ঘটনা নয় বরং এগুলো কোন ঘটনার পটভূমি। এসব ঘটনা সাধারণত সংবাদ হওয়ার মতো যোগ্য নয়। কিন্তু প্রতিটি ঘটনাই তার পরিস্থিতিগত তাৎপর্যের কারণে সংবাদ হবার যোগ্য। অসম বিয়ে বা যৌনতা মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ সংবাদের একটি উপাদান। আমরা এখানে দুটো উদাহরণ দেবো। তার একটির পরিস্থিতিগত প্রেক্ষাপট (Situational context) এবং অপরটির ক্ষেত্রে একজন নামী ব্যক্তির নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

বহুদিন আগে আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকায় একটি ঘটনার খবর বেরিয়েছিল। তবে একটি পত্রিকায় ওই ঘটনার শিরোনাম হয়েছিল 'কপালের নাম গোপাল'। 'কপালের নাম গোপাল' এই বাক্‌বিধিটি গ্রামাঞ্চলে পরিচিত। কিন্তু কাকতালীয়ভাবে সুনির্দিষ্ট সংবাদঘটনাটির নায়কের নামও ছিল গোপাল এবং তার কপাল খুলে যাওয়ার বিষয়েই ওই সংবাদটি ছাপা হয়েছিল। ঘটনাটি এ রকম ঃ সাবেক পশ্চিম জার্মানির একজন মহিলা পর্যটক ভারতে পর্যটনে এসেছিলেন। তিনি বেশ কয়েকদিন ভারতের রাজস্থান রাজ্যের রাজধানী জয়পুরে অবস্থান করেন। ওই অঞ্চলে তাঁর ভ্রমণের গাইড ছিল গোপাল নামে একজন রিকশাওয়ালা। সুদর্শন রিকশাওয়ালা গোপালের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে ওই জার্মান পর্যটক মহিলা গোপালের প্রেমে পড়ে যান এবং এক সময় তাকে বিয়ে করে জার্মানিতে নিয়ে যান। গরিব রিকশাওয়ালা গোপালের ভাগ্যের এই পরিবর্তনকে তাই 'কপালের নাম গোপাল' শিরোনাম দিয়ে সুন্দর রসযোগ্য সংবাদগল্প ছাপা হয়েছিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ইয়াসির আরাফাতকে নিয়ে। ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা (পিএলও)-র চেয়ারম্যান ইয়াসির আরাফাত দীর্ঘদিন পর্যন্তও তাঁর কৌমার্য ভাঙ্গেন নি। কিন্তু '৯২ সালের ফেব্রুয়ারির ৫ তারিখে জানা গেল ৬৩ বছর বয়সে আরাফাত তাঁর কুমার জীবনের অবসান ঘটিয়েছেন। বিয়ে করেছেন তাঁর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এবং তাঁর চেয়ে ৩৫ বছর বয়সে কম সোহা তাবিউলকে।

একানব্বই সালের অক্টোবরে জাপানে 'মিয়াজাওয়া' নামের এক অষ্টাদশী তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। এই মিয়াজাওয়ার পুরো নাম রাই মিয়াজাওয়া। তবে তিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী কিচি মিয়াজাওয়ার কোন আত্মীয় ছিলেন না। টিভি শিল্পী রাই মিয়াজাওয়ার একটি পুরো নগ্ন ছবির বিজ্ঞাপন জাপানের দুটো দৈনিক পত্রিকায় ছাপা হয় এবং জানানো হয় যে টিন এজারদের এই সুইটহার্টের ছবির এলবাম বের হবে। পরে সেই এলবাম বের হয় এবং প্রথম সংস্করণের ১৩ লাখ কপিই বিক্রি হয়ে

www.pathagar.com

যায়। রক্ষণশীল জাপানি সমাজে একজন নামী ও দর্শক-সমাদৃত টিভি শিল্পীর নগ্ন ছবির বই সেখানে ব্যাপক আলোড়ন তুলেছিল। অনেকেই এর বিরোধিতা করলেও অপেক্ষাকৃত তরুণেরা বিষয়টিকে উপভোগ করেছে প্রচুর।

মানবিক আবেদনধর্মী সংবাদগল্পের উপকারিতা

মানবিক আবেদনসম্পন্ন সংবাদগল্পের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষের আবেগকে স্পর্শ করা। যদিও এই ধরনের গল্পের সংবাদমূল্য অনেক কম তবে অর্থকরী দিক খুবই স্পষ্ট। এ শতাব্দীর গোড়া থেকেই পত্রপত্রিকার সম্পাদকগণ তাঁদের কাগজে এ ধরনের সংবাদকাহিনীকে সমাদরে স্থান করে দেন। কারণ এ ধরনের সংবাদের ভালো পাঠকশ্রেণী আছে। ফলে জনপ্রিয়তার কারণে পত্রিকার কাটতি বাড়লে একে উপেক্ষা করা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর। আগেই বলেছি, এ ধরনের সংবাদগল্প কল্পকাহিনীর আকারেই গড়ে ওঠে। কল্পকাহিনীসমৃদ্ধ সাময়িকীসমূহের বিপুল পাঠক-পাঠিকা গড়ে ওঠায় দৈনিক পত্রিকাগুলোও এ ধরনের এক-আধটি করে সংবাদ গল্প ছেপে থাকে। সম্পাদকগণ বুঝতে পারেন যে, মানব আবেদনধর্মী পাঠকের সংখ্যা বাড়লে তাদের দৃষ্টি পত্রপত্রিকার বিজ্ঞাপনগুলোর দিকেও পড়বে।

এ ধরনের সংবাদগল্পের সাহিত্যমূল্যও রয়েছে। এ ধরনের সংবাদগল্প হয় সাধারণত ফিচারধর্মী। ফলে সংবাদের ফরমুলায় এসব লেখার প্রয়োজন নেই। ফিচার আকারে লিখতে গিয়ে লেখক যে রচনাশৈলীর আশ্রয় নেন তা কমবেশি সাহিত্যরচনার রূপ নেয়। প্রকৃতপক্ষে সংবাদপত্রে মানবিক আবেদনমূলক উপকরণ সংযোজনের ফলে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের সাহিত্যশৈলী ও বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় একটা বৈচিত্র এসেছে।

মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ সংবাদকাহিনীর ব্যাপক চিত্তবিনোদনমূলক ভূমিকাও আছে। এই ধরনের কিছু কিছু সংবাদকাহিনীর মধ্য দিয়ে পাঠক স্রেফ আনন্দ উপভোগ করেন, আর কিছু নয়। পাঠকদের বিনোদন দানের যে মূল্য রয়েছে সম্পাদকগণ সেটিও উপলব্ধি করতে পেরেছেন। অনেক সময় হালকা বিনোদনের মধ্য দিয়ে সম্পাদকগণ সমাজে বিভিন্ন ভুলত্রুটি কিংবা ব্যক্তির অধঃপতনকে খোঁচা মেরে থাকেন। তবে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে এই ধরনের সংবাদকাহিনীতে বর্ণিত চিত্তবিনোদনের রস যেমন হাস্যরসাত্মক হতে পারে আবার তা করুণ রসাত্মকও হতে পারে।

আরেকটি বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। মানুষের অবদমিত মনের ক্লেদাক্ততাকেও এইসব কাহিনীর মধ্য দিয়ে দূরীভূত করা যায়। অর্থাৎ এ ধরনের সংবাদকাহিনীর

www.pathagar.com

মধ্য দিয়ে মানুষের মনে 'আবেগ বিমোচন' (Cathersis effect) প্রক্রিয়া কাজ করে।

শুধু মানুষ নিয়েই মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ সংবাদকাহিনী গড়ে ওঠে না, জীবজন্তু নিয়েও এ ধরনের সংবাদকাহিনী গড়ে উঠতে পারে। গৃহপালিত তো বটেই, বন্য জীবজন্তুর প্রতিও মানুষের অপরিসীম ভালোবাসা ও দরদ রয়েছে। হিংস্র জীবজন্তুও অনেক সময় মানুষের সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণ করে। একবার শোনা গিয়েছিল, এক হাঙ্গর একটি শিশুকে মুখে করে ধরে সমুদ্রের তীরে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। চিড়িয়াখানার বানর থেকে শুরু করে অনেক প্রাণীই মানুষকে, বিশেষ করে শিশুদের আনন্দ জুগিয়ে থাকে। সেই পশুপাখি মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ খবর হবার উপাদান হতে পারে। ১৯৮৮ সালের বন্যার সময় মিরপুর চিড়িয়াখানা থেকে একটি জলহস্তী নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। অনেক খোঁজাখুঁজি করে তাকে পরে তুরাগ নদীতে পাওয়া যায়। ওই জলহস্তীটির নিখোঁজ হওয়া এবং তাকে ফিরে পাওয়া নিয়ে খবর হয়েছিল। জলহস্তীটিকে খুঁজে পাওয়া গেলো কিনা তা নিয়ে পাঠকের কৌতূহলের শেষ ছিল না। একবার শোনা গেলো, কোন এক বিদেশী রাষ্ট্রের এক মহিলা তার গৃহপালিত অজগর সাপকে খাবার দেয়ার সময় অজগরটি ওই মহিলার পুরো হাত গিলে ফেলেছিল। যাই হোক, তার চিৎকারে অনেকে এগিয়ে আসে এবং সাপটির কবল থেকে মহিলাটিকে উদ্ধার করে। সাধারণত অজগর সাপ বিষে তার শিকারকে মারে না। মারে শিকারের গলায় প্যাচ লাগিয়ে তাকে শ্বাসরোধ করে। সাপটি সেভাবেই মহিলাটিকে মেরে ফেলতে পারতো। সে ঘটনা অবশ্য ঘটেনি। তার পরেও সেই মহিলা সাপটিকে মারতে দেননি। মহিলাটিও অজগরের দংশনে মারা যাননি।

মানুষ তার মা-বাবাকে ভালোবাসে, প্রেমিক প্রেমিকাকে ভালোবাসে অথবা প্রেমিকা প্রেমিককে । ওই পর্যায়ের ভালোবাসার পর মানুষের ভালোবাসার বড় উপাদান হলো শিশুরা। শিশুরাই প্রকৃতপক্ষের মানুষের সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা ও সহানুভূতি টানে। ওদের আনন্দ, কান্না, কথাবার্তা, চলাফেরা সবকিছুতেই আমরা আনন্দ পাই। আর এই শিশুদের পরেই মানুষের ভালোবাসার স্থানটি জুড়ে আছে পশুপাখিরা। মানুষ তার মানবীয় প্রকৃতির সীমারেখা শুধু মানুষেই নয় পশুপাখির মধ্যেও ছড়িয়ে দেয়। মৌমাছির মতো ছোট্ট প্রাণী থেকে শুরু করে হাতির মতো বৃহদাকার প্রাণীর অনেকেই আমাদের আনন্দ দেয়, উত্তেজিত করে। বিশেষ করে যেসব পশুপাখি মানুষের মতো প্রায় অঙ্গভঙ্গি করে কিংবা মানুষের কণ্ঠস্বরের মতো শব্দ করে, তাদের প্রতি মানুষের ভালোবাসাটা বেশি হয়। কুকুর তো প্রভুভক্ত প্রাণী, এটা আমরা জানি। কিন্তু কুকুর এতো বুদ্ধিমান প্রাণী যে, সব দেশের গোয়েন্দা

www.pathagar.com

বিভাগেই আজকাল কুকুর নিয়োগ করা হচ্ছে। এমন যদি কোন ঘটনা ঘটে, কোন দুষ্কৃতকারীর অবস্থান জানানোর পর কোন গোয়েন্দাকুকুর অথবা গৃহপালিত কোন কুকুর প্রাণ দেয়, তবে তা নিয়ে করুণরসাত্মক অথচ সুন্দর একখানি মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ সংবাদকাহিনী রচিত হতে পারে।

মানবিক আবেদনকাহিনীর বিভিন্ন সূত্র

মানবিক আবেদনকাহিনীর বিভিন্ন সূত্র রয়েছে। ইতোমধ্যেই এ ধরনের কাহিনীর সূত্রসমূহের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। তবে এখানে আমরা এ বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু উল্লেখ করবো।

মানবিক আবেদনের সংবাদকাহিনীর সাধারণ উৎসের মধ্যে রয়েছে পুলিশ স্টেশন বা থানা, দমকল স্টেশন, আদালত, কারাগার এবং সংবাদকণার প্রেরকগণ। বিভিন্ন ঘটনা, দুর্ঘটনার সঙ্গে থানা ও দমকল কেন্দ্র সরাসরি সংশ্লিষ্ট। এছাড়া আদালত, কারাগার প্রভৃতিও মানবিক আবেদননিষ্ঠ খবরের উপাদান সরবরাহ করে থাকে। অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে বহুতল ভবন থেকে একটি বাচ্চা শিশু কিভাবে অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পেলো তার সঙ্গে হয়তো পুলিশ বা দমকল বিভাগের কর্মীদের ভূমিকা থাকতে পারে। অথবা মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তা কোন মহিলার দুগ্ধপোষ্য শিশুকেও কনডেমড সেলে অবস্থানের কাহিনী আমাদের চমকে দিতে পারে। আদালতে হয়তো কোন কোন শিশু কিংবা বোবা লোকের জবানবন্দীর ওপর একটি মামলার ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে যেতে পারে।

আমরা প্রাণীদের কথা বলেছি। চিড়িয়াখানার পশুপাখি আমাদের আমোদিত করে। কিছু কিছু প্রাণী আছে যা কোন কোন ভৌগোলিক এলাকার মানুষের কাছে বিরল। তাদের আচার-ব্যবহার আমাদের কাছে নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা মনে হতে পারে। অ্যাকুয়ারিয়ামে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ আমাদের মাঝে ঔৎসুক্য সৃষ্টি করতে পারে। সার্কাস পার্টির বিভিন্ন প্রাণী আমাদের আনন্দ দেয়। এমনকি যাদুঘরে রক্ষিত মৃত পশুপাখিও আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে পারে, কৌতূহলের সৃষ্টি করতে পারে।

হাস্যরস বা কৌতুকের উপাদান হচ্ছে মানব আবেদনমূলক কাহিনীর প্রাণ। এইসব উপাদান পাওয়া যায় সাধারণত কোন বক্তার বক্তৃতা কিংবা সাক্ষাৎকার থেকে অথবা কোন সম্মেলন বা অধিবেশন থেকে। ক্রীড়াক্ষেত্রেও প্রচুর হাস্যরসের খোরাক জোটে। জাতীয় সংসদেও হাস্যরস বা কৌতুকের প্রচুর উপাদান পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

অভিযানমূলক বিষয়গুলো থেকেও মানব আবেদনের উপাদান মেলে। এই ধরনের উপাদানের ক্ষেত্র হচ্ছে বিমানবন্দর, জাহাজ, জীবনরক্ষাকারী বিভিন্ন কেন্দ্র, খনি এলাকা বা পর্যটন ক্লাবসমূহ। তেল ফুরিয়ে যাবার পর অথবা চাকা না খোলার পরও কি করে একটি যাত্রীবাহী বিমান নিরাপদে অবতরণ করেছে তা জানতে সবাই উদগ্রীব থাকে। কিছু কিছু স্বেচ্ছাসেবী বা সরকারি প্রতিষ্ঠান আছে যারা বিভিন্ন দুর্যোগে উদ্ধারকাজ চালিয়ে থাকেন। কি করে নলের সাহায্যে খাবার ও অক্সিজেন সরবরাহ করে খনি দুর্ঘটনায় ভূগর্ভে আটকেপড়া খনি-শ্রমিকদের বাঁচিয়ে রেখে তাদের উদ্ধার করা হলো তা নিয়ে শিহরণ জাগানো রিপোর্ট করা যায়।

শিশুরা হচ্ছে এ ধরনের সংবাদকাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিশুদের নিয়ে এ ধরনের সংবাদকাহিনীর উৎস তাদের পরিবার ছাড়াও তাদের স্কুল, খেলার মাঠ, পরিত্যক্ত শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্র, এতিমখানা কিংবা নিখোঁজ শিশুদের অনুসন্ধান বিষয়ক কেন্দ্র এ ধরনের খবরের উৎস। শিশুরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন চমকপ্রদ এবং অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটিয়ে আমাদের নির্মল আনন্দ দেয়। আবার সেই শিশুই মর্মান্তিক কোন দুর্ঘটনা বা মৃত্যুর ঘটনা ঘটিয়ে আমাদের ব্যথিত করে।

দুঃখ-বেদনা বা করুণরস মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ কাহিনীর একটি উপাদান। সেই করুণরসের উপাদান রাস্তাঘাটেই মিলে যেতে পারে। একবার শোনা গিয়েছিল, মেধাবী এক কিশোর স্কাউট জাম্বুরিতে গিয়ে পুকুরে ডুবে মারা গিয়েছিল। আবার আরেক মেধাবী ছাত্র ও সদ্যকিশোর শরীরে ভিন্ন গ্রুপের রক্ত সঞ্চালনে মারা গিয়েছিল। এসব কিছু মিলিয়ে বলা যায়, করুণরসের উপাদানের সন্ধান মেলে হাসপাতালে অথবা মর্গে কিংবা কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অথবা সেটেলমেন্ট হাউসে। কোন শিশুকে টাকার বিনিময়ে দত্তক নেয়া কিংবা কোন শিশুকে দত্তক দিয়ে বড় হবার পর তার পিতৃত্ব বা মাতৃত্বের অধিকার দাবি। গর্ভে ভ্রূণ ভাড়া নিয়ে পরে সেই সন্তানের মায়ের অধিকার দাবি কিংবা হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে সন্তান বদবদল এসবই করুণরসাত্মক মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ সংবাদকাহিনীর এক একটি উপাদান।

কিছু কিছু বিষয় আছে যা বৈচিত্র্য ও ব্যতিক্রমধর্মী। বিষমতাসম্পন্ন (oddity) ওইসব ঘটনার উৎস হচ্ছে বিভিন্ন মিউজিয়াম, থিয়েটার, ধর্মীয় সমাজ, বিভিন্ন শখের প্রদর্শনী কেন্দ্র, আবিষ্কারকদের সমাবেশকেন্দ্র প্রভৃতি। এ সমস্ত কেন্দ্রে এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটে যা স্বাভাবিক ও চলমান জীবনের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। বেশ কিছুদিন আগে চাকায় ব্রিটিশ যুগের বিভিন্ন মডেলের বাহারি সব গাড়ির প্রদর্শনী হয়েছিল।

www.pathagar.com

মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ সংবাদের গঠনকাঠামো

এ ধরনের সংবাদকাহিনী ফিচার বা বর্ণনাধর্মী হওয়াতে এ ধরনের কাহিনী লিখতে গিয়ে বিশুদ্ধ সংবাদকাহিনী লেখার প্রচলিত ফরমুলা অনুসরণের বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে সনাতন নিয়মের শৃঙ্খলামুক্ত থাকায় রিপোর্টার মনের মাধুরি মিশিয়ে তার কাহিনী লিখতে পারেন এবং তাঁর সে লেখাটি পাতাজুড়ে বিশুদ্ধ সংবাদকাহিনীর মাঝে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে থাকে।

সরল ঘটনানুক্রমিক বর্ণনার ধাঁচে মানবিক আবেদননিষ্ঠ কাহিনী গড়ে ওঠে। সাংবাদিকতার নবীন প্রশিক্ষার্থী তাই কল্পনাতেই ধরে নিতে পারেন এ ধরনের কাহিনীর কাঠামো উল্টো পিরামিড নয় বরং পিরামিড আকারেই গড়ে ওঠে। পিরামিডের শীর্ষদেশে কাহিনীর শুরু হয়ে সুপরিসর ভিত্তিমূলে গিয়ে তার সমাপ্তি ঘটে। সঙ্গত কারণেই সেই শীর্ষমূলে ঘটনার সব কথা বলে দেয়ার প্রয়োজন নেই। দুটো একটা লাইন এমনকি দুএকটা শব্দ দিয়েই তার সূচনা হতে পারে। অর্থাৎ ষড় 'ক'-এর সবই এতে স্থান না পেলেও চলে।

তবে মানবিক আবেদনের কাহিনীর জন্য সময়োপযোগিতা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মূলত এ ধরনের সংবাদমূল্য প্রায় নেই বললেই চলে তবে এর সময়মূল্য অবশ্যই দিতে হবে। এ ধরনের সংবাদকাহিনী মূলত কোন প্রধান কাহিনীর সহায়ক কাহিনী। ইংরেজিতে একে Sidebar বা Secondary story বলা যায়। তাই ওই প্রধান ঘটনার সাথে সাথেই এ ধরনের কাহিনী তুলে আনতে হবে। দেরি হয়ে গেলে সময়ের প্রেক্ষিতে এ কাহিনী বাসি হয়ে যাবে।

ফিচার বা আখ্যানধর্মী হওয়ায় এ ধরনের কাহিনীর প্রথমদিকে একটা চমক বা রহস্যের ইঙ্গিত থাকে। ছোটগল্পের লেখক বা রহস্যগল্পের লেখকরা ক্লাইমেক্সটাকে জিইয়ে রেখে শেষের দিকে তার একটা পরিসমাপ্তি টানেন, এখানেও তাই করতে হয়। তবে ছোটগল্পে লেখক যেমন কিছু কিছু প্রশ্ন রেখে যান বা অতৃপ্তি রেখে যান এ ক্ষেত্রে তা না করাই বোধহয় ভালো। কারণ, সংবাদপত্রের পাঠকরা সব প্রশ্নের জবাব চান। এই ধরনের সংবাদকাহিনীতে প্রধান চরিত্রগুলোর উপস্থাপনা থাকে এবং জটিলতা ও রহস্যের মধ্য দিয়েই অনেক সময়ই ছোটগল্পের কায়দায় এ ধরনের কাহিনীর আকস্মিক ও বিস্ময়কর পরিসমাপ্তি ঘটে।

এ ধরনের কাহিনীর জন্য কোন রিপোর্টারকে সুনির্দিষ্টভাবে বলে দেয়া হয় না। বড় কোন সংবাদঘটনা কভার করতে গিয়ে এ ধরনের সংবাদচিত্র খুঁজে পান রিপোর্টার। এটা যদি পেয়েই যান তাহলে সেটা তাঁর জন্য একটা বোনাস হিসেবেই

www.pathagar.com

আবির্ভূত হয়। তবে একজন রিপোর্টারের মনে বাড়তি কিছু কৌতূহলের সৃষ্টি না হলে তাঁর পক্ষে এ ধরনের সংবাদকাহিনী তৈরি করা সম্ভব নয়। একটা মূল সংবাদঘটনা কভার করতে গিয়ে তিনি যদি মনে মনে ভাবেন, সংবাদঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের এই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে হয়তো একটি মানবিক আবেদনকাহিনী তিনি তৈরি করতে পারবেন। এ ছাড়া ঘটনা সম্পর্কে তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ তো থাকবেই। মাঝে মাঝে এমনও হতে পারে আবেগসঞ্জাত ঘটনাবলীর প্রাধান্যের কারণেই তাঁকে আশ্রয় করেই বড় ধরনের একখানি সংবাদকাহিনী গড়ে উঠতে পারে।

এই ধরনের কাহিনী শুধু তাঁর দৃশ্যমান স্বাভাবিক উপাদানের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে না। অনেক সময় কোন তুচ্ছ ঘটনা বা কথাবার্তায় যদি রিপোর্টার সংবাদমূল্যকে খুঁজে পান তাহলেও এ ধরনের কাহিনী গড়ে উঠতে পারে। সংবাদঘটনা বা পরিস্থিতিতে সাংবাদিক মানব আবেদন খুঁজে না পেলে তিনি এ ধরনের কাহিনী লিখতে পারবেন না। প্রতিপার্শ্ব সম্পর্কে একজন সজাগ রিপোর্টারই যে কোন কিছুতেই ফিচার বা মানব আবেদনধর্মী কাহিনীর মাল-মসলা খুঁজে বের করতে পারেন এবং তাঁর পরিবেশনার মুন্সিয়ানায় তথা সাবলীল ঘটনাক্রমিক বর্ণনার মধ্য দিয়ে একটি মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ কাহিনীর কাঠামো গড়ে ওঠে।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

সাক্ষাৎকার

রিপোর্টার যদি আগ বাড়িয়ে গিয়ে কোন খোঁজ-খবর না নেয়, প্রশ্ন জিজ্ঞেস না করে, তাহলে সংবাদপত্র হয়ে যায় আয়োজিত ঘটনা, আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠান এবং সংবাদ বিজ্ঞপ্তির রেকর্ড। আর তাই সাক্ষাৎকার হচ্ছে সংবাদপত্রকে একটু ব্যতিক্রমী ঢংয়ে উপস্থাপিত করার হাতিয়ার। আধুনিক সাংবাদিকতায় সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে একটি প্রধান হাতিয়ার হিসেবে সাক্ষাৎকার আজ বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত।

এমিল লুডউইগ বলেছেন, সব ধরনের সাংবাদিকতার মধ্যে সাক্ষাৎকার হচ্ছে সম্ভবত সবচেয়ে সুশোভিত, আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক বিষয়। গড় পাঠকই নিশ্চিতরূপেই সাক্ষাৎকারকে কথোপকথনের রেকর্ড ছাড়া আর কিছু ভাবেন না। কিন্তু বাস্তবে সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য সাক্ষাৎকারীর সর্বোচ্চ দক্ষতা ও সুনির্দিষ্ট কিছু গুণাবলি আবশ্যক।

আধুনিক সাক্ষাৎকার বলতে আমরা যা বুঝি তা হচ্ছে দুই ব্যক্তির মধ্যকার যোগাযোগের ফসল। এই দুই ব্যক্তির একজন হচ্ছেন রিপোর্টার তথা সাংবাদিক এবং অপরজন হচ্ছেন সাক্ষাৎদাতা। রিপোর্টারের প্রশ্ন করার ঢংয়ের ওপর সাক্ষাৎদাতার উত্তরদানের বিষয়টি অনেকখানি নির্ভর করে। ফলে দুদিক থেকে সহযোগিতা সমান সমান হলে রিপোর্টার তাঁর কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি পেয়ে যান। এই প্রক্রিয়ায় সংবাদ পরিবেশনের কাজটি আজকাল খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সত্যিকার অর্থে বছরের পর বছর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আজ তা শিল্পাবয়ব হিসেবে গড়ে উঠেছে। অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এটার শৈল্পিক রূপ যতটা গড়ে উঠেছে, আমাদের দেশে ততটা হয় নি।

গত শতকের তৃতীয় দশক থেকেই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংবাদ পরিবেশনের ধরনটি আবিষ্কৃত হয়। প্রথম সংবাদ সাক্ষাৎকারের কৃতিত্ব সাধারণত দেয়া হয় জেমস গর্ডন বেনেটকে। ১৮৩৬ সালে নিউইয়র্ক সিটির একটি 'ফ্যান্সি হাউস'-এ একটি খুনের ঘটনার ব্যাপারে তার মালিক রোজিনা টাউনসেন্ডকে বেনেট যে প্রশ্নাবলী করেন তা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আদালতে যেমন সওয়াল-জবাব চলে সেভাবেই

www.pathagar.com

বেনেটের নেয়া এ ধরনের বহু সাক্ষাৎকার *নিউইয়র্ক হেরাল্ড* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। খবরের কাগজে ফিচার হিসেবে সাক্ষাৎকারের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন এই গর্ডন বেনেট।

তার প্রায় পঁচিশ বছর পর হোরেস *গ্রীলি* মরমোন নেতা ব্রিগহ্যাম ইয়ং-এর সাক্ষাৎকার নেন এবং তা *নিউইয়র্ক ট্রিবিউন* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সে সময় মার্কিন দাসপ্রথা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যার প্রশ্নোত্তর-সাংবাদিকতা বেশ উপজীব্য হয়ে ওঠে। গ্রীলি মূলত সাক্ষাৎকার-সাংবাদিকতার একটি নয়া আঙ্গিক প্রদান করেন।

সাক্ষাৎকার-সাংবাদিকতার সূচনা আমেরিকাতে হলেও এবং তা বেশ উপজীব্য হলেও লন্ডনের *পলমল গেজেট*-এ তার তীব্র সমালোচনা করা হয়। এতে বলা হয়, আমেরিকান সাক্ষাৎকার সাক্ষাৎকারীর (রিপোর্টার) মানকে নিচে নামিয়ে দিচ্ছে, সাক্ষাৎদাতাকে বিরক্ত করে তুলছে এবং পাঠককে করে তুলছে ক্লান্ত। ১৮৬৯ সালে গডকিনের উদারনৈতিক অথচ বুদ্ধিবৃত্তিক পত্রিকা *নেশন*-এ বলা হয়, মূলত সাক্ষাৎকার হচ্ছে বেতনভুক কোন রাজনীতিকের প্রতারণা এবং কোন সংবাদপত্রের একজন রিপোর্টারের প্রতারণার মিশ্র ফল। কিন্তু মর্যাদাশীল দৈনিক *চিকাগো ডেইলি নিউজ*-এর বিদেশ সংবাদদাতা এডওয়ার্ড প্রাইস বেল এই সমালোচনাকে নিজে তুলে ধরলেও বলেছেন, বড় ধরনের সাংবাদিকতার গুরুত্বের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার একটি হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে এবং সাক্ষাৎকার বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ মানুষের জ্ঞানের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে।

আমরা আগেই বলেছি, সাক্ষাৎকার হচ্ছে দু'ব্যক্তির মধ্যে যোগাযোগের ফসল। কিছু কিছু ঘটনা আছে যখন কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার ছাড়া তার খবরাখবর পাওয়া যায় না। কিন্তু সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পাঠক সংশ্লিষ্ট সকল নামী বা প্রখ্যাত অথবা ক্ষেত্রবিশেষে কুখ্যাত লোকজনের ব্যক্তিগত মতামত জানতে পারে বা তাদের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হয়।

এই হিসেবে বলা যায়, একজন সাক্ষাৎকারী (রিপোর্টার) সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে পাঠকের হয়ে প্রেরিত একজন বিশেষ দূত (Emissary)। সাধারণত সাধারণ মানুষ গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে মিলতে পারে না বা কথা বলার সুযোগ তাদের নেই। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে মিলিত হবার বা কথা বলবার উদগ্র বাসনা তাদের থাকে। সেই ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারী একজন বিশেষ ও প্রেরিত দূতের মতো কাজ করে থাকেন। তিনি নামী ব্যক্তিকে খুঁজে বের করেন, প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন,

www.pathagar.com

উত্তর লিপিবদ্ধ করেন এবং ঐ ব্যক্তির চেহারাচরিত্র, কথাবার্তা সম্বন্ধে শব্দ চিত্রাবলী পাঠককে পরিবেশন করেন।

সাক্ষাৎকারের মূল্য প্রতিষ্ঠিত

বিভিন্ন কারণে সাক্ষাৎকারগল্প সংবাদপত্রের পাঠকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে।

প্রথমত সাক্ষাৎদাতার কথিত শব্দ। বক্তার কথা সামান্য সম্পাদনা করে প্রায় হুবহু তুলে ধরে সাক্ষাৎকারগল্পের একটি জীবন্ত রূপ তুলে ধরা যায়। সাক্ষাৎদাতার বক্তব্যের আক্ষরিক চিত্র প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে। যে ব্যক্তির সাক্ষাৎ নেয়া হয়, তা এমনভাবে নিতে হবে মনে হবে যেন তিনি পাঠকের সঙ্গে সশরীরে কথা বলছেন। তাঁর কথা, তাঁর পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থাপনাসহ পাঠককে এমনভাবে আকৃষ্ট করে তোলে যেন পাঠক তাঁকে সরাসরি দেখতে পাচ্ছে। সাক্ষাৎদাতার বক্তব্যকে আরো ফুটিয়ে তোলার জন্য সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময়কার ছবি ছাপালে তা আরও হৃদয়গ্রাহী হয়।

দ্বিতীয়ত যাঁর সাক্ষাৎ নেয়া হচ্ছে তিনি যদি সমাজে দায়িত্বশীল ব্যক্তি হন তাহলে তাঁকে নিয়ে ঘটনা বা কথাবার্তা, ব্যাখ্যা বা অভিমত কথামালার মাধ্যমে দেয়া হলে তা খুবই মূল্যবান হয়ে ওঠে অথবা তা যথেষ্ট মূল্য পায়। যেক্ষেত্রে একজন অনামী লেখক দৃঢ়তার সঙ্গে একটি কথা বললেও মূল্য মেলে না; বিশিষ্ট লোকের সাক্ষাৎকার নিয়ে অনামী রিপোর্টারও সংবাদ ক্ষেত্রে এবং সমাজের চোখে বিশিষ্ট হয়ে উঠতে পারেন।

তৃতীয়ত লেখকের যেখানে সমাজকে কিছু বিষয়ে অবহিত করার প্রয়োজন রয়েছে, আনন্দ দান কিংবা ব্যবহারিক নির্দেশিকা দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে সেখানে সাক্ষাৎকার সমানভাবে কার্যকর। বিভিন্ন আবিষ্কার, নতুন কোন প্রক্রিয়া, অসাধারণ কোন পদ্ধতি, নয়া কোন প্রকল্প বা উল্লেখ করার মতো কোন সাফল্য কিংবা সমগ্র দেশকে জড়িত করে এমন কোন ঘটনা এ সব কিছুকেই কথার মাধ্যমে সাজিয়ে একটি সহজবোধ্য বিষয় হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আর এ সমস্ত বিষয় সাক্ষাৎকারী বেছে নেন কারণ সেগুলোর সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর সাক্ষাৎদাতা সংশ্লিষ্ট থাকেন।

সাক্ষাৎকারের ধরন

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সৃষ্ট সংবাদগল্প হচ্ছে এক বা একাধিক সংবাদ উৎসের কাছ থেকে নেয়া বেশ কিছু বিবরণী বা বিবৃতির রেকর্ড। একজন যখন সাক্ষাতের

www.pathagar.com

মাধ্যমে অনেক কথা বলে থাকেন, তার থেকেই সংবাদমূল্য সম্বলিত কথাবার্তাও বেরিয়ে আসে।

একজন রিপোর্টার যখন সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, তখন তাঁর সংগৃহীত বিষয় বা লেখাটি কোন্ ধরনের হবে কিংবা কোন্ শ্রেণির উপযোগী হবে তা মনে মনে নির্ধারণ করে থাকেন। অথবা সাক্ষাৎদাতা কে বা কারা এবং কি বিষয়ে কথাবার্তা বলবেন তার ওপরই নির্ভর করে সাক্ষাৎকার পদ্ধতির ধরনটি। সাক্ষাৎকার মূলত তিন ধরনের। অর্থাৎ,

এক. সংবাদ সাক্ষাৎকার,

দুই. ফিচার বা ব্যক্তিত্ব সাক্ষাৎকার এবং

তিন. সিম্পোজিয়াম সাক্ষাৎকার।

এছাড়াও আছে অভিমত সাক্ষাৎকার, গোষ্ঠী সাক্ষাৎকার ও সাংবাদিক সম্মেলন।

সংবাদ সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য খবর ও তথ্য সংগ্রহ। এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে রিপোর্টার চলতি কোন সংবাদ বিষয়ের ওপর বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে থাকেন। অথবা ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনের বক্তব্য নিয়ে সংবাদটিকে আরো তথ্যসমৃদ্ধ করা হয়।

যেমন কোন চিকিৎসক নতুন করে অস্ত্রোপচার চিকিৎসার উদ্ভাবন করে থাকলে রিপোর্টার এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান। কেমন করে ওই চিকিৎসক এই পদ্ধতিটি আবিষ্কার করলেন অথবা এর মানবিক সাফল্য কি অথবা এর পেছনে অথনৈতিক সাশ্রয় কতখানি ঘটবে, অস্ত্রোপচারকৃত ব্যক্তি স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি।

অথবা সংবাদমাধ্যমে ঘোষণা হলো, কোন স্থানে একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এখন খোঁজ নেয়া দরকার এই শিল্প প্রতিষ্ঠান কারা স্থাপন করতে যাচ্ছে। শিল্পটি স্থানীয় অঞ্চলের জন্য উপযোগী কিনা। কি পরিমাণ শ্রমিক এতে লাগবে, বাসস্থান সমস্যার সৃষ্টি হবে কিনা, এলাকাটির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে অনুকূল বা প্রতিকূল পরিবর্তন আসবে কিনা এসব ব্যাপারে সংশ্লিষ্টজনের সাক্ষাৎ নেয়া যেতে পারে।

সব কিছু মিলিয়ে তাই বলা যায়, সংবাদ সাক্ষাৎকারের তিনটি বৈশিষ্ট্যঃ

এক. সাক্ষাৎকারের বিষয়টি কোন চলতি সংবাদঘটনা থেকে উদ্ভূত হতে হবে।

দুই. সাক্ষাৎকারের উৎস অর্থাৎ সাক্ষাৎদাতা ওই সংবাদঘটনাটির বিষয়ে তথ্য সরবরাহ বা মতামত রাখার যোগ্য হবেন। অর্থাৎ ঐ সাক্ষাৎদাতার ওপর সংবাদ পাঠক বা শ্রোতার আস্থা থাকতে হবে।

www.pathagar.com

তিন. বিষয়টি সম্পর্কে জনসাধারণের যে সাধারণ জ্ঞান বা জানাশোনা রয়েছে তার সঙ্গে আরো কিছু যুক্ত হবে এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে। বিষয়টি সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যনির্ভর গল্পটিকে সাক্ষাৎকারটি আরো গভীরতা দেবে, ব্যাখ্যা দেবে, বর্ধিত কলেবর দেবে।

ব্যক্তিত্ব বা ফিচার সাক্ষাৎকার

কোন ব্যক্তিত্বের চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য উন্মোচন করার জন্য ব্যক্তিত্ব সাক্ষাৎকার ছাড়া সাংবাদিকদের কাছে আর কোন কার্যকর হাতিয়ার নেই। এই পদ্ধতির মধ্য দিয়ে একজন রিপোর্টার পাঠককে দেখাতে চান সাক্ষাৎদাতা ব্যক্তি কী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আর ঐ ব্যক্তি কি ধরনের বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলেন, কিভাবে বলেন তার মধ্য দিয়েই সাক্ষাৎদাতা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।

এই ধরনের সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে কোন ব্যক্তির যে চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয় তার সঙ্গে জীবনী লেখার তফাত আছে। জীবনীতে এক ব্যক্তির নামধাম, কর্মজীবন, বিয়ে, সংসার সব কিছু বলা হয়। কিন্তু এই ধরনের সাক্ষাৎকারে কোন ব্যক্তির পুরো জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হয় না। কোন একটি বিষয় সম্পর্কে এবং যে বিষয়টি সংবাদমূল্য সম্বলিত তা নিয়ে রিপোর্টার কোন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে ব্যক্তিত্ব সাক্ষাৎকারের ব্যক্তিটি একজন সংবাদ ব্যক্তিত্ব হবেন, যার কারণে চলমান কোন সংবাদঘটনার প্রেক্ষিতে তাঁর সাক্ষাৎকারটি সময়োপযোগী ও পাঠযোগ্য হবে।

এই ধরনের সাক্ষাৎকারের বিবরণী একটি ফিচারের অবয়ব ধারণ করে। ফলে একে ফিচার সাক্ষাৎকারও বলা হয়। এই লেখা সাধারণত কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার। অন্যান্য সাক্ষাৎকারের চেয়ে এটি পড়তেও ভাল লাগে। কারণ গৎবাঁধা কোন কিছু নয়, পদ্ধতিমাফিক নয় বরং পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতেই এর অবয়ব গড়ে ওঠে। এজন্য রিপোর্টারের নিজস্ব ভাণ্ডার থেকেও প্রচুর মালমসলা যোগ করতে হয়। রিপোর্টার তাঁর সাক্ষাৎকার বিবরণীতে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য, তাঁর কথার মারপ্যাঁচ, পোশাক-আশাক, চেহারা বা তার ভাবাদর্শ প্রভৃতির নানা রং দিয়ে ওই ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন।

পাঠক রিপোর্টারের রিপোর্টের মধ্য দিয়েই মহৎ ও মহৎপ্রাণ ব্যক্তিদের সঙ্গে পরোক্ষে মিলিত হতে চান। আর রিপোর্টারের বিবরণ পড়ে যদি তাঁরা মনে করেন যে তাঁরা ওই হৃদয়বান ব্যক্তিদের সঙ্গে পরোক্ষে মিলতে পেরেছেন তাহলে ধরে নেয়া হবে রিপোর্টার তাঁর চিহ্নিত ব্যক্তিত্বের সঠিক উন্মোচন করতে পেরেছেন।

www.pathagar.com

সংবাদ সাক্ষাৎকারের চেয়ে ব্যক্তিত্ব সাক্ষাৎকারের পার্থক্য অনেকখানি। সংবাদ সাক্ষাৎকারে কোন সাক্ষাৎদাতা সংবাদ বিষয়টি নিয়ে কি বলছেন তার ওপরই বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়। কিন্তু ব্যক্তিত্ব সাক্ষাৎকারে ব্যক্তি কোন বিষয় সম্পর্কে কিছু বলা ছাড়াও কিভাবে বললেন সেটাও লক্ষণীয়। এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পাঠক রিপোর্টারের নির্বাচিত সাক্ষাৎকার সংক্রান্ত বিষয়টি সম্পর্কে জানা ছাড়াও সাক্ষাৎদাতার চরিত্র সম্পর্কেও জানতে পারেন। এ সাক্ষাৎকারে ব্যক্তির বক্তব্য তার বক্তব্যের ঢংয়ে রঞ্জিত হবে (May be colourful); কিন্তু অতিরঞ্জিত (coloured) হবে না।

সিম্পোজিয়াম সাক্ষাৎকার

সিম্পোজিয়াম সাক্ষাৎকার অনুযায়ী কোন একটি বিষয়ের ওপর বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে মন্তব্য গ্রহণ করা হয়। এই সাক্ষাৎকারের ধারা অনুযায়ী রিপোর্টার শুধু এক দু'জন বা কয়েকজন হাতেগোনা সূত্রের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন না বরং তিনি এক ডজন থেকে শুরু করে একশ পর্যন্ত সূত্রের কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করেন। বিরাট একটা গোষ্ঠীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে বলে একে গোষ্ঠী সাক্ষাৎকারও বলা হয়।

সিম্পোজিয়াম সাক্ষাৎকারের জন্য নির্ধারিত বিষয়টি সর্বদাই চলতি কোন ঘটনা বা ঘটনাবলির ওপর ভিত্তি করেই হয়। সেই সংবাদঘটনাটির এতখানি প্রত্যক্ষ প্রভাব থাকবে যে রাস্তাঘাটে মানুষ তা নিয়ে আলোচনা করবে।

সিম্পোজিয়াম সাক্ষাৎকার সংবাদ সাক্ষাৎকার থেকে ভিন্ন। কারণ এই ধারার সাক্ষাৎদাতারা রিপোর্টারের পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত নন। কারণ বিষয়টিই সংবাদ সাক্ষাৎকারের মতো নয়। এখানে সাক্ষাৎদাতা বলতে গেলে অনির্ধারিত সাধারণ মানুষ।

সিম্পোজিয়াম সাক্ষাৎকারের রিপোর্টের সূচনা হবে খুবই সাধারণ। সাক্ষাতে প্রাপ্ত মতামত কমবেশি একই ধরনের। তাদের মতামতের মূল সুরটি কি তাই সূচনায় উল্লেখ করতে হবে।

সংবাদ সাক্ষাৎকারের খুবই ঘনিষ্ঠ হলো এই গ্রুপ বা সিম্পোজিয়াম সাক্ষাৎকার। সংবাদ সাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎদাতা এক দু'জন থাকেন, সেখানে সিম্পোজিয়াম সাক্ষাৎকারের উত্তরদাতা বহু। চলতি কোন ঘটনার ওপর এই পদ্ধতিতে একাধিক ব্যক্তির কথাবার্তা সংগৃহীত হয় এবং এই সকল সাক্ষাৎদাতা সংবাদ সাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎদাতার মতো নামীও হন না। কোন মতামতের বৃহৎ অংশ তাঁরা। কোন

www.pathagar.com

গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। একজন নামকরা শ্রমিক নেতা বা কোন ডকিং কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্টের পরিবর্তে সাক্ষাৎকারী শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারেন কোন শ্রম সমস্যা নিয়ে। সেটাই হবে বেশি আকর্ষণীয় এবং তার মূল্যও অনেক বেশি।

গোষ্ঠী সাক্ষাৎকারের আরেকটি ধরন হচ্ছে তদন্ত রিপোর্টের বৈশিষ্ট্য। কোন বিষয়ে অনুসন্ধান চালানোই এর লক্ষ্য। এ সূত্র অনুযায়ী কিছু সংখ্যক সুনির্দিষ্ট জায়গায় সুনির্দিষ্ট কিছু লোককে বাছাই করে সুনির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করা হয়।

সংবাদ সম্মেলন

সংবাদ সম্মেলন বা Press Conference-ও গোষ্ঠী সাক্ষাৎকারেরই প্রায় অনুরূপ। তবে গোষ্ঠী বা সিম্পোজিয়াম সাক্ষাৎকারে প্রশ্নকর্তাদের পক্ষ থেকে যেমন প্রায় একই ধরনের প্রশ্ন করা হয় এখানে ঠিক তা হয় না। এখানে একদল সমবেত সাংবাদিক কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনেক সময়ই তাঁর সাথে সহযোগীরা থাকেন) কর্তৃক আহূত তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থাধীনে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। ফলে প্রশ্নের কোন সাদৃশ্য থাকে না। যে বিষয়েই ওই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করে থাকুন না কেন, দেখা যায় একেক সংবাদপত্রের একেক সাংবাদিকের বিপরীতধর্মী প্রশ্ন করার কারণে তার জবাবটাও অনেক সময় অপ্রত্যাশিত ধরনের এসে থাকে। একেক পত্রিকার পলিসি অনুসারে সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সাংবাদিক তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন করে থাকেন। আবার উত্তরদাতা মূল ব্যক্তিটির সহকারীরাও মাঝে মাঝে এমন কিছু কথা বলে থাকেন যা অনেক তথ্যের জন্ম দেয়।

বিশ শতকে সংবাদ সম্মেলন হচ্ছে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সংগ্রহ ব্যবস্থা। কোন সংবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনেক সংবাদপত্রের অনেক সাংবাদিকের কাছে পৃথক পৃথকভাবে কথা বলতে পারেন না। প্রায়শই সে সুযোগ থাকে না এবং সময়ও হয় না। তাই সব সাংবাদিককে সংবাদ সম্মেলনে ডেকে তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়।

এই ব্যবস্থাধীনে সংবাদ সম্মেলন আহূত ব্যক্তি কোন বিষয় সম্পর্কে সামান্য কিছু কথাবার্তা বলে সাংবাদিকদের হাতে সে সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লেখা কপি সরবরাহ করে থাকেন। এই রীতি অনুযায়ী দেখা যায়, ব্রিফিং পর্বের পর সাংবাদিকরা বিষয়টি নিয়ে সংবাদ সম্মেলন আহূত ব্যক্তি বা সংগঠনের কর্মকর্তাদের প্রশ্ন করে থাকেন। কিন্তু যাঁরা প্রশ্ন এড়াতে চান তাঁরা অনেক সময় সম্ভাব্য প্রশ্ন সম্বলিত

www.pathagar.com

উত্তরপত্রও সাংবাদিকদের আগাম দিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। তবে সংবাদ সম্মেলনে কমবেশি সবাইকে প্রশ্নের উত্তর দিতেই হয়।

সংবাদ সম্মেলন সাধারণত দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাই ডেকে থাকেন। অবশ্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিশেষত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কোন সংস্থার পক্ষ থেকেই এই সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করা হয়ে থাকে। অবশ্য সাক্ষাৎকারপর্বের এই ধরনটিকে বোধ হয় সবচেয়ে বেশি মর্যাদাবান করে তুলেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টগণ। থিওডোর রুজভেল্ট হচ্ছেন প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট যিনি সংবাদ সম্মেলনকে একটি বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই ধরনের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্টগণ সে দেশের সাংবাদিকদের জন্য বড় ধরনের সংবাদ উৎসে পরিণত হন।

আগেই বলেছি, সংবাদ সম্মেলনে সংবাদ দেয়ার ব্যবস্থা থাকলেও অনেকে প্রশ্ন এড়াতে চান। তবে খোলামেলা প্রশ্ন ও তার উত্তরদান এবং পারস্পরিক দেয়ানেয়ার উপর ভিত্তি করে সংবাদ সম্মেলনকে প্রাণবন্ত করে তোলার প্রথম কাজটি সম্পাদন করেন প্রেসিডেন্ট দ্বিতীয় রুজভেল্ট।

টেলিভিশন প্রচলনের পর সংবাদ সম্মেলনে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের সংবাদ সচিব জেমস হ্যাগারটি সংবাদ সম্মেলনে টেপ রেকর্ডিংয়ের ও সাউন্ড মোশন পিকচার গ্রহণ করার অনুমতি দেন। তবে সংবাদ সম্মেলন শেষ হয়ে যাবার পর সেই শব্দ ও ছবির রেকর্ডিং সম্পাদনা করার পরই কেবল সম্প্রচারের জন্য পাঠানো হতো। ফলে প্রসিডেন্টের প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি ব্যবহারের প্রচলিত ঐতিহ্য ব্যবহার করার প্রয়োজন উঠে যায়। তবে সংবাদ সম্মেলনকে আরো এক ডিগ্রি সরেস করে তুলেছিলেন তারুণ্যের প্রতীক প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডি। তিনি সংবাদ সম্মেলন টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তিনি যা বলবেন, সঠিক বিষয়টিই বলবেন এ ধরনের সামর্থ্য সম্পর্কে নিজের সীমাহীন আস্থার কারণেই প্রেসিডেন্ট কেনেডি তাঁর সংবাদ সম্মেলন সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করেন। অর্থাৎ তাঁর কথাবার্তার কোন সম্পাদনা বা এডিটিংয়ের প্রয়োজন হতো না। অবশ্য কেনেডির এই ধরনের সংবাদ সম্মেলনের সাফল্য নিয়ে অনেকেই দ্বিমত পোষণ করেছেন।

তবে কেনেডি ও তাঁর পূর্বসূরিদের সূচিত সংবাদ সম্মেলন ব্যবস্থা আজ হলিউড-বোম্বের চিত্রতারকা থেকে শুরু করে ফুটবল-ক্রিকেট তারকাসহ বিভিন্ন নামি দামি ব্যক্তিই কাজে লাগাচ্ছেন।

www.pathagar.com

সাক্ষাৎকারের এতগুলো ধরন ছাড়াও আছে অভিমত সাক্ষাৎকার। হঠাৎ করে দেখা দেয়া কোন পরিস্থিতিতে কিছু কিছু লোককে তাৎক্ষণিক ও ঢালাওভাবে অভিমত দিতে দেখা যায়। অথচ অভিমত সাক্ষাৎকারকে অর্থবহ করে তুলতে চাইলে তা বেশ কিছু অনুসন্ধানমূলক তৎপরতা ও কূটনীতির ফলাশ্রয়ী হতে হয়। সেজন্যে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী রিপোর্টারকে অধিকতর কুশলী ও সতর্ক হতে হয়। যে ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেয়া হবে তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ভাল করে বুঝে নিতে হয়। সাক্ষাৎকার নেয়ার আগে তার প্রশ্নগুলো ভালোভাবে খেয়াল করে যান যাতে করে উত্তরদাতার অভিমত যথাযথভাবে পাওয়া যায়। কোন সাক্ষাৎকারে প্রদত্ত অভিমত অত্যন্ত টেকনিক্যাল ধরনের কিংবা বিতর্কিত হলে সেক্ষেত্রে রিপোর্টার সেই অভিমত হুবহু তুলে নেয়ার ব্যবস্থা করেন যাতে ভুল বরাত বা উদ্ধৃতির ঝুঁকি এড়ানো যায়।

সাক্ষাৎকার পরিকল্পনা

একটি জিনিস তৈরি করতে গেলে প্রথমেই কিছু মাল-মসলা সংগ্রহ করে নিতে হয়। পুরো একটি সাক্ষাৎকার বিবরণী তৈরি করার পূর্বে অনেক কিছু কাঠখড় পোড়াতে হয়। অনুরূপভাবে সাক্ষাৎকারগল্প মুদ্রিত হবার পূর্বে সুনির্দিষ্ট কতকগুলো প্রাথমিক প্রয়োজন সেরে নিতে হয়।

কোন কোন উৎসাহব্যঞ্জক ও মূল্যবান সাক্ষাৎকারগল্প হঠাৎ করেই হয়ে যেতে পারে সাক্ষাৎকারী ও সাক্ষাৎদাতার আকস্মিক দেখা সাক্ষাতের মধ্য দিয়েই। কিন্তু অধিকাংশ সাক্ষাৎকারের একটি পূর্বপরিকল্পনা থাকে। অধিকাংশ সাক্ষাৎকারই পূর্বাহ্নে টেলিফোন বা চিঠির মাধ্যমে ঠিক করে নিতে হয়। মুখোমুখি দেখা করেও সাক্ষাতের সময় ঠিক করে নেয়া যেতে পারে। পরে আমরা টেলিফোন সাক্ষাৎকার সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করবো। সাক্ষাৎকারের ব্যাপারে অনেকে বিশ্বাস করেন যে আনুষ্ঠানিকভাবে সাক্ষাৎদাতার সঙ্গে সময় ঠিক করে সাক্ষাৎ নিলে সবচেয়ে সেরা ফল পাওয়া যায়। কিন্তু অনেকেই মত প্রকাশ করে থাকেন যে, কোন লোককে আগে থেকেই নোটিশ দিয়ে সাক্ষাতের এই ব্যবস্থা হচ্ছে একটি দুর্বল নীতির নামান্তর। এতে করে দেখা যায়, একজন সপ্রতিভ আমেরিকানও এ শর্তে পুরোপুরি স্বাভাবিক থাকেন না। তার মেজাজমর্জি অনুযায়ী সে এক বিষয়ে একাধিক ধরনের কথাবার্তা বলতে পারেন। কারণ, তিনি সাক্ষাৎকার বিষয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়তে পারেন অথবা মুখ বন্ধ করে থাকতে পারেন। এমনও হতে পারে, তিনি এ ব্যাপারে হঠাৎ করেই উল্টোপাল্টা অনেক কিছুই বলতে পারেন।

www.pathagar.com

সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রাথমিক দিকগুলো নিয়ে মতামতের পার্থক্য যাই থাকুক না কেন, নিম্নলিখিত শর্তাবলীর ব্যাপারে অধিকাংশ সাক্ষাৎকারীই একমত হবেন।

এক. যে ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে তাঁর জীবন, পেশা, শখ, উৎসাহ প্রভৃতি সম্বন্ধে সামগ্রিকভাবে রিপোর্টারকে জানতে হবে, যতটুকু তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়।

দুই. সম্ভব হলে সাক্ষাৎদাতার ছবি নিরীক্ষণ করা যেতে পারে। এমিল লুডউইগ বলেন, মুখাবয়ব দেখে একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব পরিষ্কাররূপে পর্যবেক্ষণের জন্য তার একটি আলোকচিত্র বড় ধরনের সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করে।

তিন. যথার্থ সংবাদ সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য সাক্ষাৎদাতার দেয় বিষয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারীকে অবশ্যই পরিচিত হতে হবে। কি প্রশ্ন করা হবে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট প্রশ্নাবলির একটি তালিকা তৈরি করে নেয়া দরকার। এবং এ ব্যাপারে যতটুকু পারা যায় একটি যুক্তিপূর্ণ ও কল্পিত উত্তর তৈরি করে রাখা উচিত, কারণ তাতে সাক্ষাৎকার গ্রহণের বিষয়টি সহজতর হয়।

চার. সাক্ষাৎদাতার যে বিষয়ে উৎসাহ সেই বিষয়েই প্রশ্ন করা উচিত। কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে পারদর্শী বা বিশেষজ্ঞ কিংবা তিনি অন্য কোন বিষয়ে একজন বিধিসংগত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি হবেন তা ধারণা করা ভুল। যেমন একজন চিকিৎসকের কাছে কোন চিকিৎসাসংক্রান্ত সমস্যার বদলে শ্রমিক সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন করে তার কাছ থেকে বুদ্ধিদীপ্ত কিছু আশা করা যায় না। এমন কোন ব্যক্তির কাছে সঙ্গীতের ওপর বিশেষজ্ঞের গুণগত আলোচনা আশা করা যায় না, যার শুধু উৎসাহ রয়েছে রাজনীতির ওপর।

সাক্ষাৎকার পরিচালনা

ব্যক্তি, স্থান, কাল, পাত্র ভেদে সাক্ষাৎকার গ্রহণে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। ব্যক্তির ব্যক্তিক অবস্থান, তার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ও সময়ের প্রেক্ষিতে কিংবা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করেই সাক্ষাৎকার পরিচালনা করা হয়।

বিখ্যাত নরনারী সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য সুযোগ্য পাত্রপাত্রী। এসব নরনারী তাঁদের নিজ নিজ বিশেষ কর্মতৎপরতার মাধ্যমে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। তাঁদের লেখা, বক্তৃতা, চিত্রকর্ম, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, নির্বাহীর পারদর্শিতা বা যোগ্যতাবলে তাঁরা জনগণের জল্পনা-কল্পনার পাত্রপাত্রীতে পরিণত হন। আবার হঠাৎ কোন ঘটনার টানাপড়েনে কোন কোন নরনারী দারুণ রকমের বিতর্কিত হয়ে পড়তে পারেন। অথবা এমন কেউ আছেন যিনি জগতের সবচেয়ে ঘৃণিত আবার

www.pathagar.com

কেড হয়তো মানবেতর জীবনের চরমসীমা পার করেছেন। এ সবই সাক্ষাৎকার গ্রহণের এক একটি খণ্ডাংশ। সেই হিসেবে সাক্ষাৎকার পরিচালনায় যা মনে রাখতে হবে তা হলো ঃ

এক. সাক্ষাৎকার বিষয়ের ওপর মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম কাজ। সাক্ষাৎদাতার শখ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের ওপরও আলোকপাত করা উচিত। তাঁর যে বিষয়ে উৎসাহ রয়েছে, যে বিষয়ে দুঃখবোধ রয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। রিপোর্টার সেই বিষয়েই সাক্ষাৎ নেবেন যে বিষয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎদাতার সামগ্রিক সম্পর্ক রয়েছে।

দুই. রিপোর্টারকে মনে রাখতে হবে তিনি হচ্ছেন প্রশ্নকর্তা। কথোপকথনকে আরো রসগ্রাহী করে তোলার জন্য প্রয়োজনমাফিক তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই বক্তার কথার সঙ্গে তথ্য সংযুক্ত করতে পারেন। তবে রিপোর্টার নিজে নিজেই প্রশ্নের জবাব দেবেন না। গ্যারেট এনেচ বলেছেন, উত্তম সাক্ষাৎকারী একজন উত্তম শ্রোতাও বটে।

তিন. যতখানি সম্ভব অনানুষ্ঠানিক পরিবেশের মধ্যেই সাক্ষাৎকারকে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। 'সাক্ষাৎকার' এই কথাটি শুধু শুধু ও বারবার উল্লেখ করা উচিত নয়। অর্থাৎ তাদের আলোচনা মনে হবে যেন পারিবারিক পরিবেশেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

চার. সাক্ষাৎদাতা তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে টুকে নেবার ব্যাপারে অনুৎসাহ দেখালে নোটবইয়ের ব্যবহার করা উচিত নয়। তাঁর কথা নোট বইয়ে অক্ষরে অক্ষরে টুকে নেয়া হচ্ছে মনে করলে সাক্ষাৎদাতা পুরোপুরি সহজ হয়ে কথা বলতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারেন। যদি নোট গ্রহণের বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি মনে হয় তাহলে সেটা বিনীতভাবে করাই ভালো। নোটগ্রহণ কথার ফাঁকে ফাঁকে নিলে সাক্ষাৎদাতা খুব একটা কিছু মনে করেন না। অনেক সময় দেখা যায়, রিপোর্টার নোট নিতে ব্যস্ত থাকলে সাক্ষাৎদাতার মনোযোগ বারবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তার চেয়ে ভাল হয়, সাক্ষাৎদাতার কথা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনে সাক্ষাতের অব্যবহিত পরেই প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাদির সবটুকুই টুকে নেয়া।

পাঁচ. সাক্ষাৎকার পরিকল্পনা ও মনোভঙ্গি যতখানি সম্ভব সহজ এবং নমনীয় রাখা উচিত। এতে প্রয়োজন অনুযায়ী সাক্ষাৎকারকে ভিন্নখাতেও পরিচালনা করা যেতে পারে। যদি কোন সাক্ষাৎকার যথার্থ সংবাদ সাক্ষাৎকার হিসেবে শুরু হলেও মতামত প্রদানের ফলে যথেষ্টভাবে মার্জিত ও উন্নত হচ্ছে না বলে প্রতীয়মান হয়, তবে সেক্ষেত্রে এটাকে ফিচার বা ব্যক্তিত্ব সাক্ষাৎকারে রূপান্তরিত করা যায় এবং সে প্রেক্ষাপটে মানসিক ও লেখ্য নোট তৈরি করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

ছয়. যখন সাক্ষাৎকারগল্পটি লেখা হয় তখন কোন অতিরিক্ত তথ্যাবলি পাবার প্রয়োজনের তাগিদে রিপোর্টার সাক্ষাৎদাতার সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ করতে পারেন। এমনকি সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হবার পূর্ব মুহূর্তেও সাক্ষাৎদাতা ওই রিপোর্টের খসড়ার ওপর চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন, যাতে করে তিনি নিশ্চিত হন কোন উদ্ধৃতি এবং এর ব্যাখ্যার ব্যাপারে কোন ভুল না থাকে অর্থাৎ যথার্থতা থাকে। সাক্ষাৎদাতা কোন বিষয়ে আপত্তি করলে রিপোর্টারের তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা উচিত।

টেলিফোনে সাক্ষাৎকার

তথ্য সংগ্রহের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে টেলিফোন। সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অভিগমনের সময় প্রত্যেক সাংবাদিক পোশাক ও আচরণের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন কিন্তু অধিকাংশ সাংবাদিকই টেলিফোন ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারটি খুব হালকাভাবে নেন।

একজন রিপোর্টার টেলিফোনের মাধ্যমে তার উৎসের কাছে পৌঁছুতে পারলেন কিনা, কিংবা কতখানি পৌঁছুতে পারলেন, উৎস কোন প্রতিষ্ঠানের লোক হলে সে প্রতিষ্ঠানের অপারেটরের কাছ থেকে কি রকম সাড়া পেলেন তা মূল্যায়ন করতে হবে। কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে তিনি পেলেন কিনা অথবা কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি টেলিফোনে রিপোর্টারের কথা জানতে পেরে উৎসাহিত হলেন নাকি আতংকিত হলেন সেটা বোঝা দরকার।

টেলিফোনে প্রথমেই 'হ্যালো' না বলে নিজের পরিচয় দেয়া উচিত। কাঙ্ক্ষিত নম্বরে টেলিফোন করে অপর প্রান্তের লোকের পরিচয় আগে জানতে না চেয়ে জিজ্ঞেস করা উচিত এটা তার কাঙ্ক্ষিত নম্বর কিনা। যদি সেই নম্বরই হয় তাহলে নিজের পরিচয় দিয়ে যার সঙ্গে রিপোর্টার কথা বলতে চান, তিনি সেই ব্যক্তি কিনা জানতে চাওয়া উচিত। অর্থাৎ যার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছেন রিপোর্টারকে সেটা আগে নিশ্চিত হতে হবে।

টেলিফোনে প্রাথমিক অভিগমন গুরুত্বপূর্ণ। রিপোর্টারের প্রথম দু'চারটা শব্দই সাক্ষাৎকারের প্রবণতা বা ধারাটা ঠিক করে দেয়। মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে কিছু বিরতি চলে কিন্তু টেলিফোনে দুয়েক সেকেন্ড বিরতি দিলে কথার খেই হারিয়ে যায়। অর্থাৎ কথোপকথনের গতিটা সাবলীল হতে হবে।

টেলিফোন সাক্ষাৎকারের কিছু অবশ্য পালনীয় নিয়মাবলী রয়েছে। রিপোর্টারদের এসব ভাল করে মনে রাখা উচিত। এগুলো হলো ঃ

www.pathagar.com

এক. আপনার প্রশ্ন তৈরি করুন,

দুই. সম্ভব হলে বিশেষ টেলিফোন নম্বর ব্যবহার করুন,

তিন. নিজের পরিচয় দিন,

চার. আপনি কোন্ সংবাদপত্রের প্রতিনিধি সেটা জানান এবং

পাঁচ. আপনি যে সঠিক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছেন, সে ব্যাপারে নিশ্চিত হোন।

টেলিফোন সাক্ষাৎকারে সাক্ষাৎকারগ্রহণকারীর কথায় একটা দরদির সুর ও সহমর্মিতার সুর ঝরে পড়বে। আর এ রকমটা হলে সাক্ষাৎদাতা কথা বলতে দ্বিধা করবেন না। কিন্তু এমন যদি হয় সাক্ষাৎদাতা কথা বলতে নারাজ, তখন তাকে কথা বলার জন্য প্ররোচিত করতে হবে। তবে সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী এমন কোন 'কমান্ডিং ভয়েস'-এ কথা বলবেন না যে সাক্ষাৎদাতা রিসিভার রেখে দেয়। সাক্ষাৎদাতা আসল বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে না চাইলে তারপরও যেন সে টেলিফোন রেখে না দেয়। তারজন্য বিভিন্ন কথামালায় তাকে উদ্দীপ্ত করতে থাকলে সে এক সময় মূল বিষয়ে মুখ খুলবে। তবে যদি মুখ না খুলে টেলিফোন রেখে দেয় তবে বারবার টেলিফোন করে জিজ্ঞাসা করলে অনেক সময় বিরক্ত হয়েই সে মুখ খুলে। এ জন্য রিপোর্টারকে নাছোড়বান্দার মতো লেগে থাকতে হয়। তবে একেবারে মুখ না খুললে রিপোর্টারকে বাধ্য হয়েই তাঁর রিপোর্টে 'তিনি মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান' ধরনের কথাবার্তা লিখতে হয়।

সাক্ষাৎকারগল্প লেখার স্টাইল

সাক্ষাৎকার যদি সংলাপভিত্তিক হয় তাহলে সেটা যেন 'প্রশ্ন ও উত্তর'ভিত্তিক ছকে বাঁধা নিয়মে পতিত না হয় তার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। সাক্ষাৎকার সওয়াল-জবাব ভিত্তিতেই লিখতে হবে এমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। লেখার ধরন থেকেই পাঠক বুঝে নিতে পারে কোন্টা প্রশ্ন আর কোন্টা উত্তর। সাক্ষাৎকারের বিষয়ের ওপরই গল্পটা লেখার স্টাইলটাকে বাছাই করতে হবে।

সাক্ষাৎকারের শীর্ষে দুজনের কথামালা থেকে বেরিয়ে আসা মূল কথাটি বলতে হবে। যে কোন বিষয়ের ওপর লিখতে গেলে সেটিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য উপযোগী একটি রীতি অনুসরণ আবশ্যক। বিশেষ করে সূচনা বাক্যটি লেখার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব সর্বাধিক। কারণ এই প্রথম বাক্যটির মধ্যে লেখক তাঁর সমগ্র নিবন্ধের মূল কথাটি তুলে ধরার প্রয়াস পান। সূচনা বা শীর্ষের কাজ হচ্ছে সাক্ষাৎদানকারী ব্যক্তির গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং সেই সঙ্গে সাক্ষাৎকারটি যদি বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের

www.pathagar.com

জন্য হয় তাহলে সাক্ষাৎদাতার মতামতের মূল্যও তুলে ধরা। আর সাক্ষাৎকারটি যদি ব্যক্তিত্ব বা ফিচার বা জীবনী সংক্রান্ত হয় তাহলে সাক্ষাৎকারগল্পে মানবীয় আবেদনের উপাদান তুলে ধরতে হবে। শীর্ষ হচ্ছে সমগ্র গল্পের সংক্ষিপ্ত সার। সাক্ষাৎকারগল্পের শীর্ষ হতে পারে সাক্ষাৎদাতার সবচেয়ে আকর্ষণীয় বা উল্লেখযোগ্য বিবৃতি। এতে থাকতে প্যারে চরিত্রচিত্রণের ধারণা কিংবা এটা হতে পারে সাক্ষাৎকারটি উপস্থাপন সংক্রান্ত কোন বিষয় অথবা এতে স্থান পেতে পারে কি অস্বাভাবিক অবস্থায় সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করা হয়েছে।

সাক্ষাৎকার গল্পে মূল বিবরণীটি লেখার সময় কতকগুলো সাধারণ নীতির প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

এক. সুরের একঘেয়েমিতা দূর করার জন্য সাক্ষাৎকারটি টাইপ করার সময় প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষ উক্তিতে রূপান্তরিত করে নিতে হয়। পরোক্ষ উক্তিকে এমনভাবে রূপান্তরিত করতে হয় যেন সাক্ষাৎদাতা যা বলেছেন সে সম্পর্কে একটা নিখুঁত ধারণা লাভ করা যায়। সাক্ষাৎদাতার ব্যক্তিত্বের ছাপ ফুটিয়ে তোলার জন্য বর্ণনামূলক রচনার প্রয়োগরীতি ব্যবহার করা দরকার। আর সাক্ষাৎকারের পরিবেশটি চিত্রণের জন্য ছোট ছোট বিবরণ দেয়ারও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

দুই. গল্পকে প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য নাটকীয় পরশ প্রদানের প্রয়োজন ছাড়া সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী (রিপোর্টার)-এর ব্যক্তিত্বকে গল্পের মধ্যে স্থান দেয়া উচিত নয়।

তিন. যেহেতু পাঠক প্রশ্নের চেয়ে প্রশ্নোত্তরের প্রতি বেশি আগ্রহী সেজন্য প্রশ্ন নিয়ে বেশি কথা বলার দরকার নেই। বিবরণ পড়লেই অনেক সময় প্রশ্ন কি তা বোঝা যায়। এমনকি কখনো কখনো প্রশ্নগুলোকে সম্পূর্ণরূপে বাদও দেয়া যেতে পারে।

ভালো সাক্ষাৎকারের আটটি দিকনির্দেশিকা

একটি ভালো, প্রাণবন্ত ও সংবাদমূল্য বহনকারী সাক্ষাৎকার পাবার লক্ষ্যে একজন রিপোর্টারকে নিম্নলিখিত আটটি সুপারিশ দারুণভাবে সহযোগিতা করে থাকে। এগুলো হলো ঃ

এক. যতখানি সম্ভব রিপোর্টারকে আগে থেকেই তাঁর সাক্ষাৎকার সংবাদের উৎস খুঁজে বের করে নিতে হবে।

www.pathagar.com

দুই. সাক্ষাৎদাতাকে প্রশ্ন করার জন্য প্রাথমিক কিছু প্রশ্নমালা প্রস্তুত করে নিতে হবে। মাথায় প্রশ্ন না থাকলে হঠাৎ করেই কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করায় অসুবিধা হয়।

তিন. জনগণের জানার অধিকার আছে আর সেই জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছে সাংবাদিক (রিপোর্টার)। অতএব, তিনি সে কথা খেয়াল রেখেই সাক্ষাৎদাতার কাছে দৃঢ়তা নিয়ে প্রশ্ন করবেন। তিনি কখনই আমতা আমতা করবেন না।

চার. সাক্ষাৎকারগল্প লেখার সময় সাক্ষাৎদাতার উল্লিখিত প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা করার জন্য তাঁর (সাক্ষাৎদাতা) প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতিগুলো সাক্ষাৎকারে আরো বেশি শক্তি জুগিয়ে থাকে।

পাঁচ. সাক্ষাৎদাতার কাছে সরাসরি ও তথ্যপ্রত্যাশী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে। অর্থাৎ রিপোর্টার হচ্ছেন তথ্যানুসন্ধানী। কিন্তু কোন রকম ভণিতা রেখে সরাসরি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে যাতে করে সাক্ষাৎদাতা তাঁর কথা বলা থেকে পিছু হঠে যেতে না পারেন অর্থাৎ অসহযোগিতা করতে না পারেন।

ছয়. সাক্ষাৎকারের সময় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ওপর প্রয়োজনীয় নোট টুকে নিতে হবে (যদি সাক্ষাৎদাতা নোট টুকে নেয়ার বিরোধিতা না করেন)।

সাত. কথাবার্তা বলার সময়ই রিপোর্টারকে কথাবর্তার ধরন ও তা থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলির ওপর ভিত্তি করেই সংবাদশীর্ষ (News lead) তৈরি করা বা চিহ্নিত করার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। মাথার মধ্যে শীর্ষটি এসে গেলে তা নিয়ে আরো দু'চারটি প্রশ্ন করা যেতে পারে।

আট. সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় সাক্ষাৎদাতার ব্যক্তিত্ব ও শারীরিক বৈশিষ্ট্য চিনে ফেলা বা বোঝার চেষ্টা করতে হবে। খুব দ্রুত তা বুঝে উঠতে পারলে সেই প্রেক্ষিত অনুযায়ী প্রশ্ন করা যায়। কোন বিষয়ের প্রতি এতে করে তাঁর মনোযোগও আকর্ষণ করা যায়।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

বিট

রিপোর্টারের কাজের দায়িত্ব (Assignment) সুনির্দিষ্ট ভাবে ভাগ করে দেবার নামই হচ্ছে বিট (Beat)। সংবাদপত্রের কাজকর্ম নিয়মমাফিক পদ্ধতি অনুসারেই চলে। সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা সংবাদের খোঁজে এলোপাতাড়ি ঘুরতে পারেন না। তাঁদের কাজের পরিধি কমবেশি একটি ছকের মধ্যে পরিবেষ্টিত। একজন রিপোর্টারই যদি দুনিয়ার সব সংবাদ সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত থাকেন তবে শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে তিনি কোন সংবাদই প্রকৃত অর্থে সংগ্রহ করতে পারেননি। তাই কাজের দায়িত্বভাগ বা বিট একজন রিপোর্টারের জন্য একটি গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবে তার মানে এই নয় যে তিনি বিটের বাইরে কাজ করবেন না। তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের পথে যদি কোন সংবাদ-উপযোগী ঘটনা তাঁর সামনেই ঘটে তবে তাঁকে অবশ্যই সে ঘটনা কভার করতে হবে। রিপোর্টারদের কাজের এই সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব হতে পারে যেমন কূটনৈতিক কভারেজ। হতে পারে তা ক্রাইম বিট (অপরাধ সংক্রান্ত ঘটনার কভারেজ)। অর্থাৎ যিনি কূটনৈতিক ঘটনাবলী কভার করছেন সেটা হলো কূটনৈতিক বিট। যিনি শুধু অপরাধের ঘটনা সংগ্রহে নিয়োজিত তাকে বলা হয় ক্রাইম বিট। এ রকম রাজনৈতিক বিট, ক্রীড়া বিট, সংবাদ বিট, জনসংখ্যা বা পরিবেশ বিট প্রভৃতি। এক বাক্যে তাই বলা যায়, একজন রিপোর্টার নির্দিষ্ট যে ক্ষেত্রে (বিষয় বা এলাকা) নিয়মিত সংবাদ সংগ্রহ করেন তাকে বিট বলে।

বিট দুপ্রকার। অর্থাৎ কাজের সুবিধার্থে বিট পরিচালনার জন্য সাংবাদিকরা দুটো পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এগুলো হলো ঃ

এক. বিষয় পদ্ধতি (Subject Method)

দুই. ভৌগোলিক পদ্ধতি (Geographic Method)

বিষয় অনুযায়ী কাজের দায়িত্বকে ভাগ করে দেয়ার নামই বিষয় পদ্ধতি। একজন রিপোর্টারকে একটি বা একাধিক সুনির্দিষ্ট বিষয়ে সংবাদ কভার করার দায়িত্ব দেয়া হয় এই পদ্ধতি অনুসারে। যেমন তাঁকে অর্থনৈতিক কিংবা কূটনীতি

www.pathagar.com

কিংবা ক্রীড়া কিংবা পরিবেশ সম্পর্কে খবর সংগ্রহের দায়িত্ব দেয়া হলো। অবশ্য কোন বিষয় সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ হলে তাঁকে সেই বিষয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়। যিনি ক্রীড়া সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ তাঁকে সেটাই পালন করতে দেয়া হয়। আবার যিনি পরিবেশ বা জনসংখ্যা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাঁকে সে বিষয়েই সংবাদ সংগ্রহের দায়িত্ব দেয়া হয়।

বড় সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান তথা যে কোন বড় গণমাধ্যমেই বিষয়ের ওপর ভিত্তি করেই কাজের দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া হয়। কারণ তাদের লোকবল অর্থবল শক্তিশালী থাকে। এছাড়া জনমনের ওপর বড় প্রতিষ্ঠানের একটা অনুকূল প্রভাবও থাকে। আমাদের দেশের *দৈনিক ইত্তেফাক* জনগণের কাছে যত সহজে যেতে পারে অন্য কোন ছোট প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তা তত সহজ নয়। তবে খবর সংগ্রহের কুশলতা ও মাত্রাটা রিপোর্টারের ব্যক্তিচরিত্রের ওপর নির্ভর করে। তবু বলা যায়, সূত্র যত সহজে বড় প্রতিষ্ঠানের রিপোর্টারকে সহযোগিতা করবে ছোট প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ততটা নয়।

রুটিনমাফিক সকল বিটই সেই সকল রিপোর্টারের ওপর বর্তায় যারা সেই সব সুনির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। অর্থাৎ তারাই বীটের বিষয়গত রিপোর্টার যিনি শুধু শিক্ষা, বিজ্ঞান, পরিবহন, পরিবেশ, বিনোদন প্রভৃতির দায়িত্ব পালন করে থাকেন। একজন ক্রীড়া রিপোর্টারও বিশেষজ্ঞ সংবাদ লেখক। কারণ ক্রীড়া নিয়ে সবাই লিখতে পারেন না। ঠিক একইভাবে রাজনৈতিক রিপোর্টারও বিশেষজ্ঞ রিপোর্টার, কূটনৈতিক রিপোর্টারও বিশেষজ্ঞ রিপোর্টার আবার সংসদ রিপোর্টারও বিশেষজ্ঞ লেখক। আগের কথার সূত্র ধরেই আবারও বলা যায়, যখন কোন বার্তাকক্ষ তথা সংবাদ প্রতিষ্ঠান বিশেষ ক্ষেত্রে 'বিশেষজ্ঞ' নিয়োগ ও তাদের আর্থিক আনুকূল্য বা সমর্থন জোগাতে পারেন অথবা জনগণ বা সম্প্রদায় সংবাদ উপযোগী কার্যক্রমের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের ব্যস্ত রাখতে পারেন তাহলে সংবাদ সংগ্রহের এই বিষয়গত পদ্ধতি খুবই কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়। অধিকাংশ কার্যকর, তথ্যপূর্ণ ও সুলিখিত রিপোর্টিং ওই সব সাংবাদিকের কাছ থেকেই পাওয়া যায় যাদের ওপর ওই ধরনের কাজ বা দায়িত্ব পালনের ভার অর্পণ করা হয়েছে।

বিষয় পদ্ধতিতে যেমন একটি সুনির্দিষ্ট বিষয় বাছাই করে দেয়া হয়, ভৌগোলিক পদ্ধতিতে তার কোন বালাই নেই। ভৌগোলিক কথাটার মধ্য দিয়ে এখানে বিষয়ের চেয়ে অবস্থানের কথাই যে তুলে ধরা হয়েছে তা বোঝা যায়। এই পদ্ধতির অধীনে একজন মাত্র সাংবাদিক বা রিপোর্টারের অধীনে এমন কিছু সংবাদকেন্দ্র থাকে যাতে করে সেই রিপোর্টার তাঁর সুবিধা অনুযায়ী একসঙ্গে বা আগে

www.pathagar.com

পরে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। ছোট সংবাদপত্র, যাদের লোকবল অর্থবল কম, তাদের জন্য এই পদ্ধতিই হচ্ছে সাধারণত উপযোগী পদ্ধতি। বড় শহরে অবশ্য এই ধরনের পদ্ধতি উপযোগী নয়। বরং এটি কোন ছোট শহর বা অঞ্চলের জন্য কার্যকর। একজন লোককেই বেশ কিছু সংবাদ কেন্দ্রের দায়িত্ব দেয়া হয় যেমন হাসপাতাল, পুলিশ স্টেশন, মর্গ প্রভৃতি।

একটি উদাহরণ দিলে ভৌগোলিক পদ্ধতির বিট সম্পর্কে আরো পরিষ্কার হবে। ধরা যাক, কোন এক ছোট শহরে বা নদীবন্দরের পাশে একটি শিল্পকারখানা স্থাপিত হলো। একজন রিপোর্টারকে সেই শিল্প সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহের দায়িত্ব দেয়া হলো। সুনির্দিষ্ট কোন বিষয় না থাকাতে এমনিতেই শিল্পটির সংবাদবিষয়ক বপু বিশাল হতে পারে। তিনি সেখান থেকে যে কোন বিষয়ে বা মাত্রায় (Angle) সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেন।

শিল্পটির সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়েই তিনি খোঁজ নিতে পারেন, কারখানাটির শ্রমিকদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে কিনা। তা হয়ে থাকলে সেখানকার পরিবেশ কেমন। কারখানা থেকে নিকটবর্তী শহরতলির যোগাযোগ ব্যবস্থা কি, অথবা শিল্পটি স্থাপনের ফলে নদী বা শহরের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে কিনা। শিল্প স্থাপনের ফলে স্থানীয় লোকদের আর্থিক কার্যক্রম বেড়ে গেছে কিনা অথবা একটা বিরাট কর্মকাণ্ডকে ঘিরে সে এলাকার মানুষের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক (তথ্য নেটওয়ার্ক) কি রকম গড়ে উঠছে। শিল্পটি থেকে আসার পথে কোন হাসপাতাল পড়তে পারে। সেখানে কোন দুর্ঘটনার খবর থাকতে পারে। রাস্তায় পড়তে পারে পুলিশ স্টেশন। সেখানেও মিলতে পারে কোন চমকপ্রদ খবর আর এ সবই এই ভৌগোলিক পদ্ধতির বিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত রিপোর্টারকে পালন করতে হয়। আর এভাবেই ভৌগোলিক বিট পদ্ধতি গড়ে ওঠে।

ভৌগোলিক পদ্ধতিতে সংবাদ সংগ্রহ দুরূহ ব্যাপার। এক্ষেত্রে রিপোর্টারের খুব ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। তবে বিষয় পদ্ধতিতে একটি রিপোর্ট যত উন্নত হয়। ভৌগোলিক পদ্ধতিতে তা তত উন্নত হবার সম্ভাবনা নেই। কারণ বিষয় পদ্ধতিতে একজন রিপোর্টার বিষয়টির ওপর যত মনোযোগ দিতে পারেন, পড়াশুনা করতে পারেন, ভৌগোলিক পদ্ধতিতে তা সম্ভব নয়। কারণ ভৌগোলিক পদ্ধতির বিটের রিপোর্টার মনোযোগ দিতে পারেন না, বা পড়াশুনাও করতে পারেন না। তবে ভৌগোলিক পদ্ধতির বিট রিপোর্টারের কাজের মান তাঁর বার্তা সম্পাদকের বিভিন্ন দিকনির্দেশনার ওপরও অনেকখানি নির্ভর করে। ভৌগোলিক পদ্ধতিতে রিপোর্টারের সংবাদ কেন্দ্রগুলোর পরিধি যদি ছোট হয় তাহলে তাঁর সূত্রসমূহ কম ও ছোট হবে।

www.pathagar.com

এবং সেই সুনির্দিষ্ট জায়গায় সুনির্দিষ্ট লোকজনের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করলে রিপোর্টারের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তার অভিজ্ঞতা সম্প্রসারিত হয়। সেই বিটের খুঁটিনাটি ও পটভূমি সম্পর্কে তাঁর ভাল জানা হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে একজন রিপোর্টারের রিপোর্ট তথ্যসমৃদ্ধ হতে পারে। উল্লেখ্য, শহরভিত্তিক পত্রিকাগুলোর নব্বই শতাংশ খবরই বিট রিপোর্টারের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়ে থাকে।

বিটের কলাকৌশল

সংবাদপত্রের প্রথিতযশা সব দেশী-বিদেশী সাংবাদিক তাঁদের পেশাগত অভিজ্ঞতার মধ্য থেকেই 'বিট' ব্যবস্থার উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন। এই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ খুবই কার্যকর তাও তারা প্রমাণ করতে পেরেছেন। এই পদ্ধতি নিয়ে কাজ করার সময় তাঁরা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন এবং বিট পদ্ধতিতে কাজ করার এমন কিছু শর্ত বা কলাকৌশল বের করতে পেরেছেন যার সাহায্যে একজন রিপোর্টার তথ্যসমৃদ্ধ রিপোর্ট তাঁর নিজ সংগঠনকে উপহার দিতে পারেন। আমরা এখন সেই কলাকৌশলগুলো নিয়ে আলোচনা করবো।

একটি প্রধান শর্ত হচ্ছে বিট রিপোর্টারকে তাঁর 'বীট' সম্বন্ধে ভালোভাবে জানতে হবে। একটি বিটকে জানার জন্য সব ধরনের পন্থাপদ্ধতিই রয়েছে। একটি অফিসে গেলে অফিসটির নাম-ঠিকানা দেখেই বিটের সঙ্গে রিপোর্টারের পরিচিতির সূত্রপাত হয়। তারপর অফিসের কর্মকর্তা থেকে শুরু করে পিওন পর্যন্ত টুকটাক আলাপ করে অফিসটি সম্পর্কে জেনে নেয়া যায়। একটি প্রতিষ্ঠান কেমন করে জন্ম নিল, কে এর প্রতিষ্ঠাতা, কে এর দায়িত্বে আছেন, এর অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন এ সম্পর্কে জানতে হবে। বিট সম্পর্কে পুরো জানা হয়ে গেলে রিপোর্টার তাঁর মূল তথ্য সংগ্রহের খোঁজে নামতে পারেন। রিপোর্টার তাঁর বিট (সেটা বিষয়গত বা ভৌগোলিক যেটাই হোক না কেন) সম্পর্কে তাঁর পত্রিকা অফিসের 'মর্গ' থেকে কাগজপত্র ঘেঁটে জানতে পারেন। কোন প্রতিষ্ঠান বা বিষয় সম্পর্কে প্রকাশিত বিভিন্ন কাগজপত্র ঘেঁটে দেখতে পারেন। বিট সম্পর্কে পুরোপুরি জানলে রিপোর্টারের তথ্য সংগ্রহের কাজটি খুব সহজ হয়।

একজন বিট রিপোর্টারকে তাঁর বিটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকজনকে ভালো করে জানতে হবে। কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি কাগজপত্র দেখলেই তাঁকে চলবে না, সেই প্রতিষ্ঠানের পুরো স্টাফকে জানতে হবে। একটি অফিসের রেকর্ডপত্র ঘেঁটে যতটুকু জানা যায় তার চেয়ে বেশি জানা যায় কর্মচারীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। যদি একটি অফিসের টাইপিস্ট, কেরানি বা তথ্যবিভাগের কর্মচারীর কাছ থেকে উপরস্থদের

www.pathagar.com

অথবা অফিসের ভিতরের খবর তেমন পাওয়া যায় তবে তাদের সঙ্গে খুবই খোশমেজাজে আলাপ-আলোচনা করা যায়। কারণ এরা কথা বলতে ভালোবাসে। এদেরই কেউ যিনি উপরস্থ কর্মকর্তার কাছে ঘন ঘন যান তাঁর কাছ থেকে রিপোর্টারের খবরের কোন ছোট্ট সূত্র মিলে যেতে পারে। অথবা এমনও হতে পারে কোন খবর উপযোগী তথ্যের সত্যতা এদের কোন বক্তব্যের মাধ্যমে মিলিয়ে নেয়া যেতে পারে।

আপনার বিট আপনাকে ভালো জানে এটা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। কোন প্রতিষ্ঠানে গেলে প্রথম দর্শন বা সাক্ষাতেই রিপোর্টারকে সে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা তথা লোকজনের সামনে সপ্রতিভ হিসেবে তুলে ধরতে হবে, যাতে করে তারা সবসময় আপনাকে মনে রাখতে পারে। অর্থাৎ একজন রিপোর্টারের প্রথম দর্শনের ছবিটি তাদের কাছে চিরকালের জন্য গাঁথা হয়ে থাকবে। তিনি তাঁর প্রথম পরিচয়টাকে চিরস্থায়ী করার জন্য নবপরিচিত প্রতিটি লোকের কাছে তাঁর নামধাম বা টেলিফোন নম্বরের কার্ড দিতে পারেন। একজন রিপোর্টার বসের বদলে তার সেক্রেটারি অথবা টাইপিস্ট অথবা একান্ত সহকারীর সঙ্গে দোস্তি করে নিতে পারেন। এটা কোন অপরাধ নয়। একজন রিপোর্টারকে অনেক কিছু জানার জন্য অফিসের বসের ওপরই দারুণভাবে নির্ভর করতে হয়। কারণ তিনিই বলা যায় সব কিছু জানেন। অতএব তাঁর কাছে পৌঁছুতে অথবা তাঁর সামনে নিজের একটি অনুকূল পরিচিতি খাড়া করতে নিম্নপদস্থদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে নিতে হয়। কিন্তু তিনি এমন কিছু করবেন না যাতে তাঁর পরিচয়টি বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। আর সে জন্যেই বিট রিপোর্টার প্রায়শই কোন অফিসের বসের সঙ্গে ঘন ঘন দেখা করতে চাইবেন না। দেখা করতে চাইলে নিজের পরিচিতি দিয়ে তাঁর উপযোগী কোন সময়েই দেখা করতে চাওয়া উচিত।

একটি অফিসের বস্ কি বলছেন তার ওপরই অনেকখানি আঁচ করা যায় তার অফিসে কি ঘটছে। অফিসের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সময়ে সময়ে যে বুলেটিন দেয়া হয় সেটাও রিপোর্টারের খবরের একেকটি উৎস। সেগুলোর ওপর ভিত্তি করেও নিজের একটা ধারণা তৈরি করে তিনি বস্‌কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। রিপোর্টারের মূল্যায়নের সঙ্গে বসের মূল্যায়ন এক নাও হতে পারে। তবু একটা কথা মনে রাখতে হবে তিনি এমন কিছু জানেন যা বলেননি তা হয়তো রিপোর্টার জানেন না বা জানতে পারে নি। তাই বসের ওপর তাঁকে নির্ভর করতে হবে। তিনি কোন বিষয়ে কিছু বলতে না চাইলে প্রাসঙ্গিক কোন বক্তব্য তুলে ধরে তাঁর না-বলা কথার একটি ইঙ্গিত রিপোর্টার ধরে ফেলতে পারেন।

www.pathagar.com

অনেক সময় আছে যে অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বক্তব্য থেকে আগের বছরের ঘটনাবলীর স্পষ্ট চেহারা ফুটে নাও উঠতে পারে। এ জন্য আগের বছরের, প্রয়োজনে দুচার বছর আগের রেকর্ডপত্র তাকে ঘেঁটে দেখতে হবে। কিছু সময় ধরে তিনি প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত নিজস্ব কাগজপত্র অথবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রকাশিত কাগজপত্র পড়ে নেবেন। মনে রাখতে হবে আগের বছরের পটভূমিটা না জানলে চলতি বছরের কাজকর্ম সম্পর্কে জানাটা তাঁর জন্য অপূর্ণাঙ্গ হবে।

বিট রিপোর্টারের যেসব সংবাদসূত্র রয়েছে তাদের সঙ্গে একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য তাঁকে আনুষঙ্গিক ঘটনাবলী আগেই পর্যবেক্ষণ করে নিতে হবে। রিপোর্টার কোন অফিস-কর্মকর্তার কক্ষে গিয়েই দেখতে পেলেন যে তাঁর কক্ষে কোন রাজনৈতিক নেতা বা খেলোয়াড়ের ছবি টাঙ্গানো রয়েছে অথবা ডেস্কে কোন বিশেষ লেখকের বইয়ের আধিক্য। তাহলে চট করেই ধরে নিতে হবে ওইসব নেতা বা খেলোয়াড় অথবা লেখকের প্রতি তাঁর আগ্রহ রয়েছে। অতএব রিপোর্টারের দায়িত্ব হবে ওই বিষয়গুলো নিয়েই আলোচনার সূত্রপাত করা। ওই বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনার পথেই রিপোর্টার তাঁর মূল তথ্য পাবার লক্ষ্যে এগোতে পারেন। একটা কথা মনে রাখতে হবে, সংবাদসূত্র তাঁর কথায় একটি গতিময়তা খুঁজে পেলে মনের অজান্তেই অনেক কথা বলে ফেলেন। টোকা দিয়ে তখন কথা বের করতে হয় না, আপন গতিতেই কথার খই ফুটতে থাকে।

ভালো ব্যবহার হচ্ছে রিপোর্টারের যোগ্যতার একটি অত্যাবশ্যক হাতিয়ার। রিপোর্টারও আর দশটা মানুষের মতই মানুষ । তিনি তাঁর সংবাদসূত্রের সঙ্গে সভ্য আচরণ করবেন বিনিময়ে তিনিও সভ্যতাই পাবেন। তিনি তাঁর কথার সুর খুব নিচু ও সুমিষ্ট রাখবেন, কথার প্রেক্ষিত অনুযায়ী ধন্যবাদ, প্লিজ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করবেন। বসতে না বললে দুম করে বসে পড়বেন না। চোখে কালো চশমা অথবা মাথায় ক্যাপ থাকলে তা নামিয়ে ফেলুন। আপনার ভদ্র আচরণের ওপর সূত্র সৌজন্যতার সঙ্গে কথা বলবে। তবে নিজের সৌজন্যবোধকে বজায় রাখতে একজন রিপোর্টারকে কেঁচো হলে চলবে না। যেখানে তাঁকে অবশ্যই কোন তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এরকম পরিস্থিতিতে রিপোর্টারকে অবশ্যই কঠোর ও আক্রমণাত্মক হতে হবে। তাঁর মানে এই নয় যে, তিনি মারমুখো হবেন। প্রকৃতপক্ষে কঠোর হবার সময় তাঁর কথাবার্তায় একটা কমান্ডের সুর থাকবে। তাকে মুখ খুলতে প্রভাবিত করতে হবে। অথবা একই প্রশ্ন বারবার বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে করতে হবে। তার ওপর একটি মনস্তাত্ত্বিক পীড়নও চালাতে হবে যাতে তিনি প্রশ্নের উত্তর দেন। অনেক

www.pathagar.com

প্রশ্নের উত্তর সে অনেকভাবে দেবে। সে সময় খেয়াল রাখতে হবে সেই অনেক উত্তরের মধ্যে রিপোর্টারের মূল প্রশ্নের উত্তর রয়েছে কিনা।

মনে রাখতে হবে একজন রিপোর্টার হচ্ছেন একজন সংবাদ বিশেষজ্ঞ। তিনি নিজেই বুঝতে পারবেন তাঁর সংগৃহীত তথ্যাবলী সংবাদগল্পের জন্য কতটা উপযোগী, কিংবা আদৌ উপযোগী কিনা। তাঁর সম্পাদক তাঁকে বিভিন্ন পরামর্শ দিতে পারেন কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, কোন্ তথ্যগুলো সংবাদ উপযোগী হবে, কোন্গুলো নয়। রিপোর্টার যেহেতু সংবাদতথ্য সংগ্রহের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত থাকেন সেই জন্য তাঁর অনেক সময় মনে হতে পারে তিনি যতটা বুঝতে পারেন অন্যেরা তা নয়। কিন্তু সম্পাদকের নির্দেশিত পথে গ্রহণযোগ্য চ্যানেল অথবা গ্রহণযোগ্য মাধ্যমে তথ্যাবলি সংগ্রহ করার পর তিনি ও তাঁর সম্পাদকই সিদ্ধান্ত নেবেন তাঁর সংগৃহীত সংবাদঘটনাটি সংবাদগল্পে তৈরি করবেন কিনা। অনেক সময় জাতীয় মর্যাদা বা রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি অথবা পত্রিকার পলিসির কারণে অনেক সংগৃহীত তথ্যই সংবাদাকারে রূপ দেয়া যায় না।

সংবাদসূত্র বা উৎসের সঙ্গে রিপোর্টারের সম্পর্কটা যদি ভালো হয় তাহলে তাদের কাছ থেকে তিনি ভালো সহযোগিতা পাবেন। আর সেই সহযোগিতাটা তিনি যদি ভালো পান তাহলে একজন রিপোর্টার তাঁর যোগ্যতাকেও বাড়িয়ে তুলতে পারেন এবং তিনি যে রিপোর্ট তৈরি করবেন তার মানও ভালো হবে। একটি সংবাদসূত্র রিপোর্টারকে একটি সংবাদগল্প প্রকাশ কয়েকদিন বিলম্বিত করার অনুরোধ জানাতে পারে। মাঝে মাঝে আপনি সেই আবেদন মঞ্জুর নাও করতে পারেন। কিন্তু সংবাদসূত্রটি হাতে রাখার স্বার্থেই দুচার দিন বিলম্ব করা যেতে পারে। তিনি অবশ্যই সংবাদসূত্র বা উৎসের ইচ্ছার মর্যাদা দেবেন। তবে এমন ঘটনা যদি ঘটে যে সেই সংবাদটি অবশ্যই জনস্বার্থে প্রকাশ করা দরকার তবে কিছুটা ক্ষতি দিয়ে হলেও সূত্রের অনুরোধ উপেক্ষা করা যেতে পারে। তবে সূত্রের অনুরোধের মর্যাদাদান বা উপেক্ষা করা সবটাই নির্ভর করে বিষয়টির ওপর রিপোর্টারের বিচারবোধের। তিনি তাঁর বিচারশক্তি দিয়েই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। অবশ্য প্রকাশিতব্য সংবাদকে রিপোর্টার সূত্রের কথায় কখনই চাপা দেবেন না।

একজন রিপোর্টারের দায়িত্বশীলতা চিরন্তন। তিনি সমাজের কণ্ঠস্বর। তাই তাঁকে প্রতি পদক্ষেপে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হয়। প্রতিটি রিপোর্টারই জানেন যে সংবাদসেবীরা সবসময়ই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলেন। তিনি এমন কোন তথ্য প্রকাশ করবেন না যেটা প্রকাশ না করার ব্যাপারে তাঁর ওপর আস্থা রয়েছে। তিনি এমন কোন ঘটনার কথা বা তারিখের কথা উল্লেখ করেন না যা তাঁকে বলতে বারণ

www.pathagar.com

করে দিয়েছে সংবাদসূত্র। সংবাদসূত্র নিজের পরিচিতি প্রকাশিত হতে দিতে না চাইলে তিনি কখনই তা প্রকাশ করবেন না। সেখানে রিপোর্টার বলতে পারেন— 'পরিচয়দানে অনিচ্ছুক মুখপাত্র বলেন . . .ইত্যাদি'। তবু একজন রিপোর্টার সতর্ক না হলে আচরণগত এই সব নীতি তাঁকে তাঁর কাজে বাধাগ্রস্ত করে তুলতে পারে। সংবাদসূত্র অনেক কথা বলেও রিপোর্টারকে বলতে পারেন 'আমার ওই কথাটা অফ দ্য রেকর্ড'। তবে আবারও বলতে হয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা রিপোর্টারের দায়িত্ব তবে সংবাদ প্রকাশের বিচারের ভার রিপোর্টারের নিজের। তবে প্রতিশ্রুতি পালন দায়িত্বশীলতার মধ্যে পড়লেও দায়িত্বশীলতার আরো কিছু দিক আছে। সেটা হলো একজন রিপোর্টার তাঁর সাক্ষাতের সময় ঠিক রাখেন কিনা। কোন অফিস্ তাঁকে শর্তসাপেক্ষে কাগজপত্র দিলে তা তিনি যথাসময়ে ফিরিয়ে দেন কিনা। কাগজপত্রগুলো তিনি অবিকৃত অবস্থায় ফেরত দেন কিনা সেটাও তাঁর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

একজন বিট রিপোর্টারকে তাঁর রুটিন নিয়মিত অনুসরণ করতে হবে। নিয়মমাফিক চলাফেরা করলে বিটও তাকে সহযোগিতা করবেন এবং এর সুফলও মিলবে। কথা দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে যাতায়াত করলে বিটও তাকে সেইমত সময় দেবেন। এছাড়া সময়মত গেলে বিট তাকে সময়নিষ্ঠ হিসেবে মর্যাদা দেবেন। বড় অফিসের কর্মকর্তাদের সময়ের খুবই অভাব। তাঁর সচিবের কাছ থেকে সময়ের হিসেব জেনে নিতে হয়। আগে থেকেই যোগাযোগ করে ঠিক সময় মত গেলে উৎস তাঁকে ভালো তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করতে পারেন।

বিটের সঙ্গে কথা বলার সময় উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করা চলে না। অর্থহীন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা মানেই মূল বিষয় থেকে সরে যাওয়া। একজন অভিজ্ঞ রিপোর্টার সব সময়ই তাঁর প্রশ্নে সুনির্দিষ্ট হন। বিটের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়ের পর রিপোর্টার সরাসরি ও সুনির্দিষ্ট এবং তাঁর প্রত্যাশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলিই করে থাকেন। একজন এমপি মন্ত্রী হতে যাচ্ছেন—এ রকম ব্যক্তির কাছে গিয়ে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, কোন নতুন খবর আছে? তাহলে তিনি সরাসরি বলতে পারেন—না। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের প্রশ্নে না বলাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁকে যদি বলা হয়, শুনলাম আপনি অমুক দিন বা অমুক তারিখে মন্ত্রী হতে যাচ্ছেন তাহলে তিনি গড়গড় করে তাঁর সব কথা বলতে শুরু করবেন।

অধিকাংশ বিট রিপোর্টারের দিনপঞ্জিকা বা ডায়েরি বুক রাখা দরকার। এতে আগামী দিনগুলোর কাজকর্মগুলো ঠিকমত পালন করা যায়। এই দিনপঞ্জিকা অনেকটা সিটি এডিটর বা নগর-সম্পাদকের রাখা ডায়েরির মতো। সামনের বিভিন্ন

www.pathagar.com

সম্ভাব্য ঘটনা, দিনক্ষণ তারিখ মনে রাখার জন্য স্মৃতি সবসময় সহায়ক নাও হতে পারে। অতএব তা মনে রাখার জন্য নোটবই অথবা ডেস্ক ক্যালেন্ডারে টুকে রাখলে খুবই ভালো হয়। কোন ঘটনা সম্পর্কে অথবা কোন বিশেষ সংবাদগল্প সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা অথবা কাঠামো ওই নোটবই অথবা ক্যালেন্ডারে আগাম তৈরি করে রাখা যায়। যদি বিট রিপোর্টার রুটিনমাফিক তাঁর সংবাদ সংগ্রহে নিয়োজিত থাকেন তবে কোন বিষয় বা সম্ভাব্য কোন ঘটনার ব্যাপারে আগাম দিনপঞ্জি বা কাঠামো তৈরি করে রাখলে তাঁর কাজ অর্ধেকটাই হাসিল হয়ে যায়।

একজন বিট রিপোর্টার কি করছেন কোথায় যাচ্ছেন সে সম্পর্কে তিনি সব সময় তাঁর বার্তাকক্ষকে অবহিত রাখবেন। কারণ আপনি এমন এক জায়গায় কাজ করছেন দেখা গেলো সেখানে আরেকজন নিয়োজিত রয়েছেন। অথবা আপনি যে দৃষ্টিকোণ থেকে লেখার চিন্তা-ভাবনা করছেন অন্যজন হয়তো অন্য কোন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছেন। এ জন্য সিটি এডিটরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা দরকার। কারণ তিনি ভালো করে জানেন আপনাকে কি দায়িত্ব দেয়া আছে, অপর আরেকজনকে কি দায়িত্ব দেয়া আছে। কোন সংবাদগল্প লেখার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন থাকলে কিংবা নিজের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন থাকলে কিংবা নিজের প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করতে চাইলে সিটি এডিটরের সঙ্গে পরামর্শ করে নেয়া উচিত। কারণ আপনি তাঁর ওপর নয়, তিনিই আপনার ওপর নজরদারি রাখছেন। আর যেহেতু তিনি বস অতএব তাঁর দায়দায়িত্ব আরো বেশি। অতএব বিট রিপোর্টার একটি দৈনন্দিন ছক তাঁকে জানিয়ে দেবেন কখন কোথায় তিনি থাকবেন।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

রিপোর্টিংয়ের আন্তর্জাতিক মাপকাঠি

সংবাদ রিপোর্টিংয়ের আন্তর্জাতিক ও ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য মাপকাঠি সম্পর্কে আমরা এখানে আলোচনা করবো। আমাদের এ আলোচনা থেকে যেকোন ধরনের হার্ড নিউজ তথা বিশ্লেষণী রিপোর্টিং করার জন্য কিছুটা সাহায্য হবে। তবে রিপোর্টিংয়ের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড সম্পর্কে এ অধ্যায়ের আলোচনা পরিবেশ, জনসংখ্যা, উন্নয়ন, স্বাস্থ্য তথা পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে ভালো কাজে লাগবে। এছাড়া অন্যান্য অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়গুলো সম্পর্কে এখান থেকে বাড়তি কিছু ধারণা পাওয়া যাবে।

একটি কথা স্মরণযোগ্য, রিপোর্টিংয়ে যাঁরা আছেন অথবা সাংবাদিকতার যেসব শিক্ষার্থী ভাইবোন রিপোর্টিংকে তাঁদের পেশা হিসেবে বেছে নিতে চান তাঁরা রিপোর্টিং করার কলাকৌশলকে শুধু কয়েকটি মৌল নীতির ওপর বেঁধে ফেলবেন না বা সীমিত রাখবেন না। কারণ একজন ভালো রিপোর্টারের জন্য বাঁধাধরা দিকনির্দেশিকা ও কলাকৌশলই যথেষ্ট নয়। ভালো কাজের জন্য এর চেয়েও আরো অনেক বেশি কিছু প্রয়োজন।

রিপোর্টারের রিপোর্টিংয়ের মূল উপাদান হচ্ছে মানুষ। অতএব, মানুষকে নিয়েই তাঁর কাজকারবার। তাই মানুষ সম্পর্কে তাঁর ধারণাটা থাকবে গভীর। সংবাদগল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষজনের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা যদি তিনি যাচাই করতে না পারেন, মানুষের মনের ভাষাটা যদি তিনি বুঝতে না পারেন তাহলে তাঁর লেখনি জোরদার হবে না। সংবাদগল্পের লেখনি হচ্ছে একটি শৈল্পিক কাজ। শিল্পসৃষ্টিতে যেমন একটা সুগভীর কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয়, এখানেও তাই। কল্পনাশক্তি, সৃজনশীলতা ছাড়া একজন রিপোর্টার তাঁর কাজ করতে পারেন না। রিপোর্টে তাই তিনি প্রাণও সঞ্জীবিত করতে পারেন না। ফলে তা হয়ে পড়ে নীরস, খটখটে। ভালো রিপোর্টার হতে হলে তাঁর জানার একটা ক্ষুধা থাকবে। তাঁর চোখেমুখে থাকবে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—যার সাহায্যে তিনি প্রকৃত সত্যকে যাচাই করে দেখতে চাইবেন এবং সংবাদের ভিত্তিকে

www.pathagar.com

খুঁজে পাবার চেষ্টা করবেন। তবেই তিনি সেভাবে তাঁর লেখাকে এগিয়ে নিতে পারবেন। তিনি বিভ্রান্তির বেড়াজালকে ভেদ করে সত্যকে বের করে আনবেন এবং তাঁর উপস্থাপনের ভঙ্গি হবে সবসময়ই ব্যতিক্রমী । তাঁর রিপোর্টকে ব্যতিক্রমধর্মী করতে গিয়েও তিনি সত্য থেকে, প্রকৃত তথ্য থেকে বিচ্যুত হবেন না।

প্রেস ফাউন্ডেশন অব এশিয়ার দীর্ঘকালীন চেয়ারম্যান এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রখ্যাত সাংবাদিক ও ঔপন্যাসিক মোখতার লুবিস বলেছেন, শুধু প্রচলিত কলাকৌশল অনুসারে লেখাই রিপোর্টারের কাজ নয়, রিপোর্টিংয়ের জন্য তাঁর আরো অনেক বেশি কাজ ও দায়িত্ব রয়েছে। দেশের জনগণ ও সম্প্রদায়ের চাহিদা এবং স্বার্থের সঙ্গে তাঁর কাজকে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলার জন্য রিপোর্টার তাঁর অন্য গুণাবলিও লালন করবেন।

তিনি বলেন, জনগণ ও তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তাঁর গভীর কৌতূহলবোধ, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, নিরপেক্ষতাবোধ, নিরঙ্কুশ সততা (সেটা শুধু অন্যের প্রতি নয়, নিজের প্রতিও), ব্যক্তিক দৃঢ়তা এবং নিজ পেশার প্রতি বিশ্বাসী থাকতে হবে। মোখতার লুবিস বলেন, এইসব গুণ একজন রিপোর্টারকে শুধু একজন টেকনিক্যাল রিপোর্টার নয়, মহান ও বড় মাপের সাংবাদিক হিসেবে চিত্রিত করে।

রিপোর্টারের বহু ভূমিকা রয়েছে। তবে তাঁর তিনটি ভূমিকা হচ্ছে প্রধান। বিশেষ করে সমাজের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে। যেহেতু সংবাদপত্র হচ্ছে সমাজের দর্পণ, সেই জন্যে সমাজের পুরো চিত্র এবং প্রয়োজনে মানুষের কি করণীয় তা সব কিছু সেই দর্পণে তুলে ধরার দায়িত্ব সংবাদপত্র রিপোর্টারের। ওই তিনটি প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে ঃ

এক. তথ্যদান বা অবহিতকরণ

দুই. শিক্ষাদান বা শিক্ষিতকরণ

তিন. নজরদারি বা পর্যবেক্ষণ

কোন বিষয় সম্পর্কে জানানোই হচ্ছে প্রথম শর্তটির কাজ। যেমন দেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারটি নিয়ে কি কাজ হচ্ছে না হচ্ছে সে সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা রিপোর্টারের দায়িত্ব। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি দেশের প্রধান সমস্যা। এ সম্পর্কে কি কাজ হচ্ছে না হচ্ছে, কি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না হচ্ছে সে সম্পর্কে জনগণকে জানানোর দায়িত্ব রিপোর্টারের। শুধু স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা নয়, দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, রাষ্ট্র পরিচালনার কর্মকাণ্ডসহ গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়ে তথ্যদান করা হচ্ছে রিপোর্টারের কাজের অঙ্গ। গণমাধ্যমসমূহের সঙ্গে জনগণের

www.pathagar.com

যোগাযোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশ ও সমাজের ব্যাপারে জনগণ আরো বেশি করে জানতে চায়।

জনগণকে ভালোভাবে অবহিত করার পর তাকে শিক্ষিত করে তোলাও রিপোর্টারের দায়িত্ব। প্রায় ৮০ শতাংশ নিরক্ষর এ দেশের লোকজনের জন্য গণসাক্ষরতা কর্মসূচি চালু হয়েছে সে সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার পাশাপাশি কিভাবে শিক্ষা পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে তাদের জ্ঞান দিতে হবে। দেশের জনসংখ্যা রোধে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ কিংবা এর ফলে স্বাস্থ্যবিধির পতন কিভাবে রোধ করা যায় সে সম্পর্কে জনগণকে বোঝাতে হবে। যারা একেবারেই লেখাপড়া জানে না, তাদের বোঝানোর জন্য শিক্ষিত লোকদের দায়িত্বদানের কথা বলতে হবে। রিপোর্টার জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে তাঁর রিপোর্টে বিভিন্ন প্রচার প্রচারণার সুপারিশ করবেন, যাতে জনগণ ঠিক জায়গায় গিয়ে সৎপরামর্শ পায়। স্বাস্থ্যবিধি কিংবা পরিবেশ রক্ষা কিংবা পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি সম্পর্কে জনগণকে বোঝাতে হবে। অশিক্ষিত জনগণকে বোঝানোর জন্য মুদ্রণ সাংবাদিকতায় কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে তবে রেডিও ও টিভি মারফত এ বিষয়ে ভালো জ্ঞান দেয়া যায়। তবে গ্রাফ, চার্ট, ফিগার প্রভৃতির মাধ্যমে রিপোর্টার অল্পশিক্ষিত লোকদেরও জ্ঞান দিতে পারেন। অথবা গ্রামের মত মোড়লদের (Opinion leader) মারফত মুখে মুখে জনগণকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করতে পারেন।

একজন রিপোর্টার হলো সমাজের নজরদার। সমাজে ভালো-মন্দ উভয়ই আছে। যেটা ভালো সেটাকে তিনি তুলে ধরবেন, তাকে সমুন্নত করবেন। মন্দ হলে তাকে তিনি বর্জন করবেন। সমাজের জন্য ক্ষতিকর কোন কিছুকে তিনি জনগণের সামনে তুলে ধরবেন না। গৃহপালিত কুকুর যেমন তার প্রভুর গৃহের ভালোমন্দের দিকে নজর রাখে, একজন রিপোর্টারও সমাজের ওপর তেমনি নজর রাখবেন। একটা বিষয় সম্পর্কে রিপোর্ট করতে গিয়ে তিনি দেখবেন প্রকৃত সত্যটা কোথায় এবং তাতে সমাজের মঙ্গল নিহিত রয়েছে কিনা।

ভালো রিপোর্টিংয়ের জন্য রিপোর্টারের কিছু মৌলিক নীতিমালা বা দিকনির্দেশিকা রয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে এই দিকনির্দেশিকা বা যাচাই তালিকা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। সুপ্রশিক্ষিত রিপোর্টাররা তাঁদের নিজ নিজ কর্মের পেশাগত মান পরীক্ষা করার জন্য এইসব দিকনির্দেশিকার ব্যবহার করে দেখতে পারেন। উল্লিখিত দিকনির্দেশিকার সাহায্যে শুধু রিপোর্টাররা নন সহ-সম্পাদকরাও

www.pathagar.com

কোন অসম্পাদিত কিংবা ইতোমধ্যেই প্রকাশিত সংবাদকপির গুণাগুণ বিচার বা বিশ্লেষণ করে দেখতে পারেন।

আমরা একটি পৃথক অধ্যায়ে বিট সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তা সত্ত্বেও কি করে বিট রিপোর্টিং সুন্দর করা যায়, তথ্যসমৃদ্ধ করে সর্বাঙ্গসুন্দর করা যায় সে সম্পর্কে এখানে কিছু আলোচনা করবো। বিশেষ করে বিজ্ঞান, শিক্ষা, পরিবেশ কিংবা জনসংখ্যা বিষয়ক বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে গেলে কি কি প্রয়োজনীয় শর্ত পালন করতে হবে তা এই আলোচনা থেকে কিছুটা সাহায্য হবে। যেমন পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সরকারের তথ্য দপ্তর থেকে কোন সংবাদ বিজ্ঞপ্তি পাওয়া গেল। তাকে সংবাদাকারে তুলে ধরা যায়। তবে এ হলো একেবারেই রুটিনমাফিক কাজ এবং তা হবে সাদামাটা ও জলো রিপোর্টিং। কিন্তু একজন রিপোর্টার যদি মনে করেন সরকারের দেয়া কোন তথ্যবিবরণীকে কেন্দ্র করে তিনি একটি বিশেষ ও তথ্যসমৃদ্ধ রিপোর্ট করতে চান তাহলে বিট সম্পর্কে তাঁকে ভালোভাবে জানতে হবে। বিটের কাছ থেকে তথ্য আহরণের জন্য তাঁকে পর্যায়ক্রমিক কতকগুলো বিষয় সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। এগুলো হলো ঃ

এক. সতর্ক প্রস্তুতি।

(ক) যতখানি সম্ভব নিজের বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবে শিক্ষাগ্রহণ করে নিতে হবে। যেমন, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে একটি ফিচার-গল্প তৈরি করতে গেলে এ সম্পর্কে আদ্যোপান্ত জ্ঞান থাকতে হবে। পরিবার পরিকল্পনার সঙ্গে স্বাস্থ্য, পবিবেশ প্রভৃতির সম্পর্ক রয়েছে। এ বিষয়গুলো সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা না থাকলে পুরো বিষয়টি নিয়ে ভালো রিপোর্ট করা যাবে না।

(খ) সুসংগঠিত পড়াশোনা থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যা কিছু পাওয়া যাবে তাই পড়ে নিতে হবে। পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে বর্তমান পাঁচসালা পরিকল্পনায় কি বলা আছে সে সম্পর্কে জেনে নেয়া ভালো। কারণ নিশ্চয়ই তাতে বিস্তৃত লেখা আছে। এ বিষয়ে সংবাদপত্র, সাময়িকী ও বইপত্র পড়ে নিতে হবে। বিষয়টি নিয়ে বর্তমানে কি লেখালেখি চলছে সে সম্পর্কে জানা উচিত। অন্য পত্রিকায় কিংবা নিজের পত্রিকায় পূর্বে কি লেখালেখি হয়েছে বা হচ্ছে সে সম্পর্কেও জানতে হবে। বর্তমান সরকারের নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে কোথায় কি মতামত রাখছেন তা পর্যবেক্ষণ করে যেতে হবে। এতে সরকারের গৃহীত নীতির সঙ্গে তাদের কথার সঙ্গতি আছে কিনা এতে তা ধরা পড়বে।

(গ) নিজের স্বার্থেই যা যা গুরুত্বপূর্ণ তার ওপর সংক্ষিপ্তাকারে অথচ ভালো নোট রাখতে হবে। দ্রুত নোট টোকার কৌশল শিখতে হবে। দ্রুত লেখার নিজস্ব পদ্ধতি

www.pathagar.com

তৈরি করে নিতে হবে। সযত্ন পড়াশুনা ও ভালো নোট নিলে বিষয়টির ওপর অনেকটাই পাণ্ডিত্য অর্জন করা যায়। এছাড়া ভালো ক্লিপিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। একজন রিপোর্টার যেসব মুদ্রিত কাগজপত্র সংরক্ষণ করতে চান তার ফটোকপি করিয়ে নিতে পারেন। গুরুত্বপূর্ণ কোন পয়েন্ট স্মরণে আনার জন্য অথবা তা দ্রুত খুঁজে পাবার কাজে যাতে সাহায্য হয় সে জন্যে সংবাদপত্রের বিভিন্ন ক্লিপিং ও ফটোকপির বিশেষ বিশেষ অংশের নিচে রঙিন পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে রাখা ভালো।

(ঘ) নিজের দায়িত্বলব্ধ বিষয়ের ওপর ভালো ফাইলিং ব্যবস্থা করতে হবে। বিষয়ের বিভিন্ন দিকের ওপর লেবেল এঁটে রাখতে হবে। হন্যে হয়ে খোঁজার বদলে খুব সহজেই যাতে আপনার কাঙ্ক্ষিত জিনিসটি পেয়ে যান সে জন্যে ভালো সূচীপত্র তৈরি করে রাখতে হবে।

নামধাম ও টেলিফোন নম্বরসহ ভালো সূত্রের তালিকা তৈরি করে রাখতে হবে। সূত্র নিয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

সম্ভাব্য সব ঘটনা ও সংবাদগল্প সম্পর্কে একটি আগাম তালিকা তৈরি করে রাখতে হবে। সাধারণত সিটি এডিটর কিংবা বার্তা সম্পাদকরা এই আগাম তালিকা তৈরি করে রাখেন। তবে ভালো রিপোর্টাররা বিশেষ বিটের ক্ষেত্রে একই কাজ করে থাকেন। এই আগাম তালিকার মধ্যে থাকতে পারে বিভিন্ন বার্ষিকী, কোন নামী লোকের বক্তৃতা, কোন মন্ত্রণালয়ের কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সম্মেলন। এমনকি সম্ভাব্য সহিংসতা বা মারামারির ব্যাপারে আগাম প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে হয়।

এছাড়া প্রকাশিত কোন সংবাদগল্পের কোন গুরুত্বপূর্ণ দিকটিকে আরো উন্নত করার জন্য সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। সেটা কবে কিভাবে নেয়া হবে সেটার আগাম তালিকা তৈরি করে রাখা যায়। প্রকৃতপক্ষে রিপোর্টার নিজেকে সবসময় প্রশ্ন করবেন আমার পরের সংবাদগল্পটি কোথা থেকে আসবে? কিংবা কোথা থেকে আসার সম্ভাবনা আছে ?

দুই. বিষয়ের সংজ্ঞাদান এবং প্রকৃতপক্ষে এর মূল রূপরেখাটি কি তা নির্ধারণ।

(ক) রিপোর্টার যদি জনসংখ্যা রিপোর্টিং করেন তবে তাঁকে সবসময়ই মনে রাখতে হবে যে তিনি স্বাস্থ্য বিষয়ক রিপোর্টিংয়ের মতো একটি বড় দায়িত্বের মাত্র একটা দিকই পালন করছেন। আরো মনে রাখতে হবে যে স্বাস্থ্য বিষয়ক রিপোর্টিংও হচ্ছে উন্নয়ন রিপোর্টিংয়ের মাত্র একটি দিক। অতএব, এই প্রেক্ষিতে কাজের মাত্রা নির্ধারণ করে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে উন্নয়ন রিপোর্টিং একটি বড় ব্যাপার। তাই এর পর্যায়ক্রমিক দিকটিকে মনে রাখতে হবে। উন্নয়ন রিপোর্টিংয়ের বিষয়বস্তুর আওতায় পড়তে পারে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা, শিশু পরিচর্যা ও মাতৃমঙ্গল, নারীশিক্ষা,

www.pathagar.com

মহিলাদের বিয়ের বয়স ও পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি বিষয়ে নয়া উদ্ভাবনী পন্থাপদ্ধতি প্রভৃতি।

(খ) বিষয়ের সংজ্ঞা নির্ধারণের পর রিপোর্টারকে ঠিক করতে হবে সাংবাদিক হিসেবে সেগুলোর কতখানি সীমা নিয়ে তিনি কাজ করতে পারবেন। যেমন, জনসংখ্যা বিষয়েই রিপোর্ট করতে গিয়ে রিপোর্টারকে ভেবে দেখতে হবে সরকার কি চায় কিংবা কতদূর পর্যন্ত সরকার তাঁকে যেতে দেবে অথবা বিষয়টি নিয়ে কিভাবে বা কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বিশ্লেষণ করবেন। এটাও তাঁকে ভেবে দেখতে হবে তাঁর সম্পাদক কি চান। তাঁর সংবাদপত্র সংগঠনটিও তাঁর কাছ থেকে কি চায় কিংবা কতটুকু গভীরতা নিয়ে চায়। একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। যেহেতু সরকার কলেরা সংক্রান্ত কোন খবর প্রকাশের বিরোধী কারণ এ ধরনের খবর প্রকাশিত হলে দেশের খাদ্য, বিশেষ করে হিমায়িত মাছ রফতানির ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে। অতএব কলেরা সংক্রান্ত সংবাদের ক্ষেত্রে কোন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের সম্পাদককে একটি সিদ্ধান্ত নিতেই হবে তিনি 'কলেরা' লিখবেন নাকি অন্য কিছু লিখবেন অথবা রিপোর্টই বাতিল করে দেবেন। কিন্তু দেখা গেলো, রিপোর্টটি জনস্বার্থেই বাতিল করে দেয়া যায় না, তখন কি হবে ? এ সময় তাঁকে ঝুঁকি হলেও একটি কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কলেরা বললে জাতীয় স্বার্থের ক্ষতি হতে পারে বলে কিছু চিকিৎসক কলেরাকে ডায়রিরা কিংবা উদরাময় রোগ বলে অভিহিত করে থাকেন। কিন্তু চিকিৎসকদের মতেই এ দুটো রোগের মধ্যে গুণগত ফারাকটা বিরাট। অতএব, দেশের কোথাও যদি ব্যাপক হারে কলেরা চলে তাহলে দেশের রফতানির চেয়ে জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি বড় হয়ে দেখা দেবে। সেজন্যে 'কলেরা' হলে কলেরাই লিখতে হবে।

অবশ্য দেশে গণমাধ্যমগুলোর পরিবেশটা কেমন সেটা দেখতে হবে। কোন বিষয় সম্পর্কে জনগণের মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গি কি সেটা জানা প্রয়োজন। অথবা এ সম্পর্কে আমাদের গণমাধ্যমগুলো কি মুদ্রণ করে অথবা সম্প্রচার করে সেটা লক্ষণীয়। অথবা মুদ্রণ বা সম্প্রচারের জন্য কোন্ শব্দ উপযোগী সেটাও খেয়াল করতে হবে। জনমত যা বলে অথবা জনরুচির স্বার্থেই শব্দের ব্যবহার করতে হবে। এমনও হতে পারে কোন কিছু প্রকাশ বা প্রচার করা আইনত নিষিদ্ধ। সেক্ষেত্রে না লেখাই ভালো। অথবা আইনে লেখা নেই, কিন্তু সামাজিক মূল্যবোধ তাকে স্বীকার করে না, এ রকম কিছুও লেখা উচিত্ নয়। কারণ গণমাধ্যমগুলো কিছু কিছু মূল্যবোধের পরিবর্তনের সপক্ষে কথা বলে। তবে সেই পরিবর্তনের সপক্ষেই কথা বলে যার প্রতি বিরাট জনগোষ্ঠীর সমর্থন রয়েছে।

www.pathagar.com

ভালো ও নির্ভরযোগ্য উৎস

একটা সাধারণ কথা প্রচলিত আছে যে গুজবে কান দেবেন না। আবার এমনও বলা হয়ে থাকে যা কিছু রটে তা কিছু বটে। একজন রিপোর্টার এ দুয়ের থেকেই মুক্ত নন। কারণ গুজবে কান না দেয়া রিপোর্টারের কাজ নয়। গুজব কেন রটলো সে ব্যাপারে অবশ্যই রিপোর্টারকে কান দিতে হবে। সেই গুজব আসলেই গুজব নাকি তার মধ্যে কিছু সত্য ঘটনার রেশ আছে তা অবশ্যই রিপোর্টারকে খতিয়ে দেখতে হবে। এই খতিয়ে দেখার জন্য ও যাচাই করার জন্য রিপোর্টারের চাই ভালো উৎস ও নির্ভরযোগ্য উৎস। ভালো ও নির্ভরযোগ্য উৎস পাবার স্বার্থে রিপোর্টারকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি নজর দিতে হবে।

এক. কারা উৎস এটাই প্রথমে চিন্তা ও খুঁজে বের করতে হবে। কারণ খবরের উৎস কারা হবেন সে সম্পর্কে ধারণা না থাকলে তাকে খুঁজে বের করা মুশকিল হবে। উৎস খুঁজে বের করার পর তাকে বিভিন্নভাবে ভাগ করে নিতে হবে।

(ক) প্রথমেই স্থানীয় উৎস যারা রয়েছে সে সম্পর্কে আদ্যোপান্ত খোঁজখবর ও সে সম্পর্কে একটা সমীক্ষা চালিয়ে নিতে হবে। এই স্থানীয় উৎসের মধ্যে কারা রয়েছে তাদের সম্পর্কে জেনে তাদের নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর নোটবইয়ে টুকে রাখতে হবে। এই পর্যায়ে যারা বা যে ব্যক্তিবর্গ উৎস হতে পারেন তাঁরা হলেন ঃ তথ্য দপ্তরের কর্মকর্তাগণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ। যে কোন ধরনের তথ্যের জন্য তথ্য দপ্তর এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে রিপোর্টার ভালোই মাল-মসলা পাবেন। রিপোর্টিংয়ের বিষয়বস্তু যদি হয় জনসংখ্যা বা পরিবার পরিকল্পনা অথবা স্বাস্থ্যসেবা তাহলে এ সংক্রান্ত তথ্যের উৎস হচ্ছে ডাক্তার ও নার্স। সরকারি অফিসের ডাক্তার নার্সরা অবশ্য বেশি কথা বলতে চান না, তবে তাঁদের তুলনায় ক্লিনিকের ডাক্তার-নার্সরা হয়তো বেশি কথা বলতে পারেন। হাসপাতাল ও অন্যান্য সংস্থার প্রশাসকরা এ সংক্রান্ত তথ্যের ভালো উৎস। বিভিন্ন সংস্থার স্বাস্থ্যকর্মী কিংবা 'দাই'রা ভালো তথ্য দিতে পারেন। চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক ও স্বাস্থ্যবিষয়ক অন্যান্য শিক্ষক স্বাস্থ্যসেবা ও পরিচর্যা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারেন। স্বাস্থ্যবিষয়ক সভা-সেমিনারের বক্তারাও নতুন নতুন তথ্য উপস্থাপন করে থাকেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা তথা পরিবেশ ও জনসংখ্যা বিষয়ের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থাসমূহের তথ্য কর্মকর্তারা এসব বিষয়ে ভালো ও নির্ভরযোগ্য তথ্য দিতে পারেন। এমনকি যেসব বেসরকারি সংস্থা 'মানব উন্নয়ন'মূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত তারাও গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহ

www.pathagar.com

করতে পারেন। কারণ 'মানব উন্নয়ন' বলতে সমাজের মানুষের উন্নয়নের জন্য অবকাঠামোগত উন্নতির পাশাপাশি আত্মিক উন্নয়নকেও বোঝায়। আর এসব নিয়ে ব্যস্ত তারা সরকারের চেয়েও আরো বিশ্বস্ত তথ্য যোগাতে সক্ষম।

(খ) বিট রিপোর্ট করতে গিয়ে একজন রিপোর্টারকে তাঁর নোটবইয়ে টুকে নেয়া রুটিনমাফিক উৎসের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও রুটিনবহির্ভূত উৎসের সন্ধান করতে হয়। রুটিনমাফিক উৎসসমূহের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করলে বিটের বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ উৎসের খোঁজ মেলে।

(গ) প্রকাশিত গল্পগুলোতে উৎসের খোঁজ মেলে। সরকারের মুখপাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের ঠিকানা সংগ্রহ করে রাখা ভালো। বিভিন্ন হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ফার্মেসির ডাক্তার, নার্স, কর্মচারী, পরিবার পরিকল্পনা দফতরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাও ভালো সংবাদ-উৎস। বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জনসংযোগ কর্মকর্তা তথা সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে।

যারা ভালো উৎস তাদের কাছে অন্যান্য উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে নেয়া ভালো। জাতীয় জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানে এ রকম লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। অনেক সময় এইসব জানেওয়ালা লোকদের একটা নেটওয়ার্কও থাকে। একজন সাংবাদিককে সেই নেটওয়ার্ক খুঁজে বের করতে হবে। যেমন, যারা পরিবেশ বা জনসংখ্যা সম্পর্কে সচেতন কিংবা এ বিষয় নিয়ে যারা কর্মরত কিংবা পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির বিভিন্ন ক্লিনিকের তত্ত্বাবধানে দায়িত্ব পালন করছেন তাদের খুঁজে বের করা যেতে পারে। স্বাস্থ্য বিভাগের বিভিন্ন দফতরে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন দায়িত্বে রয়েছেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা যেতে পারে।

(ঘ) একজন রিপোর্টার যে উৎসই খুঁজে পান না কেন সেই উৎসকে বিচার করতে হবে খুবই যত্নের সঙ্গে। তাকে আবার সন্দিগ্ধ মন নিয়েও বিচার করতে হবে। সেই উৎস বিশ্বাসভাজন কিনা কিংবা সেই উৎস নির্ভরযোগ্য কিনা তা বিচার-বিবেচনা করে নিতে হবে। কারণ কোন বিষয় সম্পর্কে কেউ হয়তো অনাহূত প্রচারণা চালাতে পারে। কেউ হয়তো কোন বিষয়ে আন্তরিকতা নিয়েই প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। কেউ হয়তো কোন কারণ নিয়ে, কোন ইস্যু নিয়ে সমাজে একটি মত প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কেউ হয়তো হতে পারে কোন বিষয়ে শিক্ষাদানেচ্ছু ব্যক্তি অথবা এমন কেউ আছেন যিনি শুধু সমাজের জন্য সেবাই করে যেতে চান, বিনিময়ে কিছুই চান না।

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে উৎস নিরপেক্ষতা নিয়ে কাজ করেন নাকি কোন পক্ষের হয়ে কথা বলেন, সেটা দেখা প্রয়োজন। তবে কোন উৎস যদি পক্ষ নিয়ে কোন কথা বলেন, তবে তার বিপক্ষ উৎসও খুঁজতে হবে রিপোর্টের বিষয়বস্তুকে ভারসাম্যপূর্ণ করার জন্য।

'দ্য এশিয়ান রিপোর্টার' গ্রন্থে উৎস বিষয়ক অধ্যায়ে প্রবীণ সাংবাদিক থে চংখাদিকিজ বলেছেন, সরকারি বা অন্য কোন দফতরের মুখপাত্র প্রাথমিকভাবে নিজেকে একজন শিক্ষক হিসেবেই দেখে থাকেন এবং তিনি কোন ইস্যুর উভয় দিক সম্পর্কেই তার সতত উপস্থাপনটুকু করবেন। তিনি নিরপেক্ষ থাকার জন্য আন্তরিক প্রয়াস চালান।

তিনি সৎ ও নিরপেক্ষ থাকার অবস্থানটি গ্রহণ করেন কারণ তিনি মনে করেন যে কোন ইস্যু যদি প্রকাশিত হয়ে পড়ে তবে সৎচিন্তার লোকজন তার সংস্থা বা দফতরের অবস্থানটিকেই গ্রহণ করবে। অতএব সেখানে মিথ্যা বলার অবকাশ নেই।

শিক্ষা বা পুষ্টির মতো বিতর্ক-বহির্ভূত ইস্যুগুলোর বিষয়ে দায়িত্বশীল সংস্থাগুলোর মুখপাত্ররা সবসময় সৎ ও নিরপেক্ষ অবস্থানই গ্রহণ করে থাকেন।

ভালো উৎসের কাছে নিজেকে তুলে ধরার উপায়

ভালো একটি উৎস খুঁজে পাবার পর তার কাছে নিজেকে তুলে ধরার বিষয়টি নিঃসন্দেহে একটি শৈল্পিক বিষয়। কারণ নিজের উপস্থাপনার গুণেই উৎসকে ধরে রাখা যায়। তার মুখ থেকে পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া যায়। রিপোর্টারের গুণাবলির কারণে কোন উৎস হয়তো নিজেকে গুটিয়ে রাখে আবার কোন উৎস নিজেকে একেবারে উন্মোচন করে তোলে। আর তাই ভালো উৎস পেতে হলে নিজেকে ভালোমত প্রস্তুত করে নিতে হবে এবং নিজের বিট বা বিষয় সম্পর্কে জেনে নিতে হবে।

কোন বিষয় সম্পর্কে প্রস্তুতি না নিলে কোন রিপোর্টার তাঁর উৎসের কাছে ভালো প্রশ্ন করতে পারেন না। আর সেই উৎস যদি কোন বিশেষজ্ঞ হন তাহলে রিপোর্টারের মধ্যে প্রস্তুতি না দেখলে কিংবা বিষয়টি নিয়ে রিপোর্টারের ন্যূনতম জ্ঞানের আভাস না পেলে তিনি হয়তো কথাই বলবেন না। কোন রিপোর্টার যে ধরনের প্রশ্ন দিয়ে তাঁর কথাবার্তা শুরু করেছেন সেই ধরনের প্রশ্নাবলি কিংবা সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে তাঁর প্রস্তুতি থাকলে উৎস বিশেষত কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তার কথা বলতে থাকবেন। আর রিপোর্টার এমন ধরনের তথ্যপূর্ণ প্রশ্ন করবেন যাতে বিষয়টি সম্বন্ধে যে তাঁর কিছু জ্ঞান আছে এটা উৎসের কাছে ফুটে উঠবে এবং তিনিও সেইভাবেই তাঁর জবাব দেবেন।

www.pathagar.com

রিপোর্টার এমন একটা প্রশ্ন দিয়ে তাঁর কথাবর্তা শুরু করলেন যেটা শুধু সুনির্দিষ্ট দিক নিয়ে সংশ্লিষ্ট এবং সেই দিকটির ব্যাপারে হয়তো উৎসের সবিশেষ আগ্রহ রয়েছে, তাহলে উৎসের ভেতরে প্রবেশের লড়াইয়ে রিপোর্টার অর্ধেকটাই জিতে যান। উৎস কথা বলতে আগ্রহী হয়ে উঠলে বাকি অর্ধেকটা জিতে নিতে রিপোর্টারের বেশি সময় লাগে না।

কিন্তু ঘটনাটি যদি এর উল্টো ঘটে এবং রিপোর্টার এমন একটা হালকা বা জোলো প্রশ্ন দিয়ে শুরু করলেন অথবা যে কথায় কোন বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাপারস্যাপার নেই তাহলে বিশেষজ্ঞ সেই উৎস কথাতো বলবেনই না বরং সেই উৎসমুখ রিপোর্টারের কাছে চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

ম্যানিলাস্থ প্রেস ফাউন্ডেশন অব এশিয়ার দীর্ঘদিনের প্রশিক্ষণ পরিচালক আদলাই আমোর বলেছেন, যে রিপোর্টিংয়ে বিজ্ঞানী, আমলা অথবা যে কোন ধরনের বিশেষজ্ঞ জড়িত আছেন অর্থাৎ যাকে বলা যায় স্পেশালিস্ট রিপোর্টিং—এশিয়া মহাদেশে সেই স্পেশালিস্ট রিপোর্টিং করার জন্য দুটো প্রধান বাধা বা প্রতিবন্ধক রয়েছে।

আমোর বলেছেন, প্রথম বাধাটি হচ্ছে বিশেষজ্ঞরা নিজেরাই। এ বিশেষজ্ঞরা হতে পারেন কোন পরিবেশ বিজ্ঞানী, জনসংখ্যা বিজ্ঞানী, শিশু বিশেষজ্ঞ, ভূবিজ্ঞানী, উচ্চপদস্থ আমলা বা প্রশাসন বিশেষজ্ঞ প্রমুখ। সংবাদপত্রের প্রতি এইসব বিশেষজ্ঞের এক ধরনের আমলাতান্ত্রিক মনোভাব কাজ করে। আসলে সংবাদপত্রের সঙ্গে তাঁদের যে দ্বিপক্ষীয় যোগাযোগ ঘটা প্রয়োজন তা হয় না বলেই তাঁরা সংবাদপত্রের প্রতি উদাসীন অথবা একে ভয়ের চোখে দেখে থাকেন। তাঁরা মনে করেন, এমন কোন কথা সংবাদপত্রের কাছে তাঁরা বললেন যেটা পরে তাদের কোন অসুবিধায় ফেলতে পারে। তাঁরা বুঝতেও চান না যে তাঁরা যা বলছেন সংবাদপত্রে তাই প্রকাশিত বা প্রচারিত হচ্ছে। অন্যকথায়, ওইসব সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ আতংকিত যে সংবাদপত্রে কিছু প্রকাশিত হলে তা তাঁদেরকে তাঁদের সহকর্মীদের সামনে অথবা সমাজে বোকা বলে প্রতিপন্ন করবে।

এ ছাড়াও বিশেষজ্ঞরা ও আমলারা তাঁদের নিজস্ব ভাষা বা কথাবার্তা বলতেই ভালোবাসেন। সেই ভাষা হতে পারে দুর্বোধ্য ইংরেজিতে যাকে বলে Jargon। তাঁরা মনে করেন, ওই ভাষাতেই সংবাদপত্রে লেখা হবে। তা কিন্তু হবার নয়। কারণ যে ভাষাতেই তাঁরা কথাবার্তা বলুন সংবাদপত্রে তার পরিবর্তন হবেই সাধারণ পাঠকদের স্বার্থেই। এছাড়া কোন বিষয় বা তাঁদের কোন ঘোষণাকে সংবাদপত্রের মাধ্যমে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা বা জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে প্রায়শই তাঁরা কোন দায়িত্ব নিতে

www.pathagar.com

চান না। অতএব, এইসব বিশেষজ্ঞের মুখ খোলার দায়িত্ব রিপোর্টারের, যিনি বিশেষজ্ঞ রিপোর্টিং করছেন।

কিন্তু আমোরের ভাষায়, আমাদের এ অঞ্চলে এ ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা নিজেরাই নিজেদের প্রতিবন্ধক। কোন বিশেষজ্ঞের ক্ষেত্র সম্পর্কে অর্থাৎ বিশেষ কোন ইস্যু বা বিষয় সম্পর্কে তাঁরা পুরোপুরি ওয়াকিবহাল নন। সেই বিশেষ ক্ষেত্রটির পটভূমিটাও তাঁর হয়তো ভালো জানা নেই। তাঁরা সাধারণত জেনারেল অ্যাসাইনমেন্ট রিপোর্টার। সব কিছু সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান খুব সামান্যই। আগ্রহও কম। এছাড়া বিভিন্ন 'ব্যস্ততার' জন্য তাঁরা ওই বিশেষ বিষয়টি সম্পর্কে ভালো করে শেখার সময়টুকু দিতে পারেন না। অনেকে ভালো বোঝেনও না। এই যে বিশেষ ক্ষেত্র নিয়ে সাংবাদিকদের সীমাবদ্ধতা, এর জন্য বিশেষজ্ঞরা অনেক সময়ই তাঁদের বিশ্বাস করেন না।

আরেকটি ত্রুটি আছে সাংবাদিকদের। এই ত্রুটিটা শুধু এশিয়ার সাংবাদিকদের নয়, এটা শিল্পোন্নত বা উন্নত সমাজকাঠামো ও শিক্ষিত দেশগুলোর সাংবাদিকদের বেলায়ও প্রযোজ্য। এই ত্রুটিটি হচ্ছে, সাংবাদিকরা সবসময়ই বড় 'ইভেন্টে'র অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকেন। বড় কোন ঘটনা ঘটে গেলে বেশ বড়সড় ও চমকজাগানো রিপোর্ট করা যাবে এটাই তাঁদের লক্ষ্য। বড় সংবাদগল্প হচ্ছে প্রথম পাতার বড় শিরোনামযুক্ত সংবাদগল্প এবং তাতে নিজের নামও ফুটবে এটাই হলো সাংবাদিকদের একটা ধারণা। আর এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই তাঁরা স্পেশালিস্ট রিপোর্টিং করতে গিয়ে অনেক সময়ই কোন বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে কোন বিশেষজ্ঞের মতামতের একটা অংশকে অনেক বড় করে দেখাতে চান। কিন্তু ওই অংশটুকু বড় সংবাদ হবার মতো যোগ্য নাও হতে পারে—শুধু দীর্ঘমেয়াদী কোন ঘটনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে পারে সেটা।

অতএব, প্রস্তুতি হচ্ছে রিপোর্টারের অন্যতম হাতিয়ার। সেই প্রস্তুতি সময়ের সঙ্গে লেখাপড়ারও। কোন বিশেষজ্ঞ উৎসের সঙ্গে যাতে বুদ্ধিদীপ্ততার সঙ্গে কথা বলা যায় তার জন্য ওই বিশেষজ্ঞের ক্ষেত্রটি সম্পর্কে আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়েই কেবল তার সঙ্গে কথা বলা দরকার। মনে রাখা দরকার, এই বিশেষ রিপোর্ট করতে গিয়ে বড় ধরনের সংবাদগল্প তৈরির ধান্দা মাথায় নিয়ে তিনি কখনো অনাহূত চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী, ভয়বিহ্বল জাগানো রিপোর্ট করবেন না। একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। আমাদের দেশে কিছুদিন আগে ঢোলকলমী পোকার আক্রমণ নিয়ে পত্রপত্রিকায় এতসব আতঙ্কসৃষ্টিকারী খবরাখবর বের হলো যে জনগণতো ভয়েই অস্থির। দুএকজন বাদে কোন রিপোর্টারই এ নিয়ে বিশেষজ্ঞের বক্তব্য, বিশেষ করে

www.pathagar.com

বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বা প্রাণিতত্ত্ববিদের কোন মতামত নেয়নি। বরং টিভিতে ঢোলকলমী পোকার ক্ষমতা সম্পর্কে জাতীয় অধ্যাপক নূরুল ইসলামের একটি বক্তব্যের পরই এ নিয়ে আতঙ্ক ত্রাস পেয়েছিল। তিনি তাতে বলেছিলেন, এ পোকা থেকে মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনা কম। আর কামড়ালে তার জন্য কি কি প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

অতএব সঠিক বিষয় সম্পর্কে সঠিক উৎস খুঁজে বের করা এবং তার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত কথোপকথন চালানো রিপোর্টারের এক বড় গুণ।

কিভাবে ভালো উৎস বজায় রাখা যায়

একজন রিপোর্টরের কাজের ব্যাপ্তি ও গুণাগুণ অনেকটাই নির্ভর করে তাঁর উৎসের ওপর। ভালো উৎস থাকলে তিনি প্রচুর তথ্য পান। ভালো তথ্য পান। অতএব, একজন রিপোর্টার তাঁর পেশাগত কারণেই অনেক উৎস তৈরি করে নেন এবং তা হাতে রাখেন। তিনি এমন কোনো কাজ করেন না যে একদিনেই একটি উৎসমুখ বন্ধ হয়ে যায় অথবা একটি উৎসের সঙ্গে কাজ করার পর তার সঙ্গে চিরতরে সম্পর্কও চুকিয়ে দেন না। এইসব কারণে উৎসকে ধরে রাখার জন্য কতকগুলো বিষয় মনে রাখতে হয়।

উৎসের আস্থাকে জয় করার সেরা পদ্ধতি হচ্ছে রিপোর্টারের গল্পকে নিরপেক্ষ ও ভারসাম্যপূর্ণ করে তৈরি করা। কোন বিতর্কিত বিষয় হলে সংবাদগল্পে উভয় পক্ষের বক্তব্যই দিতে হয়। বিশেষ করে কোন পক্ষ যদি খুব বেশি শক্তিশালী হয় তাহলে শুধু তার বক্তব্য দিলে রিপোর্ট একপেশে হয়ে যাবে। অতএব, বিপক্ষের বক্তব্যকেও তুলে ধরতে হবে।

কারো উদ্ধৃতি দিতে চাইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য একেবারে হুবহু তুলে ধরতে হবে এবং সে জন্যে তার বক্তব্য পুরোপুরি মনে রাখতে হবে কিংবা রেকর্ড করে নিতে হবে। আবার যে ব্যক্তির উদ্ধৃতি দেয়া হলো তার নামধাম বা যথাযথ পরিচয় উল্লেখ করতে হবে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে তাঁর পেশাগত অবস্থান ও মর্যাদাকে ঠিক রাখার জন্য নামধাম কিংবা পরিচয় উল্লেখে অনিচ্ছুক থাকেন তবে তাঁর সেই অনুরোধের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে। কিন্তু এমন যদি হয় তিনি কোন তথ্য গোপন করতে চাচ্ছেন চাকরি হারানোর ভয়ে তবে রিপোর্টার তার নাম উল্লেখ করা হবে না বলে আশ্বস্ত করতে পারেন।

www.pathagar.com

কোন কোন সময় উৎসের সরাসরি উদ্ধৃতি দিতে না পারলে তার বক্তব্যের সারমর্মকে অবিকৃত রেখে রিপোর্টার তাঁর মতো করে রিপোর্টের ভাষা সাজাতে পারেন।

সরকারি কর্মকর্তাদের চাকরি ও পেশাগত মর্যাদা অক্ষত রাখার স্বার্থে রিপোর্টার অনেক সময়ই তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেন ঃ সরকারি সূত্র জানায় কিংবা একজন সরকারি কর্মকর্তা জানান অথবা বিশ্বস্ত সূত্র জানায় ইত্যাদি ইত্যাদি। এর অর্থ হচ্ছে রিপোর্টার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বক্তব্য বা দেয়া তথ্য তিনি ব্যবহার করছেন কিন্তু ওই ব্যক্তির স্বার্থেই তার নাম প্রকাশ করছেন না। সচিবালয়ের ছোটবড় অনেক কর্মকর্তাই সংবাদপত্র রিপোর্টারদের অনেক প্রস্তাবিত প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য দিয়ে থাকেন কিন্তু নাম প্রকাশে তারা অনিচ্ছুক থাকেন। সংবাদপত্রে প্রকাশ করে দিয়ে অনেকে প্রশংসা কুড়োতে চাইলেও অধিকাংশ ব্যক্তিই ওইসব প্রস্তাবিত প্রকল্প বা অন্যান্য কর্মকাণ্ডের তথ্য প্রকাশ করে জনগণ তথা সংশ্লিষ্ট জনের প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করেন।

অনেক সময় উৎস কোন তথ্য দেয়ার সময় বিষয়টি আরো খোলাসা করার জন্য প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক অনেক কথা বলে থাকেন রিপোর্টারের কাছে। কিন্তু তিনি যদি বলেন, 'অমুক বিষয়টি বোঝানোর জন্য আপনাকে অমুক অমুক কথাগুলো বললাম, কিন্তু ওইটুকু কথা প্রকাশ করা যাবে না এইটুকু যাবে'—তাহলে উৎসের সেই অনুরোধ অবশ্যই রিপোর্টারকে রক্ষা করতে হবে। যে কথাগুলো উৎস বললেন অথচ বললেন ওইটুকু অংশ যাবে না তাকে সংবাদপত্রের ভাষায় বলে 'off the records'. এই 'অফ দ্য রেকর্ডস' অংশটুকু প্রকাশ না করার জন্য রিপোর্টার নীতিগতভাবে বাধ্য যতক্ষণ না তিনি একাধিক সূত্র থেকে বিষয়টি নিয়ে একাধিক তথ্য পেয়েছেন এবং যারা তথ্য দিয়েছে তারা তা প্রকাশে গররাজি নয়।

প্রকৃতপক্ষে খবরের উৎস হচ্ছে নদীর উৎসমুখের মতোই উন্মুখ। নদীর উৎসমুখে বাঁধ না দিলে যেমন জলের প্রবাহকে অব্যাহত রাখে, খবরের উৎসমুখে অনাহূত কিছু গুঁজে না দিলে সে খরস্রোতা নদীর মতোই খবরের পানি সিঞ্চন করে থাকে।

পেশাদারী সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব ও মৌলনীতি

আমরা ভিন্ন অধ্যায়েই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তারপরেও এ অধ্যায়ে সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব ও মৌলনীতি বা শর্ত সম্পর্কে কিছু আলোচনা করবো। সাংবাদিকতা পেশায় যাঁরা নবীন এবং যাঁরা সাংবাদিকতার

www.pathagar.com

শিক্ষার্থী বিশেষত তাঁরা এই অধ্যায় থেকে সাক্ষাৎকারের বাকি অংশটুকুকে সাথে নিয়ে সাক্ষাৎকারের মূল পর্বটি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ভালো ধারণা নিতে পারবেন। সাক্ষাৎকার অধ্যায়েই আমরা বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে অনেকখানি আলোচনা করেছি। তারপরেও বলে নেয়া ভালো যে সাংবাদিকতায় দক্ষতা অর্জনের জন্য সাক্ষাৎগ্রহণ হচ্ছে প্রথম ও অত্যন্ত জরুরি হাতিয়ার। একজন ভালো সাংবাদিকের গুণাবলি অর্জন করতে হলে সাক্ষাৎকার গ্রহণের কৌশল ভালোভাবে রপ্ত করতে হয়। সাক্ষাৎকার ছাড়া একজন সাংবাদিক তাঁর সংবাদগল্পে প্রাণ সঞ্জীবিত করতে পারেন না। সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে এমন সব তথ্য বেরিয়ে আসে যা সংবাদগল্পকে সমৃদ্ধ করে।

অতএব, একজন রিপোর্টারকে জানতে হবে সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য তাঁর সাক্ষাৎদাতাকে সাক্ষাৎদানের লক্ষ্যে কতখানি সহজ করে তোলা যায়। জনগণের সঙ্গে কি করে একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে নিতে হয় তা জেনে নিতে হয়। তাদের সঙ্গে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহমর্মিতার সম্পর্ক গড়ে তুললে একজন রিপোর্টার যা জানতে চান তাই তারা বলবে। সবাই সাক্ষাৎ দিতে চায় না। এ জন্যে সাক্ষাৎদাতাকে সাক্ষাৎদানের জন্য প্রস্তুত করে নিতে হয়। তাই বন্ধুত্ব ও প্রীতিপূর্ণ সম্ভাষণ এবং সম্পর্ক গড়ে না তুললে একজন রিপোর্টার তাঁর সংবাদগল্পের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থেকে বঞ্চিত হতে পারেন।

নির্ধারিত সময়ের আগেই একজন রিপোর্টারকে নিশ্চিত হতে হবে যে রিপোর্টারের সাক্ষাৎদাতা কারা এবং তারা কি করে। সাক্ষাৎ দেয়ার মতো গুণগত অবস্থান তাদের আছে কিনা তাও জানতে হবে।

সাক্ষাৎকার হচ্ছে একটি আর্ট বা কলাকৌশল। এটা শিখতে হয় এবং এক আধদিনে এটা শেখা যায় না। একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত রিপোর্টার প্রতিদিন তাঁর কাজ করতে করতে তাঁর সাক্ষাৎকারের কৌশল রপ্ত করতে পারেন। প্রথম কোনদিন সাক্ষাৎগ্রহণ করতে গিয়ে একজন রিপোর্টার উৎসের কাছ থেকে পরিষ্কার 'বোল্ড আউট' হয়ে ফিরে আসতে পারেন। এই 'বোল্ড আউট' তিনি কেন হলেন সেটা পর্যালোচনা করে ভুলত্রুটি সংশোধন করে তিনি পরে কোন এক সময় একই উৎস বা সাক্ষাৎদাতার কাছে পুনরায় সাক্ষাতের জন্য যেতে পারেন। রিপোর্টার যদি মনে করেন ওই সাক্ষাৎদাতার কাছ থেকে তথ্য বের করতে না পারলে তাঁর সংবাদগল্প সমৃদ্ধ হবে না এমনকি তা সংবাদোপযোগীই হবে না তখন তাঁকে নাছোড়বান্দার মতো ওই সাক্ষাৎদাতার পিছে লেগে থাকতে হবে। যদি সাক্ষাৎদাতা মনে করেন যে তাকে রিপোর্টার সহজে ছাড়ছে না এবং যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চান সে

www.pathagar.com

বিষয় সম্পর্কে রিপোর্টারের জানাশোনা আছে তাহলে এক সময় ওই সাক্ষাৎদাতা সাক্ষাৎ দিতে রাজি হবেনই।

মনে রাখতে হবে দৈনন্দিন অনেক ঘটনা দুর্ঘটনা বিষয় থাকে যেগুলো সম্পর্কে সাদামাটা রিপোর্টিংও প্রতিনিয়ত হচ্ছে। কিন্তু সেই ঘটনারই কোন একটা দিক সম্পর্কে রিপোর্টার যদি মনে করেন যে তাকে পাঠকের কাছে তুলে ধরতে হবে কারণ তিনি মনে করেন ওই বিষয়টি জনগুরুত্বসম্পন্ন তাহলে রিপোর্টারকে ওই বিষয় বা ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকজন বা বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎ নিতেই হবে। অতএব সাক্ষাৎকার গ্রহণের নৈপুণ্য বা দক্ষতা অর্জন করতে পারলেই একজন রিপোর্টার ভালো রিপোর্টারে পরিণত হন এবং একজন রিপোর্টার ভালো রিপোর্টারে পরিণত হলেই কেবল ভালো ভালো 'অ্যাসাইনমেন্ট' পাবেন।

এ জন্যে ভালো সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য একটা মৌলনীতি বা শর্ত জানতে হবে বা শিখতে হবে। কি মৌলনীতি রয়েছে তা নিচে বিবৃত হলো ঃ

নির্ধারিত সময়ের আগেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, প্রস্তুতি ছাড়া কোন কিছুরই সিদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। এই প্রস্তুতির জন্য তাঁকে কতকগুলো বিষয় জানতে হবে। যেমন উৎসের পশ্চাৎপট বা পুরোনো ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হয়। আর যে ঘটনা নিয়ে সংবাদগল্পের রচনা হতে চলেছে সেই ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে জানতে হবে।

একজন রিপোর্টার কি জানতে চান তাঁর সাক্ষাৎদাতার কাছ থেকে সে সম্বন্ধে তাঁকে আগে থেকেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমীক্ষা করে নিতে হবে। আগাগোড়া চিন্তা-ভাবনা করে নিতে হবে। প্রশ্ন করার জন্য আগে থেকেই সেগুলো লিখে নেয়া যেতে পারে। লিখিত প্রশ্নের ওপরই তিনি আগেভাগেই চিন্তা-ভাবনা করে নেবেন।

সাক্ষাৎকার পরিচালনার জ্ঞান অর্জন করতে হবে। সাক্ষাৎকার পরিচালনার জ্ঞান অর্জন করতে না পারলে পুরো শ্রম বা চিন্তা-ভাবনাই নিষ্ফল বলে পরিগণিত হবে।

সাক্ষাৎদাতার কাছে নিজের পরিচয় দিতে হবে। রিপোর্টার কোন্ পত্রিকার প্রতিনিধি সে পরিচয়ও তাঁকে সাক্ষাৎদাতার কাছে জানাতে হবে।

সাক্ষাৎপর্ব অনুষ্ঠানের আগে সাক্ষাৎদাতাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে নিতে হবে। দু'একটি প্রশ্ন করে সাক্ষাৎদাতাকে উত্তর দেয়ার মতো আগ্রহী করে তুলতে হবে। এমন দু'একটি প্রশ্ন করতে হবে যাতে করে সাক্ষাৎদাতা টুকটাক উত্তর দিতে শুরু করেন। এমন বিষয়ে কথাবার্তা শুরু করতে হবে যাতে করে সাক্ষাৎদাতা মনে করেন যে, সাক্ষাৎকারগ্রহীতা তাঁর পছন্দসই বিষয় নিয়েই কথা বলতে শুরু

www.pathagar.com

করেছেন তাহলে তিনি ক্রমশ কথা বলতে শুরু করবেন এবং এক সময় অনর্গল বলে যেতে থাকবেন।

কথোপকথনের ধারাটা একটা সুষম অবস্থায় চলতে শুরু করার পর একটা পর্যায়ে সাক্ষাৎদাতাকে মূল বিষয়বস্তুতে টেনে নিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ যে বিষয়টি নিয়ে রিপোর্টার তাঁর সংবাদ গল্পের উপাদান পেতে চান সে বিষয়ে সাক্ষাৎদাতার কথাকে টেনে নিয়ে যেতে হবে। সাক্ষাৎদাতা সে বিষয়ে তার মনোযোগকে নিবদ্ধ করার পর তিনি সে বিষয়ে কথাবার্তা বলতে শুরু করবেন। কথাবার্তা বলার সূচনা হবার পর রিপোর্টারের কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে সাক্ষাৎদাতার মনোযোগকে টেনে নিয়ে যাওয়ার কৌশল প্রতিটি রিপোর্টারকে শিখতে হবে।

সুষ্ঠুভাবে সাক্ষাৎকার পরিচালনার জন্য আরো কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে। সাক্ষাৎকার পর্ব চলার সময় সাক্ষাৎদাতার ওপর ভালো নজর রাখতে হবে। তাঁর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার ওপর পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রশ্নের ফাঁকে ফাঁকে সাক্ষাৎদাতার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ওপর কিছু কিছু নোট টুকে নিতে হবে। সাক্ষাৎদাতার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের কিছু কিছু অংশ জুড়ে দিলে সংবাদগল্পে রংয়ের ছোঁয়া লাগে। পাঠক পড়ে মজা পায়। সাক্ষাৎদাতাকে কোন ফালতু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। তাকে ভালো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে।

মুখোমুখি কিংবা টেলিফোন উভয় ব্যবস্থাতেই উপরোল্লিখিত শর্তাবলি পালন করে সাক্ষাৎকার পরিচালনা করতে হবে। তবে টেলিফোনে সাক্ষাৎকারের জন্য বাড়তি কিছু ব্যাপার জেনে নিতে হবে। যদিও টেলিফোন সাক্ষাৎকারের জন্য উল্লিখিত শর্তগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে টেলিফোন সাক্ষাৎকার যেহেতু দু'জন মানুষের মুখোমুখি কথা হচ্ছে না সেজন্যে টেলিফোন সাক্ষাৎগ্রহীতার আচার-আচরণ আরো বেশি সুনির্দিষ্ট ও আন্তরিকতাপূর্ণ হতে হবে। টেলিফোনকারীর মার্জিত কথাবার্তা ও রুচিসম্মত ব্যবহারের ওপর সাক্ষাৎদাতার কাছ থেকে ভালো সাড়া মিলতে পারে।

একজন সাক্ষাৎকারীর ভয়াবহ ত্রুটি

একজন সাক্ষাৎকারী সাংবাদিকের কতকগুলো ভয়াবহ ত্রুটি রয়েছে। নিচে উল্লিখিত ত্রুটিগুলো এড়াতে না পারলে সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ অনুষ্ঠান বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে পারে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণের আগে নিজের প্রস্তুতি গ্রহণ না করা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ত্রুটি। প্রস্তুতি না থাকলে রিপোর্টার অন্ধের মতো প্রশ্ন করবেন। প্রশ্ন খুঁজে না পেয়ে বোবার মতো বসে থাকতে হয় অথবা প্রশ্নের অনুসন্ধানে মাথা চুলকাতে হয়।

www.pathagar.com

সাক্ষাৎদাতার কথা মনোযোগসহকারে না শোনাটাও একটা বড় ত্রুটি। অনেকে আছেন একটি প্রশ্ন করে উত্তরদাতার জবাব আনুপূর্বিক না শুনেই পরবর্তী প্রশ্ন করার চিন্তা করতে থাকেন। এতে জবাবটাও শোনা হলো না ভালোমত, পরবর্তী প্রশ্নও কিন্তু অনেক সময় এজন্য যথাযথ হয় না। একটা কথা মনে রাখতে হবে, মাথার মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্ন সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক ধারণা নিয়ে সাক্ষাৎ গ্রহণ শুরু করলেও কোন প্রশ্নের প্রেক্ষিতে সাক্ষাৎদাতার জবাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রাসঙ্গিক কোন তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্তুত প্রশ্ন করা যেতে পারে। প্রসঙ্গের প্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্তুত প্রশ্ন থেকে অনেক ব্যতিক্রমী জবাব মিলে যেতে পারে। তাই শোনাটা খুব জরুরি।

সাক্ষাৎদাতার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে অযথা তর্ক করা উচিত নয়। সাক্ষাৎদাতার বক্তব্যের ওপর তর্ক শুরু করে দিলে তিনি তাঁর বক্তব্য সংক্ষিপ্ত কিংবা থামিয়ে দিতে পারেন। সাক্ষাৎদাতার সঙ্গে অনাহূত যুক্তিতর্ক করতে গেলে সাক্ষাৎদান পর্বের ওপর সাংবাদিকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়। যুক্তিতর্ক করে বক্তার বক্তব্য থামিয়ে না দিয়ে বরং আরো বেশি কথা বলার জন্য তাঁকে উসকে দেয়া যেতে পারে।

সাক্ষাৎকারের সময় সাক্ষাৎদাতার বক্তব্য সঠিক, নিরপেক্ষ ও যথাযথভাবে না লেখাটাও একটা বড় ত্রুটি। বক্তার বক্তব্যকে রিপোর্টার তাঁর নিজের ভাষায় লিখলেও বক্তার বক্তব্যের অর্থকে তিনি বিকৃত করবেন না। বক্তার আদর্শের সঙ্গে রিপোর্টারের আদর্শের মিল নাও হতে পারে। অতএব বক্তার বক্তব্যকে বিকৃত বা টুইস্ট করে লেখা হচ্ছে গর্হিত কাজ। এতে রিপোর্টার উৎসের সঙ্গে তাঁর বিশ্বাস ভঙ্গ করলেন। বক্তা চান তাঁর বক্তব্য হুবহুই প্রকাশ পাক। কিন্তু বক্তার বক্তব্যকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে লেখা উচিত নয়। বক্তার বক্তব্য নিরপেক্ষভাবে না লিখলে ওই উৎসমুখ ভবিষ্যতের জন্য চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

ভালো লেখার দিকনির্দেশিকা

সংবাদপত্রে সকল ধরনের লেখনীর জন্য কতকগুলো দিক মনে রাখলে একজন সাংবাদিকের লেখাটা নিশ্চিতরূপেই সুখপাঠ্য ও সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। লেখার সময় সংবাদ লেখকরা এই সব দিকনির্দেশিকা মনে রাখলে তাঁরা যে উপকৃত হবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওই দিকনির্দেশিকাগুলো হচ্ছে ঃ

এক. আপনার লেখাকে সহজ-সরল রাখুন। লেখার ধরনটি সরল রাখুন এবং তা করার জন্য ছোট ছোট প্রচলিত শব্দ ও ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করুন। একটি বাক্যে সর্বোচ্চ ১৯টি শব্দ থাকাই বাঞ্ছনীয়।

www.pathagar.com

দুই. লেখার বপু সংক্ষিপ্তাকার রাখাই ভালো। বড় লেখা পাঠকরা পড়তে চায় না। লেখার ভাষা সহজ-সরল ও সংক্ষিপ্তাকার হলেও তার গাঁথুনি হবে খুবই অটুট ও শক্ত বাঁধুনির ওপর। তবে লেখা সংক্ষিপ্তাকার করতে গিয়ে তা অসম্পূর্ণ রাখা চলবে না।

তিন. আপনার বক্তব্যের এমন একটি প্রতিচ্ছবি খাড়া করুন যা পাঠকের আবেগকে নাড়া দেয়। আপনার রচনায় শক্তিশালী বিশেষ্য পদ ও কর্তৃবাচ্য ক্রিয়াপদ ব্যবহার করুন। বিশেষণ এবং ক্রিয়া বা বিশেষণের বিশেষণ যতখানি কম রাখা যায় ততই ভালো।

চার. লেখার আগে আপনার পাঠকদের কথা স্মরণে আনুন। আপনি যেভাবে কথা বলেন, সেভাবেই লেখার চেষ্টা করুন। একটা কথা মনে রাখবেন, গড়পড়তা প্রতিটি মানুষের কাছে আপনি যেভাবে চিঠি লিখে থাকেন আপনার সংবাদ বিবরণীও সেই চিঠির ভাষার মতোই হবে।

পাঁচ. জনগণের জন্য লিখুন, জনগণ সম্পর্কে লিখুন। আপনি আপনার বিবরণীটি আপনার উৎসের জন্য লিখছেন না কিংবা আপনার সাথী সাংবাদিকদের জন্যও লিখছেন না।

ছয়. লেখার আগেই আপনার লেখার একটা রূপরেখা মনে মনে কল্পনা করে নিন, অর্থাৎ আপনার সংবাদগল্পের একটি চিত্রকল্প তৈরি করে নিন। এই রূপরেখা অনুযায়ীই আপনার লেখাকে এগিয়ে নিয়ে যান। রূপরেখা তৈরি করে নিলে আপনি যেভাবে লেখাকে এগিয়ে নিতে চান সেভাবেই তা এগোবে।

সাত. একটি ভালো সংবাদশীর্ষ তৈরি করা না পর্যন্ত বারবার তা লিখুন। একটি সুতীক্ষ্ণ সংবাদশীর্ষ তৈরি না হওয়া পর্যন্ত আপনার প্রয়াস থেকে সরে আসা উচিত নয়। কারণ পাঠকের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণী একটি সংবাদশীর্ষ তৈরি করতে না পারলে পাঠক পুরো রিপোর্ট পড়তে আগ্রহী হন না।

আট. লেখা শেষ হয়ে যাবার পর তা উচ্চস্বরে পড়ুন। উচ্চস্বরে পড়লে লেখাটি আপনার মনোমত হয়েছে কিনা তা ধরা পড়ে। আমাদের দেশের সাংবাদিকরা লেখার পরে তা আর পড়ে দেখেন না। নিজের লেখা নিজে উচ্চস্বরে পড়লে নিজের কাছেই অনেক জায়গায় তার ত্রুটি ধরা পড়ে। এতে করে কপিটিতে সংশোধনের সুযোগ পাওয়া যায়।

একজন রিপোর্টারের ভূমিকা

একজন রিপোর্টার তথা সাংবাদিকের প্রধান কাজ হচ্ছে জনগণকে তথ্য অবহিত করা। কিন্তু সময়ের প্রেক্ষিতে একজন সাংবাদিকের তথ্যদানই মুখ্য কাজ

www.pathagar.com

নয়। তাঁর সামগ্রিক কাজের মূল কথাই হচ্ছে সমাজসেবা। তাঁর এই সমাজসেবার সামগ্রিক দিকটি বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হতে পারে। এক একজন সাংবাদিক বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের হয়ে কাজ করেন। সেই একেকটি সংবাদমাধ্যম অবশ্য তার প্রতিষ্ঠানগত নীতি অনুসারে তাদের সমাজসেবার দায়িত্বটি বিভিন্ন আঙ্গিকে পালন করে। তবে সারকথা, গণমাধ্যম (Mass media) জনগণের মাঝে একটি Change agent (মধ্যাশ্রয়ী পরিবর্তক) হিসেবে কাজ করে। আর এক একজন রিপোর্টার তথা সাংবাদিক সেই নিউক্লিয়াসের এক একটি অংশ মাত্র। যাই হোক, সেই ক্ষুদ্রতম অংশ হিসেবেই একজন রিপোর্টার তাঁর সংবাদ বিবরণীর মাধ্যমে সমাজে কি কি ভূমিকা পালন করে থাকেন তা আমরা এখানে পর্যায়ক্রমে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করবো।

এক. তাঁর প্রধান কাজই হচ্ছে জনগণকে অবহিত করা। তিনি কোন বিষয়, ঘটনা, পরিস্থিতি সম্পর্কে জনগণকে তথ্য দিয়ে গণজ্ঞাপনের কাজটি করেন।

দুই. তিনি তাঁর রিপোর্টের মধ্য দিয়ে জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব পালন করেন। এ বিষয়টি কোন নিরক্ষর লোককে সাক্ষর করে তোলার শিক্ষাদান কাজ নয় বরং কোন বিষয় সম্পর্কে যদি জনগণ পরিচিত না হন তার সঙ্গে পরিচিত করে তোলাই এ শিক্ষাদানের কাজ। তবে নিরক্ষর ব্যক্তির যে পদে পদে সামাজিক অসুবিধা রয়েছে সে কথাটা তাদের বোঝাতে পারাটাও শিক্ষাদানের একটি কাজ বটে।

তিন. একজন রিপোর্টার তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে কোন বিষয় বা পরিস্থিতি সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধ বা প্রভাবিত করার কাজ করে থাকেন। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের জন্য রিপোর্টার বিভিন্ন ডকুমেন্টারি তথ্য তুলে ধরে পাঠককে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। কোন বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণে তাকে প্রভাবিত করতে পারেন।

চার. কোন বিষয়ের অনুকূলে (ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিকূলে) দেশজুড়ে জনমত গঠন করা সাংবাদিকের কাজ। বিশেষ করে কোন ইস্যুকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে অনুকূল জনমত গঠন করা হচ্ছে সাংবাদিকের দায়িত্ব।

পাঁচ. কোন বিষয় সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলাও তাঁর একটি বিশেষ দায়িত্ব। জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে ভয়াবহতা সে সম্পর্কে তিনি জনগণকে সচেতন করতে পারেন। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ যে আমাদের উন্নয়নের সকল সুফলকে খেয়ে ফেলছে সে সম্পর্কে জনগণকে রিপোর্টার সচেতন করে তুলতে পারেন।

ছয়. কোন বিষয় বা পরিস্থিতি সম্পর্কে জনগণকে হুঁশিয়ার করে দেয়াও তাঁর কাজ।

www.pathagar.com

সাত. কোন বিষয় নিয়ে রিপোর্টার একটা সংলাপের সূচনা করতে পারেন। কোন বিষয় দেশের জনগণের স্বার্থে যাবে কিনা তা নিয়ে তিনি দেশবাসীর প্রতি আবেদন রাখতে পারেন এবং বিষয়টি নিয়ে সংলাপের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরতে পারেন।

আট. জনগণের আচরণগত পরিবর্তনের কাজেও একজন রিপোর্টার ভালো ভূমিকা রাখতে পারেন। কিছু কিছু বিষয় আছে যে বিষয়গুলোর প্রতি জনগণের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে সরিয়ে নিয়ে আসার জন্য সাংবাদিককে কাজ করতে হয়। যেমন পঞ্চাশের দশকে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির প্রতি মানুষের সংশয় ও ভীতি ছিল। ধর্মীয় সংস্কার ও সংরক্ষণশীল সামাজিক মূল্যবোধের কারণেও অনেকে পরিবার পরিকল্পনাকে বাজে দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতো। কিন্তু সময়ের কালস্রোতে সংবাদপত্রে বিভিন্ন লেখালেখির কারণে বর্তমানে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি বা ব্যবস্থা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি বা আচরণগত পরিবর্তন এসেছে।

নয়. একজন রিপোর্টার তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করেন। জনগণ বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মানুষেরা অনেক বিষয়ে সচেতন থাকেন না। তাদের সচেতন করে তোলা হচ্ছে রিপোর্টারের কাজ। যেমন নির্বিচারে গাছ কাটার ফলে যে পরিবেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে সে সম্পর্কে অনেকেই পুরোপুরি ওয়াকিবহাল নন। এ রকম ক্ষেত্রে বনায়নের সুফলতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা রিপোর্টারের নৈতিক দায়িত্ব।

দশ. সর্বোপরি রিপোর্টারের প্রধান কাজ হচ্ছে লড়াই বা জিহাদ করা। তিনি সর্বদাই মন্দের বিপক্ষে এবং ভালোর সপক্ষে কাজ করেন। প্রতিনিয়তই তাঁকে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে চলতে হয়। তিনি হচ্ছেন একজন সত্যানুসন্ধানী। মিথ্যার বেড়াজালকে ছিন্ন করে এগিয়ে চলার পথে বিভিন্ন সামাজিক চাপ, ভয়ভীতি প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়ায়। কিন্তু দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থে তাঁকে লড়াই করে এগিয়ে যেতে হবে এবং জনগণের মঙ্গল যাতে নিহিত সেই নির্যাসটুকু তুলে এনে জনগণের হাতে তুলে দিতে হবে।

সংবাদবিজ্ঞপ্তি বা তথ্যবিবরণী থেকে ভালো রিপোর্ট লেখার কৌশল

যে কোন সংবাদমাধ্যমের প্রতিটি রিপোর্টারকে সংবাদবিজ্ঞপ্তি বা তথ্যবিবরণী নিয়ে কাজ করতে হয়। প্রায়শই দেখা যায় যে, প্রেরিত সংবাদবিজ্ঞপ্তি বা তথ্য-বিবরণী উত্তমরূপে সংবাদাকারে লিখিত থাকে না। সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারকে তখন সেই

www.pathagar.com

সংবাদবিজ্ঞপ্তি বা তথ্যবিবরণীকে তথ্যসমৃদ্ধ ও সংবাদাকারে রূপ দিতে হয়। মনে রাখতে হবে, একটি সামান্য সংবাদবিজ্ঞপ্তি থেকেই বড় সংবাদের সৃষ্টি হতে পারে। সেই সংবাদবিজ্ঞপ্তি বা তথ্যবিবরণীকে সমৃদ্ধ করার জন্য কতকগুলো বিষয় খেয়াল রাখতে হবে।

এক. প্রেরিত সংবাদবিজ্ঞপ্তি বা তথ্যবিবরণীর অবয়ব ঠিক করা হচ্ছে প্রথম কাজ। কিন্তু এটা কিভাবে করা যায় তা ভেবে দেখতে হবে। এই ভাবনাকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) প্রেরিত সংবাদবিজ্ঞপ্তিটি কতখানি প্রামাণিক (authoritative) তা নির্ধারণ করতে হবে। সংবাদবিজ্ঞপ্তিটির ভাষাতেই বোঝা যায় সেটা প্রকাশ করার ব্যাপারে কতখানি জোর দেয়া হয়েছে।

কিছু কিছু সরকারি ইশতেহার আছে তা হুবহু ছাপাতে হয়। যদি তার কোন পরিবর্তন ঘটানোর অবকাশ না থাকে তাহলে তা পুরোপুরি পাঠোপযোগী করে তার একটা সুন্দর সূচনা বা শীর্ষ দিতে হবে।

সরকারি কর্মকাণ্ড বা নীতি নিয়ে কর্মকর্তাদের বক্তব্যের সংবাদবিজ্ঞপ্তিকে সংক্ষিপ্তাকার করে দেয়া যায়। সরকারি ও বেসরকারি উৎস থেকে স্রেফ প্রচারণামূলক যে সংবাদবিজ্ঞপ্তি দেয়া হয় তাকেও ছেঁটেকেটে প্রকাশ করতে হয়।

(খ) তথ্যবিবরণী বা সংবাদবিজ্ঞপ্তিটিকে নিয়ে কতখানি কাজ করতে হবে সেটাও নির্ধারণ করতে হবে। একটা বিষয় সবাইকে মানতেই হবে যে একটি সহজ-সরল লেখনী তৈরির জন্য প্রতিটি তথ্যবিবরণী বা সংবাদবিজ্ঞপ্তিকেই 'রিরাইট' (নতুন করে লেখা) করতে হয়। বিজ্ঞপ্তিটি যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখা হয়েছে তারও একটা রদবদল বা নিরপেক্ষতা সাধন করা হয়।

'এশিয়ান রিপোর্টার' গ্রন্থে এস. জি. এম. বদরুদ্দিন এ ব্যাপারে কতকগুলো নিয়মকানুনের কথা বলেছেন। সেগুলো হচ্ছে ঃ

(১) তথ্যবিবরণী বা সংবাদবিজ্ঞপ্তিটিতে উল্লিখিত তথ্যের মূল্যায়ন করে নির্ধারণ করতে হবে তথ্যগুলোর কোন্‌টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিংবা পাঠকের জন্য তা আগ্রহোদ্দীপক।

(২) পাঠক যাতে বুঝতে পারে তার জন্য কি কি পুরোনো তথ্য (Background information) প্রয়োজন তা নির্ধারণ করতে হবে।

(গ) তথ্যবিবরণীটিতে সরকারের তরফ থেকে যে পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা হয়েছে তার থেকে সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে রিপোর্টারকে আঁচ করতে হবে।

www.pathagar.com

যে কোন তথ্যবিবরণীকে রিরাইট করার পর তাকে জোরদার করার জন্য কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। আপনার রিপোর্টিং দৃষ্টিভঙ্গিকে ভারসাম্যপূর্ণ ও স্পষ্ট করার জন্য সংবাদবিজ্ঞপ্তি বা তথ্যবিবরণী সম্পর্কে অনেকের প্রতিক্রিয়া জেনে নিতে পারেন।

সংবাদবিজ্ঞপ্তি বা তথ্যবিবরণীতে যে ভাষ্য দেয়া হয়েছে তার প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা কি ভাবছেন তা জানার জন্য টেলিফোনে কথা বলুন।

প্রেরিত সংবাদবিজ্ঞপ্তিটিতে উল্লিখিত বিষয়ের প্রেক্ষিতে যেসব নাগরিক অথবা কর্মকর্তা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন এবং আপনার সংবাদগল্পের জন্য তাদের কথাবার্তার সারসংক্ষেপ বাণীবদ্ধ করুন।

সংশ্লিষ্টজনের এইসব প্রতিক্রিয়া প্রায়শই ভালো মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ 'সাইডবার' গল্প হতে পারে এবং এইসব সংবাদগল্প মূল তথ্যবিবরণীর সংবাদগল্পের পরে পরেই প্রকাশিত হতে পারে।

দুই. যে কোন রিপোর্টারকেই তথ্যবিবরণী বা সংবাদবিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিশেষ ধরনের শব্দ বা ভাষার অর্থকে স্পষ্ট ও সহজবোধ্য করে তুলতে হবে। যে কোন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ রিপোর্টারও এ ধরনের ভাষা বা শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। কারো কারো নিজস্ব ভাষা বা শব্দ রয়েছে। এই ভাষা হতে পারে অপ্রচলিত কোন শব্দ, দুর্বোধ্য কোন শব্দ বা বাক্য, ঠিক শোভন নয় এরকম শব্দ, বিভিন্ন অফিস-আদালতের কর্মকর্তাদের নিজস্ব কিছু ভাষা বা শব্দাবলী। এই ব্যাপারটা প্রতি দেশে প্রতিটি ভাষাভাষীর ক্ষেত্রেই হয়। পশ্চিম বাংলায় যেমন 'দুদে সাংবাদিক' বলে একটা কথা চালু আছে। আমাদের এখানে 'দুদে' শব্দের অর্থ অনেকের কাছেই দুর্বোধ্য। আমাদের 'ঘাপলা', 'চিকামারা' হয়তো ওদের কাছে দুর্বোধ্য। যাই হোক, সংবাদবিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত শব্দগুলো দিয়ে রিপোর্টকে আবেদনসমৃদ্ধ করা যায়। সাধারণ পাঠকের জন্য জোরদার, সহজ সরল ও মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ রিপোর্ট এই সব শব্দ দিয়ে তৈরি করলেও প্রয়োজনে তার অর্থ বলে দিতে হবে।

বিজ্ঞানী কিংবা জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞের মতো অন্যান্য বিশেজ্ঞের মধ্যে নিজেদের সৃষ্ট ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা রয়েছে।

এখন এইসব ভাষা সম্পর্কে নিজে বুঝতে পারার পরই কেবল তা আপনার রিপোর্টে সহজ-সরল প্রতিশব্দ দিয়ে লিপিবদ্ধ করুন।

নিজের কাজের স্বার্থে বিভিন্ন কঠিন ও অপরিচিত শব্দ বা শব্দগুচ্ছের সহজ ব্যাখ্যাসহ নিজের তৈরি একটি পরিভাষা অভিধান হাতের কাছে রাখুন।

www.pathagar.com

তিন. রিপোর্টকে যৌক্তিক ও যাচাইযোগ্য করার জন্য আজকাল প্রায়শই সংবাদ বিবরণীতে পরিসংখ্যান ব্যবহার করতে দেখা যায়। অংকের বিভিন্ন হিসেব- নিকেশ দিলে পাঠক অনেক সময়ই তালগোল পাকিয়ে ফেলে। তার জন্য পরিসংখ্যানকে মানবিক রূপ দিতে হয়।

উল্লিখিত পরিসংখ্যান সম্পর্কে রিপোর্টারকে অবশ্যই বুঝতে হবে এবং যেগুলো বোঝা যায় সেগুলোই রিপোর্টে সন্নিবেশ করতে হবে। দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার, জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার, খাদ্য উৎপাদনের বাৎসরিক হার, কোন খেলার হিসেব-নিকেশ জটিলতর। এসব কিছুকেই সহজভাবে ও সহজবোধ্যভাবে তুলে ধরতে হবে।

একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে মানুষ শতকরা হিসাবের চেয়ে সংখ্যার হিসাব বেশি করে মনে রাখতে পারে। যদি বলা হয় পৃথিবীর জনসংখ্যা শতকরা ১ দশমিক ৭ থেকে ২ দশমিক ১ হারে বাড়ছে তাহলে তার অর্থ পাঠকের কাছে খুব জটিল মনে হবে। কিন্তু যদি বলা হয় প্রতি বছর প্রায় সাড়ে নয় কোটি করে মানুষ বাড়ছে তাহলে তা আরো অর্থপূর্ণ হবে। এটাকে ঘুরিয়েও বলা যায় প্রতি ৩৯ বছরে বিশ্বের জনসংখ্যা -দ্বিগুণ হচ্ছে অথচ আমরা অদূষিত বায়ু, সুপেয় জল, ভালো আবাসভূমি ও মূল্যবান বনাঞ্চলের ব্যবস্থা করতে পারছি না। যদি বলা হয়, '৮০ এর দশকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা গড়পড়তা ২ দশমিক ৪ শতাংশ হারে বেড়েছে। তার চেয়ে যদি বলা হয় ১৯৮১ সাল থেকে জনসংখ্যা প্রতি বছরে ২৪ লাখ করে বেড়েছে তাহলে তা আরো বেশি পাঠক আগ্রহী করে তোলে। একদিনের ক্রিকেটে কোন দলের ব্যাটিংয়ের সময় কোন ওভারে শতকরা হিসেবের বদলে মোট কত রান উঠলো সেটাই বেশি উপজীব্য হয়।

কোন বছরের শেষ প্রান্তে এসে যদি আমরা কোন রিপোর্টে বলি, 'গত ১০ মাসে ২ দশমিক ২ হারে লোক বেড়েছে' তাহলে তা সুস্পষ্ট হলো না। তার চেয়ে যদি বলি 'গত ১০ মাসে ১৭ লাখ লোক বেড়েছে' তাহলে সেটাই হবে বেশি অর্থবোধক।

অভিজ্ঞ রিপোর্টাররা জানেন যে সব পরিসংখ্যানকেই তীক্ষ্ণ বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিবেশন করতে হয়। অতিরঞ্জিত, মিথ্যা, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পরিসংখ্যানকে প্রশ্রয় দেয়া উচিত নয়। তবে যুদ্ধকালে মিলিটারি কমান্ডাররা যে পরিসংখ্যান দেন তা প্রকাশ করতে হয় নিজ দেশের স্বার্থে। নিজ দেশ না হলে ওদের বরাত দিয়েই তা প্রকাশ করতে হয়। উল্লেখ্য, সামরিক কমান্ডাররা যুদ্ধজয়ের কৌশল হিসেবে নিজেদের ক্ষয়ক্ষতির কথা খুব কম করে এবং শত্রুপক্ষের ক্ষয়ক্ষতির কথা বেশি করে উল্লেখ করে।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

সাংবাদিকতা ও আইন

সংবাদপত্র হচ্ছে জনগণের কণ্ঠস্বর। আর স্বাধীন সংবাদক্ষেত্র বা সংবাদপত্র (Free Press) গণতন্ত্রের শীর্ষ স্বাক্ষর। জনমতের ধারক ও বাহক হিসেবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকারকে সক্রিয় ও সজীব করে তোলার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে সংবাদপত্রসমূহ।

কিন্তু দেশের সাংবিধানিক রক্ষাকবচের আওতায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অস্তিত্ব থাকলেও কোন খবরের কাগজই উদ্দেশ্যমূলকভাবে কিংবা অবহেলা বা আকস্মিক কারণে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কিংবা কোন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মিথ্যা, বিদ্বেষপূর্ণ অথবা অবমাননাকর বিবৃতি প্রকাশ করতে পারে না।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অধিকার সংবিধানে সংরক্ষিত থাকলেও ঐ অধিকার ঢালাও মতপ্রকাশ ও মন্তব্য করার লাইসেন্সের অধিকারী নয়। সংবাদপত্রে যিনি কাজ করেন তাঁর যেমন বলা বা লেখার অধিকার আছে, দেশের সাধারণ নাগরিকেরও সেই অধিকার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের ১৯ (ক) অনুচ্ছেদে বলা আছে All citizens shall have the right to freedom of speech and expression. বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদেও দেশের প্রতিটি নাগরিকের বাক ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার দেয়া হয়েছে।

দেশের যে কোন নাগরিক বা যে কোন মানব-তৎপরতা যেমন আইনের আওতায় পড়ে তেমনি সাংবাদিক বা সংবাদপত্রও আইনের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারে না। সংবাদপত্রের মাধ্যমে যিনি বক্তব্য প্রকাশ করেন তাঁর অধিকার সংবাদপত্রের বাইরে থেকে যিনি বক্তব্য রাখেন তাঁর চেয়ে বেশি নয়। দেশের আইনকানুন ভাঙ্গার জন্য কোন ব্যক্তি একটি সংবাদপত্রকে তাঁর পার পাওয়ার কোন বর্ম হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন না। ব্যক্তিবিশেষের যে স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রসমূহও একই স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে।

www.pathagar.com

ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত বক্তব্য বা বিষয়বস্তুর একটা বিশেষ ধরনের মর্যাদা রয়েছে। সংবাদপত্রকে অনুগ্রহ, প্রশংসা বা নিন্দা-তিরস্কারের প্রভাব বর্জিত একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হয়। মানুষ নামের কাঙাল। অতএব মানুষের নামে মসি লেপন যাতে না হয় তার জন্য সে সব সময়ই সচকিত থাকে। সংবাদপত্রও মানুষের সুনামকে অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করে।

একটা কথা বলা হয়ে থাকে 'নামে কি আসে যায় (What's in a name). নামে হয়তো খুব একটা আসে যায় না। কিন্তু নামেই আবার অনেক কিছু আসে যায়। মানুষ কলংকের কালিমাহীন সুনামকে গৌরবময় আকাঙ্ক্ষিত সম্পদ বলে মনে করে এবং সত্যিকার অর্থে কিংবা পরোক্ষে ঐ সুনাম নামক পরম ধনের ওপর সে কোন রকম কলংকারোপের একান্ত বিরোধী। কোন ব্যক্তি বা প্রকাশনার কারণে তার সুনামের কোন ক্ষতি হয়ে থাকলে সে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে।

মানুষ নামের জন্য কতখানি কাঙাল তার গভীরতা টের পাওয়া য়ায় 'ওথেলো' নাটকে শেক্সপিয়রের একটি বক্তব্য থেকে। সে নাটকের নায়ক ওথেলো এক জায়গায় বলছেন, 'But he who filches (কেড়ে নেয়া) from me my good name, robs me of that which not enriches him and makes me poor indeed.' অর্থাৎ সে আমার সুনাম কেড়ে নিয়েছে, কেড়ে নেয়া সেই সুনাম তাকে সমৃদ্ধ করেনি কিন্তু আমাকে নিঃস্ব বানিয়ে ছেড়েছে।

লিখিত কোন প্রকাশনী অর্থাৎ দর্শনযোগ্য যোগাযোগ অথবা মৌখিক বক্তব্যের মাধ্যমে যদি সমাজের কোন ব্যক্তির বা কোন প্রতিষ্ঠানের মর্যাদায় ব্যাঘাত ঘটে অথবা কালিমা পড়ে তাহলে তাকে আমরা মানহানি (Defamation) বলবো। মানহানি একটি ব্যাপক তাৎপর্যময় ধারণা এবং কথায় বা কাগজে-কলমে মানহানিকর বিবৃতি বা বর্ণনাকে মানহানির আওতাধীন ধরা হয়। মানহানিকর কিছু প্রকাশ সংবাদপত্রের সবচেয়ে বড় অপরাধ বলে সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত।

কারো কোন প্রকাশিত লেখনী অথবা বক্তব্যের প্রেক্ষিতে যদি আরেকজনের মর্যাদা, শ্রদ্ধা, সুনাম ও অবস্থা খর্ব হয় তবে তাকেই আমরা মানহানি বলবো। তবে মানহানির মাত্রাটা তখনই স্পষ্ট হবে যখন ঐ লেখনী বা বক্তব্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুভূতিতে মারাত্মক আঘাত হানে অথবা তার বিরুদ্ধে প্রতিকূল জনমত সৃষ্টি হয়। তবে মানহানিকর লেখনী বা বক্তব্যের মামলার সঙ্গে একটি প্রধান বিষয় জড়িত আছে। আর তা হলো ঐ লিখিত যোগাযোগ বা মৌখিক বক্তব্য আইনের দৃষ্টিতে মানহানিকর কিনা। অর্থাৎ সংবাদক্ষেত্র স্বাধীন মত বা বক্তব্য প্রকাশের অধিকারী হলেও ঐ মত বা বক্তব্য প্রকাশ লিখিত কুৎসা (Law's of libel) সংক্রান্ত আইনের অধীন।

www.pathagar.com

মানহানি দুই প্রকার ঃ

এক. লিখিত কুৎসা (Libel)

দুই. অপবাদ (Slander)

লিখিত কুৎসা বা libel বলতে সংবাদক্ষেত্রে বা অন্যক্ষেত্রে প্রকাশিত মর্যাদাহানিকর বিবৃতিকে বোঝায়। আর অপবাদ (Slander) মৌখিক মানহানিকর উক্তিকে বোঝায়। বেতার, টেলিভিশন ও পত্রপত্রিকার সব কিছু লিখিত কুৎসার অন্তর্ভুক্ত। কেননা বেতার ও টিভিতে কথা বলার সাথে পাণ্ডুলিপি বা স্ক্রিপ্টও থেকে যায়, কিন্তু যেটা সরাসরি বক্তব্য এবং প্রকাশনায় যায়নি তা অপবাদের আওতাধীন।

সংবাদগল্প, শিরোনাম, সম্পাদকীয়, কার্টুনসহ সংবাদপত্রের বিভিন্ন বিভাগ ও ক্ষেত্রে Libel হতে পারে। আবার শ্রেণীবদ্ধ (Classified) ও ডিসপ্লে (Display) বিজ্ঞাপনেও Libel হতে পারে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত ছবির মধ্যেও কারো কুৎসা করা যেতে পারে।

লিখিত কুৎসা (Libel) হচ্ছে দু'প্রকার ঃ

এক. স্বয়ং কুৎসা (Libel Per see)

দুই. কটাক্ষ কুৎসা (Libel per quod)

স্বয়ং কুৎসা ঃ লেখনীর মধ্য দিয়ে সরাসরি আঘাত করা, আক্রমণ করা, সমালোচনা করা বা মর্যাদা হানি করা হচ্ছে স্বয়ং কুৎসা। এমন শব্দ বা শব্দাবলী প্রয়োগ করা হলো যা কারো মর্যাদায় সরাসরি আঘাত হানে। সকল মানহানিকর বিষয়ের মধ্যে লিখিত কুৎসাই সংবাদপত্রের জন্য গুরুতর বলে বিবেচিত। যে কোন ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করে মিথ্যা বিবৃতি বা বর্ণনা দেয়া হলে তা স্বয়ং কুৎসার আওতায় পড়বে। যে শব্দ বা শব্দাবলী আরোপের মাধ্যমে ফরিয়াদিকে যে কোন অপরাধে অপরাধী, প্রতারক, অসাধু, দুশ্চরিত্র, পাপী বা অশোভন আচরণকারী কিংবা এসব আচরণের কোনটির জন্য দোষী বা সন্দেহভাজন ব্যক্তি বলে অভিহিত করা হয় তবে তা স্বয়ং কুৎসা হতে পারে। যে কোন বর্ণনা বা প্রতিবেদন যা কোন এক ব্যক্তির ওপর মিথ্যে করে অপরাধ আরোপ করে তা 'স্বয়ং কুৎসা' বিশেষ। স্বয়ং কুৎসাকে এভাবে বর্ণনা করা যায় ঃ স্বয়ং কুৎসা হচ্ছে পত্রে, খবরের কাগজে অথবা অন্যান্য আকারে প্রকাশিত রচনায় ভিত্তিহীন বর্ণনা বা বিবৃতি বা অভিযোগের মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যমূলক প্রকাশ যা কোন বিশেষ ব্যক্তিকে ঘৃণা, অবিশ্বাস, অবমাননা, বিদ্রূপ, পরিহাস, নিন্দা বা অপমানের সম্মুখীন করে বা ওই ব্যক্তিকে অন্যের নিকট বর্জনীয় করে তোলে বা ওই ব্যক্তির পদ, বৃত্তি, পেশা, ব্যবসায় বা

www.pathagar.com

চাকুরির ক্ষতি করার প্রবণতা দেখায় কিংবা প্রকৃতই ওই ব্যক্তির ব্যক্তিগত, সামাজিক, পদাধিকারভিত্তিক বা ব্যবসাগত জীবন ও সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করে যার ফলে শুধু প্রকাশিত হয়েছে এই বাস্তবতার ভিত্তিতেই আইনগত বিবেচনায় ওই ব্যক্তির ক্ষতি সাধিত হয়েছে বলে ধরে নেয়া যেতে পারে।

কটাক্ষ কুৎসা ঃ যে লেখনীর মধ্য দিয়ে কাউকে সরাসরি আঘাত হানা হয় না কিন্তু যে বিবৃতি বা বর্ণনার মধ্য দিয়ে কারো প্রতি ইঙ্গিত করা হলো সেটা কটাক্ষ কুৎসার আওতাধীন। বিবৃতিদাতা বা বর্ণনাকারী বা সাংবাদিক একেবারে বোকার মতো সারল্য (innocently) নিয়ে বললেন অথচ পরোক্ষভাবে তা মর্যাদাহানিকর অথবা ইতোমধ্যেই মর্যাদাহানি করে ফেলেছে, সেটা কটাক্ষ কুৎসা।

বিশেষ কয়েকটি পরিস্থিতিতে কোন কিছুর প্রকাশনা স্বয়ং কুৎসা না হলেও এবং দৃশ্যত এর মধ্যে কিছু আছে বলে মনে না হলেও সামগ্রিক পারিপার্শ্বিক বিবেচনায় তা ব্যক্তিবিশেষের সুনামের ক্ষতিসাধন করতে পারে। এসব ক্ষেত্রে ঘটনা বা ঘটনার প্রকাশনার চারপাশ ঘিরে যেসব পরিস্থিতিগত অবস্থা বিরাজ করে তা বরং প্রকাশিত বর্ণনা বা তাৎপর্যের বদলে কুৎসাকর বিবেচিত হয়। এটাই হচ্ছে কটাক্ষ কুৎসা (libel by innuendo or libel by quod)।

উল্লিখিত ধরনের শব্দাবলি সম্বলিত বর্ণনা বা বিবৃতি প্রকাশনার তাৎপর্য আপাতদৃষ্টিতে মানহানিকর মনে না হলেও যদি পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি মিলিয়ে বিবেচনা করা হয় তবে তা ব্যক্তিবিশেষের সুনামের ক্ষতি করতে পারে। প্রকাশিত শব্দাবলী পরবর্তী বিবেচনায় মানহানিকর হতে পারে, অর্থাৎ ঐ শব্দগুলো সাধারণ বিবেচনায় মানহানিকর মনে না হলেও বিশেষ কুৎসামূলক নিহিত তাৎপর্যে এসব শব্দ ব্যবহার বা প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এটাই কটাক্ষ কুৎসা। যদি বিবরণীর প্রেক্ষাপট থেকে প্রমাণিত হয় যে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবেই কারো সম্বন্ধে কোন পরোক্ষ মন্তব্য করা হয়েছে তবে তা কটাক্ষ কুৎসার আওতায় পড়বে।

ইঙ্গিত করাটাই মানহানিকর। খুবই চাতুর্যের সঙ্গে সুন্দর সুন্দর কথার আড়ালে কটাক্ষ বা মানহানিকর বিষয় লুকোনো থাকতে পারে। সংবাদের কপি দেখার কাজে নিয়োজিত সাংবাদিকের কর্তব্য হচ্ছে লিপিতে উল্লিখিত ধরনের কোন আপত্তিকর উপকরণ থাকলে তা খুঁজে বের করে কেটেছেঁটে ফেলা এবং এভাবে নিজেকে ও তাঁর প্রতিষ্ঠান (সংবাদপত্র)-কে ক্ষতিপূরণের দাবি থেকে মুক্ত রাখা। তাঁকে অবশ্যই এই মর্যাদাকর দায়িত্ব পালন করতে হবে।

স্বয়ং কুৎসা ও কটাক্ষ কুৎসার কিছু উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

www.pathagar.com

কোন ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী, কলংক রটনাকারী, পৈশাচিক শয়তান, সাপ, মিথ্যা শপথকারী, গবেট, বদ্ধ পাগল, নির্বোধ, উন্মাদ, প্রতারক, জালিয়াত, সিঁধেল চোর, নাস্তিক, হঠকারী, ইতর, লম্পট, মস্তিষ্কবিকৃত, ষোড়শ বাহিনী প্রভৃতি বলা হলে তা কুৎসার অন্তর্ভুক্ত।

যেসব জীব-জানোয়ারের স্বভাব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ, ঘৃণ্য, বিরক্তিকর ও আপত্তিজনক সেসব জীবজন্তুর সঙ্গে কোন ব্যক্তিকে তুলনা করা আপত্তিকর। যেমন কালো ভেড়া বা Black sheep, ঘাসে ঘাপটি দিয়ে থাকা সাপ (Snake in the grass), শিয়াল বা শূকর প্রভৃতি। এ সব হচ্ছে স্বয়ং কুৎসার অন্তর্ভুক্ত। কিছু লোক কদাকার কিছু রোগ যেমন গনোরিয়া, সিফিলিস, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, প্লেগ প্রভৃতি রোগে ভুগছে বলে বিবৃতি দিলেও তা স্বয়ং কুৎসার অন্তর্ভুক্ত হবে।

অপরদিকে কোন সঙ্গীতানুষ্ঠানের নিমন্ত্রণপত্র বা পোস্টারে কোন স্বনামধন্যা গায়িকার নাম এক বা দুই নম্বরে না রেখে তিন নম্বরে রাখা হলো। কিন্তু ঐ গায়িকা যদি মনে করেন এক ও দুই নম্বরে যাদের নাম রয়েছে তাদের খ্যাতি, পরিচিতি ও নাম তত ব্যাপক নয় এবং তিনি যদি মনে করেন তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তিন নম্বরে তাঁর নাম রাখা হয়েছে তবে তিনি ক্ষতিপূরণের দাবি করতে পারেন এবং এই মামলা কটাক্ষ কুৎসার আওতায় পড়বে।

কুৎসা মামলা

কুৎসা মামলা (Libelous suit) দু' প্রকার। এর একটি হলো দেওয়ানি মামলা এবং অপরটি হলো ফৌজদারি মামলা।

দেওয়ানি কুৎসা মামলা ঃ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মর্যাদাহানিকর কিছু বললে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে প্রমাণ করা যেতে পারে। এখানে ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন আসে। আদালতের বিচারকমণ্ডলী যদি শুনানির পর মনে করেন বাদী কথিত কোন বিবরণী বা অপবাদের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তবে কুৎসা বা অপবাদ রটনাকারীর বিরুদ্ধে আর্থিক জরিমানা দণ্ড দিতে পারেন এবং বিচারকমণ্ডলীই জরিমানার অংক নির্ধারণ করে থাকেন।

ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে দেওয়ানি কুৎসা মামলা করা যায়। প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশই হচ্ছে দেওয়ানি মামলা। কোন মৃত ব্যক্তির মর্যাদায় আঘাত দেয়ায় তাঁর আত্মীয়স্বজনরা যদি মনে করেন যে তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বা হচ্ছেন তাহলে তাঁরা দেওয়ানি কুৎসা মামলা করতে পারেন।

www.pathagar.com

ফৌজদারি কুৎসা মামলা ঃ রাষ্ট্রদ্রোহিতা, কোন অপরাধমূলক কাজ বা বিষয়, কোন ধর্মীয় গোষ্ঠীর ধর্মানুভূতিতে আঘাত প্রভৃতি যদি কোন বিশাল জনগোষ্ঠীর মূল্যবোধ ও বিশ্বাসে আঘাত হানে তবে তা ফৌজদারি কুৎসা আইনের আওতায় পড়বে।

কোন সম্পাদক যদি অসতর্কভাবে বা অবহেলার পরিচয় দিয়ে এমন কিছু লিখেছেন অথবা কোন বক্তা ইচ্ছাকৃতভাবে তার লাগামছাড়া কথাবার্তা বলেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হতে পারে। সালমান রুশদী তার *স্যাটানিক ভার্সেস* বইয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে কথিত বক্তব্য রেখে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনেছেন বলে অভিযোগ আনা হয়েছে। এটা তার জন্য দণ্ডনীয় অপরাধ। এক্ষেত্রে শুধু তিনি নন, তাঁর প্রকাশকও একই দায়ের ভাগী।

অধিকাংশ মামলাই দেওয়ানি কুৎসা শ্রেণীর আওতায় পড়ে। বিশেষ করে যেগুলো মূলত ক্ষতিপূরণের মামলা। তবে সমাজ বা রাষ্ট্রের ক্ষতিকারক কুৎসাকে ফৌজদারি কুৎসার আওতায় ধরা হয়। বেশির ভাগ ফৌজদারি কুৎসার দৃষ্টান্তেই লক্ষ্য করা গেছে যে কোন মৃত ব্যক্তির জন্য মানহানিকর কিছু করা হয়েছে এবং তাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। কোন মৃত ব্যক্তিকে কোন দোষারোপ করা হলে ঐ ব্যক্তি জীবিত থাকলে তিনি যদি এ কারণে সুনামের দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতেন এবং ঐ দোষারোপ যদি ঐ মৃত ব্যক্তির নিকট-আত্মীয়স্বজন বা পরিবারের লোকজনদের আঘাত দেয়ার জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয় তাহলে ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুযায়ী দণ্ডযোগ্য।

ফৌজদারি কুৎসা মামলায় মানহানির অভিযোগ প্রমাণিত হলে অর্থদণ্ড ছাড়াও দোষী ব্যক্তির কারাদণ্ডও হতে পারে। কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো যে কুৎসা হবার ভয়ে কি একজন সাংবাদিক হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন ? না, তা নয়। বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তথ্যপ্রমাণাদি সাপেক্ষে এমন কথা লিখতে পারেন যা কুৎসা মামলায় উঠলেও তা আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। তবে তার চেয়ে ভালো, সাংবাদিককে লক্ষ্য রাখা উচিত কি করে কুৎসা এড়ানো যায়।

কুৎসা এড়ানোর উপায়

সৎ ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার স্বার্থে প্রতিটি সংবাদপত্র ও সংবাদক্ষেত্রের প্রতিটি সাংবাদিকেরই উচিত কুৎসা বা অপলেখ কথাবার্তা এড়িয়ে যাওয়া। যেহেতু

www.pathagar.com

সংবাদপত্রের পাঠক শিশু থেকে শুরু করে সমাজের সব শ্রেণীর লোক, সেজন্য ক্ষতিপূরণের আশংকার দিকটিকে বাদ দিয়েও প্রতিবেদন রচনা বা বর্ণনার ক্ষেত্রে সৎ, শোভন ও দায়িত্বশীল হওয়া উচিত। সৎ সমালোচনা করেও কোন কিছুকে পাঠকের বা শ্রোতার সামনে তুলে ধরা যায়। যদিও ইচ্ছে করেই অনেক রিপোর্টার বা সম্পাদক বা প্রকাশক কুৎসাপূর্ণ প্রতিবেদন তৈরি করে থাকেন। বিশেষ করে আমাদের দেশে যেখানে অশোভন মন্তব্য করার পরও ক্ষতিপূরণের মামলা হাজারে একটাও হয় কিনা সন্দেহ, সেখানে সমালোচনার নামে গালিগালাজ চলবে এটাই স্বাভাবিক। অথচ আমাদের দেশে জেনেশুনে অথবা অনেক ক্ষেত্রে না বুঝেই কু ৎসামূলক রচনা লেখা হয়ে যাচ্ছে অহরহ। বিদেশের মতো ক্ষতিপূরণের ভয় থাকলে বা প্রচলিত বিধিসমূহ আরো কার্যকর থাকলে আমাদের এখানকার অনেক সাংবাদিকের হাতেই দড়ি পড়তো অথবা জীবনের সমস্ত সঞ্চয় ক্ষতিগ্রস্ত লোকের হাতে সঁপে দিয়ে বাণপ্রস্থে যেতে হতো অথবা শূন্য থেকে আবার শুরু করতে হতো। সেই প্রেক্ষাপটে সাংবাদিকের 'কুৎসা' এড়ানোর জন্য কতকগুলো বিষয় সম্বন্ধে সম্যকভাবে অবহিত হতে হবে। বিশেষ করে যাঁরা সাংবাদিকতায় কেবল হাতেখড়ি নিয়েছেন—

এক. রিপোর্টের বর্ণিত ঘটনা সত্য হতে হবে। এখানে কোন খারাপ উদ্দেশ্য থাকবে না। পুরো রিপোর্ট বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে। অর্থাৎ যে ঘটনা ঘটেছে বা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাই লিখতে হবে। তার চেয়ে বেশি নয়। রিপোর্ট বানিয়ে লেখা চলবে না। মনে রাখতে হবে, You write reports, not make reports. কাল্পনিক বা অতিরঞ্জিত কোন কথা বলা থেকে তাকে দূরে থাকতে হবে।

দুই. ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকা। কুৎসা মামলায় কোন উদ্দেশ্য দেখা হয় না। সুতরাং রিপোর্টার বলতে পারেন না যে তিনি কোন দুরভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্য নিয়ে অন্যের ব্যক্তিগত কথা ফাঁস করেনি। সুতরাং কুৎসা এড়াতে হলে রিপোর্টারের উচিত হবে ব্যক্তিগত ব্যাপারে মাথা না ঘামানো। মনে রাখতে হবে কোন ব্যক্তিকে নয় বরং ঐ ব্যক্তির কাজ ও তৎপরতাকে সমালোচনা করতে হবে। প্রতিবেদন যদি কোন ব্যক্তির সুনামের মারাত্মক ক্ষতি করবে বলে মনে হয়, তাহলে বরং সে প্রতিবেদন ছিঁড়ে ফেলা উচিত। সমালোচনার নির্দিষ্ট গণ্ডি অতিক্রম করা উচিত নয়।

তিন. কোন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত কিংবা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রমাণ হওয়ার আগেই তাকে দোষী দেখানোর প্রবল মানবীয় প্রবণতা রয়েছে। বিশেষ করে আমাদের দেশে। এই প্রবণতা এড়িয়ে চলতে হবে; কারণ দোষী প্রমাণিত না হওয়া

www.pathagar.com

পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আইনের চোখে নির্দোষ। তবে গ্রেফতারি পরোয়ানায় কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ খবরের কাগজগুলো প্রকাশ করার অধিকার রাখে। তবে 'খুনী গ্রেফতার' বা 'খুনের দায়ে গ্রেফতার' অথবা 'বিশ্বাসঘাতক' প্রভৃতি শিরোনাম বর্জন করা উচিত, কারণ এগুলো মন্তব্যের শামিল।

চার. সঠিক ব্যক্তি চিহ্নিতকরণ (Personal Identification) খুবই জরুরি। যার সম্পর্কে রিপোর্ট লেখা হচ্ছে তাকে যথাযথভাবে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। একই নামে দুইজন সমমর্যদাসম্পন্ন ব্যক্তি থাকতে পারে। তাদের কোন একজন সম্পর্কে লিখতে গেলে সুনির্দিষ্টভাবে ও সঠিকভাবে চিনতে যাতে রিপোর্টারের ভুল না হয় সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে। একজনের কথা বলতে গিয়ে আরেকজনের শারীরিক, আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে পারে।

পাঁচ. গুজব কোন সত্যতা বা বাস্তবতা নয়, একথা সাংবাদিককে বুঝতে হবে। কোন এক ব্যক্তি অসদাচরণের জন্য দোষী এ ধরনের গুজবের সত্যতার যাচাই না করে সাংবাদিক তাঁর লেখা প্রকাশ করবেন না।

ছয়. অভিযোগে প্রকাশ (It is alleged), বা কথিত বা জানা গেছে (It is learnt or reported) অথবা বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায় (Reliable source says), এমনকি নিদেনপক্ষে 'পুলিশ জানায়' (Police says) প্রভৃতিও লেখক-সাংবাদিককে তাঁর কুৎসামূলক লেখার বর্ম হিসেবেও অনেক সময় নিশ্চয়তা দেয় না। অতএব, এটা এড়ানো উচিত অথবা সুনির্দিষ্ট সূত্রের নাম উল্লেখ করা উচিত। 'কথিত' 'অভিযোগে প্রকাশ' প্রভৃতি শব্দ দিয়ে ক্ষতির ব্যাপকতা কমানো যায় মাত্র।

সাত. সম্ভব হলে সংবাদগল্পের ভালোমন্দ উভয় দিকই উল্লেখ করতে হবে। বিশেষ করে তদন্তমূলক প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্টজনদের নামধাম উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এক্ষেত্রে রিপোর্টার ইচ্ছাকৃতভাবেই 'অপলেখ' শব্দাবলী ব্যবহার করেন, অবশ্য তা তাঁর রিপোর্টের প্রয়োজনে। তবে সে ক্ষেত্রে তিনি যথাযথ তথ্য প্রমাণাদি পেশ করবেন অথবা নিজের কাছে সংরক্ষণ করবেন। এরকম ক্ষেত্রে রিপোর্টের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার মতামত নেবেন। অভিযুক্ত ব্যক্তির মতামতও নেয়া উচিত। অর্থাৎ রিপোর্টের বক্তব্য একমাত্রিক হবে না।

আট. কোন অভিযোগ বা ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে কোন ধৃত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও অভিযোগ সঠিকভাবে লেখার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। একটি নামের বানানে কিংবা কোন ঠিকানা লেখার ভুলে কুৎসা মামলা হতে পারে। অপরাধীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মনগড়া নাম ও ঠিকানা দেয়। তাই পরিচয় সুনিশ্চিত না হয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উল্লেখ অনুযায়ীই তার নাম সঠিকভাবে উল্লেখ করতে হবে।

www.pathagar.com

নয়. রিপোর্টারের যতটুকু অধিকার রয়েছে ততটুকুই সে প্রয়োগ করবে। আইনসভা বা বিচারালয়ের ঘটনাগুলো জানার অধিকার তাঁর আছে। পাঠককে জানানো তাঁর কর্তব্য। তিনি তাঁর অধিকার প্রয়োগ করে আইনানুগ বিষয়গুলো পাঠকের কাছে তুলে ধরতে পারেন। তবে এ ব্যাপারে রিপোর্টার অবশ্যই আইনের সীমা সম্পর্কে সচেতন থাকবেন। রিপোর্টার সৎ সমালোচনা (Fair comment) করার অধিকার রাখেন। তিনি সমালোচনা করলেও তাঁর সেই সমালোচনা ন্যায় সমালোচনা।

দশ. সঠিক রিপোর্ট লিখতে হলে সঠিক ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে লিখতে হবে। ঘটনার পটভূমি বা প্রেক্ষাপট (Context or Background) অনুসারেই রিপোর্ট লিখতে হবে। আংশিক সত্য লেখা চলবে না। পুরো সত্যটাই লিখতে হবে। 'অমুক জায়গায় মিঃ এক্স এবং মিস ওয়াইকে একসঙ্গে দেখা গেছে' এ ধরনের বক্তব্যকে সংশ্লিষ্টরা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারে।

এগারো. তথ্য, প্রমাণ ও মতামত সংগ্রহ করাই হচ্ছে রিপোর্টারের কাজ। রিপোর্টার সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ হাতের কাছে রাখবেন। সূত্র নির্ভরযোগ্য কিনা তা রিপোর্টারকে খেয়াল রাখতে হবে। সম্ভব হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে তার মতামত সংগ্রহ করে তারপর রিপোর্ট লেখা ভালো।

বারো. ব্যক্তির সামাজিক বা ব্যবসায়িক স্বার্থ নষ্ট হয় এমন কোন মন্তব্য যেমন পাগল, মাতাল, কলগার্ল ইত্যাদি অথবা ডাক্তার ডাক্তারি জানেন না এ ধরনের কোন মন্তব্য করা উচিত নয়। অপরাধ সংক্রান্ত রিপোর্ট লিখতে গিয়ে চোর, হত্যাকারী, জুলুমবাজ, মাস্তান প্রভৃতি শব্দ লেখার ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত।

তেরো. সর্বোপরি রিপোর্টার ঈশ্বরনিন্দামূলক কিংবা ধর্মীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে (Blasphemous) কথাবার্তা বলবেন না। সামাজিক অনুশাসন, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও পেশাগত নীতির প্রতি দৃষ্টি রেখেই রিপোর্টারকে রিপোর্ট করতে হবে।

কুৎসার অভিযোগের বিরুদ্ধে প্রতিকারসমূহ

কুৎসার অভিযোগে আইনগত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যেসব গুরুত্বপূর্ণ আত্মরক্ষামূলক (Defence) ব্যবস্থা রিপোর্টার বা সম্পাদকের জন্য রয়েছে সেগুলো হলো ঃ (১) বিবৃতি বা বর্ণনার সত্যতার প্রমাণ, (২) অধিকার (সর্বময় ও শর্তসাপেক্ষ), এবং (৩) সৎ মন্তব্য ও সমালোচনা।

www.pathagar.com

এক. সত্যতা ঃ বিবৃতি বা বর্ণনা (Statement) যা প্রকাশিত হবে তাকে অবশ্যই সত্য হতে হবে। যথেষ্ট মালমসলা ও ভিত্তি না থাকলে কোন বিবৃতি প্রদান অনুচিত হবে। রিপোর্টার হয়তো কাউকে 'দুর্নীতিগ্রস্ত' বলেছে, সেক্ষেত্রে তাঁর হাতে যথেষ্ট প্রমাণাদি থাকতে হবে। কোন লেখক যদি তাঁর লিখিত বিবরণের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত বা প্রমাণিত করতে পারেন তাহলে তিনি সর্বপ্রকার নাগরিক দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবেন। ইন্টারন্যাশনাল নিউজ সার্ভিস তার সংবাদদাতাদের পরামর্শ দিয়ে রেখেছিল, যে কোন সত্য অথচ অপ্রমাণযোগ্য কুৎসাকর রিপোর্ট মিথ্যা রিপোর্টের মতই বিপজ্জনক।

খুব সঙ্গত ও স্বাভাবিক কারণেই প্রতিবেদন সঙ্কুচিত এবং সংক্ষিপ্ত হতে পারে। তবে রিপোর্টারকে অবশ্যই সজাগ থাকা উচিত যাতে রিপোর্টে তার বা তাদের ব্যক্তিগত সহানুভূতির ছাপ না পড়ে। সংশ্লিষ্ট রিপোর্টটি সংক্ষিপ্ত বা সারাংশ হতে পারে, তাতে ক্ষতি নেই, শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা সত্য বাদ না পড়ে। রিপোর্টের অবয়ব যেমন যথার্থ হবে শিরোনামও অবশ্যই তেমনি নিরপেক্ষ ও যথার্থ হবে। রিপোর্টের অবয়ব ও শিরোনাম চাঞ্চল্যকর ও অতিরঞ্জিত হলেও প্রকাশক তার দায়ভোগের ভাগী হতে পারেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, শিরোনামের ভাষা 'খুনী গ্রেফতার, বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যুক অথবা মন্ত্রণাদানকারী' হলে তা রিপোর্ট না হয়ে মন্তব্য বা ভাষ্য হয়ে ওঠে। রিপোর্টে অবশ্যই এ রকম ধারণা সৃষ্টির প্রয়াস থাকা উচিত নয় যেখানে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে বিচারের আগেই দোষী বা অপরাধী বলে মনে হয়। বিচার সংক্রান্ত কোন রিপোর্টে মতামত বা ভাষ্য থাকা উচিত নয়। অবশ্য বিচার শেষে দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ড বিষয়ে সরাসরি ভাষ্য বা মতামত ব্যক্ত করা যায়। উল্লেখ্য, ঢাকার পরীবাগের একজন 'ফাদার নাথানিয়েল সরকার মামলায়' স্থানীয় একটি পত্রিকায় শিরোনাম দেয়া হয়েছিল 'Preacher turns butcher' অর্থাৎ যাজক কসাইয়ে পরিণত। এই শিরোনামটি হয়েছিল নাথানিয়েল সরকারের পুরো পরিবার তারই হাতে খুন হওয়ার পরপরই। শিরোনামটি খুবই চমৎকার ও আকর্ষণীয় হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তখন কেবল ঘটনাটি ঘটেছে। আদালতে যায়নি, বিচার হয়নি, এ প্রেক্ষিতে কুৎসা আইনে মামলা হতে পারতো।

রিপোর্টের ভাষায় ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে ভাষ্য (opinion) যাতে চলে না আসে সেজন্য রিপোর্টারকে সজাগ থাকতে হবে। অনিচ্ছাকৃত মতামতের জন্যও দায়ভাগী হতে পারেন।

দুই. অধিকার ঃ সব কিছু জানার অধিকার আছে রিপোর্টারের। তবে সূত্র অস্বীকার করলে তাকে জোর করে অধিকার খাটাতে পারেন না রিপোর্টার। কারণ

www.pathagar.com

তার অধিকারের একটা সীমা আছে। সংবাদক্ষেত্রে 'সর্বময় অধিকার' (Absolute privilege) বলে কোন সুবিধা দেয়া হয় নি। আইনসভার সদস্যগণ, আদালতের বিচারক, ব্যবহারজীবী, সাক্ষী ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ রাষ্ট্রীয় কর্মতৎপরতা বা রাষ্ট্রীয় যোগাযোগের সময় এই সর্বময় অধিকার পেয়ে থাকেন বা দেয়া হয়। ব্যবহারিক বিবেচনায় উল্লিখিত আইনসভা, আদালত বা রাষ্ট্রীয় কর্মতৎপরতা বা যোগাযোগের কার্যবিবরণী প্রকাশের বেলায় উল্লিখিত সর্বময় অধিকার দেয়া হয় না। সাংবাদিক যখন উল্লিখিত কার্যবিবরণীর রিপোর্ট প্রকাশ করেন বা লেখেন, তখন তিনি উল্লিখিত কর্মধারায় অংশগ্রহণকারীদের মতো আইনপ্রদত্ত অধিকার বা নিরাপত্তা পান না।

অবশ্য দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন টানাপড়েনের পর উল্লিখিত 'সর্বময় অধিকার' সম্বলিত কার্যবিবরণীসমূহ বা বিচার সংক্রান্ত কার্যবিবরণী প্রকাশের ক্ষেত্রে এখন 'শর্তসাপেক্ষ অধিকার' অনুমোদন করা হয়েছে এবং এখন থেকে উল্লিখিত বিষয়গুলো কুৎসাকর হলেও তা নিরাপদে ছাপা যাবে।

বিশেষ বিশেষ আইনগত, নৈতিক, সামাজিক ও গণদায়িত্ব পালন করতে কিংবা নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যে কোন ব্যক্তিকে আইনে মত প্রকাশ, বিবৃতি প্রদান বা রিপোর্ট প্রকাশের অধিকার দেয়া হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে যে সাধারণ বিচারে তার এই মত প্রকাশ, বিবৃতি দান বা রিপোর্ট প্রকাশ মানহানিকর হলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিচারে তা সঙ্গত হতে হবে।

যখন কোন ব্যক্তি আইনগত, সামাজিক বা নৈতিক স্বার্থ বা কর্তব্য না থাকা সত্ত্বেও বিবৃতি বা রিপোর্টের মাধ্যমে সম্পর্কিত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং যার কাছে যোগাযোগ করা হয় তারও যে ওই যোগাযোগ গ্রহণ করা একইভাবে স্বীয় স্বার্থের পরিপোষক ও দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়, তখন অনুরূপ পরিস্থিতিকে শর্তসাপেক্ষ অধিকারের বিবেচনায় 'অনুকূল উপলক্ষ' (privileged occasion) হিসেবে অভিহিত করা যায় যে উল্লিখিত কর্তব্য ও স্বার্থের পারস্পরিকতা একান্ত জরুরি।

আইন পরিষদের ও বিচারালয়ের কার্যবিবরণী প্রকাশ সংবাদপত্রের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং এ ক্ষেত্রেই শর্তসাপেক্ষ অধিকার আরোপ করা হয়ে থাকে। আদালত ও আইনসভায় কি হচ্ছে তা জানার অধিকার জনসাধারণের রয়েছে।

তিন. সৎ ও নিরপেক্ষ তথ্য, মন্তব্য ও সমালোচনা ঃ নিরপেক্ষ ভাষ্য বা মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার আইনের শিরোভূষণের সবচেয়ে উজ্জ্বলতম রত্ন। একদিকে মানহানির বিষয় ও অন্যদিকে জনসাধারণের অবাধ আলোচনার সুস্থ এবং

www.pathagar.com

বলিষ্ঠ অধিকারের মধ্যে একান্তভাবে কাম্য সুসামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যম হচ্ছে এই নিরপেক্ষ ভাষ্য বা মতামত প্রকাশ। নিরপেক্ষ ভাষ্য বা মতামত প্রকাশের ব্যাপারে সবচেয়ে জরুরি উপাদান হচ্ছে জনস্বার্থ।

ভাষ্য বা মতামত প্রকাশ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত বাস্তবতার ভিত্তিতে প্রাপ্ত পর্যালোচনা হতে হবে এবং তা হীন বা দুর্নীতিমূলক দোষারোপের মতলব বর্জিত হতে হবে। ভাষ্য হবে সত্যনিষ্ঠ মতামতের প্রকাশ ও পুরোপুরি বিদ্বেষমুক্ত। কোন ব্যক্তিসত্তাকে নয় বরং ঐ ব্যক্তির কাজ ও তৎপরতার সমালোচনা করতে হবে। রিপোর্ট যদি কোন ব্যক্তির সুনামের মারাত্মক ক্ষতি করবে বলে মনে হয় তাহলে সে রিপোর্ট ছিঁড়ে ফেলাই ভালো। সমালোচনাকে গালিগালাজের ছদ্মাবরণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে না। একজন জননেতার ব্যক্তিগত জীবনের পরিসীমা ভেদ করে সমালোচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হতে পারে না। কিংবা তার ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলানো চলে না।

যাঁরা গণপ্রতিনিধিত্বমূলক পদে বা সরকারি পদে সমাসীন তাঁদের ওপর যেসব ভাষ্য প্রকাশিত হয় সে ব্যাপারে তাঁরা নীরব থাকতে পারেন না। সেটা সমীচীনও নয়। তবু প্রায়শই দেখা যায়, তাঁদের বিরুদ্ধে যেসব মতামত প্রকাশিত হয়ে থাকে সেগুলো অনভিপ্রেত ও অসঙ্গত জেনেও তাঁরা সহ্য করেন এবং মাথা পেতে নেন। কারণ একজন প্রধান বিচারপতি ককবার্ন (Cockburn)-এর মতে, সকলেই জানেন যে, সংবাদক্ষেত্র থেকে যেসব সমালোচনা করা হয়ে থাকে তা জনকল্যাণমূলক কর্তব্যের যথার্থ পরিচলনার শ্রেষ্ঠ গ্যারান্টি।

তবে মন্তব্য বিদ্বেষমুক্ত, সাধারণ স্বার্থজড়িত ও সৎ অভিমতপ্রসূত হলে নিরপেক্ষ মন্তব্য করার অধিকারের স্বীকৃতিসূত্রে কুৎসা আইনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির লোক সমালোচনার অধিকার সংরক্ষণ করে।

সংবাদপত্রের আচরণবিধি

একটি সৎ, দায়িত্বশীল, পরিচ্ছন্ন ও জোরদার সংবাদপত্র গঠনের লক্ষ্যে প্রতিটি সংবাদপত্র সংগঠনের একটি দায়িত্ব থাকে। প্রতিটি সংবাদপত্রেরই নিজস্ব আচরণবিধি থাকে। এর কোনটা লিখিত আবার কোনটা মৌখিক। বিভিন্ন সংবাদপত্রের নিজস্ব আচরণবিধি কড়া সংরক্ষণশীল মনোভাব থেকে চাঞ্চল্যবাদ (সাধারণত যা হলুদ সাংবাদিকতা বলে পরিচিত) পর্যন্ত বিস্তৃত। কিন্তু পাঠকের কাছে খুবই মর্যাদাশীল সংবাদপত্রগুলো সর্বসাধারণের জন্য গ্রহণযোগ্য আচরণমালাই অনুসরণ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে কিছু সর্বজনীন আচরণবিধি আছে যা মেনে চললে সংবাদপত্রের মর্যাদা আরো সমুন্নত হয়। সর্বজনস্বীকৃত সেই আচরণবিধিসমূহ হচ্ছে ঃ

www.pathagar.com

এক. সংবাদপত্রগুলো তার জন্য নির্ধারিত শোভনসীমার বাইরে যাবে না। অশ্লীল ভাষা, অপরাধ কিংবা এ ধরনের ঘটনাবলীর বিস্তারিত ও রগরগে বিবরণ সমাজগোষ্ঠীর সবাই পড়তে বাধ্য নন, বিশেষ করে যারা তরুণ। এইসবের কোন স্থান সংবাদপত্রে নেই।

দুই. পত্রিকাগুলো সংবাদগল্পের বিবরণ দেবে, সংবাদ বানানোর চেষ্টা করবে না। কোন ক্ষুদ্র ঘটনাকে বড় করে একটি ভালো রিপোর্ট তৈরি করার স্বার্থে অতিরঞ্জন করাই হচ্ছে সংবাদ বানানো। সংবাদ মূল্যসম্বলিত (newsworthiness) ঘটনাসমূহ সংবাদ হওয়ার জন্য আপন গতিতে চলে, তাকে বানাতে হয় না। পাঠককে চমকে দেয়ার জন্য একটা ঘটনা বানিয়ে বলা কোন সংবাদ নয়। সেটা হবে মিথ্যাশ্রয় নেয়া। একজন রিপোর্টার কোন গুজবকে সংবাদাকারে প্রকাশ করলে তা সংবাদ নয়, অতিরঞ্জন বলে বিবেচিত হবে।

তিন. সংবাদপত্রগুলো সত্য কথা বলবে এবং পুরো সত্য বলবে।

চার. একজনের ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার সংবাদপত্রের নেই। কোন ব্যক্তির কার্যকলাপ যদি তার ব্যক্তিজীবনের কথাকে প্রকাশ করে তোলার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি না করে তাহলে সংবাদপত্রগুলো তার ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে কিছু বলতে পারে না।

পাঁচ. কোন ব্যক্তিকে কথা বলার জন্য তাকে বাধ্য করার অধিকার সংবাদপত্রের নেই। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মানেই জোর করে সংবাদ উপাত্ত সংগ্রহ করার লাইসেন্স নয়। কোন ব্যক্তির বিপক্ষে যায় এ রকম কথাবার্তা প্রকাশ করে দেয়ার ভয় দেখিয়ে তার কাছ থেকে কোন বিবৃতি আদায় করার জন্য রিপোর্টার কোন ব্যক্তিকে জোর করতে পারেন না। তবে কোন সংবাদঘটনার সঙ্গে কোন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মন্তব্য করতে অস্বীকার করলে ঐ ব্যক্তির মন্তব্য করার অস্বীকারের কথা রিপোর্টার তাঁর গল্পে লিখে দিতে পারেন।

ছয়. যার বিরুদ্ধে কোন মানহানিকর অভিযোগ আনা হয়েছে তার সঙ্গে সংবাদপত্রগুলো শোভন আচরণ করবে। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উঠেছে এবং অভিযোগের ঘটনাটি মামলাকারে তখনও আদালতে যায়নি, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই অভিযুক্ত ব্যক্তির তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষার যুক্তি থাকতে পারে। তার মতামতও রিপোর্টে প্রকাশ করা উচিত। অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ কুৎসা আকারে বর্ণনা দিলে কোন রিপোর্টার অথবা তার সংস্থা ক্ষতিপূরণের দাবির সম্মুখীন হতে পারেন।

www.pathagar.com

সাত. সংবাদপত্রের কলামে উদ্ধৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কেও শোভন আচরণ করতে হবে। কোন রিপোর্টার কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নিলে তার উদ্ধৃতি রিপোর্টে যে থাকবে এ কথাটা তাকে বুঝতে দিতে হবে। বক্তার বক্তব্যকে বা তার ধ্যানধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য বক্তব্যের মধ্যস্থিত উদ্ধৃতি কেটেছেঁটে ফেলা যাবে না। বক্তার ব্যাকরণগত কোন ভুল তুলে ধরে তাকে হাস্যাস্পদ করা যাবে না। বক্তা তার দেয়া উদ্ধৃতি যতটুকু প্রকাশিত হতে দেখতে চান ততটুকুই প্রকাশ করতে হবে।

আট. সংবাদপত্রগুলো সংবাদসূত্রের গোপনীয়তা (প্রয়োজনে) বজায় রাখবে। যথাযথ দায়িত্ব ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংবাদসূত্রের বেঁধে দেয়া সময়সীমার আগে সংবাদ বিবরণী প্রকাশ করা উচিত নয়। রিপোর্টার তাঁর সংবাদসূত্রের কাছে তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন না। তবে যে ঘটনাকে অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে জনস্বার্থে সেটা না ছাপানোর প্রতিশ্রুতি রিপোর্টার কখনোই দেবেন না।

নয়. সংবাদপত্রসমূহ যে ঘটনা প্রকাশ্যযোগ্য এবং জনগণের কাছে যা জানানোর প্রয়োজন আছে তা কখনই এড়িয়ে যাবে না। যদিও সংবাদপত্রেরও একটি হৃদয় আছে এবং সে কোন ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা নষ্ট করবে না শুধু একটি সংবাদগল্প ছাপানোর স্বার্থে। যে সব ঘটনায় সমাজের কল্যাণ ততোটা হুমকির সম্মুখীন নয়, সেই সব ঘটনার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অথবা যাদের অপরাধ ছোটখাট সে ক্ষেত্রে তাদের নামধাম অথবা সে সংক্রান্ত সংবাদগল্প না ছাপলেও চলে। অপরদিকে শিশু অপরাধীদের নামধাম সাধারণত ইচ্ছে করেই দেয়া হয় না কারণ তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের প্রয়োজন রয়েছে অথবা তাদের অপরাধের মাত্রা বয়স্ক অপরাধীদের সঙ্গে এক করে দেখা হয় না।

দশ. সংবাদপত্র অর্থ অথবা সৌজন্যের বিনিময়ে তার সংবাদকলাম বিক্রি করবে না। বিজ্ঞাপনদাতারা সংবাদপত্রের যে জায়গা কিনে থাকেন তা অবাধ প্রচার চালানোর অধিকার পেতে নয় অথবা সংবাদপত্রের নীতি নির্ধারণের জন্যও নয়। অবাধ প্রচারের স্বার্থে কোন সংস্থার কর্মচারীদের সঙ্গে সৌজন্যতা ও বন্ধুত্ব গড়ে তোলা সংবাদপত্রের নৈতিকতাবিরুদ্ধ।

এগারো. সংবাদকলামে দলীয় রাজনীতি প্রবেশ করতে দেয়া থেকে সংবাদপত্রগুলো বিরত থাকবে। সম্পাদকীয় পাতা হচ্ছে সংবাদপত্রের কণ্ঠস্বর। এখানে তার মতামত ব্যক্ত হয়। সংবাদকলামে রাজনৈতিক বিষয়ে পক্ষপাতশূন্য সংবাদ উপস্থাপনা থাকে।

বারো. সংবাদপত্র শুধু একটি শ্রেণি নয়, পুরো সমাজের সেবা ও প্রতিনিধিত্ব করবে। সংবাদপত্রগুলো সমাজের সকল স্তরের সামাজিক ও অর্থনৈতিক লোকজনকে সমান গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেবে।

www.pathagar.com

তেরো. সংবাদপত্র অপরাধের বিরুদ্ধে লড়বে এবং অপরাধ সংগঠনকে অনুৎসাহিত করবে। সংবাদপত্র হচ্ছে সামাজিক প্রতিষ্ঠান আর অপরাধী হচ্ছে সমাজবিরোধী। সংবাদপত্র কখনোই অপরাধীকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে না। অপরাধের জন্য শাস্তি পাওয়ার ব্যাপারে কোন সহানুভূতি দেখাবে না। সংবাদপত্র অপরাধকে বেশি করে এবং শাস্তিটাকে কম গুরুত্ব দিয়ে লেখালেখি করবে না।

চৌদ্দ. সংবাদপত্র আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে এবং আইন ও আদালতকে সাহায্য করবে। যিনি বিশ্বস্তভাবে আইন কার্যকর করতে চান সংবাদপত্র তাঁকে সমালোচনা করবে না। কোন সুনির্দিষ্ট আইনের উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা সম্পর্কে মতপার্থক্য পোষণ করতে পারে সংবাদপত্র কিন্তু তা লংঘন করতে পারে না কিংবা লংঘন করার আহ্বান জানাতে পারে না। কোন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত সংবাদপত্র কোন গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে অপরাধী বলতে পারে না।

পনেরো. সংবাদপত্র সমাজগোষ্ঠীকে গঠন করার প্রয়াসী হবে। কোন স্বল্প গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে বড় করে দেখিয়ে এবং প্রগতিশীল ও উন্নয়নমূলক ঘটনাবলীর সংবাদ সম্পর্কে সামান্য উল্লেখ করা সমাজ গঠন নয়।

ষোল. সংবাদপত্র কোন অপরাধীর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের ক্ষতি করবে না। কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির পিতামাতা, ভাইবোন বা স্বামী-স্ত্রী মানবীয় আবেদনমূলক সংবাদগল্পের স্বার্থে ক্ষতিকর প্রচারণার সম্মুখীন হতে পারেন না।

সতেরো. সংবাদপত্র কোন বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনাকে একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা বলে চিহ্নিত করবে। তারা কখনই একে চাঞ্চল্যকর ঘটনারূপে বর্ণনা করবে না। একটি বিবাহবিচ্ছেদ একটি সংবাদ এবং তাকে অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে। তবে সে ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রকে যথেষ্ট বিচার-বিবেচনাপূর্ণ হতে হবে।

আঠারো. সংবাদপত্র কোন আত্মহত্যার ঘটনাকেও একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা বলে স্বীকৃতি দেবে। এটা নিয়ে অনাহূত চাঞ্চল্যকর সংবাদগল্প ছাপাবে না। একটি আত্মহত্যার ঘটনা আরেকটি আত্মহত্যাকে প্ররোচিত করে। আত্মহত্যার ঘটনা রিপোর্ট করলেও তার বিস্তারিত ও ব্যাপক বিবরণ দেয়া উচিত নয়।

উনিশ. সংবাদপত্রগুলো তার প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকাগুলোর ওপর ইচ্ছাপ্রণোদিত আক্রমণ চালাবে না। নিজের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য একটি পত্রিকা অপর পত্রিকার বিরুদ্ধে কোন 'স্কুপ' (অনুসন্ধানমূলক একান্ত রিপোর্ট) নিয়ে দম্ভ করবে না। কোন সংবাদপত্রের সামগ্রিক উৎকর্ষই সেই পত্রিকার মর্যাদা ও চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলবে, তবে প্রমোশনমূলক চ্যানেলের মাধ্যমে সংবাদপত্র তার সাফল্যের কথা তুলে ধরতে পারে।

www.pathagar.com

কুড়ি. সংবাদপত্র কোন মস্তিষ্কবিকৃত লোক, জড়বুদ্ধি ও স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ অথবা কোন ব্যক্তির দুর্ভাগ্য নিয়ে পরিহাস ও বিদ্রূপ করবে না।

একুশ. সংবাদপত্রসমূহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন ব্যক্তি ও সম্প্রদায়কে শ্রদ্ধা করবে। কোন জাতি, বর্ণ, ধর্ম সম্প্রদায়কে উদ্দেশ করে কোন বিকৃত নাম দিয়ে বিবরণী প্রকাশ করবে না। যেমন যবন, কাফের, মালাউন বা ইয়াংকি।

বাইশ. ভুল ও অসত্য সংবাদ কোন কারণে প্রকাশ হয়ে গেলে খুব তাড়াতাড়িই তার সংশোধনী দেয়া উচিত। ভুলের জন্য ক্ষমা চাওয়া উচিত। ভুল হয়ে গেলে ত্বরিত ক্ষমা চাইলে কুৎসা আইনের আওতায় ক্ষতিপূরণের মাত্রা হ্রাস পেতে পারে।

তেইশ. সংবাদপত্রকে স্মরণ রাখতে হবে যে তার পাঠক কিশোর-কিশোরীরাও। তার পাঠক মানসিক অস্থিরসম্পন্ন কোন লোক, কোন বিদেশী যিনি স্থানীয় বিষয় সম্পর্কে অবহিত নন, সেজন্য সংবাদ আধেয় সামগ্রিক অর্থেই ভারসাম্য হিসেবে ব্যবহার করা উচিত। সংবাদপত্রের পাতায় এমন কোন সংবাদ, ছবি, সম্পাদকীয়, কার্টুন, বিজ্ঞাপন ছাপা উচিত নয়, যা পাঠকদের মাঝে অশুভ প্রভাব ফেলে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কোন সংবাদগল্প অপরাধের জন্ম দিতে পারে।

সাংবাদিকতায় নৈতিকতা (ইউনেস্কো সুপারিশ)

১৯৭৮ সাল থেকেই জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ইউনেস্কোর পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ্বের পেশাগত সাংবাদিকদের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার বেশ কয়েকটি বৈঠক হয়েছে। বিশ্বের চার লক্ষাধিক সাংবাদিক এইসব সংস্থার অন্তর্ভুক্ত।

শান্তি, আন্তর্জাতিক সমঝোতা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, বর্ণ ও বর্ণবৈষম্যবাদ ও যুদ্ধ সংক্রান্ত উত্তেজনার বিরোধিতায় গণমাধ্যমসমূহের অবদান শীর্ষক ইউনেস্কোর মৌলিক নীতিমালার প্রতি সাংবাদিকদের মেক্সিকো বৈঠকে (১৯৮০) সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। ১৯৮৩ সালের জুন মাসে প্রাগে ও নভেম্বর মাসে প্যারিসে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সংস্থাসমূহের চতুর্থ বৈঠকে ইউনেস্কো ঘোষণার স্থায়ী মূল্যবোধকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। ইউনেস্কো ঘোষণার একটি প্রধান দিক ছিল— 'মতামত দান, মত প্রকাশ ও তথ্যের স্বাধীনতার অনুশীলন হচ্ছে মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর তা শান্তি ও আন্তর্জাতিক সমঝোতা সুদৃঢ়করণের একটি অপরিহার্য দিক।' চতুর্থ ওই সভায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের ওপর অর্পিত ক্রমবর্ধমান সামাজিক দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সমসাময়িক বিশ্বে তথ্য ও যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকেও স্বীকৃতি দেয়।

www.pathagar.com

আর এর ভিত্তিতেই সাংবাদিকদের পেশাগত নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত এইসব নীতি সাংবাদিকতার যে কোন ক্ষেত্রের জন্যই অনুপ্রেরণা ও প্রয়োগের উৎস হয়ে থাকবে। ওই নীতিসমূহ হচ্ছে ঃ

এক. জনগণের সঠিক তথ্য জানার অধিকার। অবিকৃত ও বিস্তারিত তথ্য লাভের মাধ্যমে সত্য ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ চিত্র অবগত হওয়া এবং বিভিন্ন সংস্কৃতি ও যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে নিজেদের স্বাধীনভাবে প্রকাশ করার ব্যাপারে জনগণ ও ব্যক্তিবিশেষের অধিকার রয়েছে।

দুই. বস্তুনিষ্ঠতার প্রতি সাংবাদিকের আত্মোৎসর্গ। সাংবাদিকের মুখ্য কাজ হচ্ছে ঘটনার বস্তুনিষ্ঠতার প্রতি আন্তরিক থেকে সত্যিকার ও প্রকৃত তথ্য লাভে জনগণের অধিকারকে নিশ্চিত করা। সাংবাদিক তাঁর পেশাগত দক্ষতা ও সৃজনশীল ক্ষমতা প্রয়োগ করে কোন প্রকার বিকৃতি না ঘটিয়েই বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রেখে ঘটনার প্রসঙ্গানুযায়ীই প্রাপ্ত তথ্যসমূহের রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি ঘটনার সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ চিত্র তুলে ধরেন।

তিন. সাংবাদিকের সামাজিক দায়িত্ব। সাংবাদিকতায় তথ্যকে কোন পণ্যদ্রব্য হিসেবে নয় বরং সামাজিক কল্যাণকর বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়। সাংবাদিক তাঁর সামাজিক দায়িত্বের কারণে নৈতিকতাবোধের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই কাজ করবেন। প্রেরিত তথ্যের জন্য সাংবাদিকের সামাজিক দায়-দায়িত্ব রয়েছে। যোগাযোগ মাধ্যমসমূহের নিয়ন্ত্রণকারীরা ছাড়াও তিনি সাধারণ জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে নৈতিকভাবে বাধ্য।

চার. সাংবাদিকতার পেশাগত সততা। সাংবাদিকতা তাঁর পেশা হলেও সমাজসেবা তাঁর মুখ্য দায়িত্ব। তিনি তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কাজ করবেন না কিংবা তথ্যের উৎস প্রকাশ থেকে বিরত থাকার তাঁর অধিকার রয়েছে। যে সংবাদমাধ্যমে তিনি কর্মরত সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেয়ার অধিকার তাঁর রয়েছে। পেশাগত সততার স্বার্থে তিনি ঘুষ গ্রহণ, অন্যায়কে প্রশ্রয়দান কিংবা ব্যক্তিগত সুবিধা ও আনুকূল্য পাবার বিনিময়ে কোন জনস্বার্থবিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করবেন না।

পাঁচ. সংবাদমাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণের প্রতি মর্যাদাদান। সাংবাদিকের যে অধিকার, সাধারণ জনগণেরও সেই অধিকার রয়েছে। এ পেশার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জনগণের তথ্য জানার অধিকার, যোগাযোগ মাধ্যমসমূহে জনগণের অংশগ্রহণ, ত্রুটি সংশোধন বা প্রতিকার এবং উত্তরদানের অধিকারকে সাংবাদিক মর্যাদা দেবেন।

www.pathagar.com

ছয়. ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও মানুষের মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা। সাংবাদিকের পেশাগত মানদণ্ডের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হচ্ছে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও মানুষের মর্যাদার সম্পর্কে কোন ব্যক্তির অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন। শ্রদ্ধা প্রদর্শনের এই ব্যাপারটি ব্যক্তির অধিকারসমূহের সংরক্ষণ এবং অপরের সুনাম সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক ও দেশীয় আইনের ধারাসমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। এ সংক্রান্ত আইনের অধীনে লিখিত কুৎসা, মিথ্যা অপবাদ, মৌখিক কুৎসা ও মানহানি নিষিদ্ধ।

সাত. জনস্বার্থের প্রতি শ্রদ্ধা। সাংবাদিক ব্যক্তিস্বার্থে নয়, জনস্বার্থে কাজ করে আর তাই সাংবাদিকের পেশাগত মানদণ্ড তার পরিপার্শ্বস্থ সমাজ এবং এ সমাজের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তথা জনগণের নৈতিকতার প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শনের দিকনির্দেশনা দেয়।

আট. সার্বজনীন মূল্যবোধ ও বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা। একজন প্রকৃত ও ন্যায়নীতিনিষ্ঠ সাংবাদিক প্রতিটি ধর্মীয় গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় ও সংস্কৃতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, মূল্যবোধ ও মর্যাদা এবং প্রতিটি জাতির নিজস্ব রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাকে অবাধে বেছে নেয়ার ও সেগুলোর বিকাশ সাধনের অধিকারকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকেন। তিনি মানবতাবাদের সার্বজনীন মূল্যবোধ, শান্তি, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সমাজ প্রগতি ও জাতীয় মুক্তির সমর্থক।

নয়. মানবজাতির জন্য সম্ভাব্য হুমকিস্বরূপ যুদ্ধ ও অন্যান্য গুরুতর মন্দাবস্থা দূরীকরণের অঙ্গীকার। মানবতাবাদী সার্বজনীন মূল্যবোধে নৈতিকভাবে সমর্পিত হওয়ায় একজন সাংবাদিক সর্বগ্রাসী যুদ্ধবিগ্রহ, অস্ত্র প্রতিযোগিতা বিশেষত পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার প্রতি সমর্থনদান বা প্ররোচনা থেকে বিরত থাকেন। সহিংসতা, বর্ণ ও বর্ণবৈষম্যবাদ, অত্যাচারী সরকারের নিপীড়ন, উপনিবেশবাদ ও নয়া উপনিবেশবাদ, দারিদ্র্য ও অপুষ্টিসহ বিভিন্ন মন্দাবস্থা এবং স্থবিরতা ও কুফলকে সমর্থন দান থেকে তিনি বিরত থাকেন।

দশ. নয়া আন্তর্জাতিক তথ্য ও যোগযোগ ব্যবস্থাকে উৎসাহদান। নতুন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং বিশেষ করে নতুন আন্তর্জাতিক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপারে বিশ্বে বর্তমানে যে আন্দোলন হচ্ছে, একজন সাংবাদিক সেই আন্দোলনের কাঠামোর মধ্যে ক্রিয়াশীল। এ নতুন তথ্যব্যবস্থা নয়া আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থারই একটি অংশ এবং তার লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন জাতির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও তাদের সাংস্কৃতিক পরিচিতির প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ভিত্তিতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তথ্য ক্ষেত্রে উপনিবেশবাদের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্রায়ন সাধন।

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

ডেপথ্ রিপোর্টিং

প্রতিদিন অফুরন্ত ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে আবর্তিত হয়ে চলেছে আমাদের এই পৃথিবী। কোন ঘটনাই স্থির নয়। কোন একটি ঘটনা আরেকটি ঘটনারই প্রতিক্রিয়া মাত্র। একটি ঘটনা ঘটেছিল বলেই আরেকটি ঘটনা ঘটেছে। আবার একটি ঘটনা ঘটেছে বলেই ভবিষ্যতে আরেকটি ঘটনা ঘটবে। অথবা এমনও হতে পারে, একটি ঘটনা ঘটার কথা ছিল কিন্তু ঘটেনি। এই না ঘটাটাও একটি ঘটনা অর্থাৎ কোন ঘটনার থেকে অথবা কোন ঘটনা না ঘটার থেকে সৃষ্ট বা উদ্ভূত পরিস্থিতি। আর এই যে ঘটনা থেকে ঘটনান্তরে যাবার নেটওয়ার্ক, এর মধ্যেই সংবাদ বা খবর নিহিত। আর তাকে তুলে আনাই, বিবরণ আকারে তুলে ধরাই রিপোর্টারের কাজ। কিন্তু একটি ঘটনা একটি বিষয়ের সার্বিক পরিস্থিতি নয়। কারণ ঘটনার পিছনেও ঘটনা থাকে। আবার ভবিষ্যতেও ঘটার সম্ভাবনা থাকে। তাই কোন ঘটনার সাদামাটা সংবাদটি দেয়ার অর্থ হচ্ছে সাধারণ রিপোর্টিং। কিন্তু ঘটে যাওয়া ঘটনার পিছনের ঘটনার কথা, সব ঘটনার একটা সামগ্রিক সম্মিলন এবং ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা সম্বলিত রিপোর্টিং হচ্ছে Depth reporting.

প্রত্যেক কাজেরই কিছু না কিছু উদ্দেশ্য থাকে। তেমনি খবরের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণকে জানানো। জানানোর এই ব্যাপারটা যত সুচারুরূপে উপস্থাপন করা যায় পাঠকের দিক থেকে আগ্রহ তত বাড়ে। এখন ভালোভাবে দেখতে হবে ঘটনাটি সম্পূর্ণ সত্যি কিনা। কোন ঘটনার কারণ, উদ্দেশ্য, ফলাফল, প্রতিক্রিয়া এসব মিলিয়েই যে খবর তাই হচ্ছে সত্যিকারের খবর। কারণ তা না হলে আমরা ঘটনাটিকে সম্পূর্ণভাবে ও অর্থপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারবো না। খালি চোখে যতটুকু দেখা যায়, উপলব্ধি করা যায় তার চেয়ে আরো গভীরে যেয়ে ঘটনাকে বিশ্লেষণ করাকে বলা হয় তলিয়ে দেখা। এই তলিয়ে দেখাটাই হচ্ছে ডেপথ্ রিপোর্টিং। এই তলিয়ে দেখাটা দিকনির্দেশনাহীন নয়। যতই কোন ঘটনার গভীরে যাবো ততই দেখবো এর ব্যাপ্তি বিশাল। একটি বিষয় অনুসন্ধান করতে গিয়ে,

www.pathagar.com

বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখবো আরো অনেক বিষয়, তথ্য, পার্শ্বঘটনা এসে পড়ছে। অনেক প্রশ্ন উদ্ভব হবে, তার উত্তরও বেরিয়ে আসবে। এসবের বিশ্লেষণ ও সম্মিলনে যে রিপোর্ট বেরিয়ে আসবে তা হবে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট (Complete report).

আগেই বলেছি, একটি ঘটনার দেখাটা হচ্ছে দুরকম অর্থাৎ একটি খালি চোখে দেখা, আরেকটি তলিয়ে দেখা। একটি হচ্ছে কোন খবরের উপরতল। অপরটি ভেতরতল। এই উপরতলের ওপর ভিত্তি করে যে রিপোর্ট সেটা হচ্ছে Surface reporting বা উপরিতল রিপোর্টিং। যেমন— বলা হলো রাজীব তনয়া প্রিয়াংকা গান্ধী উপনির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন। এটুকু কথায় বোঝা গেলো তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে নামছেন। এটুকু খবরের বিবরণী দান হচ্ছে সাদাচোখে দেখা ঘটনার রিপোর্টিং। কিন্তু যদি আমরা আরো খোঁজখবর নেই তাহলে হয়তো দেখা যাবে এর পিছনে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা রয়েছে। হয়তো তিনি ভবিষ্যৎ কংগ্রেস (আই)-এর হাল ধরবেন এবং রাজনীতিতে নেহরু-গান্ধী বংশপরম্পরাকে আবার প্রতিষ্ঠা করবেন। অর্থাৎ কোন কিছু গভীরে গিয়ে রিপোর্ট করাটাই হচ্ছে সাদাচোখে দেখা ঘটনার রিপোর্টিংয়ের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী।

তবে সাংবাদিকের দৃষ্টিতে রিপোর্টিং মানেই ভালো রিপোর্টিং। সেখানে Surface রিপোর্টিং বা Depth রিপোর্টিং বলে কথা নেই। সব রিপোর্টিংই হবে গভীরতাসম্পন্ন। জোলো নয়। তাই 'ভালো' রিপোর্টিংকে উল্টো করে বলা যায়, এ হচ্ছে গভীরতাসম্পন্ন বা ডেপথ্ রিপোর্টিং।

লুইসভিল কুরিয়ার জার্নাল এবং *দ্য লুইসভিল টাইমস*-এর প্রাক্তন নির্বাহী সম্পাদক জেমস এস. পোপ বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে রিপোর্টিং বলতে আমরা ভালো রিপোর্টিংকেই বুঝিয়ে থাকি। তিনি বলেন, 'রিপোর্টিং' শব্দটি আমাদের ভাষাজগতের একটি অন্যতম মহান শব্দ বলে আমি মনে করি। কিন্তু এই শব্দটির ব্যবহার সঠিক অর্থে হচ্ছে না। একজন রিপোর্টার তাঁর ডেডলাইনকে পরাস্ত করতে না পেরে অসম্পূর্ণ কপিই বার্তাসম্পাদকের টেবিলে জমা দিতে পারেন। কিন্তু তিনি সেখানেই থেমে থাকবেন না। কিন্তু 'Depth' reporting-এর প্রতি আমার আপত্তি আছে। কারণ এর মধ্য দিয়ে বোঝা যায় অগভীরতাসম্পন্ন (Shallow) রিপোর্টিংও বুঝি আছে যেটা বার্তা সম্পাদককে মাঝে মাঝে অনিচ্ছাসত্ত্বেও গিলতে হয়। কিন্তু যেটা অগভীর, সেটা আসলে কোন রিপোর্টিংই নয়। যেটা রিপোর্টিং সেটা অবশ্যই গভীরতাসম্পন্ন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

পোপ দুয়ের মাঝে তুলনা টানতে যেখানে অস্বীকার করেছেন সেখানে *দ্য সেন্ট লুই পোস্ট ডিসপ্যাস*-এর সাবেক ব্যবস্থাপক সম্পাদক আর. এল. ক্রাউলি সরাসরি

www.pathagar.com

বলেছেন, সংজ্ঞাকারে বললে সারফেস রিপোর্টিংয়ের বিপরীতটাই হচ্ছে ডেপথ্ রিপোর্টিং।

নিউইয়র্ক টাইমস-এর ক্যাটলেজের মতে, রিপোর্টিং শব্দটি নিজেই একটি পূর্ণাঙ্গ শব্দ। একজন রিপোর্টার তাঁর সংবাদপত্র পাঠককে সংবাদগল্পে সঠিক তথ্য দেবেন ততটাই যতটা সেই সংবাদগল্পের গুরুত্ব সঠিক তথ্যদানকে নির্দেশ করে। তিনি বলেন, ডেপথ্ রিপোর্টিংকে এইভাবে বিবেচনা করি যে, সেই রিপোর্টিংয়ে সংবাদগল্প বা বিষয়টি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য থাকবে, বিষয়টি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন ও কারণগুলো উল্লেখ থাকবে, যতটা আমরা পেতে পারি ততগুলো দিক থাকবে আর থাকবে পর্যাপ্ত পটভূমি।

এই প্রেক্ষাপটে বলা যায়, ডেপথ্ রিপোর্টিংয়ে অনেক কিছু বা অনেক বিষয় জড়িত থাকে। ক্রাউলি সেই জন্যে একে তিন পর্যায়ে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তিনি অবশ্য বলেছেন, ডেপথ্ রিপোর্টিং হচ্ছে উপরিতল রিপোর্টিংয়ের সম্প্রসারণ মাত্র অর্থাৎ যে সংবাদগল্পে যে সমস্ত তথ্য দেয়া হয়েছে তার পরবর্তী ঘটনাবলী (Developments) বলা।

তিনি বলেন, রিপোর্টিংয়ে গভীরতা আনতে চাইলে তার পরের যে বিষয়টি প্রয়োজন তা হলো যে সংবাদ ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে তার ব্যাখ্যাদান করা।

এছাড়া যে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে তার পুরো পটভূমি বা ইতিবৃত্ত পাঠককে অবশ্যই জানাতে হবে।

সংবাদগল্পে যেসব তথ্য ও পরিস্থিতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে তার অর্থ কি তা বলতে হবে। বিশেষ করে সেইসব ঘটনা বা পরিস্থিতির সময় ও স্থান কিংবা সেই সৃষ্ট পরিস্থিতি বা ঘটনার জন্য ভবিষ্যতে কি পরিণাম দাঁড়াতে পারে তার দিকনির্দেশ থাকবে। আর সেই সব তথ্যের তুলনামূলক আলোচনার নামই হচ্ছে বিশ্লেষণ।

কোন ঘটনার সাদামাটা বর্ণনা পাঠককে সন্তুষ্টি দেয় ন। পাঠকতো দূরের কথা, তা বার্তা সম্পাদক এমন কি সহ-সম্পাদককেও সন্তুষ্ট করতে পারে না। মনে রাখতে হবে, একজন রিপোর্টারের প্রথম পাঠক হচ্ছেন একজন সহ-সম্পাদক; তাই সাদামাটা বর্ণনায় একজন সহ-সম্পাদক সন্তুষ্ট হবেন না। অতএব গভীরতাসম্পন্ন রিপোর্টিং হচ্ছে পাঠককে সকল প্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যকীয় তথ্য এমনভাবে বলে দেয়া যা সংবাদগল্পটিকে একেবারে পাঠকের নিজস্ব পরিবেশের মধ্যে নিয়ে হাজির করে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, তথ্য ঠেসে দেয়াই পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট নয়। তথ্যের একটা সামগ্রিক চেহারা ফুটিয়ে তোলাই হচ্ছে ডেপথ্ রিপোর্টিং।

www.pathagar.com

তবে তথ্যই হচ্ছে ডেপথ্ রিপোর্টিংয়ের হাতিয়ার। অবশ্য চলতি বা চলমান তথ্যই হচ্ছে ডেপথ্ রিপোর্টিংয়ের প্রধান হাতিয়ার। যেমন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ঘোষণা করেছেন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এটা কী নির্বাচন, কবে নির্বাচন, প্রধান জোটগুলোর তাতে অংশ নেবার সম্ভাবনা আছে কিনা। প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কারা। এই নির্বাচনের প্রধান ইস্যু কি? নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে কিনা প্রভৃতি। এ হচ্ছে চলতি বা প্রাথমিক তথ্য।

ডেপথ্ রিপোর্টিংয়ের দ্বিতীয় হাতিয়ার হচ্ছে চলতি ঘটনা বা ঘটনাবলীর পটভূমি। এটি হচ্ছে পুরোনো বা দ্বিতীয় সারির তথ্য বা Secondary information. চলতি ঘটনাবলীকে পুরোনো ঘটনাবলী দিয়ে আলোকিত করা হয়। পুরোনো তথ্যকে জানতে হয় বইপত্র ঘেঁটে, গবেষণা করে। পুরোনো তথ্য নতুন তথ্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে।

এখন এই চলতি তথ্য ও পটভূমিকে মিলিয়ে কতকগুলো প্রশ্ন আসতে পারে এবং সেগুলোর উত্তর খুঁজে বের করতে হবে। উত্তর পাবার লক্ষ্যে গভীরতাসম্পন্ন রিপোর্টিংয়ের রিপোর্টারকে আরেকটি হাতিয়ারের আশ্রয় নিতে হবে, সেটা হলো সাক্ষাৎকার। রিপোর্টিংয়ের বুননকে জোরদার করার জন্য সাক্ষাৎকারলব্ধ তথ্য খুবই জরুরি। এ জন্য সাক্ষাৎকার একটি অন্যতম হাতিয়ার। ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। তবে সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়েও প্রশ্নের সদুত্তর না পেলে বিশেষজ্ঞদের দ্বারস্থ হতে হবে। সেই সকল বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে হবে যারা ওই ঘটনা বা পরিস্থিতি অথবা বিষয় সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ বক্তব্য দিতে পারবেন। বিশেষজ্ঞদের মতামতে রিপোর্ট অত্যন্ত জোরালো ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠবে।

রিপোর্টারকে মনে রাখতে হবে তিনি তথ্য নিয়ে কাজ করেন। তথ্য হচ্ছে সাংবাদিকের পণ্য। অতএব যত বেশি তথ্য পাওয়া যায় ততটাই তাকে সংগ্রহ করতে হবে। একাধিক সূত্রের থেকে প্রাপ্ত তথ্য দিয়ে রিপোর্টার তাঁর খবরাখবরের সত্যতা যাচাই করতে পারেন। তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য যত লোকের সঙ্গে পারা যায় তত লোকের সঙ্গে কথা বলতে হবে। *ওয়াশিংটন* পোস্ট-এর প্রধান কূটনৈতিক সংবাদদাতা এবং পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত লরেন জেনকিন্স বলেন, তিনি সব সময় অনেক সূত্রের সঙ্গে কথা বলেন এবং প্রাপ্ত তথ্যগুলোর মধ্যে কোন্ কোন্টি সত্য তা ভেবে দেখেন এবং যাচাই করে দেখেন। তাঁর মতে, একাধিক সূত্রের কাছ থেকে একাধিক তথ্য পেলে তা তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করার সুবিধে থাকে।

www.pathagar.com

গভীরতাসম্পন্ন রিপোর্টিংয়ের জন্য লেখার স্টাইলটাও একটা হাতিয়ার। পর্যাপ্ত তথ্য, ব্যাখ্যা ও পটভূমি সম্বলিত রিপোর্ট যদি সুলিখিত ও সুপাঠ্য না হয় তাহলে রিপোর্টের গভীরতা না থেকে তা হালকা হয়ে যায়। সুন্দর উপস্থাপনা হচ্ছে একটি কলাকৌশল। একে আয়ত্ত করতে হয়। গভীরতাসম্পন্ন রিপোর্ট উপস্থাপনা করতে হয় ঘটনা, বিষয় বা পরিস্থিতির বর্তমান অবস্থাটা তুলে ধরে। তাই বিশেষ পদ্ধতিতে বিশেষ রিপোর্ট প্রকাশ করার বিষয়টিই হচ্ছে একটি হাতিয়ার। যেহেতু একটি গভীরতাসম্পন্ন রিপোর্ট একটি প্রধান সংবাদের পরিপূরক। অর্থাৎ এটি হচ্ছে একটি পরিপূরক বা Supplementary reporting. অতএব সংবাদগল্পটির বর্তমান পরিস্থিতিকে গুরুত্ব দিয়েই সংবাদ বিবরণীটি তৈরি করতে হবে। তবে তার সঙ্গে পুরোনো তথ্যের সম্মিলন ঘটাতে হবে সুচারুভাবে। সমন্বয় সাধনের এ কাজটি শিখতে হয়। কৌশল আয়ত্ত করতে হয়।

একটি গভীরতাসম্পন্ন রিপোর্ট সম্বন্ধে মাথায় একটা ধারণা আসতেই সেই রিপোর্টারের কিছু দিকনির্দেশনা বা গাইড লাইনের প্রয়োজন হয়। একটা দিক-নির্দেশনা পেতে হলে সেই রিপোর্টার নিজে কিংবা তাঁর সম্পাদক দীর্ঘদিন ধরে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কিছু সৃষ্টিশীল চিন্তা-ভাবনা করবেন। মাথায় একটা ধারণা আসাটা হচ্ছে গভীরতাসম্পন্ন রিপোর্ট লেখার একটা সূচনা মাত্র। সেই ধারণাকে অনুসরণ করে একটি দিকনির্দেশিকা যদি তৈরি করা যায় তাহলে একটি গভীরতাসম্পন্ন রিপোর্টিং লেখার কাজে হাত দেয়া যায়। গভীরতাসম্পন্ন রিপোর্ট লেখার ধারণাটা যদি ভালো কিছু হয় তাহলে কতকগুলো জিনিস সম্পাদন করা যেতে পারে। যেমন—

যদি এমন হয় সেই ধারণাটা কোন একটি স্থানীয় সংবাদ নিয়ে যার সংবাদমূল্যের পরিধি স্থানীয় এলাকার বাইরে খুব একটা নেই, তাহলে তা ওই স্থানীয় সংবাদগল্পটিতেই একটি নতুন প্রেক্ষিত তৈরি করে তার সংবাদ বপুটা বিশাল করে তুলতে পারে।

যে সংবাদঘটনাটি অজানা ও বহু কারণে ছাপা হয় নি কিংবা তা ঠিক সংবাদ উপযোগী নয় বলে মনে করে তাকে অবহেলা করা হয়েছে; কিন্তু গভীরতাদানের ধারণা বা চিন্তা-ভাবনাটা তাকে একটি বিস্তৃতি দিতে পারে। একটি তুচ্ছ সংবাদকাহিনীই তখন বিরাট গুরুত্ব নিয়ে প্রকাশিত হতে পারে।

কোন স্থানীয় সংবাদঘটনার রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক মূল্য বা গুরুত্ব তেমন নেই বলেই মনে হতে পারে। কিন্তু গভীরতাদানের চিন্তাসূত্র সেই মূল্যহীন সংবাদ ঘটনাটাকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সংবাদঘটনায় পরিণত করতে পারে।

www.pathagar.com

একটি ধারণার ফলে সৃষ্ট প্রেক্ষাপটে একটি দিকনির্দেশিকা বা খবরের সূত্র খুঁজে পেতে রিপোর্টার বা সম্পাদকের কাজের অংশ হচ্ছে তাঁর আত্মজিজ্ঞাসা। নিজের কাছে নিজে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে গভীরতাসম্পন্ন রিপোর্ট করার ধারণার বিকাশ ঘটে এবং এ সংক্রান্ত খবরাখবরের সূত্র মাথার কোণে এসে ভিড় করতে থাকে। একটা দিকনির্দেশিকা খুঁজে পাওয়ার জন্য কিছুটা সময় প্রয়োজন হতে পারে। কোন ত্বরিত বা হঠকারী সিদ্ধান্ত পরে সময়, অর্থ ও সংবাদের জায়গার (News space) অপচয়ের কারণ ঘটায়।

ডেপথ্ বা গভীরতাসম্পন্ন রিপোর্টিং শুধু একটি রিপোর্টিংয়েই শেষ হয় না। যতদিন পর্যন্ত কোন ঘটনা জীবন্ত থাকে ততদিন রিপোর্টিং চলতেই থাকে। আর তাই পরবর্তী সংবাদগল্প অর্থাৎ Follow up News Story হচ্ছে গভীরতাসম্পন্ন রিপোর্টিংয়ের একটি অংশ। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই ঘটনা বা ঘটনাক্রমের গুরুত্ব শেষ না হয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্তই তার ওপর রিপোর্ট হতে হবে। যখন সেই গল্পের কোন গুরুত্ব থাকবে না অথবা পাঠকের আগ্রহ ফুরিয়ে যাবে তখন তা 'ডেড স্টোরি' বলে বিবেচিত হবে।

সাধারণ অর্থে ডেপথ্ বা গভীরতাসম্পন্ন রিপোর্টিং হচ্ছে দু'প্রকার। অর্থাৎ ব্যাখ্যামূলক (Interpretative) রিপোর্টিং এবং অনুসন্ধানমূলক বা তদন্তমূলক (Investigative) রিপোর্টিং। এই দুই ধরনের রিপোর্টিং যে কোন বিষয়েই হতে পারে। যেমন— রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি, ক্রীড়া। এমনকি সংসদের বিভিন্ন বক্তব্যের সূত্র ধরে এই দুধরনের রিপোর্টিংই করা যায়।

ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি বিষয়কে পটভূমির আলোকে ব্যাখ্যার সাহায্যে পরিষ্কারভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরা এবং একটি দিকনির্দেশ করা, অপরদিকে অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিংয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন বিষয় বা তথ্য যদি চাপা থাকে কিংবা রহস্যাবৃত থাকে তবে তাকে অনুসন্ধান ও উদ্‌ঘাটন করা। নীল কপল্ তাঁর *ডেপথ্ রিপোর্টিং* গ্রন্থে অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিংকে 'Report by research' বলেছেন। অর্থাৎ এটি গবেষণাধর্মী রিপোর্টিং। কারণ এই ধরনের রিপোর্টিংয়ে সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং ঘটনার বিশ্লেষণ ও যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যার দরকার হয়।

প্রকৃতপক্ষে উভয় ধরনের রিপোর্টিংই গবেষণামূলক। উভয়ক্ষেত্রেই তথ্য অনুসন্ধান, তথ্য উদ্‌ঘাটন, তথ্য বিশ্লেষণ ও তথ্য সন্নিবেশনের ব্যাপার রয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োজন সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহের জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা ও তার যুক্তিপূর্ণ উপস্থাপন। কেননা Research is systematic enquiry. অর্থাৎ পদ্ধতিগত অনুসন্ধানই হচ্ছে গবেষণা।

www.pathagar.com

অনুসন্ধান গভীরতা আনে। অনুসন্ধান গবেষণার অঙ্গীভূত। একটি ভালো রিপোর্ট লেখার চেষ্টা করলেই গভীরতা আসে। ভালো রিপোর্ট তাই, যেখানে রয়েছে বিভিন্ন তথ্যের সন্নিবেশন ও ব্যাখ্যা। যেমন বলা হলো, অমুক গ্রামের লোকেরা বড়ই গরিব। এখানে প্রশ্ন হতে পারে তারা কেমন গরিব, কতটা গরিব। তাদের দারিদ্র্যের মাত্রাটা কি রকম তাও বের করতে হবে। 'বড়ই গরিব' এই কথা বলে গরিবের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যায় না। অতএব তাদের জীবনযাত্রার ব্যয়ের একটি সঠিক হিসেব-নিকেশ তথা চিত্র তুলে ধরলে তাদের গরিবানা বোঝা যাবে।

১৯৮৫ সালে ১৫ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হলের মিলনায়তন ভবনের ছাদের কাঠামো ভেঙে পড়েছিল। ওই কাঠামোটি একটি শক্ত কলাম বা থামের ওপর দাঁড়িয়েছিল। তাও কেন সেটি ভেঙে পড়লো তা বের করার জন্য অনুসন্ধান বা গবেষণা করা যেতে পারে। বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটা ঘটনার ভিতরে ঢুকে সব কিছুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুসন্ধান করে প্রাপ্ত ফলাফল তথ্য আকারে দেয়াই হচ্ছে এই দুই ধরনের রিপোর্টিংয়ের বৈশিষ্ট্য। তবে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ে ব্যাখ্যাটাই হচ্ছে মুখ্য।

ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং

আমরা ডেপথ্ বা গভীরতাসম্পন্ন রিপোর্টিংয়ের দুটো ধরনের কথা আলোচনা করলাম। এখন আমরা পর্যায়ক্রমে এই দুটো রিপোর্টিংয়ের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। প্রথমে আমরা আলোচনার সূত্রপাত করবো ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং নিয়ে। ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা ইতোমধ্যেই কিছুটা আঁচ পেয়েছি। তবু ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং কি, কেন এবং এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কেমন, সে বিষয়ে এখানে আলোচনা করা যেতে পারে।

ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং কি তা বলতে গিয়ে খুব সহজে বলা যায় যে একটি ঘটনা, পরিস্থিতি বা বিষয়কে ব্যাখ্যা করে বোঝানো এবং তৎসংক্রান্ত রিপোর্ট প্রস্তুতের নামই ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং। অতীতে হয়তো একটা ঘটনা ঘটেছিল, বর্তমানে তার একটা জের চলছে এবং ভবিষ্যতেও সে রকম একটা কিছু ঘটতে পারে। অতএব তিনটি কালকে গ্রথিত করে পুরোনো পটভূমিকায়, বর্তমানের আলোকে ভবিষ্যৎকে নির্দেশ করাই ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের বৈশিষ্ট্য।

ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং হচ্ছে প্রেক্ষিতের রিপোর্টিং অর্থাৎ (Reporting in context). এই রিপোর্টিংয়ের একটি বিরাট উদ্দেশ্য থাকে। সে উদ্দ্যেশটা এ

www.pathagar.com

রকম যে কোন একটি চলতি ঘটনার সংবাদ উপযোগিতাকে এমনভাবে বিকাশ সাধন করা যাতে স্পট নিউজের সঙ্গে তার পটভূমিকাকে বলে দেয়া যায় কিংবা তথ্যকে বের করে আনা যায়। এই রিপোর্টিংয়ের উপস্থাপনা হচ্ছে স্পট নিউজের পরিপূরক উপস্থাপন, সে জন্যে এ রিপোর্টিংয়ের আরেকটি নাম পরিপূরক বা Supplementary reporting. এই রিপোর্টিং লেখকের ব্যক্তিগত মতামত বা ব্যাখ্যার আলোকেও লেখা হতে পারে। তবে ব্যাখ্যা করার মতো যথেষ্ট অবকাশ যেখানে আছে সেখানে মতামতকে প্রতিষ্ঠা দেয়া যায়। তবে রিপোর্টার এমনভাবে মতামত সন্নিবেশন করবেন যেন সংবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্রসমূহের মুখ দিয়েই তা বেরিয়ে আসে। তবে এটা সর্বজনভাবে গ্রাহ্য যে এ ধরনের রিপোর্টিংয়ে যখন লেখক অর্থাৎ রিপোর্টারের মতামত ও মূল্যায়ন জড়িত থাকে সেখানে অবশ্যই সংবাদগল্পে রিপোর্টারের নাম থাকা উচিত। অর্থাৎ সেটি বাই-লাইন স্টোরি (Bye line Story) বা সনাম সংবাদগল্প হবে যাতে সংবাদপাঠক জানতে পারেন এই কাজটির জন্য কে সুনাম পাচ্ছেন বা দায়-দায়িত্ব কার ওপর বর্তাচ্ছে। কিংবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই কাজের জন্য তাকে সুনামের ভাগীদার করা যায় কিনা সেটাও পাঠকরা ভেবে দেখেন।

ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত মার্কিন কলামিস্ট রস্কো ড্রামণ্ড বলেছেন, Setting todays event against yesterdays background to give tomorrows meaning, অর্থাৎ গতকালের প্রেক্ষিত বা পটভূমিতে আজকার ঘটনাকে স্থাপন করে আগামীকালের সম্ভাব্য ফলাফলটা বলে দেয়াই ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং।

আমরা আগেই বলেছি, পৃথিবী একটি ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। তাই কোন ঘটনাই একক ঘটনা নয় বা স্থির নয়। দৃশ্যত কোন একক ঘটনা পূর্বাপর ঘটনাস্রোতের প্রক্রিয়ার একটি অংশ। কারণ এটা একটি সামাজিক ব্যবস্থার (social system) মধ্যেই ঘটে থাকে। তাই পটভূমি বা প্রেক্ষিত বলতে কেবল অতীতের ঘটনাই বোঝায় না। একই সাথে তা প্রক্রিয়াটির পূর্বপ্রবাহ ও ব্যবস্থা (system) সম্পর্কে আলোকপাত করাও বোঝায়। ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যর জন্যই একে Reporting in context আবার কখনও Journalism of cause and effect বোঝায়। উইসকনসিন স্কুল অব জার্নালিজমের পরিচালক হ্যারল্ড এল. নেলসন সাংবাদিকতাকে ওই কার্যকারণ বা Cause&effect-এর মধ্যেই দেখতে পেয়েছেন। তিনি সুপারিশ করেছেন যে এই রিপোর্টিং সেই ধরনের রিপোর্টিং হতে পারে যেখানে বলা হয়েছে যে এই এই কারণ

www.pathagar.com

অমুক সংবাদঘটনাটির জন্ম দিয়েছে এবং সংবাদকাহিনীটি হচ্ছে এই এই আর সেই প্রেক্ষিতেই ধারণা করা যেতে পারে যে ওই সংবাদঘটনাটির ফলাফল হতে পারে এই এই।

নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার রবিবাসরীয় সম্পাদক লেস্টার মার্কেল ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে সংবাদের মর্মার্থ ও ধারাবাহিক ঘটনাসমূহের মধ্যে বিশেষ ঘটনাকে স্থাপনের ওপর জোর দিয়েছেন। ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে এতে খবরের গূঢ় অর্থটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর মতে, সংক্ষেপে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং হলো পটভূমি, ঘটনাক্রম, সর্বোপরি মর্মার্থ বা গুরুত্বসমূহের সমন্বয় সাধন।

আমরা আগের একটি অধ্যায়ে রিপোর্টিংয়ের বস্তুনিষ্ঠতা নিয়ে আলোচনা করেছি। সেই অনুসারে বলা যায়, কোন ঘটনার হুবহু বা অবিকল বর্ণনাই হচ্ছে বস্তুনিষ্ঠতা। অর্থাৎ রিপোর্টার নিজের চোখে দেখলেন বা প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে যা শুনলেন হুবহু তাই বলে গেলেন। এতে খবরের বস্তুনিষ্ঠতা বজায় থাকেলো। খবরের বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রেখে যে রিপোর্টিং সেটা হলো Surface বা উপরিতলের রিপোর্টিং। এই ধরনের রিপোর্টিংয়ের ষড়-'ক'এর সবগুলো 'ক' না থাকলেও চলে। অর্থাৎ কি, কে, কোথায় বা কখন এই প্রশ্নগুলোর জবাব দিলেই চলে। কিন্তু ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং সেই কি, কে, কখন, কোথায় এর বৃত্ত থেকে 'কিভাবে' ও 'কেন'র বৃহত্তর পরিমণ্ডলে নিয়ে যায়।

এই প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং সম্পর্কে বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক আতাউস সামাদের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'এই ধরনের রিপোর্টের আসল উদ্দেশ্য হলো একটি ঘটনার অন্তর্নিহিত বা অব্যক্ত অর্থ প্রকাশ করা, একটি পরিস্থিতির অপ্রকাশিত দিকগুলোকে তুলে ধরে সামগ্রিকভাবে একটি ছবি আঁকা। ভবিষ্যতের কোন ইঙ্গিত থাকলে তা উল্লেখ করা। পাঠকের সাথে যদি এইসব ঘটনার কোন সম্পর্ক থাকে তা তার কাছে তুলে ধরা এবং এইসব মিলিয়ে প্রতিবেদনটি তার কাছে অর্থপূর্ণ ও মনোগ্রাহী করে তোলা।'

উপরের সংজ্ঞাকে মনে রেখে প্রশ্ন জাগবে রিপোর্টে কি, কেন, কোথায়, কখন, কেন ও কিভাবে বলার পরও পাঠকের দিক থেকে আরও কিছু জানার আগ্রহ থাকবে। পাঠক গূঢ় অর্থ জানতে চায়, ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা চায়, ঘটনার পরিণাম জানতে চায়। এই প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে গেলে একজন রিপোর্টারকে রিপোর্টে মন্তব্য করার প্রয়োজন হতে পারে। তবে একটা কথা মনে জাগতে পারে মন্তব্য হলে তো সেটা সম্পাদকীয় হয়ে গেল। হ্যাঁ, কথাটা ঠিক। তবে ব্যাখ্যামূলক

www.pathagar.com

রিপোর্টিংয়ের মন্তব্য আর সম্পাদকীয় মন্তব্য ভিন্ন জিনিস। আমরা এ সম্পর্কে পরের দিকে বিস্তারিত আলোচনা করবো। লেস্টার মার্কেল খবর, ব্যাখ্যা ও মন্তব্যের ফারাকটাকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

তিনি বলেছেন, সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডি সম্পর্কে কি বললেন সেটা হলো খবর। মিঃ ক্রুশ্চেভ কেন এই কথাগুলো বললেন সেটা হলো ব্যাখ্যা করা। আর মিঃ ক্রুশ্চেভের এই কথাগুলো বলা উচিত হলো কিনা সে সম্পর্কে বলা হলো মন্তব্য করা।

আমরা আগেই বলেছি ঘটনার পরম্পরায় বা পরিস্থিতির দাবিতে রিপোর্টার তাঁর ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ে মন্তব্য করতে পারেন। এখন প্রশ্ন হতে পারে মন্তব্যই যদি করতে হয় তাহলে রিপোর্টিংয়ে বস্তুনিষ্ঠতা কোথায় থাকলো। এ বিষয়ে এখানে অবশ্য বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই যেহেতু আমরা আলাদা অধ্যায়ে রিপোর্টিংয়ের বস্তুনিষ্ঠতা নিয়ে আলোচনা করেছি। তবু প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে রিপোর্টার তাঁর সংবাদসূত্রের মধ্য দিয়ে তাঁর মন্তব্যগুলো পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবেন। সূত্রের মুখ দিয়ে এমন বক্তব্য দিয়ে দিলেন যেটা মূলত রিপোর্টারের মন্তব্য। অন্তত তিনি সেই দৃষ্টিকোণটার ওপর জোর দিতে চাইছেন তাঁর রিপোর্টের বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে। তবে একটা কথা জ্বলজ্বলে সত্য যে বস্তুনিষ্ঠতা ও ব্যাখ্যার সংমিশ্রণ হচ্ছে ঘটনা ও অন্তর্নিহিত সত্যের সুষম দ্রবণ। যে বস্তুনিষ্ঠতা ব্যাখ্যার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তা বস্তুনিষ্ঠতা নয়। আবার যে ব্যাখ্যা বস্তুনিষ্ঠতার পরিপন্থী তাও রিপোর্টিংয়ের সত্যিকারের ব্যাখ্যা নয়। বস্তুনিষ্ঠতাকে বজায় রেখেও যে রিপোর্টার ঘটনার পটভূমিকে সামনে রেখে তার প্রজ্ঞা ও মেধা দিয়ে ভবিষ্যৎকে দিকনির্দেশ করতে পারেন তবে সেই মন্তব্যধর্মী মূল্যায়ন তার রিপোর্টিংয়ের এক অক্ষয় সম্পদ ও সাংবাদিকতার এক অন্বিষ্ট দলিল হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা ইতোমধ্যে ভালোভাবে জেনে গেছি। অর্থাৎ, প্রথমে এর থাকতে হবে একটি উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়ত থাকবে রিপোর্টিংয়ের একটা গভীরতা যে গভীরতা দিয়েই আমরা একটা উদ্দেশ্যকে সাধন করবো। আর তৃতীয়ত, এই ধরনের রিপোর্টিংয়ে সাধারণ স্পট নিউজের উপাদানগুলো প্রায়শই অনুপস্থিত থাকে। তবে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের তিনটি প্রধান উপাদন রয়েছে। এগুলো হলো—

এক. সংবাদ নেপথ্য বা পটভূমি বা প্রেক্ষিত (Background)

দুই. মানবিকীকরণ (Humanization)

তিন. ব্যাখ্যা (Interpretation)

www.pathagar.com

ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে আমরা ইতোমধ্যে রিপোর্টিংয়ের পটভূমি ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে অনেকখানিই আলোচনা করেছি। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। তবু সংক্ষেপে বলা যায়, পটভূমিকা এমন হবে যার মধ্য দিয়ে বর্তমানকে ভবিষ্যতের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়। ঘটনাপ্রবাহের প্রক্রিয়ায় অতীতের একটি খণ্ডাংশকে কেন্দ্র করে বর্তমানকে মূল্যায়ন করে ভবিষ্যৎ উন্মোচন করাই এর বৈশিষ্ট্য। ইতিহাসের অব্যাহত পুনরাবৃত্তি হচ্ছে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের নির্যাস। সংবাদ নেপথ্যকে তুলে ধরতে না পারলে বর্তমান পরিস্থিতিকে অনেক সময়ই স্পষ্টতর করা যায় না।

পটভূমি হচ্ছে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কয়েক বছর আগে জার্মানির নাৎসি নেতা 'মেঙ্গল'-এর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। তার মৃত্যু কেন এতদিন পরে খবর হয়েছিল এ নিয়ে প্রশ্ন হতে পারে। অতএব তার পিছনের ইতিহাসকে তুলে এনে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে ১৯৩৯-১৯৪৫-এর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মেঙ্গল বহু ইহুদীকে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে হত্যা করেছিল। অতএব এ ধরনের লোক জীবিত থাকলে অথবা তার মতবাদ সজীব থাকলে ভবিষ্যতেও আরো বহু লোক মারা যাবার কারণ হতে পারে।

অধিকাংশ সাংবাদিকের কাছে পটভূমির অর্থ হচ্ছে উপরতলের সংবাদ (Surface news)-এর সঙ্গে তথ্য সংযোজন করা। মাঝে মাঝে এটা ইতিহাস, যা প্রাচীন বা আধুনিক দুটোই হতে পারে আর তা পাঠককে একটা আবহ বা পরিপ্রেক্ষিত দেয়। তবে রিপোর্টিংয়ের স্বার্থে পটভূমিকা দিলেও তা খুব বেশি ঠেসে দেয়া উচিত নয়। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই দেয়া উচিত।

অপরদিকে ব্যাখ্যা কথাটাই একটি দারুণ বিতর্ক সৃষ্টিকারী শব্দ। শুদ্ধার্থে এই শব্দের অর্থ হচ্ছে একটি বিষয়ে সর্বোৎকৃষ্ট সংজ্ঞাদান। ওয়েবস্টার এভাবে বলেছেন— ব্যাখ্যা করা, অর্থ বলা, ভাষান্তর করা, বিশদীকরণ করা। এক ব্যক্তির বিশ্বাস, আগ্রহের বিচারবোধের আলোকে বিশ্লেষণ করা; যেহেতু একটি চুক্তিকে ব্যাখ্যা করা।

ব্যাখ্যা, পর্যবেক্ষণ ও মতামতের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি রয়েছে। ব্যাখ্যা হচ্ছে কোন কিছুর সর্বোৎকৃষ্ট সংজ্ঞায়িতকরণ। ঘটনাসমূহের বর্ণনার মধ্যে পর্যবেক্ষণ জড়িত থাকে। আর ওইসব ঘটনা থেকে ব্যক্তির ব্যক্তিগত পাওনার সঙ্গে মতামত জড়িত থাকে। তবে মতামতবিহীন পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যা গভীরতা বা ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের রীতিসিদ্ধ অংশ।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের 'মানবীয়করণ' হচ্ছে এমন একটি শব্দ যার অর্থ হচ্ছে সংবাদগল্পকে পাঠকের পরিবেশের মধ্যে নিয়ে আসা। এর অর্থ এই নয় যে, সংবাদগল্পটি পাঠককে উদ্দেশ করে লেখা বরং তা সংবাদগল্পটিকে এমনভাবে তৈরি করা যা পাঠকের কাছে কিছু একটা অর্থ বহন করে। মানবীয়করণের ছোঁয়া গভীরতাসম্পন্ন তথা ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংকে একটি জীবন দেয়, প্রাণের স্পর্শ দেয়। এই উপাদানটি সংবাদ বিষয়টিকে পাঠকের কাছে জীবন্ত করে তোলে। সংবাদ বিষয়টির সঙ্গে পাঠকের নৈকট্যের সম্পর্ক স্থাপন করাই এর উদ্দেশ্য।

রিপোর্টার উৎসাহ নিয়ে লেখেন, মজা করে লেখেন, তিনি উজ্জ্বলভাবে লেখেন, তিনি হালকাভাবে লেখেন, তিনি মানুষ সম্পর্কে মানবীয়রূপে লেখেন। যদি সংবাদগল্পটিকে একটি সুন্দর অবয়ব দেয়া যায় তাহলে গল্পটি সুখপাঠ্য হয়। মানবীয়করণ বা সংবাদগল্পের সুন্দর অবয়ব দান হচ্ছে গভীরতাসম্পন্ন রিপোর্টিংয়ের একটি হাতিয়ার। তবে রিপোর্টিংয়ে যদি মানবীয়করণের ছোঁয়া না দিলে চলে অথবা সংবাদগল্পটি মানবীয়করণের দাবি না করে তাহলে তাতে এই উপাদানটি যোগ করার প্রয়োজন নেই।

অলঙ্কার দিয়ে সাজালে রিপোর্ট হয় না। তথ্য দিয়ে সাজালেই ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং হয়। তবে মাঝে মাঝে এমন শব্দ বা বাক্য অথবা তথ্য দেয়া হলো যা পাঠককে ভাবাপ্লুত করে। যেমন ফিলিপাইন সম্পর্কে কোন রিপোর্ট করতে গিয়ে যদি বলা হয় সাত হাজার একশ দ্বীপের দেশ ফিলিপাইন তাহলে দেশটির একটি চেহারা পাঠকের সামনে ফুটে ওঠে। মালদ্বীপ ভারত মহাসাগরের ১০৮৭টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত একটি দ্বীপপুঞ্জ রাষ্ট্র। অথচ তার মাত্র ১০৭টি দ্বীপে রয়েছে জনবসতির উপযোগী পরিবেশ। মাত্র ২৯৮ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এ দেশটির এসব খুঁটিনাটি তথ্য তুলে ধরলে দেশটির চেহারা চোখের সামনে ফুটে ওঠে।

ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং ও বিশ্লেষণ

ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের সঙ্গে বিশ্লেষণের একটি প্রায় সম্পর্ক আছে। সেই সূত্র ধরেই অনেক সময় বলা হয়ে থাকে বিশ্লেষণমূলক রিপোর্টিং আর ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং একই জিনিস। তবে এ দুটোর মধ্যে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে।

কলাম্বিয়া ব্রডকাস্টিং সার্ভিসের নিউজ ডিরেকটর পল হোয়াইট জোর দিয়ে বলেছেন, সংবাদের ব্যাখ্যা আর সংবাদের বিশ্লেষণ দুটো ভিন্ন প্রক্রিয়া। আমাদের আগের বর্ণনার আলোকে বলা যায়, একটি সংবাদের অর্থটা কি এবং সে সম্পর্কে একজন মানুষ মনে মনে কি অর্থ পোষণ করেন তার একটি মন্ময় ও ব্যক্তিগত

www.pathagar.com

বর্ণনাই হচ্ছে ব্যাখ্যা। অপরদিকে বিশ্লেষণ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট পটভূমি ও স্পর্শনীয় বিষয়ের এমন উপস্থাপন যা পাঠক বা শ্রোতাকে তার কাছে লভ্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্পর্কে নিজের একটি মতামত বা সিদ্ধান্ত গড়ে তুলতে সাহায্য করা।

তবে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টারের যে সুনাম বিশ্লেষকের সেই সুনাম নেই। সমালোচকদের মতে, একজন 'বিশ্লেষক' একটি ভিন্ন নামে একজন ভাষ্যকার মাত্র।

হার্ড নিউজযোগ্য একটি ঘটনায় একে অপরের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কিত অনেকগুলো দৃষ্টিকোণ থাকে এবং তা সাধারণ পাঠকের জন্য বোধগম্য নাও হতে পারে। তাকে যথাযথ ও তুল্যমূল্যভাবে বিশ্লেষণ করাই হলো সংবাদ বিশ্লেষণ। এখানে লেখকের কোন ব্যক্তিগত মন্তব্য জুড়ে দেয়ার অবকাশ নেই। ব্যাখ্যামূলক লেখা ও সংবাদ বিশ্লেষণ উভয় ক্ষেত্রেই কোন সংবাদঘটনাকে সহজবোধ্য করার অবকাশ রয়েছে। তবে ব্যাখ্যামূলক লেখায় লেখক তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বা রিপোর্টসঞ্জাত দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তাঁর রিপোর্টের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করে থাকেন। ইরাকের কুয়েত গ্রাসের পর পত্র-পত্রিকায় বহু রিপোর্ট হয়েছে। এগুলোর অধিকাংশই না ছিল সংবাদ বিশ্লেষণ, না ছিল ব্যাখ্যামূলক লেখনী। কারণ অধিকাংশ লেখক তাঁর পক্ষাপাতযুক্ত দৃষ্টিকোণ নিয়ে ঘটনা বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সংবাদ বিশ্লেষণের অর্থ ঘটনাবলিকে ভেঙ্গে তার অন্তর্নিহিত অর্থটিকে প্রস্ফুটিত করা। আর ব্যাখ্যামূলক লেখনীর অর্থ হচ্ছে ঘটনার সঙ্গে ব্যাখ্যা জুড়ে দিয়ে ঘটনার পূর্বাপর চিত্রকে পাঠককে নিজের মতো করে বুঝে নিতে সাহায্য করা।

ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের আঙ্গিক

ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের পরিসর খুব একটা বিরাট হবে না। রিপোর্টের আঙ্গিক দীর্ঘায়িত করলে রিপোর্টিং গল্পের বুননি ঢিলে হয়ে পড়ে। তাই অপেক্ষাকৃত ছোট পরিসরেই এই আঙ্গিক সীমিত রাখা উচিত।

ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ে একটা বা দুটো বড়জোর তিনটে বিষয় বা দিক (Angle) আলোকপাত করা উচিত। Angle বেশি হলে মনোনিবেশের দৃষ্টি (Focus) লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পড়ে। ফোকাস মানে ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুর ওপর মনোসংযোগ। কিন্তু ঘটনার Angle বেশি হলে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে আলোকপাত (Focus)-এর ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটে। এছাড়া দুটো Angle-এর মধ্যে প্রথমটি হয়তো বেশি গুরুত্ব পায়, দ্বিতীয়টি তার চেয়ে কম। তৃতীয়টি হয়তো পায়ই না। ফলে তা বেশি দেয়া উচিত নয়।

www.pathagar.com

এই রিপোর্টিং মানেই পাঠককে চিন্তার রাজ্যে নিয়ে যাওয়া। তাই চিন্তার ক্ষেত্রগুলো অনেক হবে না। এতে মনোযোগ ক্ষুণ্ন এবং বিরক্তি আসে। আমরা আগেই বলেছি ফলোআপ এ ধরনের রিপোর্টিংয়ের একটি সহায়ক শক্তি। তাই একটি ঘটনা যতক্ষণ জীবন্ত থাকবে ততদিন সময়ে সময়ে ফলোআপ রিপোর্ট করে যেতে হবে।

পাঠকের সময় কম। তাই শব্দ ঠেসে রিপোর্টিংয়ের বপু বড় করে তাকে বিরক্ত করা আমাদের উচিত নয়। সাধারণত ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং ৮শ শব্দের বেশি কিছুতেই হবে না। তাও এটা বাংলায়। ইংরেজিতে হলে আরও কম শব্দে হতে পারে। তবে এর পরিমাণ ৬শ থেকে ৭শয়ের মধ্যে হলেই সবচেয়ে ভালো হয়। রেডিওতে তিন মিনিটে সর্বোচ্চ ৩শ শব্দ বলা যায়। সেই হিসেব রেখেই রেডিও রিপোর্ট লিখতে হয়।

কোন রিপোর্টের যে অংশ ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি করা উচিত নয়। আমরা বলেছি যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে একসূত্রে গ্রথিত করে এই রিপোর্টিং লিখতে হয় তাই এ ধরনের রিপোর্টিংয়ের সূচনা বর্তমান থেকেই লেখা শুরু করতে হবে। আরেক অর্থে এই বর্তমান হচ্ছে সদ্য অতীত বা Immediate past. ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের শীর্ষ বা সূচনা 'স্ট্রেট জ্যাকেটে' (Straight jacket) হতে পারে। কোন ঘটনার মূল তথ্যকে সামনে রেখেই তারপর ব্যাখ্যা শুরু করা যেতে পারে। তবে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের জন্য নির্ধারিত খবর আগেই বেরিয়ে গিয়ে থাকলে সেক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করতে হবে ফলোআপ (Follow up) দিয়ে। ফলোআপের মতো অবস্থা না থাকলে হার্ড নিউজ দিয়েই সূচনা বা শীর্ষ তৈরি করা যেতে পারে। আর তা না হলে প্রেক্ষিত (Context) অনুযায়ী শীর্ষ বা সূচনা তৈরি করতে হবে।

ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে প্রয়োজনীয় ভাবনাগুলো

ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে প্রয়োজনীয় কতকগুলো চিন্তা মাথায় রাখতে হবে। সেই চিন্তাগুলোর সুষ্ঠু প্রয়োগেই একটি ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন সহজ হয়। প্রয়োজনীয় ভাবনাগুলো হলো ঃ

এক. প্রথমে দেখতে হবে রিপোর্টটি কি বিষয়ে লেখা। এমন হতে পারে এটা বর্তমান কোন রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে লেখা। হতে পারে এটা কোন রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক বিষয় এবং তা ব্যাখ্যার অবকাশ রেখেছে কিনা।

www.pathagar.com

দুই. এই প্রেক্ষিতে কে কি বলছে এবং তার অর্থ কি বহন করছে তা ভেবে দেখতে হবে। বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে যদি তা হয় তবে সেই আলোকেই সেই অর্থকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

তিন. রিপোর্টের কোন জায়গা মন্তব্যধর্মী হয়ে গেছে কিনা তা খুঁজে বের করা যেতে পারে। সেই মন্তব্য আদৌ দেয়া উচিত হয়েছে কিনা অথবা মন্তব্য করার প্রয়োজন ছিল কিনা তা ভেবে দেখা যেতে পারে।

চার. ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের পটভূমি সব সময়ই রিপোর্টের শুরুতেই থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই। সংবাদগল্পটি বলার ফাঁকে ফাঁকে পটভূমি আনা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পটভূমি কতটুকু এসেছে, আরো বেশি আসা উচিত ছিল কিনা তা ব্যাখ্যা করার অবকাশ মিলতে পারে।

পাঁচ. মানবিকীকরণ ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টের অত্যাবশ্যক অংশ নয়। তবে মানবিকীকরণ করলে রিপোর্টটি আরো জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে এমন ধরনের ঘটনাই শুধু রিপোর্টে সন্নিবেশিত করা যায়। মানবিকীকরণ বেশি করা ভালো নয়। আবার যেখানে প্রয়োজন নেই, সেখানে মানবিকীকরণ না করাই শ্রেয়। যেমন বাজেট ঘোষণার ক্ষেত্রে মানবীয়করণের অবকাশ নেই। যে রিপোর্টের অর্থ সুস্পষ্ট সেখানে মানবীয়করণের প্রশ্ন আসে না।

ছয়. সংবাদগল্পের মূল সুরটা সূচনাতেই (Intro) প্রতিফলিত হয়। সূচনাতেই গল্পের মূল সুরটা (Tone) যুক্ত করতে হবে যাতে শুরুতেই রিপোর্টের বিষয় সম্পর্কে আঁচ করা যায়। Intro বা সূচনা দেখেও ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের স্বরূপ বোঝা যায়।

সাত. সংবাদগল্পটির বুনন বা গাঁথুনি ঠিক নাও থাকতে পারে। কোন কোন স্থানে (তা প্যারা বা বাক্য যাই হোক) Rejigging (সামঞ্জস্য বিধান)-এর প্রয়োজন ছিল কিনা তা ভেবে দেখতে হবে। ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের ভিত্তি শক্ত গাঁথুনির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। শুধু বাক্য বা অনুচ্ছেদ নয়, রিপোর্টের বক্তব্য ও পয়েন্টগুলো এলোমেলো হয়েছে কিনা তা খুঁজে বের করে সেগুলোর মধ্যে পুনরায় সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে।

আট. ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের যা যা প্রয়োজন ছিল তার সবগুলো রিপোর্টে ফুটে উঠেছে কি ওঠেনি তা মিলিয়ে দেখা দরকার। অর্থাৎ বিশেষ কোন রিপোর্টে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের সব প্রয়োজনীয় উপাদান সংযুক্ত হয়েছে কিনা তা ভেবে দেখা দরকার।

www.pathagar.com

এখানে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের একটি নমুনা দেয়া হলো ঃ

[মস্কো, ৩১ অক্টোবর, '৯১ এএফপি ও রয়টার অবলম্বনে]

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর সাবেক স্টাফ প্রধান জেনারেল মিখাইল মোইসিয়েভ গতকাল বলেছেন, গত সপ্তাহের অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার সময় দেশের পরমাণু অস্ত্রসমূহ তাঁর পূর্ণ ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং বিশ্বও তখন নিরাপত্তাজনিত হুমকির সম্মুখীন হয়নি।

ভাইস প্রেসিডেন্ট গেন্নাদি ইয়ানায়েভের নেতৃত্বে আট সদস্যের চরমপন্থী কমিউনিস্ট জান্তা পরিচালিত ১৯ থেকে ২১ আগস্ট সময়কালের অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার সময় বিশ্বের বৃহত্তম পরমাণু অস্ত্রভাণ্ডার নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছিল বলে পশ্চিমের ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের মুখে জেনারেল মোইসিয়েভ তাঁর ওই বক্তব্য রাখলেন।

ইতালির সংবাদপত্র *ইল কোরিয়ের ভেল্লা সেরার* সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জেনারেল মোইসিয়েভ আরো বলেন, প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পর পরমাণু সংক্রান্ত সংকেতসমূহ বাতিল করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার সময় গর্বাচেভ ক্রিমিয়ার অবকাশ কেন্দ্রে অভ্যুত্থানকারী চক্রের হাতে আটক ছিলেন।

মোইসিয়েভ বলেন, ওই তিনদিনের সংকটময় মুহূর্তে আমি সম্পূর্ণভাবে একা কৌশলগত পরমাণু অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণে ছিলাম। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভ এর নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিলেন, সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী দিমিত্রি ইয়াজভও এর নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিলেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আমি তাঁদের (গর্বাচেভ ও ইয়াজভ) নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিয়েছিলাম এবং তা কার্যকরভাবে প্রতিপালন করেছি আর বিশ্বও তখন পরমাণু অস্ত্রের হুমকির সম্মুখীন হয়নি।

উল্লেখ্য, আট সদস্যের যে জান্তা গত ১৯ আগস্ট মস্কোর নিয়ন্ত্রণভার হাতে নিয়েছিল মার্শাল ইয়াজভও তার সদস্য ছিলেন। ওই জান্তার ক্ষমতা গ্রহণের পর ইয়াজভ কেন পরমাণু অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের বাইরে ছিলেন সে সম্পর্কে জেনারেল মোইসিয়েভ কোন ব্যাখ্যা দেন নি। অভ্যুত্থান প্রচেষ্টায় সমর্থন দানের জন্য ইতোমধ্যে ইয়াজভকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তিনি সম্ভাব্য বিচারের সম্মুখীন।

মোইসিয়েভ বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের পরমাণু অস্ত্রের কর্তৃত্ব বহির্ভূত ব্যবহার রোধের লক্ষ্যে সেগুলোর নিখুঁত 'অপারেশনাল সিস্টেম' রয়েছে। উল্লেখ্য, এই অস্ত্রসমূহ সাধারণত সুপ্রীম সোভিয়েত ও দেশের প্রেসিডেন্টের নিয়ন্ত্রণে থাকে।

www.pathagar.com

মোইসিয়েভ বলেন, যথাযথ কর্তৃপক্ষ যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে তখন আমার প্রধান দায়িত্ব ছিল পরমাণু অস্ত্রের কর্তৃত্ব বহির্ভূত ব্যবহারের অনুমতি না দেয়া অথবা কর্তৃত্ব বহির্ভূত লোকজনের কাছে পরমাণু সংক্রান্ত গোপন নথিপত্র না দেয়া। তিনি বলেন, আমরা সেই দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছি।

তিনি বলেন, সোভিয়েত পরমাণু শক্তি সংক্রান্ত নথিপত্র সম্বলিত একটি ব্রিফকেস নিরাপদে রাখা হয়েছিল এবং সংকেতও বদল করে ফেলা হয়েছিল। ফলে তার অপব্যবহারের সুযোগ কারো ছিলো না।

আপাতদৃশ্য তাঁর এই 'ইতিবাচক' কাজের ফলস্বরূপ গর্বাচেভ ক্রিমিয়া থেকে ফিরে আসার একদিন পরই তাঁকে সেনাপ্রধানের পদ থেকে সরিয়ে এনে ইয়াজভের স্থলে প্রতিরক্ষামন্ত্রী করেছিলেন। কিন্তু নিজের সম্পর্কে নিজেরই কিছুটা দ্বিধা ছিল জেনারেল মোইসিয়েভের। অপরদিকে অভিযোগও উঠেছে যে তিনি মার্শাল ইয়াজভের নির্দেশে মস্কোয় ট্যাংক নামিয়েছিলেন। অভ্যুত্থানকারীদের সঙ্গে দৃশ্যত তাঁর যোগাযোগের কারণেই এবং ইয়েলৎসিনপন্থীদের চাপের মুখে গর্বাচেভ তাঁকে একদিন পরেই প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে আলেকজান্ডার জাপোশনিকভকে নয়া প্রতিরক্ষামন্ত্রী করেন।

জেনারেল মোইসিয়েভ এখনও গ্রেফতার হননি। তবে পর্যবেক্ষক মহলের মতে, সে সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না এবং তিনিও বিচারের সম্মুখীন হতে পারেন। এই রকম জটিল পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে পরমাণু অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত তাঁর বক্তব্য পশ্চিমা সহানুভূতি আদায়ের একটি প্রচেষ্টা হতে পারে। বিশেষ করে পশ্চিমারা তাঁর কথায় সন্তুষ্ট হলে সেনাপ্রধান ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদটি চলে গেলেও তাঁকে বিচারের কাঠগড়ায় নাও দাঁড় করানো হতে পারে।

ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনের ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের ব্যাখ্যা সাধারণত সকল ক্ষেত্রে একই ধরনের হবার কথা এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা চরিত্রের কারণেই। কিন্তু তার পরেও কিছু কথা থাকে। কারণ একেকটি পত্রিকার নীতি একেক রকম। প্রতিটি রিপোর্টারের ব্যক্তিমানসও সমান নয়। ফলে ব্যাখ্যার মৌল নীতিটি মোটামুটি এক থাকলেও তার উপস্থাপনের ভঙ্গি ভিন্ন হতেই পারে। তবু ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের ব্যাখ্যা করার সময় বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তবে ঘটনার প্রকৃতির ওপর ব্যাখ্যার ধরন

www.pathagar.com

অনেকখানি নির্ভর করে থাকে। কোন ঘটনা ঘটলে তার ব্যাখ্যাটা কেমন হবে কিংবা পাঠকের কাছে তা অর্থপূর্ণভাবে কিভাবে পৌঁছে দেয়া যায় তা আমরা একটু তলিয়ে দেখতে পারি।

প্রথমত, কোন সংঘটিত ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তাকে বিন্যস্ত করার পর একটা কাঠামো দাঁড় করালে একটি স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাখ্যা এমনিতেই দাঁড়িয়ে যায়। যেমন ঘটনার তাৎক্ষণিক পটভূমি, বিষয়টা সম্পর্কে অবহিত এমন লোকজনের মন্তব্য, প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা বা রিপোর্টারের নিজের দেখা সব মিলিয়ে ঘটনাটির বিস্তৃত বিবরণ দেয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, ঘটনার কারণটা কি— এটা কিন্তু পাঠক জানতে চায়। ঘটনার অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে পেতে চায়। খবরের পেছনেও যে খবর থাকে তা পাঠক জানতে চায়। কারণ অন্তর্নিহিত অর্থটা বুঝতে পারলে সাদা চোখে দেখা ঘটনার অর্থটাও পাঠকের কাছে প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে। এ রকম ক্ষেত্রে রিপোর্টে বিশেষজ্ঞদের মতামত সংযুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। ঘটনাটি জনমনে কি রকম প্রতিক্রিয়া ফেলেছে তারও বিশ্লেষণ থাকতে পারে।

তৃতীয়ত, ঘটনার সাথে ঐতিহাসিক পটভূমি যুক্ত করলে ঘটনার পূর্বাপর প্রক্রিয়াটা পাঠকের চোখে সহজ হয়ে ধরা পড়ে। পটভূমিকা প্রায়শই কোন ঘটনার নয়া তথ্য উন্মোচন করে। রিপোর্টে ঐতিহাসিক পটভূমি যুক্ত করলে খবরের দিগন্ত আরো বিস্তৃত হয়। পূর্বের ঘটনার সাথে বর্তমান ঘটনা যুক্ত করায় প্রতিবেদনের পঠনযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। ঐতিহাসিক পশ্চাৎপট জানার কারণে পাঠক নিজেও ঘটনার একটা ব্যাখ্যা সাজিয়ে নিতে পারেন।

চতুর্থত, তথ্য ও পরিবেশের কারণে সৃষ্ট ফলাফলের জন্য ভবিষ্যতে কি হতে পারে তা বোঝানোটাই হচ্ছে ব্যাখ্যা। এদিকে রিপোর্টার গুরুত্ব আরোপ করতে পারেন। ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা খুবই কঠিন কাজ। এ ধরনের বিশ্লেষণে খুবই সতর্কতার প্রয়োজন। তা না হলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে।

এ রকম ক্ষেত্রে তাকে পুরোপুরি সৎ ও নিরপেক্ষ থেকে প্রকৃত তথ্যের ভিত্তিতেই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যুক্তিগ্রাহ্য মন্তব্য করতে হবে।

পঞ্চমত, ব্যাখ্যা 'দেয়ার জন্য রিপোর্টার কোন ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে জরিপ চালাতে পারেন। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় জরিপ বা সার্ভে একটি অন্যতম হাতিয়ার। একটা ঘটনা ঘটলে বা পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে সাধারণ লোক তার পরিণাম খতিয়ে দেখে না। রিপোর্টার সম্ভাব্য সেই পরিণামের ওপর আলোকপাত করার জন্য ঘটনা, বিষয় বা পরিস্থিতি নিয়ে জরিপকার্য চালাতে পারেন।

www.pathagar.com

ষষ্ঠত, যে কোন সংবাদঘটনা বা পরিস্থিতির সঙ্গে মানুষ জড়িত থাকে। সেই সংশ্লিষ্ট মানুষের বাহ্যিক ও অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে খবরে নতুন মাত্রা যুক্ত করা যায়। আবার কোন একটি প্রধান ঘটনার সাথে সহযোগী ছোট ছোট অন্যান্য ঘটনা যুক্ত করেও মূল ঘটনাকে পাঠকের কাছে আরো অর্থবহ ও সুখপাঠ্য করে তোলা যায়। রিপোর্টার ঘটনার একটা চমৎকার চিত্র পাঠকের কাছে তুলে ধরতে পারেন।

অনেক অধ্যবসায় ও কাঠখড় পুড়িয়েই ব্যাখ্যামূলক রিপোর্ট করা যায়। কিন্তু তারো চেয়ে বড় প্রয়োজন যেটা তা হলো তার সঠিক দৃষ্টিকোণ ও ঘটনা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান। তবে কোন ঘটনা বা পরিস্থিতি সম্পর্কে নিজের মধ্যে একটা প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে কিনা অর্থাৎ তার প্রতিবর্তী প্রক্রিয়াটা (Reflex action) কেমন তার ওপরও এ ধরনের রিপোর্টের ব্যাখ্যা অনেকখানি নির্ভর করে। তবে সাহসী সাংবাদিক সংবাদের ব্যাখ্যাদানের জন্য এমন কিছু কৌশল অবলম্বন করেন যা সাংবাদিকতার তত্ত্বকেও অতিক্রম করে যায়।

তাই ব্যাখ্যামূলক রিপোর্ট করা খুব সহজ ও আয়েশি কাজ নয়। ব্যাখ্যার জন্য ঘটনার শেষ পর্যন্ত তাকে যেতে হয়। খুঁটিয়ে বের করে আনতে হয় সাগরসেচা মাণিক— তথ্য।

ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং করার জন্য একজন সাংবাদিককে হতে হয় পেশাগতভাবে দক্ষ, সৎ ও অভিজ্ঞ। একটা কথা মনে রাখতে হবে, তাঁর ভালো কাজের নাম নেই। কিন্তু খারাপ কিছু লিখলে তাঁকে কলঙ্কের বোঝা বয়ে বেড়াতে হয়। সেই জন্য সমাজের প্রতি থাকতে হবে একটি অঙ্গীকার। সামাজিক দায়িত্বশীলতার কথা মাথায় থাকলে তিনি কখনোই উল্টোপাল্টা লিখবেন না। সামাজিক অঙ্গীকারের পাশাপাশি তাঁকে সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রাচীন ও সমকালীন সাহিত্য, দর্শন, মনস্তত্ত্ব, ক্রীড়া প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর চলনসই জ্ঞান থাকতে হবে; যাতে তিনি যে কোন ধরনের ঘটনাতেই পটভূমি যুক্ত করতে পারেন।

তার থাকবে একটি পরিপূর্ণ ও পরিণত মস্তিষ্ক যা দিয়ে তিনি যে কোন কিছুরই একটি বিশ্লেষণী বিচার করতে পারেন। আর থাকবে ঘটনাকে বহু কোণ থেকে দেখার অন্তর্ভেদী চোখ। দেখার সঙ্গে পরিপূরক মস্তিষ্ক চালনা করলে তাঁর পক্ষে ব্যাখ্যা করা কোন কঠিন কাজ নয়। এই প্রেক্ষাপটে বলা যায়, ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টার সংবাদের দিগন্তকে বিস্তৃত করেন। তিনি খবরের ব্যাখ্যা করেন, সম্প্রসারিত করেন, স্পষ্টতর করেন।

www.pathagar.com

ভবিষ্যৎ সাংবাদিকতার স্বরূপ

প্রথম অধ্যায়েই আমরা বলেছি সাংবাদিকতার সূচনা নগর সভ্যতা বিকাশের সূচনালগ্নেই। সাংবাদিকতার বিকাশের সেই প্রক্রিয়া এখন একটি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। যদিও আমাদের দেশে সাংবাদিকতার মান কিংবা তার বিকাশ কতখানি ঘটেছে তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। তবে আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে আমরা এখন একটি বিশ্বপরিবারের সদস্য। ফলে যুগযন্ত্রণা আমাদের সবারই সমান। জটিল এই যুগে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় তথা সমগ্র প্রেক্ষিতেই একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ছোঁয়া।

আর এ প্রেক্ষিতেই একটা প্রশ্ন সবার মনে জেগেছে ভবিষ্যতের সাংবাদিকতা কেমন হবে। কিংবা অন্য অর্থে বলা যায়, এখনকার সাংবাদিকতার স্বরূপটা কি?

এ প্রশ্নের জবাবে দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায়, ভবিষ্যৎ সাংবাদিকতায় ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংই বেশি করে হবে। সাংবাদিকতা বা সংবাদপত্রের বিবর্তন দেখলে বোঝা যাবে খবরের কাগজের আধেয় বা বিষয়বস্তু (Content) ও পরিবেশনায় (Treatment) আগের চেয়ে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কারণ সময়ের সাথে সাথে পাঠকের চাহিদার পরিবর্তন হয়েছে। ফলে সংবাদ পরিবেশনের ধারাও বদলে গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের *টাইম* ম্যাগাজিনের প্রকাশক জেমস এ. লিনেন 'সংবাদ'-এর প্রকৃতি সম্পর্কিত এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, বর্তমান সংবাদ পরিবেশনে যোগ হয়েছে ভিন্ন মাত্রা ও ভিন্ন ধারা (New dimension). এখন কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হলে তখন তার উত্তর হতে হয় সূক্ষ্ম বিশ্লেষণধর্মী।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে এই ভিন্ন মাত্রা অর্থাৎ বিশ্লেষণধর্মিতা কেন? এটা সত্য যে, কোন কিছু সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে চাওয়ার ব্যাপারটি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। সভ্যতার প্রারম্ভে কিংবা তারো আগে মানুষে মানুষে আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগ অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। যোগাযোগ মাধ্যমগুলো উন্নত ছিল না বলে কোন ঘটনার ব্যাখ্যা তখনকার মানুষেরা একে অপরের কাছ থেকে জেনে নিতো। জীবনে এখনকার মতো জটিলতা, সমস্যাও ছিল কম। তাই কোন ঘটনার ব্যাখ্যায় ততো সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের প্রয়োজন হতো না। মানুষের পরিচয়ের পরিধি, জ্ঞান, শিক্ষা ও পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল সীমিত গণ্ডির মধ্যে। তাই কোন ঘটনাকে বিশাল প্রেক্ষাপটে কিংবা বিভিন্ন মাত্রায় (Dimension) দেখার প্রয়োজন হতো না। খুব সাধারণ ব্যাখ্যা ও প্রাথমিক তথ্যেই মানুষ তখন সন্তুষ্ট থাকতো।

www.pathagar.com

দুটি বিশ্বযুদ্ধ বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গোটা দুনিয়ার মানুষের জীবনে আসে ব্যাপক পরিবর্তন। সমগ্র বিশ্বসমাজের চেহারাটাই যায় পাল্টে। সে সময় তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নয়া নয়া দিগন্তের উন্মোচন ঘটতে থাকে। বিশ্ব পরিমণ্ডলের এই ব্যাপক পরিবর্তন ও তার আন্তর্জাতিক প্রভাবের কারণে দেখা গেলো কোন ঘটনাই আর বিচ্ছিন্ন করে দেখা যাচ্ছে না বা দেখার উপায় নেই। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিকসহ সকল ক্ষেত্রের প্রতিটি বিষয়ই একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। আমাদের জীবনে যে কোন ঘটনারই প্রতিক্রিয়া ব্যাপক। সভ্যতা, জ্ঞানবিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও যোগাযোগ মাধ্যমের উন্নতির সাথে সাথে মানুষ শিক্ষা, জ্ঞান ও আচরণের সীমাবদ্ধতাকে ভেঙে বেরিয়ে এসেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক ঘটনাবলী, বিভিন্ন উত্থান-পতন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, চেরনোবিলের পারমাণবিক দুর্ঘটনা, কাশ্মির নিয়ে পাক-ভারত উত্তেজনা, মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত, লাতিন আমেরিকার অঞ্চলে মাদকদ্রব্যের সমস্যা ও পরিবেশগত বিপর্যয়, আফ্রিকার দুর্ভিক্ষাবস্থা প্রভৃতি এখন আর শুধু সে অঞ্চলের নিজস্ব ব্যাপার নয়। বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতি এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই এ সম্পর্কিত কোন ঘটনার প্রাথমিক তথ্য সচেতন পাঠককে এখন আর সন্তুষ্ট করতে পারে না। আর এই ঘটনার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং একে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ও বিচার করার ব্যাপারটি এখন ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়েই সম্ভব। ভবিষ্যতে মানুষ যে কোন ঘটনারই বিশদ ব্যাখ্যা চাইবে। কারণ মানুষ জটিল থেকে জটিলতর জীবনে প্রবেশ করছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষের অংশগ্রহণ (Involvement) বাড়ছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি বা সামাজিক কর্মকাণ্ড কোন কিছুই আর আজ মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছাড়া চলে না। ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং দিকনির্দেশনাহীন নয়, সেটা আমরা আগেই জেনেছি। তাই এ রিপোর্টিং কোন প্রধান ঘটনার সাথে রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি সব কিছুকেই জড়িত করতে পারে যা ভবিষ্যতের সচেতন পাঠকের সামাজিক মানসিক চাহিদাকে পূরণ করতে সক্ষম।

প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পাশাপাশি মানুষের মাঝে বিচ্ছিন্নতা বাড়ছে। পাশাপাশি দুটো কক্ষে মারণাস্ত্র তৈরির প্রক্রিয়া ও শান্তির ওপর গবেষণা হতে পারে অথচ তাদের মধ্যে কোন যোগসূত্র নেই। অর্থাৎ মানুষ এত বেশি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত যে অন্যের জন্য খুব কম সময়ই সে ব্যয় করতে পারে। গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে সংবাদপত্র ছাড়া অন্য সব কিছুই মানুষের জন্য তাৎক্ষণিক তথ্য প্রচার করতে পারে। কিন্তু বিশদভাবে, গভীরভাবে তলিয়ে দেখার জন্য, অনেক প্রশ্নের উত্তরের জন্য মানুষ

www.pathagar.com

সংবাদপত্রের ওপর এখন অনেকাংশেই নির্ভরশীল। এছাড়া আন্তর্জাতিক যোগাযোগ কমে যাওয়ার কারণেও এই নির্ভরশীলতা বেড়েছে বা বাড়ছে। তাই ভবিষ্যতের সাংবাদিকতায় ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং পাবে সর্বাধিক গুরুত্ব যার বিচরণক্ষেত্রে রয়েছে গভীরতা ও ব্যাপকতা। অন্য কোন রিপোর্টিংয়ে যা অনুপস্থিত।

পাঠককে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে সংবাদ পরিবেশনের ধারা। আজকের সচেতন পাঠকসমাজ নিজেদের বিশ্বসমাজের একজন সদস্য ভাবে। বিশ্ব রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সাথে একাত্মতা অনুভব করে, তাই সে ঘটনার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা চাইবে। কোন ঘটনাই বিচ্ছিন্ন নয়। ঘটনার পেছনেও থাকে ঘটনা। ভবিষ্যতের জীবনে বর্তমান ঘটনার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া থাকে। এই উপলব্ধিই বর্তমান পাঠকসমাজকে আরো গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনার সুযোগ করে দিচ্ছে।

মনস্তাত্ত্বিক কারণেই পাঠক টিভি রেডিও থেকে প্রচারিত খবর বা ব্যাখ্যা পুরোপুরি শুনতে চায় না। কারণ টিভি রেডিও'র খবরের শ্রোতা আধামনোসংযোগী থাকে। ধৈর্য ধরে শোনার মতো মানসিক অবস্থান তাদের থাকে না। ফলে পাঠক বিস্তারিত কিছু জানার জন্য, অন্তর্নিহিত অনেক কিছু জানার জন্য সংবাদপত্রের দ্বারস্থ হয়। পাঠক নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চায়, ভাবতে চায়, ভাবার জন্য অখণ্ড মনোসংযোগ ও বিরতি চায়। এ ক্ষেত্রে সময় একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। টিভি রেডিওতে সংবাদ পরিবেশনের সময় নির্ধারিত ও সীমিত। নির্দিষ্ট সময়ে শ্রোতা দর্শকের মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে অনেক তথ্য অজানা থেকে যায়। ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে গতি (Speed) থাকলেও মনোসংযোগ করার অবকাশ কম। ভবিষ্যতের দ্রুত ও ব্যস্ত জীবনে ইলেকট্রনিক মাধ্যমের ব্যাখ্যার ওপর পাঠকসমাজ নির্ভর করতে পারে না। অন্যদিকে পাঠক কাজের ফাঁকে বা অবসরে সংবাদপত্র পড়ে। পত্রিকা পড়ার ক্ষেত্রে পাঠকের স্বাধীনতা ব্যাপক। সেখানে সে চিন্তা করার স্বাধীনতা পায়। অখণ্ড মনোযোগ নিবদ্ধ করার সুযোগও সেখানে রয়েছে। ভবিষ্যতেও এই স্বাধীনতা ও অখণ্ড মনোযোগ অক্ষুণ্ন থাকবে। তাই সংবাদপত্রের ওপর নির্ভরতার কারণেই ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ আবেদন থাকবে।

পত্রিকার অস্তিত্বের সঙ্গে রিপোর্টার তথা মুদ্রণ সাংবাদিকের অস্তিত্ব অঙ্গাঙ্গি জড়িত। পাঠক ভবিষ্যতে প্রতিটি ঘটনাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চাইবে বলেই তাকে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং লিখতে হবে। ভবিষ্যতে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ছাড়া কোন পাঠক সংবাদ পড়বে না। কারণ পাঠক প্রাথমিক তথ্যগুলো ইলেকট্রনিক মাধ্যমগুলোতেই পেয়ে যায়। তাই পত্রিকার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে যদি তাতে সংবাদের যথার্থ ব্যাখ্যা না থাকে।

www.pathagar.com

এ ছাড়া রিপোর্টারের একটি সামাজিক দায়িত্বও পালন করতে হয়। কোন ঘটনার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটো প্রভাবই আছে। জনগণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব সাংবাদিকের। এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে রিপোর্টারকে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং করতেই হবে। ঘটনার গভীরে গিয়ে তাকে বিশ্লেষণ করে পাঠকের সামনে তার একটা সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরতে হয়। তাই সামাজিক দায়িত্বের বিবেচনায় এবং অস্তিত্বের প্রশ্নে ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতেই হবে পাঠককে ধরে রাখার জন্য।

কোন একটি ঘটনা ঘটলে সেটা রিপোর্ট হিসেবে নাও আসতে পারে। কিন্তু ঘটনাটি যদি রিপোর্টযোগ্য হয় তাহলে সেই ঘটনার সাথে পাঠক জনসাধারণকে একাত্ম করার বা সম্পৃক্ত করার একটি নীতিগত দায়িত্ব রিপোর্টারকে পালন করতে হবে। তাই স্পট সংবাদ (Spot news)-এর সাথে প্রেক্ষাপট ও তথ্য যোগ করার ব্যাপার থাকবে যেটাকে আমরা আগেই রিপোর্টিং ইন কনটেক্সট্ বলে অভিহিত করেছি। এইভাবে কোন ঘটনার একটি ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ দাঁড়াবে যা ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের মূল লক্ষ্য।

ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের আরেকটি বিশেষ দিক হচ্ছে এর উদ্বুদ্ধকরণ ভূমিকা (Motivational action)-এর দিকটি। বর্তমান সাংবাদিকতার পর্যায়টাই এমন যে, যে বিষয়টি সম্পর্কে জানানো হলো তার একটি প্রকৃত কারণ বা অন্তর্নিহিত অর্থ আছে। এই জটিল জীবনে পাঠক যেখানে হতবুদ্ধি বা বিভ্রান্ত (Puzzled) অবস্থায় আছে সেখানে তাদের কোন ঘটনার প্রকৃত কারণটা জানালে তাদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসবে। ইতিবাচক রিপোর্টিংয়ের কারণে সচেতনা ঐকমত্য ও পারস্পরিক সমঝোতা সৃষ্টি হওয়ায় অনেক সময় পাঠক (জনগণ) একক বা গোষ্ঠীগতভাবে কর্মে (Action) নামতে পারে। কোন সংবাদের প্রেক্ষিতে সচেতনতা সৃষ্টির পর এই যে একক বা গোষ্ঠীবদ্ধ আচরণ তার পিছনে কাজ করছে এই Motivational reportiong যা ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের মূল উপজীব্য। উদাহরণস্বরূপ, গুঁড়ো দুধ বিষয়ক সংবাদের কথা উল্লেখ করা যায়। ১৯৮৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের চেরনোবিলে পরমাণু দুর্ঘটনার পর পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতেও তার তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে। পোল্যান্ডেও এটার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বাংলাদেশ পোল্যান্ড থেকে দুধ আমদানি করে। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত এই গুঁড়োদুধে তেজস্ক্রিয়তা ধরা পড়েছে এই খবর পরিবেশিত হওয়ার পর তেজস্ক্রিয়তার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বিভিন্ন ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং প্রকাশিত হয়েছে। যার ফলে জনগণের মধ্যে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। জনগণ তখন গোষ্ঠীবদ্ধভাবে গুঁড়োদুধ বর্জন করেছিল।

www.pathagar.com

যশস্বী সাংবাদিক বার্নস্টাইন বলেছেন, কোন ঘটনার একটা স্তর থাকে প্রকাশযোগ্য। আরেকটা স্তর থাকতে পারে অপ্রকাশযোগ্য (submerged level) অবস্থায়। আর এই অপ্রকাশযোগ্য স্তরটিই প্রায়শই ঘটনার মূল কথাটাকে বলে দেয়— আর এই স্তরটির কাছে কেবল সাংবাদিক তথা রিপোর্টারই যেতে পারেন তাদের পেশাগত ও সামাজিক দায়িত্বের কারণে। সেখানে পাঠক বা শ্রোতা পৌঁছুতে পারে না বা পৌঁছানোর কথাও নয়।

আর তাই পাঠককে আজকের যুগে আর অন্ধকারে রাখার উপায় নেই। পাঠকসমাজে বিশ্বাসযোগ্যতা এবং পত্রিকার পাঠযোগ্যতা অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থেই ভবিষ্যৎ সাংবাদিকতায় ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং এক শক্তিশালী হাতিয়ার। ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং যেমন বিশ শতকের সাংবাদিকতার একটি শক্তিশালী উৎস, ঠিক তেমনি এটা একুশ শতকেও একটি শক্তিশালী উৎস হিসেবেই বহাল থাকবে।

সম্পাদকীয় ও ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের মধ্যে পার্থক্য

বক্তা যেভাবে বলেন সেভাবে বলা অথবা কোন ঘটনা যেভাবে ঘটে সেভাবে বিবরণী দেয়াই হচ্ছে বস্তুনিষ্ঠতা। তবে চারিত্রিক দিক দিয়ে বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্টিং হচ্ছে অগভীরতাসম্পন্ন (Shallow or Surface) রিপোর্টিং। সেই জন্য ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়েও বস্তুনিষ্ঠতা এক অর্থে বজায় রাখলেও ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশ করতে গিয়ে প্রাইশই তা মন্তব্যধর্মী হয়ে যায়। তবে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ে মন্তব্য সাধারণত যোগ্যতাসম্পন্ন সূত্রের মুখ দিয়ে অথবা ঘটনার ওপর কোন বিশেষজ্ঞের মুখ দিয়ে দেয়া যায়। অবশ্য তথ্যপ্রমাণাদি থাকলে রিপোর্টার জোর গলায় তাঁর মতামত পেশ করতে পারেন। সেই প্রেক্ষিতে বলা যায়, ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং করতে গিয়ে Subjectivity অর্থাৎ মন্ময়তা এসেই যায়। আবার সম্পাদকীয় তো মতামতেরই ওপর নির্ভরশীল। দুইয়ের মধ্যে এই সাযুজ্য থাকায় প্রায়শই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে থাকে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং ও সম্পাদকীয় কি এক?

এর জবাবে স্পষ্টতই বলা যায়, না। বিশেষ কোন ঘটনা, পরিবেশ, পরিস্থিতির ওপর কোন পত্রিকার মন্তব্য (comment) হচ্ছে সম্পাদকীয়। অপরদিকে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং হচ্ছে আনুষঙ্গিক সেই তথ্যাবলীর উপস্থাপন যা চলতি কোন ঘটনা বা বিষয়কে বুঝতে পাঠককে সাহায্য করে। অন্য কথায়, কোন সংবাদঘটনা সহজ করে বোঝাতে অর্থ সংযোজন করাই হচ্ছে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং।

সম্পাদকীয় বহু উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা হয়। এর মধ্যে একটি হচ্ছে কোন কিছুকে স্পষ্টতরকরণ। প্রদীপের সলতে উসকে দিলে যেমন অন্ধকার দূর হয়ে চারপাশ

www.pathagar.com

আলোকিত হয়ে ওঠে তেমনি সম্পাদকীয়র আরেকটি গুণ হচ্ছে এই উসকে দেয়া। অর্থাৎ কোন ঘটনার পারিপার্শ্বিক ও পরিমণ্ডলকে আলোকিত করা। সম্পাদকীয়র আরেকটি কাজ হলো মতামত গঠন, কোন কর্মে প্ররোচিত করা। এমনকি বিনোদনও সম্পাদকীয়র একটি উদ্দেশ্য। আর রিপোর্টিং এই পাঁচটি উদ্দেশ্যই সম্পাদন করে থাকে, তবে সত্যিকার অর্থে শেষোক্ত তিনটিই তার উদ্দেশ্য পালনের এক একটি দিক। তবে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ে কখনো কাউকে প্রভাবিত বা প্ররোচিত করে না যেটা সম্পাদকীয়তে হয়ে থাকে। বরং ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং কোন ঘটনার পরিমণ্ডলকে আলোকিত করে পাঠকের সামনে তুলে ধরে। ব্যাখ্যামূলক রিপোর্ট পাঠককে ভাবতে বা চিন্তা করতে বলে না বরং সে চিন্তার সূত্র জুগিয়ে যায় যাতে করে পাঠক নিজেই ভাবতে শুরু করে কিংবা বলা যায় ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের সূত্রে সৃষ্ট জ্ঞান বা দৃশ্যপটের মাধ্যমে একটি মতামত গড়ে ওঠে।

সাধারণত সম্পাদকীয় হচ্ছে একটি সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের কণ্ঠস্বর। অপরদিকে ব্যাখ্যামূলক সংবাদগল্প পাঠকবৃন্দকে সংবাদগল্প সরবরাহ করার উদ্দেশ্য ছাড়া আর কিছুই প্রতিনিধিত্ব করে না।

সম্পাদকীয়তে সাধারণত লেখকের নাম থাকে না। ছদ্মনামের আড়ালেও তা লেখা হয়ে থাকে। সাধারণত সম্পাদকীয় অভিমত কোন ব্যক্তির অভিমত নয় বরং তা পত্রিকার অভিমত; তাই এখানে নামের আবশ্যিকতা নেই। সেখানে সম্পাদকীয় লেখকের দায় অনেকখানি কম। তবে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টারের দায় অনেক বেশি। আর তাই ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টারের পরিচিতি প্রায়শই থেকে থাকে। অর্থাৎ এটি 'বাইলাইন স্টোরি' হয়। বিশেষ করে কোন রিপোর্টে যদি রিপোর্টারের ব্যক্তিগত মতামত থাকে সেখানে সংবাদ লেখকের নাম বা পরিচিতি অবশ্যই থাকতে হবে।

মন্তব্যধর্মী হলেও সম্পাদকীয় ও ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ে কমবেশি বস্তুনিষ্ঠতা থাকেই। কারণ দুটো ক্ষেত্রেই কোন বানোয়াট কিছু দিয়ে কথা বলা যায় না। কোন বিষয়বস্তুর আলোকেই সহকারী সম্পাদকেরা বা কলাম লেখকেরা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মতামত পেশ করে থাকেন, আবার ঘটনার দৃশ্যপটের আলোকে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টার বস্তুনিষ্ঠ থেকেও ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশ করেন আর সেটাই দৃশ্যত মতামত বলে মনে করা হয়ে থাকে। তবে দুটোর বস্তুনিষ্ঠতা এক নয়। রিপোর্টিংয়ে বস্তুনিষ্ঠতা থাকেই। তবে সম্পাদকীয়তেও বস্তুনিষ্ঠতা থাকে। অবশ্য সম্পাদকীয়তে যদি ব্যাখ্যামূলক মতামত (Interpretative opinion) থাকে তবে তা অবশ্যই ঘটনানির্ভর (Fact based) হতে হবে। নিজে যেটা ব্যাখ্যা করা যায় না সেটা হলো মন্ময় মতামত (Subjective opinion) অর্থাৎ এটা এমন হতে পারতো, ওটা

www.pathagar.com

অমন হতে পারতো। রিপোর্টিংয়ে Subjective opinion থাকে না। তবে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ে মতামত এসেই যায়।

তবে একটি বিষয়ে দুটো ক্ষেত্রই একই ভূমিকা পালন করে থাকে। অর্থাৎ প্রচলিত মূল্যবোধকে তারা কখনই আঘাত হানে না। প্রত্যেক সমাজেই কমবেশি নিজস্ব মূল্যবোধ থাকে। তাকে কখনই আঘাত করা যায় না। কারণ সেগুলো সময়ের প্রেক্ষিতে গড়ে উঠে জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকলেও অনেক সময় অনেক কথা বলা যায় না। আমার আপন মূল্যবোধ থেকেই আমাকে কথা বলতে হবে। সম্পাদকীয় মন্তব্যেও সেই মূল্যবোধকে অস্বীকার করা যায় না। ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়েও না।

সম্পাদকীয় ও ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও দুটো পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। আমরা আগেই বলেছি ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং 'কেন এবং কিভাবে' প্রভৃতির উত্তর দিয়ে থাকে। ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং যখন তার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন চিন্তার সূত্র জোগায় তখনই কিন্তু প্রশ্ন জাগে এ খবরটি সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? আর তখনই সম্পাদকীয়র প্রয়োজন পড়ে। পত্রিকার নিজস্ব ধারণা, চিন্তা ও অভিমত প্রকাশের জন্যই পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগ রেখে দেয়া হয়। আর তাই যখন কোন খবর ঘটে তখন সম্পাদকীয় বিভাগ পত্রিকার নীতি ও অবস্থানকে অনুসরণ এবং সমুন্নত রেখে ওই খবরের ওপর তার অভিমত ব্যক্ত করে। বলা হয়ে থাকে, খবর ও মতামত পাশাপাশি চলে। আর তাই সম্পাদকীয় ও ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং দুটো পৃথক সত্তা হওয়া সত্ত্বেও একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি যুক্ত।

উল্লেখ্য, সম্পাদকীয় ও ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং উভয়েই তথ্যের ওপর নির্ভরশীল। অতীত ঘটনাবলী, বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ওপর নির্ভর করেই এই দুটো লেখা হয়ে থাকে। দুটোতেই বিশ্লেষণের প্রয়োজন পড়ে। তবে সম্পাদকীয়র তুলনায় স্বল্পপরিসরে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের বিশ্লেষণ অপেক্ষাকৃত বেশি ও কঠিন। তবে নিজের জ্ঞানের পরিধি বিশাল না হলে এবং নিজের পত্রিকা ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল না হলে সম্পাদকীয় লেখক কিংবা ব্যাখ্যামূলক সংবাদের লেখক উভয়েই এমন কিছু লিখে ফেলতে পারেন যার ফলে তাঁদের হাতে কিংবা পত্রিকার সম্পাদকের হাতে দড়ি পড়তে পারে।

অনুসন্ধানী বা তদন্তমূলক রিপোর্টিং

আগের অধ্যায়েই আমরা বলেছি যে অনুসন্ধানী রিপোর্টিং হচ্ছে গভীরতাসম্পন্ন রিপোর্টিং। সেই সূত্র ধরে বলা যায়, অনুসন্ধানী রিপোর্টিং অত্যাবশ্যকীয়ভাবেই

www.pathagar.com

গভীরতাসম্পন্ন বা ডেপথ্ রিপোর্টিং। এর অর্থ হচ্ছে কোন ঘটনা, দুর্ঘটনা, বিষয় বা ব্যক্তিত্ব অথবা পরিস্থিতি নিয়ে রুটিনমাফিক কভারেজ করতে গিয়ে যে সব তথ্য (Facts) লুক্কায়িত রয়ে গেছে বা রহস্যাবৃত রয়ে গেছে তাকে খুঁড়ে বের করা, খুঁজে বের করা। অর্থাৎ অনুসন্ধানের মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত তথ্য নিয়ে যে রিপোর্টিং তাই অনুসন্ধানী রিপোর্টিং। এ ধরনের রিপোর্টিংয়ের মূল ভিত্তিই হচ্ছে অনুসন্ধান। প্রশ্ন হতে পারে কেন এই অনুসন্ধান। এর প্রেক্ষিতে বলা যায়, সাধারণত অপরাধ, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, নৈতিক লংঘন, যৌনতা প্রভৃতি বিষয় অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের একেকটি ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত। অপরাধ যারা করে তারা সমাজবিরোধী আর তাই তারা তাদের অপরাধকে গোপন করার চেষ্টা করে তাদের বেআইনী কার্যকলাপকে গোপন করার চেষ্টা করে। অনুসন্ধানী রিপোর্টিং হচ্ছে এই সব গোপন তথ্য বের করে আনার একটা চমৎকার লক্ষভেদী হাতিয়ার।

সংবাদপত্রে দৈনন্দিন যে রিপোর্টিং হয় তার অধিকাংশই ভাসা ভাসা। এ সবই হচ্ছে কোন ঘটনার উপরিতলের কাহিনী। কিন্তু একটি সংবাদপত্রের দায়িত্ব শুধু নথিবদ্ধ করা নয়, উন্মোচিত করাও। কোন সম্পাদক যদি মনে করেন যে জনস্বার্থেই কোন বিশেষ ঘটনার বিষয় সম্পর্কে জনগণকে জানানো দরকার, তাহলে তিনি সেটা প্রকাশ করার চেষ্টা করবেন। কেউ যদি কোন কিছু লুকোতে চায় কিংবা যে তথ্য বা সত্যকে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে অথবা যে তথ্য বা সত্য কোন না কোনভাবে সবার অগোচরে রয়ে গেছে তাকে খুঁড়ে বের করে আনা একজন সম্পাদকের নৈতিক ও পেশাগত দায়িত্ব। ব্যাপারটি জটিল হলে গভীর অনুসন্ধানের জন্য সপ্তাহ মাস এমনকি বছরও পেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু লুকিয়ে রাখা বা চাপা দিয়ে রাখা সেই ঘটনার কথা খুঁজে বের করা এবং তা প্রকাশ করার চাইতে অন্য কোন কিছু একটি সংবাদপত্রের বা সম্পাদকের খ্যাতি বাড়াতে পারে না।

প্রখ্যাত সাংবাদিক জোসেফ পুলিৎজার ১৯১১ সালে মারা যাবার সময় *নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড* এবং *সেন্ট লুই পোস্ট ডিসপ্যাচ* নামের দুটো বিশিষ্ট সংবাদপত্রই শুধু রেখে যাননি তিনি আরো দুটো কাজ করে গিয়েছিলেন। এর একটি হলো কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি স্কুল অব জার্নালিজম প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি তহবিল গঠন করেছিলেন। আর সাংবাদিকতা ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অসাধারণ এবং উৎকর্ষ জনসেবার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থাও তিনি করে যান। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই পুলিৎজার প্রবর্তিত দুটো পুরস্কার দেয়া হচ্ছে। এর একটি হলো যুক্তরাষ্ট্রে কোন লড়াকু রিপোর্টিং অর্থাৎ অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের জন্য যিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন কিংবা যে কোন সংবাদপত্র— যা কোন সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছে এবং সেই সমাজের প্রতি ন্যস্ত

www.pathagar.com

সেবা ও দায়িত্বশীলতার কাজ যথাযথভাবে কাজ করেছে— তাদের জন্যই এই পুরস্কারের ব্যবস্থা।

যেহেতু অনুসন্ধানী রিপোর্টিং হচ্ছে গভীরতাসম্পন্ন রিপোর্টিং সেহেতু এ ধরনের রিপোর্টিংয়ের অর্থ হচ্ছে একজন রিপোর্টার যে তথ্যকে বের করে আনবেন তা ষড় 'ক' এর 'কে, কি, কোথায়, কখন -এর ফরমুলার দৈনন্দিন রিপোর্টের কার্যক্রমের সঙ্গে মিলে না। অর্থাৎ লুক্কায়িত তথ্যাবলীকে বের করে আনার জন্য একজন অনুসন্ধানী রিপোর্টারের দরকার গভীর উৎসাহ (Zeal), দক্ষতা, উদ্যম, ধারণা বা কল্পনাশক্তি (Imagination) ও অধ্যবসায়। পুলিৎজার অনুসন্ধানী রিপোর্টারদের উদ্দেশ করে বলেছেন, "তুমি যা চোখে দেখেছ শুধু সেটা প্রকাশ করেই তুমি সন্তুষ্ট থেকো না।" প্রকৃতপক্ষে তিনি নিজেই রহস্যাবৃত বা লুক্কায়িত তথ্যাবলী খুঁড়ে বের করে আনার জন্য এবং প্রয়োজনে মারাত্মক ও আক্রমণাত্মকভাবে কাজ করার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি গোপন দুর্নীতি বা অসদাচরণের ঘটনাগুলো অনুসন্ধান করার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান জানাতেন। যদিও পুলিৎজার একটি শক্তিশালী ও তেজোদীপ্ত সম্পাদকীয় পাতার বিকাশের কথা জোর দিয়ে বলতেন তারপরও তিনি বিশ্বাস করতেন যে একটি জোরদার (Hard hitting) ও বিস্তারিত রিপোর্টিং হচ্ছে জনগণের প্রতি সংবাদপত্র সেবার প্রাণ। এই রিপোর্ট হবে ভয়শূন্য। একজন রিপোর্টারকে মনে রাখতে হবে, প্রয়োজনের কারণে একজন কনস্টেবলের ক্ষেত্রেও যা লেখা হবে একজন প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রেও তা লেখা হবে। তিনি ক্ষমতাধরের ভয়ে নতজানু হয়ে পড়বেন না। আবার দুর্বলের সপক্ষে তিনি হবেন সোচ্চার।

বর্তমান জটিল যন্ত্রযুগে মানুষ তথা পাঠকবৃন্দ সাধারণ রিপোর্ট পড়ে মজা পান না। তাঁরা চান আরো বিস্তারিত রিপোর্ট, ঘটনার গভীরের খবর চান তাঁরা। সামাজিক দায়িত্বশীলতা ও নিজের অস্তিত্বের বিবেচনাতেই পত্রিকাগুলো সূক্ষ্ম ও বিশ্লেষণধর্মী রিপোর্ট প্রকাশ করে থাকে। যুগের কারণেই পত্রিকাগুলো এখন বেশি সচেতন হয়ে উঠেছে। শুধু কড়া সম্পাদকীয় প্রকাশ করেই কোন সংবাদপত্র তার ওপর অর্পিত সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে পারে না আর তাই অনুসন্ধানে প্রাপ্ত রিপোর্ট পাঠক বাড়ায়, পাঠককে ধরে রাখে। স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে পত্রিকাগুলো আর্থিক দিক দিয়েও পুষ্ট হয়ে ওঠে।

অনুসন্ধানী রিপোর্টিং হচ্ছে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়া। কেবল তথ্যের অনুসন্ধানেই এর শেষ নয় বরং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেই কোন বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে একটি যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত এতে টানা যায়। এই সিদ্ধান্তে আবেগের কোন স্থান নেই বরং সত্য ঘটনা বাস্তবকে আলোকিত করে। পল এন. উইলিয়ামসের মতে,

www.pathagar.com

Investigating reporting is an intelligent process. It is a business of gathering and sorting ideas and facts; building patterns, analyzing options and making decisions based on logic rather than emotion including the decision to say no at any of several stages.

সংক্ষেপে অনুসন্ধানী বা তদন্তমূলক রিপোর্টিং হচ্ছে গভীরতাসম্পন্ন রিপোর্টিং এবং রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে জনগণকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেয়া হয়, যে তথ্যগুলো জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোই বহন করে চলেছে।

ক্রুসেডিং ও অনুসন্ধানী রিপোর্টিং

অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা জেহাদ (ক্রুসেডিং) চিরকালই চলছে এবং এই জেহাদের মাত্রা বছরের পর বছর বেড়েই চলেছে। কার্ল বার্নস্টাইন ও বব উডওয়ার্ড 'ওয়াটারগেট কেলেংকারি' নিয়ে যে দিনের পর দিন জোরদার রিপোর্টিং করেছিলেন তার ফলেই প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন পদত্যাগ করেছিলেন। এ ঘটনা জেহাদের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কলকাতার বিভিন্ন দুর্নীতি নিয়ে লিখে *যুগান্তর* পত্রিকার সহকারী সম্পাদক অমিতাভ চৌধুরী আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেয়েছিলেন। *দৈনিক বাংলার* 'চোখের আড়ালে' অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের উদাহরণ।

যে সংবাদপত্র অথবা সাংবাদিক ক্ষমতাবানের ভয়ে ভীত নয়— সমাজের নির্ভরযোগ্য প্রহরী হিসেবে জনগণ তাকে গ্রহণ করে। একবার যদি জনগণ বুঝতে পারে কোন সংবাদপত্র এবং তার সাংবাদিকেরা কেলেংকারি, দুর্নীতি উদ্‌ঘাটন করতে উৎসাহী ও আগ্রহী তাহলে স্বেচ্ছায় তারা তথ্য যোগানসহ অন্যান্য সব বিষয়ে সংবাদপত্র ও তার সাংবাদিককে সাহায্য করে থাকে।

অনুসন্ধানমূলক তথা গভীরতর রিপোর্টিংয়ে জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকে এবং জনগণ সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে তুলে ধরে। এটা একজন দায়িত্বশীল সাংবাদিকের অতি পরিচিত হাতিয়ার। তবে জনগণের উদ্দেশ্য অর্জনে সংবাদপত্র বা প্রচারমাধ্যমের মধ্য দিয়ে প্রচার অভিযান চালানোর জন্য শুধু রিপোর্টিংই একমাত্র হাতিয়ার নয়। কোন সত্য ঘটনানির্ভর রিপোর্টিংকে সমর্থনের জন্য সম্পাদকীয় কলামে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মন্তব্য নিয়ে আসে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে ক্রুসেড বা জেহাদের এটা একটা অংশ। কিন্তু আগাগোড়া অনুসন্ধান ছাড়া ও অনুসন্ধানী রিপোর্ট ছাড়া শুধু সম্পাদকীয় দিয়েই অনেক যুদ্ধই জয় করা যায় না। আমেরিকায় সংবাদপত্রগুলো অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ে দক্ষতা অর্জন করায় সংবাদপত্রে উদ্‌ঘাটিত তথ্যের কারণে বহু দুর্নীতিবাজ আমলা ও

www.pathagar.com

রাজনীতিবিদ জেলে গেছেন। অন্যান্য দেশেও এখন আমেরিকান কৌশল অনুসরণ করা হচ্ছে। প্রচণ্ড চাপের মুখে ও সংবাদপত্রের অব্যাহত অভিযানের ফলে বিভিন্ন দেশে বহু গোলমেলে ব্যাপারে প্রকাশ্য তদন্ত চালানো হচ্ছে। ভারতের 'বফোর্স কেলেংকারি' নিয়ে সেখানকার *দি হিন্দু* পত্রিকা যে জোরদার রিপোর্টিং শুরু করেছিল তার ফলে প্রয়াত রাজীব গান্ধীর সরকার এ নিয়ে তদন্ত চালানোর ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আমাদের দেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক ও মুক্তিযুদ্ধের শহীদ সিরাজউদ্দিন হোসেন ষাটের দশকে ছেলেধরা চক্র সম্পর্কে *দৈনিক ইত্তেফাকে* সিরিজ রিপোর্টের ব্যবস্থা করেছিলেন। ছেলেধরা সম্পর্কে শুধু এশিয়ায় নয়, বিশ্বের সাংবাদিকতায় তিনি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন। বস্তুত সিরাজউদ্দিন হোসেনকে আমাদের দেশের অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের জনক বলা হয়। তাঁর উদ্যোগে ইত্তেফাকের ধারাবাহিক অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের জন্যই সে সময়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বেশ কিছু ছেলেধরা চক্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। সমাজসেবার মধ্য দিয়ে খবরের কাগজ তার মর্যাদা ও প্রচার সংখ্যা কিভাবে বাড়াতে পারে শহীদ সিরাজউদ্দিন তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। ইত্তেফাকের সেই ধারাবাহিক রিপোর্টের জন্য তিনি ম্যাগসাইসাই পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন। প্রথম প্রথম সরকারি মহল ছেলেমেয়ে নিখোঁজের সাথে কোন ছেলেধরা চক্রের অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করেন। কিন্তু সিরাজউদ্দিন হোসেন সরকারের সে ভুল ধারণা ভাঙতে বাধ্য করেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে লেখনী আন্দোলনের মাধ্যমে।

অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং অন্য সব রিপোর্টিং থেকে কি ভিন্ন? এর জন্য কি নয়া কৌশল লাগে?

আমরা বলেছি যে অনুসন্ধানী রিপোর্টিং হচ্ছে গভীরতাসম্পন্ন রিপোর্টিং। এ হচ্ছে গবেষণাধর্মী রিপোর্টিং। ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংও গবেষণাধর্মী। তবে গবেষণা হচ্ছে অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের প্রাণ। কিন্তু তাই বলে এ ধরনের রিপোর্টিংয়ের জন্য নয়া রিপোর্টিং কৌশল আবিষ্কারের প্রয়োজন নেই। অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের কৌশল দিনকে দিন কার্যক্রমে যে ভিন্নরূপ ধারণ করে তা শুধু পদ্ধতিগতভাবে নয় বরং যে পরিবেশ পরিস্থিতি এতে ঘিরে থাকে তার পরিবর্তনের ওপরই নির্ভর করে। কারণ আমরা জানি, কোন ঘটনাই স্থবির নয়। ফলে এ ধরনের রিপোর্টিংয়ের বিষয়বস্তুও ঘটনার স্রোতপ্রবাহে পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে। তাই পরিবর্তমান প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অনুসন্ধান কাজ চলে এবং রিপোর্টিংয়ের সাধারণ পদ্ধতি অনুসারেই অনুসন্ধানী রিপোর্টিং হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু তার প্রকৃতি অনুসারেই সবার চোখের আড়ালে থাকে। এ ধরনের বিষয়বস্তুর ছোট্ট সূত্র (tip) বা ধারণা (idea) সাধারণত অন্ধকারে থাকে। অনেকের চোখেই তা পড়ে না। আপাতদৃশ্য কোন সূত্র থেকে আসল তথ্য নাও বের হতে পারে। বরং কোন ছোট্ট সূত্রকণার অনুসরণ করে মূল রহস্যটি বের হয়ে আসতে পারে। কিন্তু দৈনন্দিন রিপোর্টিং করতে গিয়ে তথ্য সংগ্রহের যে সুগমতা আছে এখানে তা নেই। এ ধরনের রিপোর্টিংয়ের তথ্য সংগ্রহ করতে অপরিসীম ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় ও কল্পনাশক্তির প্রয়োজন। সঙ্গত কারণেই এ ধরনের রিপোর্টিং বেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়। খেই হারিয়ে ফেললে চলে না। তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে রিপোর্টার ধাঁধার সম্মুখীন হন। তিনি তথ্য সংগ্রহের কাজে উল্টোপাল্টা ঘুরতে পারেন। কোথায় তথ্য পাওয়া যেতে পারে সেজন্যেই বাড়তি কল্পনাশক্তি দরকার। যদিও সম্ভাব্য তথ্য পাবার পথেও তিনি পদে পদে প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হবেন। তাঁর এইসব প্রতিবন্ধকতা হবে মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক কিংবা ধর্মীয়। যেমন দেশে যদি সংস্কারমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বিরাজ না করে তাহলে তিনি তাঁর প্রতি পদক্ষেপে সামাজিক ও ধর্মীয় বাধার সম্মুখীন হতে পারেন। তাঁর চলার সামনে হুমকি আসবে। প্রকৃতই কোন বিপদ তাঁর সামনে এসে হাজির হতে পারে। তাঁর জীবন বিপন্ন হতে পারে।

কিন্তু তাঁকে ভয়শূন্য হতে হবে। এজন্য তাঁকে অবশ্যই উদ্যমী হতে হবে। উদ্যম ছাড়া কোন অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং সম্ভব নয়। তাই ভয় পেলে অনেক সময় উদ্যমে ভাটা পড়ে। ওয়াটারগেট কেলেংকারির ওপর রিপোর্টিংয়ের পঞ্চাশ শতাংশই ছিল উদ্যমের উপর প্রতিষ্ঠিত। উদ্যম থেকেই এমন কিছু লেখার উৎসাহ জাগে যে তাতে করে সমাজের প্রতি একটি দায়িত্ব পালিত হয়।

একটি ঘটনার ছোট একটি ইঙ্গিত পেলেই সেখান থেকেই অনুসন্ধানী রিপোর্ট করা যায়। এজন্য কৌতূহল (Curiosity) দরকার। একজন রিপোর্টারের কাছে ঘটনার বৈচিত্র বা বিষমতা (Oddity) খুব বেশি করে চোখে পড়বে। অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের জন্য কৌতূহল হচ্ছে প্রথম পয়েন্ট। আর অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের সময় এর পরিণাম (Consequence) সম্পর্কেও সচেতন হতে হবে।

অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি, কৌতূহল ও সচতেনতা একজন সাংবাদিককে একটি প্রতিশ্রুতি জাগানো সংবাদশীর্ষ লেখার ব্যাপারে সাহায্য করে। ওই সমস্ত গুণ না থাকলে একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিক তাঁর অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় ও প্রতিশ্রুতিবহনকারী সংবাদশীর্ষ খুঁজে পাবেন না।

www.pathagar.com

অনুসন্ধানী রিপোর্টারের কৌশলগুলো যদি নতুন হয় তাহলে সেগুলো অভিজ্ঞতার আলোকে তীক্ষ্ণ, অনুসন্ধানী ও ব্যাপক সুসংহত হবে। যেসব এলাকায় অনুসন্ধানী রিপোর্টিং খুবই কার্যকরী সেগুলোর ব্যাপারে অধিকাংশ অভিজ্ঞ অনুসন্ধানী রিপোর্টার উপদেশ দিয়ে থাকতে পারেন। এই সকল এলাকা হচ্ছে অসদাচরণ, ঘুষ, অসদুপায়ে অর্থলাভ, ভুল, ইচ্ছাকৃত ভুল, শৈথিল্য বা ঢিলেমী প্রভৃতি। অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টের প্রকৃতিই হয় এই ধরনের। যে বীজের থেকে এই ধরনের রিপোর্টের সৃষ্টি হবে সেটা চিহ্নিত করা খুবই কঠিন। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই বীজ সব সময়ই গোপন থাকে। প্রাথমিকভাবে একটি রিপোর্টকে খুবই সাদামাটা মনে হতে পারে। সযত্ন অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হতে পারে ওই জিনিসটি খুব একটা সহজ নয়।

আংশিক সম্ভাবনা বা আংশিক ধারণা (Part chance or part calculation) প্রভৃতি থেকেই অনুসন্ধানী রিপোর্টের জন্ম। হঠাৎ করে পাওয়া কোন ঘটনা নিয়ে যে রিপোর্টিং সেটাই হচ্ছে Chance Reporting. অর্থাৎ মাথায় চিন্তা হচ্ছে এক রকম। ঘটে যায় অন্য কিছু। তবে এটা অনুসন্ধানেরই ফল। কারণ মিথ্যার পিছনে অনাহূত ঘুরতে গিয়েও সত্যের সন্ধানটির সূত্রও অনেক সময় মেলে। সেখানে হয়তো রিপোর্টারের কোন পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না। আকস্মিকভাবেই কোন ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় এইভাবে। অপরদিকে আংশিক যদি একটা ধারণা করা হয় এই ঘটনার পিছনে ওই ঘটনাটি ঘটেও থাকতে পারে; এই ঘটনাটি ঘটার পিছে কি যুক্তি আছে, এসব কিছুর মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমেই যে জিনিসটি পাওয়া যায় সেটাই Part calculation.

নিজস্ব প্রকৃতির কারণেই অনুসন্ধানী রিপোর্ট বাধার মুখেও মনোযোগ আকৃষ্ট করে। প্রকৃতপক্ষে যেখানে বাধা পড়ে ধরে নিতে হবে সেখানেই রিপোর্টিংয়ের মাল-মসলা রয়েছে। এই রিপোর্টিংয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল বিষয় বা ঘটনাকে আলোকিত করা বা উন্মোচিত করা। অনেক সময় প্রধান তথ্য-উৎসও কোন কারণে তথ্যকে সংক্ষিপ্ত করে দিতে পারে বা নাও দিতে পারে বা না দেয়ার চেষ্টা করতে পারে। যেমন কোন অফিসের বড় বস্ হয়তো পুকুরচুরি করেছেন। কিন্তু তাঁর অধঃস্তনদের কেউ ভাগের অংশ কম হওয়ায় বসকে ধরিয়ে দেয়ার স্বার্থে ফোন করে পত্রিকা অফিসে জানাতে পারে যাতে বস্‌টি ধরা পড়ে। কিন্তু কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে অনেক সময় সাপই ধরা পড়ে। কারণ বস্‌কে ধরাতে গিয়ে সাথে তার কেরানিও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারেন। আর তাই প্রধান তথ্যসূত্র তথ্য দিতে হঠাৎ করে অস্বীকার করলে রিপোর্টার তাঁর পূর্ব

www.pathagar.com

আভজ্ঞতা অথবা সেই সময়ের কাজের অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে সামনে এগুতে পারেন। কোন নতুন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়াটি যে কোনভাবে একাধিক পথে করা যেতে পারে।

কোন বিশেষ ঘটনা নিয়ে তদন্ত করার জন্য বা অনুসন্ধান চালানোর জন্য বা সে বিষয়ে পুরো মনোযোগ দেয়ার জন্য প্রায়শই একজন বা একাধিক রিপোর্টারের একটি দলকে ছেড়ে দেয়া হয়। কিন্তু যে রিপোর্টার তাঁর বিটে কাজ করছেন বা তাঁর দৈনন্দিন কাজ করছেন, সে দায়িত্বের পাশাপাশিও তিনি গোপন বিষয়গুলো অনুসন্ধান করবেন, এটাই স্বাভাবিক রীতি। তিনি আজকে সামান্যই কাজ করতে পারবেন, কালকেও হয়তো তাই। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হবে তিনি যেন কিছুই করতে পারেননি। তবু তিনি অনুসন্ধানের সূত্র খোঁজার কাজটি করে যাবেন। দিনরাতের অনেক সময়ই তাঁর হয়তো এমনিই কেটে যাবে। তবু তাঁর সার্বক্ষণিক চিন্তা ও কাজের মধ্য থেকেই অনুসন্ধানের একটি সূত্র মিলে যেতে পারে।

সত্তর দশকের শুরু থেকেই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রচলন দারুণভাবে বেড়ে গেলেও এ কোন নতুন সাংবাদিকতা নয়। একটি ভালো রিপোর্টিং মানেই অনুসন্ধানী রিপোর্টিং। কিন্তু যে প্রত্যয় দিয়ে এই রিপোর্টিংকে বাধা হয়েছে তার প্রকৃত অর্থই হচ্ছে এ এক গভীরতাসম্পন্ন রিপোর্টিং যা সাধারণত কোন অজানা অপরাধ, অসদাচরণ, সমাজবিরোধী কাজ প্রভৃতিকে উন্মোচিত করে। অনুসন্ধানী রিপোর্টিংকে দিনকে দিন সাংবাদিকতার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করলেও একে আরো দৃঢ়প্রত্যয় সংকল্প ও তেজোদীপ্ততার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের সাংবাদিকতায় আরো বেশি প্রস্তুতি, আরো বেশি সময়, ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয়। একে প্রায়শই দলীয় রিপোর্টিং বলা হয়, যে দলে দু বা ততোধিক রিপোর্টার থেকে থাকেন। গভীর তলের খবর বের করে আনার জন্য এ ধরনের সাংবাদিকতার ধারকরা এমন কিছু পন্থাপদ্ধতি ব্যবহার বা অনুসরণ করেন যে সময়ে সময়ে তা অনৈতিক বলে সমালোচনা করা হয়। কিন্তু যে পথেই তথ্য আহরণ করা হোক না কেন অনুসন্ধান-সঞ্জাত ফলাফল এই ধরনের রিপোর্টিংকে সবসময়ই মর্যাদার উচ্চ আসনে স্থান করে দেয়। উচ্চতর জনসেবার জন্য এই ধরনের রিপোর্টিং সবসময়ই প্রশংসিত। সামগ্রিক প্রেক্ষিতে তাই বলা যায়, এ ধরনের রিপোর্টিং সাংবাদিকতার সাধারণ পদ্ধতিতে নয় বরং ঘটনার পারিপার্শ্বিকতাকে আশ্রয় করেই চলে। এর জন্য পদ্ধতিগত কৌশল প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় সময়ের তাগিদে তাৎক্ষণিকভাবে গৃহীত কৌশল।

www.pathagar.com

অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের কৌশল সম্পর্কে সুপারিশ

অনুসন্ধানী রিপোর্টার কোথা থেকে তাঁর কাজ শুরু করবেন সাধারণত তার কোন সুনির্দিষ্ট জায়গা বা সূচনা নেই। একটা বিষয় নিয়ে কাজ করার চিন্তা মাথায় আসার পর তিনি যে ক্রমাগত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে থাকেন তার থেকেই তাঁর একেকটি হাতিয়ার ধারালো হয়ে তাঁর কাছে মজুত হতে থাকে। আর ওইসব অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়গুলোর বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই তিনি কাজের পন্থাপদ্ধতিকে আরো সুশৃঙ্খল ও কার্যকর করে নেন।

আমেরিকান সোসাইটি অব নিউজপেপার এডিটরস যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় শহরের কতকগুলো পত্রিকায় একটি জরিপ চালিয়ে এ প্রেক্ষাপটে কিছু সুপারিশ রেখেছেন। এগুলো হলো ঃ

এক. গোপন তথ্য কণা (Tips) খবুই যত্নের সঙ্গে ও চিন্তা-ভাবনা করে মূল্যায়ন করতে হবে। নিশ্চিত হতে হবে এককণা সেই তথ্যের মধ্যে মূল্যবান ও বিশ্বাসযোগ্য কিছু রয়েছে। তবে সামান্য ইঙ্গিত পেয়েই তার পিছনে হুট করে দৌড়ানো উচিত নয়। কারণ তথ্যপ্রেরক-এর ভুল তথ্যের দ্বারা আপনি বিভ্রান্ত হতে পারেন। আর তাই সময় ও অর্থ অপচয় এড়াতে সেই প্রাপ্ত তথ্যকণা নিয়ে প্রাথমিক অনুসন্ধান করুন ও পর্যাপ্ত অনুসন্ধান করুন এবং ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হোন।

দুই. কোন অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিংয়ের জন্য সঠিক রিপোর্টারকে বাছাই করতে হবে। যে প্রবীণ সাংবাদিক বা রিপোর্টারটি একটুও পিছিয়ে না এসে সরাসরি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন অথবা যে বিশেষজ্ঞ সাংবাদিকের এ বিষয়ে ভালো জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা রয়েছে তাকেই নির্বাচিত করা হচ্ছে সঠিক কাজ। কিন্তু জরিপে এমনও দেখা গেছে কিছু সংবাদপত্র এমন দু'জন তরুণ রিপোর্টারকে এমন জায়গায় রিপোর্টিং করতে পাঠিয়েছেন তাদের বলা চলে প্রায় কোন অভিজ্ঞতাই নেই। এমন একটা দফতরে পাঠানো হলো সেই তরুণ রিপোর্টারের সেই দফতর সম্পর্কে কোন ভালো পূর্বধারণা নেই। কিন্তু সংবাদ প্রতিষ্ঠান যদি মনে করে কোন তরুণ সাংবাদিকের কোন বিষয় বা ঘটনা বা কোন দফতর সম্পর্কে ভালো আগ্রহ আছে কিংবা খবর বের করে আনার মতো সামর্থ্য তার আছে তাহলে সেই কাজের দায়িত্ব তার ওপর ছেড়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। এমন হতে পারে, কোন জায়গায় এমন একজন মহিলা সাংবাদিককে পাঠানো হলো যেখানে পুরুষদের নিরাপত্তাই অনেকখানি নেই। কারণ এমন কিছু কাজ পুরুষরা করতে পারেন মহিলারা পারেন না, ঠিক তার উল্টোভাবে কিছু কিছু কাজ মহিলারা করতে পারেন, পুরুষেরা পারেন না। তাই অভিজ্ঞতাসম্পন্ন রিপোর্টারকে প্রায়শই বাছাই করলেও নবীনেও কিছু আসে

www.pathagar.com

যায় না। সঠিক ব্যক্তিকে নির্বাচনই বড় কথা। যিনি উদ্যম নিয়ে, সাহস নিয়ে ও কৌতূহল নিয়ে কাজ করতে পারেন তাঁকে নির্বাচন করাই হচ্ছে সঠিক কাজ।

তিন. অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের জন্য জোরালো সমর্থন প্রয়োজন। এই ধরনের রিপোর্টিং খবুই ব্যয়সাপেক্ষ এবং কালহরণকারী। মাসের পর মাস চলে যায় অথচ লেখার মতো একটা লাইনও খুঁজে পাওয়া যায় না। সেন্ট *পিটার্সবার্গ টাইমস* অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে একজন সাংবাদিককে ব্রাজিল পাঠিয়েছিল। *পোস্ট ডিসপ্যাস* একজন সাংবাদিক পাঠিয়েছিল তুরস্কে। কিন্তু তথ্যকণাটিই ছিল ভুল, তাই সেই সাংবাদিক অনাহূত দূর দেশে এসে বৃথা পরিশ্রম করে দেশে ফিরে যান। একই পত্রিকা আবার একজন 'ইনফরমার'কে ২০ হাজার ডলার দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল তথ্য জোগানোর কাজে সহায়তা করার জন্য। এখানে বলে রাখা ভালো, অধিকাংশ পত্রপত্রিকাই তথ্যের বিনিময়ে পয়সা দিতে রাজি নয়। যদিও আজকাল তথ্য কেনার কাজ কিছু কিছু দেখা গেছে।

ব্যাখ্যামূলক ও অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিংয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

আমরা আগেই বলেছি, ব্যাখ্যামূলক ও অনুসন্ধানী রিপোর্টিং উভয়েই হচ্ছে গভীরতাসম্পন্ন রিপোর্টিং। খবরের উপরিতল নিয়ে নয় বরং খবরের ভিতর মহল নিয়েই এ দুটো রিপোর্টিংয়ের কাজ-কারবার। এই দুটো রিপোর্টিং হচ্ছে গভীরতাসম্পন্ন রিপোর্টিংয়ের প্রধান দুটো শাখা তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই দুটো রিপোর্টিংয়ের ধরন বা প্রকৃতি ভিন্ন। সাদৃশ্য যে নেই তা নয় কিন্তু বৈসাদৃশ্যই বেশি। তবে দুটোরই চূড়ান্ত লক্ষ্য এক এবং অভিন্ন। অর্থাৎ সত্যানুসন্ধান এবং মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের প্রতিষ্ঠা করা।

ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং হলো নয়া তথ্য (Current information)-এর সঙ্গে পটভূমি (Background) বা পুরোনো তথ্যকে সংযুক্ত করে রিপোর্টের পুরো দিকটিকে অর্থবহ করে তোলা। অন্য কথায় বলা যায়, অতীতের আলোকে বর্তমানের প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতকে প্রতিফলিত করা।

অপরদিকে অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের প্রাপ্ত ফলাফল হচ্ছে তদন্ত বা গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের সমাহার। তদন্ত রিপোর্টে যে তথ্য পাওয়া যায় তাই সত্য।

ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের মূল উপাদান হচ্ছে তার ব্যাখ্যা। এ বিশ্লেষণধর্মী এবং গবেষণামূলকও বটে। তবে অনুসন্ধানী রিপোর্টিং হচ্ছে তদন্তমূলক বা

www.pathagar.com

অনুসন্ধানভিত্তিক। ওই ধরনের রিপোর্টিং পুরোপুরি গবেষণানির্ভর। কারণ পদ্ধতিগত অনুসন্ধানের মধ্য দিয়েই এ ধরনের রিপোর্টিং প্রতিপালিত হয়।

ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং করতে তেমন কোন ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয় না। তবে অনুসন্ধানী রিপোর্টিং পুরোপুরি ঝুঁকিপূর্ণ। এ ধরনের রিপোর্টিং করতে গিয়ে রিপোর্টার প্রায়শই বিভিন্ন প্রতিবন্ধক ও হুমকির সম্মুখীন হন।

ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ে তেমন কোন দীর্ঘসূত্রতার অবকাশ নেই। অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ে দীর্ঘসূত্রতার অবকাশ রয়েছে। চূড়ান্ত ফলাফল (Final finding) পেতে অনুসন্ধানী রিপোর্টারের অনেক দিন চলে যেতে পারে। অপরদিকে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টার তাঁর বিভিন্ন সূত্রের মন্তব্য থেকে খুব সহসাই একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে কোন বিষয়ে দৃকপাত করতে পারেন।

ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং ব্যয়সাপেক্ষ নয়। বেশি দৌড়ঝাঁপের প্রয়োজন নেই এখানে। সম্ভাব্য সব সংবাদ উৎসের কাছে গিয়ে তাদের বক্তব্য নিয়ে আসার ক্ষেত্রে খুব বেশি খরচের সম্ভাবনা নেই। সূত্রসমূহ অনেকটা নাগালের মধ্যেই থাকে। কিন্তু অনুসন্ধানী রিপোর্টারকে সত্যের সন্ধানে দেশ থেকে দেশান্তরে যেতে হতে পারে। তথ্যের জন্য পয়সা দিতে হতে পারে। যেহেতু দীর্ঘদিন সময় লাগে সেহেতু রিপোর্টারদের সহযোগিতা দান করার জন্য অর্থ ব্যয় করতে হয়।

ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং একজন রিপোর্টারই করতে পারেন। তবে অনুসন্ধানী রিপোর্টিং সাধারণত একাধিক জনে একত্রে মিলেমিশে করে থাকেন। অর্থাৎ ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ে টিমওয়ার্কের প্রয়োজন নেই, কিন্তু অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ে টিমওয়ার্কের প্রয়োজন আছে।

দুটো রিপোর্টিংয়ের মধ্যে একটি বিরাট কৌশলগত পার্থক্য রয়েছে। ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং স্পট নিউজ বা প্রাথমিক তথ্যকে অবলম্বন করে এগিয়ে চলে। অনুসন্ধানী রিপোর্ট আগে আদৌ জানা যায়নি এমন কোন বিষয় নিয়ে শুরু হতে পারে।

ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ে অভিযোগ বা মন্তব্য আনার অবকাশ নেই যদিও তথ্যের আলোকে রিপোর্টার যে ব্যাখ্যা দান করেন তাতে একটি অনুসিদ্ধান্ত দাঁড়িয়ে যায়। অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়েও মন্তব্য করা যায় না, তবে তথ্যপ্রমাণাদি থাকলে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনা যেতে পারে। তবে একথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে মন্তব্য করা ও অভিযুক্ত করার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

দু'ধরনের এই রিপোর্টিংয়ের পরিবেশনায়ও পার্থক্য আছে। যে কোন গুরুত্বপূর্ণ অংশ অথবা দৃষ্টিকোণ দিয়ে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের শুরু বা সূচনা করা যায়।

www.pathagar.com

কিন্তু অনুসন্ধান করতে গিয়ে যে চূড়ান্ত তথ্য বা আবিষ্কার (Last finding) পাওয়া গেছে তাই দিয়ে অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের সূচনা হয়।

ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের তথ্য সাধারণত বিষয়ভিত্তিক তথ্য অর্থাৎ এটি মূলত বিবরণীমূলক। কিন্তু অনুসন্ধানী রিপোর্ট প্রায়শই পরিসংখ্যানভিত্তিক তথ্যের ওপর নির্ভরশীল। অবশ্য ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের ব্যাখ্যাকে জোরদার করার জন্য অনেক সময় পরিসংখ্যানের আশ্রয় নিতে হয়। আবার পরিসংখ্যানমূলক তথ্য হাজির করতে গিয়ে অনেক সময় বিবরণীর আশ্রয়ও নিতে হয়।

অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য

আগের আলোচনা থেকে আমরা অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য খুব সহজেই নিরূপণ করতে পারি ।

অনুসন্ধানী রিপোর্টিং হচ্ছে গভীরতাসম্পন্ন ও গবেষণাধর্মী রিপোর্টিং । এ রিপোর্টিং দৈনন্দিন সাধারণ রিপোর্টিং নয়; সাধারণ চোখে দেখা রিপোর্টিং নয়।

অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ে গোপন তথ্য প্রকাশ করা হয়। এই ধরনের রিপোর্টিংয়ে কোন ঘটনা বা বিষয় অনুসন্ধান বা তদন্ত করে গোপন করে রাখা তথ্য প্রকাশ করা হয়। তদন্তের ফল যদি সঠিক হয় তবে প্রকৃত সত্য বেরিয়ে আসে। অন্যান্য রিপোর্ট আসে প্রদত্ত তথ্যসূত্রের মাধ্যমে। যেমন বিবৃতি, বক্তৃতা, হ্যান্ডআউট প্রভৃতি। কিন্তু অন্যের দেয়া তথ্য সত্য বা মিথ্যা দুই-ই হতে পারে।

অনুসন্ধানী রিপোর্টিং হয় প্রকৃত তথ্যনির্ভর। যে তথ্য পাওয়া গেল কিংবা যে তথ্যাবলির প্রেক্ষিতে একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্ত টানা হলো তা পুরোপুরি চূড়ান্ত ও বাস্তব। এই তথ্য যাচাই করা তথ্য। এই তথ্য শতকরা একশত ভাগ সত্য। প্রকৃত তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে রিপোর্টার কখনই এ সম্পর্কে রিপোর্ট করেন না। কারণ তা না হলে রিপোর্টার মানহানি মামলার সম্মুখীন হতে পারেন। তাঁর পত্রিকাও মানহানি বা ক্ষতিপূরণের মামলার সম্মুখীন হতে পারে।

অনুসন্ধানী রিপোর্টিং একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়া। পুরো ঘটনার সঙ্গে এখানে মস্তিষ্ক চালনা করা হয়। যথাযথ ও যাচাইকৃত তথ্যের ভিত্তিতে রিপোর্টার তাঁর রিপোর্টে একটি সুনির্দিষ্ট ও যৌক্তিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। অনুসন্ধানী রিপোর্টিং হচ্ছে চূড়ান্ত লক্ষ্যভেদী বা Goal oriented.

অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের প্রধান লক্ষ্য জনস্বার্থ। সমাজের উপকারিতার ব্রত নিয়েই রিপোর্টার কাজ করেন। দুর্নীতি, অপরাধ, ক্ষমতার অপব্যবহার বা

www.pathagar.com

কেলেংকারি যারা করে তারা সমাজবিরোধী। তাদের কার্যকলাপে সমাজের ক্ষতি হয়। তাই সমাজের মঙ্গল করাই এই রিপোর্টিংয়ের উদ্দেশ্য। এ জন্য অনুসন্ধানী রিপোর্টিংকে Reporting of purpose বা উদ্দেশ্যমূলক রিপোর্টিং বলা যায় কারণ একটি লুক্কায়িত বা রহস্যাবৃত ঘটনাকে খুঁড়ে বের করে আনাই এর কাজ।

অনুসন্ধানী রিপোর্টিং করতে গিয়ে সব সময়ই বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ অপরাধ ও কেলেংকারির নায়করা তাদের কার্যকলাপকে মিথ্যার বেড়াজাল দিয়ে চেপে রাখতে চায়। তাই সে রহস্যের অনুসন্ধানীকে তারা সবসময়ই অনুসন্ধান থেকে প্রকৃত তথ্য বের করার কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়।

অনুসন্ধানী রিপোর্টিং একটি ঘটনা বা বিষয়কে নিয়ে কাজ করলেও প্রকৃতপক্ষে সেই ঘটনা বা বিষয় ঘটনাপ্রবাহেরই একটি অংশ। যে ঘটনাটি জানার জন্য রিপোর্টার মাঠে নেমে পড়লেন, দেখা গেল সেই ঘটনার পেছনে আরো অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। তার ব্যাপ্তি বিশাল। প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে বিভিন্ন ঘটনার একটি নেটওয়ার্ক।

অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিংয়ের একটি কষ্টসাধ্য কাজ হচ্ছে প্রাথমিক গবেষণা, প্রশ্ন বা সাক্ষাৎকার নেয়া। এর জন্য অন্যান্য রিপোর্টিংয়ের তুলনায় অধিকতর দক্ষতা প্রয়োজন। যাকে আমি চাই তাকে ধরা বা চিহ্নিত করা এবং তার সাক্ষাৎকার নেয়া খুব কঠিন। চিহ্নিত ব্যক্তি ধরা নাও দিতে পারেন আবার ধরা দিলেও সাক্ষাৎকার দিতে নাও চাইতে পারেন। আবার সাক্ষাৎকার দিতে চাইলে প্রশ্নের সরাসরি উত্তর নাও দিতে পারেন। ক্লু কিভাবে বের করতে কিংবা ক্লু অনুযায়ী চিহ্নিত ব্যক্তিকে কিভাবে সাক্ষাৎকার দানে বাধ্য করা যায় সেটার জন্য দক্ষতা অর্জন করতে হয়। শুধু সাক্ষাৎকার নয়, অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের প্রতিটি ধাপে দক্ষতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হয়।

অনুসন্ধানী রিপোর্টিং অন্যান্য রিপোর্টিংয়ের তুলনায় সময়সাপেক্ষ। দিন গড়িয়ে মাস এমনকি বছরও লেগে যেতে পারে। বিষয়টি নিয়ে পত্রিকায় লেখা নাও হতে পারে একটি লাইনও। এ জন্যে এ ধরনের রিপোর্টিং করতে গিয়ে প্রচণ্ড ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা দরকার।

অনুসন্ধানী রিপোর্টিং মূলত দলীয় রিপোর্টিং। একজন রিপোর্টারের পক্ষে অনেক সময় ঘটনার গভীরে যাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। অথবা একজনের প্রাপ্ত তথ্য বিশ্বাসযোগ্য নাও হতে পারে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ব্রিটেনের ফুটবলে ব্যাপক ঘুষের কাহিনী উদ্‌ঘাটন করে 'হ্যানেন সোয়াফার' পুরস্কার লাভকারী মাইকেল গ্যাবার্ট বলেন, আমরা সব সময় জোড়ায় জোড়ায় কাজ করি যাতে প্রতিটি

www.pathagar.com

সাক্ষাৎকার দৃঢ়ভাবে সমর্থন করা যায়। আমরা প্রতিটি বক্তব্য এবং কোন্ পরিস্থিতিতে তা বলা হয়েছে তার খুঁটিনাটি নোট নেই। যখনই সম্ভব সাক্ষীকে হলফনামার আকারে বিবৃতি দিতে প্রভাবিত করি এবং 'কমিশনার অব ওথ্'-এর সামনে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেই।

এছাড়া অনুসন্ধানী রিপোর্টিং করার কাজ কোন একজন মাত্র ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ কোন ঘটনার নেটওয়ার্ক বিস্তৃত এলাকা বা বিষয় নিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারে। এ জন্যে জনবল দরকার।

অনুসন্ধানী রিপোর্টিং ব্যয়সাপেক্ষ হতে পারে। কারণ রিপোর্টারকে অনেক জায়গায় যেতে হতে পারে। অনেকের সঙ্গে দেখা করতে হতে পারে। প্রয়োজনে বহুদূর ভ্রমণ করতে হতে পারে।

অনুসন্ধানী রিপোর্টিং মানেই একটি ঝুঁকিপূর্ণ রিপোর্টিং। হুমকি আসে, শারীরিক ঝুঁকি আসে। অনেক সময় মৃত্যুভয়ও থাকে। ঝুঁকির মধ্যেও যিনি কাজ করতে পারেন তিনি পরীক্ষিত সাংবাদিক।

অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের অসুবিধা

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের বেশ কিছু অসুবিধা রয়েছে। অন্তত বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সেই অসুবিধাগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলো হচ্ছে–

এক. আইনের শাসনের অভাব। কারণ আইন প্রতিপালনে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

দুই. সাংবাদিক ও সংবাদপত্রগুলোর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা কিংবা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা।

তিন. সামাজিক ক্ষেত্রে পত্রিকার সম্পাদক বা মালিকের দুর্বল অবস্থান।

চার. সাংবাদিকদের নিরাপত্তার অভাব।

পাঁচ. সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশের অভাব।

ছয়. সাংবাদিকদের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার অভাব।

উন্নয়নশীল দেশসমূহে আইনের শাসনের অভাব থাকে। আসলে অনেক দেশেই বিচার বিভাগের প্রকৃত স্বাধীনতা নেই। বিচার বিভাগ স্বাধীন ও মুক্তভাবে আইন প্রণয়ন করতে পারে না। আবার আইন প্রণয়ন করলেও তার প্রয়োগের সুষ্ঠু ব্যবস্থা

www.pathagar.com

নেই। কারণ আইন প্রয়োগে যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে। ফলে যে অন্যায়, অবিচার, অত্যাচারকে অনুসন্ধানী রিপোর্টার চিহ্নিত করেন তা প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা নেই কিংবা বলা যায় ব্যবস্থা থাকলেও পদক্ষেপ নেয়া হয় না।

খবরের কাগজগুলোর অর্থনৈতিক দুর্বলতাও অনুসন্ধান কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। অনুসন্ধান চালাতে হলে একাধিক লোক বা দলের প্রয়োজন হয়। তাদের তত্ত্বাবধান করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অথচ ব্যয়ভার বহন করার সামর্থ্য অনেক সংবাদপত্রেরই নেই।

অর্থনৈতিক দুর্বলতা সাংবাদিকের নিজেরও থাকে। অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার জন্য সাংবাদিক নিজেও অনেক সময় তাঁর ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করতে সমর্থ হন না।

অনেক সময় প্রভাবশালী উৎস বিজ্ঞাপন না দেয়ার হুমকি দিলে সাংবাদিক ও তার প্রতিষ্ঠান অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ে এগুতে পারে না।

মালিকের সামাজিক ও মানসিক দুর্বলতাও অনেকক্ষেত্রে কোন অনুসন্ধানের অসুবিধা ঘটায়। আমাদের দেশের মালিক ও সম্পাদকদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত সামাজিক সাংস্কৃতিক শ্রেণী থেকে এসে থাকেন। ফলে উপর মহলের চাপ মনস্তাত্ত্বিকভাবেই তাঁরা অনেক সময় সইতে পারেন না।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানের জন্য একটা অঙ্গীকার বোধ ও নৈতিক প্রবণতা থাকতে হয় যা আমাদের দেশের অধিকাংশ মালিক-সম্পাদকের নেই। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশের সাংবাদিকতা এখনও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেনি।

সাংবাদিকের অর্থনৈতিক অসুবিধা ছাড়াও তাদের নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। সাংবাদিকদের অধিকাংশই ব্যক্তিগতভাবে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বল থাকায় অনেক সময় তারা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য ঝুঁকি গ্রহণ করতে চায় না।

আবার আইনের শাসনের অভাব ঘটলে অনুসন্ধানী রিপোর্টার অনেক সময়ই হুমকির সম্মুখীন হন। অনেক সময়ই তাঁদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। নিরাপত্তার অভাব তীব্র হওয়ায় জীবননিষ্ঠ অনেক অনুসন্ধানেই তাঁরা অগ্রসর হন না। এ দেশে জানমালের নিরাপত্তাতো নেই-ই উপরন্তু পেশাগত মর্যাদাও তাঁরা অনেক সময় পান না।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রসহ যে কোন বিষয়ে রিপোর্ট করার জন্য একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ দরকার। রাজনৈতিক ও সামাজিক অন্যায় কিংবা উন্নয়নকর্মে দুর্নীতি নিয়ে

www.pathagar.com

অনুসন্ধানী রিপোর্ট করা চলে। কিন্তু কাজ করার স্বাধীনতা না থাকলে তদন্তে মনোযোগ দেয়া যায় না।

জানার অধিকার (Right to know) একজন সাংবাদিকের অবশ্যই আছে। এই জানার অধিকারটুকু থেকে বঞ্চিত হলে একজন অনুসন্ধানী রিপোর্টার তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেন না। অনুসন্ধানমূলক রিপোর্ট করার জন্য একটি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য আদর্শ সমাজব্যবস্থা থাকা দরকার। সংস্কারমূলক সমাজব্যবস্থা (Reformative social system) থাকলে অনুসন্ধানী রিপোর্টার এ ধরনের রিপোর্টিং করতে পিছপা হন না।

সত্যান্বেষী সাংবাদিকতা তখনই সম্ভব যখন 'সিস্টেমে' পুরোপুরি স্বাধীনতা বজায় থাকে। অর্থাৎ একটি আদর্শ সমাজব্যবস্থায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বজায় থাকে এবং স্বাধীনতার নামে আবার যখন সংবাদপত্রে স্বেচ্ছাচারিতা চলে না। সরকার ও জনগণ উভয়ের পক্ষ থেকেই সমাজের অশুভ দিকটিকে তুলে ধরে তা সংশোধনের কথা বলা হয়, তখনই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপটি বোঝা যায়। স্বাধীনতার পাশাপাশি নৈতিকতাবোধ থাকলে সাংবাদিক লেখার ক্ষেত্রে গঠনমূলক ও জনকল্যাণমূলক মনোভাব বজায় রাখেন। এতে জনগণ উপকৃত হয়, সরকারও উপকৃত হয়।

অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের ধাপসমূহ

একটি ধারণা, সামান্য একটু তথ্যকণা (Tips) কিংবা ছোট্ট একটা ঘটনা থেকেই অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের যাত্রা শুরু হয়ে থাকে। অজ্ঞাতপরিচয় কোন সূত্র কোন ঘটনার সামান্য একটি খেই ধরিয়ে দিতে পারে। রিপোর্টার যদি তাঁর কল্পনাশক্তি দিয়ে ওই সামান্য তথ্যকণা থেকেই বুঝতে পারেন যে এর পিছনে ঘটনার বিশাল ব্যাপ্তি বা নেটওয়ার্ক কাজ করছে এবং তিনি যদি বুঝতে পারেন এই তথ্যকণার প্রেক্ষিতে গবেষণার একটা সম্ভাবনা আছে ও তার রেশ ধরে আরো অনেকদূর এগোনো যায় তাহলে তিনি তাঁর অনুসন্ধান কাজে নেমে পড়তে পারেন। তিনি যদি মনে করেন প্রাপ্ত তথ্যের সূত্র ধরে তিনি কোন রহস্যাবৃত ঘটনাকে উন্মোচিত করতে পারবেন তাহলে তিনি তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে পারেন।

অনুসন্ধানী রিপোর্টিং খুবই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার এবং কোন ঘটনার মূল রহস্য উদ্‌ঘাটনে রিপোর্টারকে পর্যায়ক্রমে এগোতে হয়। তাঁর কাজের অনেকগুলো ধাপ আছে। সেই একেকটি ধাপই গুরুত্বপূর্ণ। একটি ধাপ পেরিয়ে মাঝপথে হয়তো ঘটনার নতুন কোন মোড় নিতে পারে। আবার বেশ কিছু ধাপ এগোনোর পর তিনি

www.pathagar.com

হয়তো বুঝতে পারেন যে তিনি যতটুকু এগিয়েছেন, পুরোটাই ভুল পথে এগিয়েছেন। তাই রিপোর্টারকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রতিটি ধাপ অতিক্রম করতে হয় এবং প্রতিটি ধাপেই তাঁকে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। আমরা পরের পৃষ্ঠায় অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের ধাপসমূহের দুটো কাঠামো আঁকবো এবং তা থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

অঙ্কিত কাঠামোয় অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের পর্যায়ক্রমিক ধাপ দেয়া হয়েছে। দুটো কাঠামোই প্রকৃতপক্ষে এক। তবে প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টিতে একেকটি ধাপের বিস্তারিত অনুষঙ্গগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

একটি ধারণা থেকেই একটি অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের শুরু। এই ধারণাটা হঠাৎ করেই মাথায় আসে না। একটি ধারণা জন্ম দেয়ার জন্য কিছু মস্তিষ্ক চালনা প্রয়োজন। অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং মানুষের কার্যকারণ নিয়ে পরিচালিত হয়। এটা কোন শিলাবৃষ্টি নয় বা প্রচণ্ড ঝড় নয়। বরং মানুষেরই সৃষ্ট ত্রুটি, উদাসীনতা ও অবহেলার কারণে সংঘটিত কোন দুর্ঘটনা। তাই এখানে আগাগোড়া তদন্ত বা অনুসন্ধানের ব্যাপার রয়েছে। ফলে প্রাথমিক ধারণাতেই রিপোর্টারকে বুঝে নিতে হবে বিষয়টি নিয়ে এগোনো যায় কিনা, কিংবা বিষয়টি অনুসন্ধানের জন্য বাছাই করবেন কিনা। এই ধারণাটা গড়ে ওঠে কোন কিছু পড়ে, কোন গোপন তথ্যকণা থেকে, কোন অজ্ঞাতপরিচয় সূত্র থেকে। কোন ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে অথবা কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে কিংবা তাঁর দৈনন্দিন কাজের মধ্যেই হঠাৎ কোন ব্যতিক্রমী কিছু তথ্য থেকে। কিংবা এমনও হতে পারে হঠাৎ করেই তাঁর চোখের সামনে এমন কোন ঘটনা ঘটে গেল যাতে করে তিনি মনে মনে একটি ধারণা গড়ে নিতে পারেন বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করা যেতে পারে। এগোনো যেতে পারে। অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের ধরনটা এমন—এ যেন প্রথমে বৃষ্টির দু'একটি ছিঁটেফোঁটা, তারপরেই প্রবল বর্ষণ। আর তাই ছোট কোন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি ধারণা গড়ে ওঠার পর তার খেই ধরে এগোলে দেখা যায় ঘটনার শাখা-প্রশাখা ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে পড়ছে।

একটি বিষয়কে নিয়ে শক্তিশালী ধারণা গড়ে ওঠবার পর তার সম্ভাব্যতা যাচাই করে নিতে হয়। বিষয়টি তদন্ত করার মতো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কিনা, এ সম্পর্কে কতটুকু তথ্য উদঘাটন করা যাবে। রহস্যের উদ্‌ঘাটনে কতটুকু জনস্বার্থ পালিত হবে, সমাজের কতটুকু মঙ্গল সাধিত হবে এসব কিছু ভেবে নিতে হয়। ঘটনাটি বা বিষয়টির সংবাদমূল্য কতটুকু আছে তা বুঝতে হবে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করতে

www.pathagar.com

কাঠামো নং-১

কাঠামো নং –২

www.pathagar.com

গিয়ে কি রকম বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে, কষ্টসাধ্য হবে কিনা, কি রকম সময় লাগবে, রিপোর্টারের নিরাপত্তার গ্যারান্টি কতটুকু অথবা রিপোর্টটি করতে গিয়ে তিনি কতখানি আর্থিক ও নৈতিক সমর্থন পাবেন এসব নিয়ে আগেভাগেই ভেবে নিতে হয়। মূল কথা, আনুষঙ্গিক সব বিষয়কে কেন্দ্র করে রিপোর্টটির সম্ভাবনা কেমন সেটা বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হয়।

সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পর রিপোর্টারকে প্রথমবারের মতো সিদ্ধান্ত নিতে হবে তিনি আরেক ধাপ এগোবেন কিনা। তাঁর যাত্রাটা যদি লক্ষ্যহীন হয় তাহলে পরবর্তী ধাপে এগোনো অর্থহীন হবে। তবে পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়ার আগে তিনি ভেবে দেখবেন এই পর্যায়ে তাঁর সর্বোচ্চ লক্ষ্য কতটুকু। তাঁর সামনে এগোনোটা যদি উদ্দেশ্যসাধক মনে হয় তবে তিনি অবশ্যই সামনে এগোবার সিদ্ধান্ত নেবেন।

এর পরের ধাপে রিপোর্টারকে রিপোর্টটির পরিকল্পনা ও ভিত্তি নির্মাণ করতে হবে। তাঁকে নির্ধারণ করতে হবে তদন্ত করতে গিয়ে তিনি কি পদ্ধতি অবলম্বন করবেন। কোন্ কৌশল অবলম্বন করবেন। এক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা কি হবে, কিভাবে তিনি বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করবেন, কার কার কাছে তথ্যের জন্য যেতে হবে, তাঁর সময়কে তিনি কিভাবে কাজে লাগাবেন প্রভৃতি। তাঁকে একটা কার্যপ্রণালী ঠিক করে নিতে হবে। কার্যসমূহের একটি সূচী বা সিডিউল অথবা চার্ট তৈরি করে নিতে হবে। তাঁর দায়িত্বের অংশগুলোকে ভাগ ভাগ করে নিতে হবে যাতে ঠিক সময় মত নির্দিষ্ট কাজগুলো করতে পারেন। কাজের একটা সুন্দর ভিত্তি তৈরি হয়ে গেলে এবং আগামী কাজের একটা পরিকল্পনা বা ছক মাথার মধ্যে থাকলে পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হওয়া তাঁর জন্য সুবিধাজনক হবে।

পরিকল্পনা ও ভিত্তি নির্মাণ হয়ে গেলে তাঁর সামনে আসবে এই ধরনের রিপোর্টিংয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তর 'প্রাথমিক গবেষণা'। গুরুত্বপূর্ণ এই স্তরেই অনুসন্ধানী রিপোর্টার বিভিন্ন রেকর্ডপত্র অনুসন্ধান করে থাকেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে থাকেন। বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণ করেন। প্রাপ্ত তথ্যের তুলনামূলক ও দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণ করে থাকেন। বিভিন্ন ফাঁকফোকর থাকলে তা পূরণ করার চেষ্টা করেন। এই পর্যায়টি হচ্ছে পুরোপুরি গবেষণার অন্তর্ভুক্ত তাই তাঁকে কয়েকটি বিষয়ে খুব বেশি ব্যস্ত থাকতে হয়। বিশেষ করে তিনটি বিষয় তাঁর জন্য খুব জরুরি।

এক. বইপত্র পড়া;

দুই. বিশেষজ্ঞদের মতামত নেয়া এবং

তিন. ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যক্ষদর্শী বা অভিজ্ঞতা অর্জনকারীদের সঙ্গে কথা বলা।

www.pathagar.com

এই তিনটি কাজ এক সঙ্গে চালাতে গিয়ে রিপোর্টার ঘটনার বিভিন্ন যোগসূত্র আবিষ্কার করতে পারেন। তাঁর পড়াশুনা, বিভিন্ন জনের মতামত ও কথাবার্তা বিনিময়ের পর প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে বিশ্লেষণ করে রিপোর্টার একটি প্রায়-সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে সক্ষম হন। তুলনামূলক বিশ্লেষণের পর তিনি তাঁর তথ্যাবলীর একটা সমন্বয় সাধন করেন। প্রাপ্ত তথ্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভের প্রেক্ষিতেই তিনি তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপের কথা চিন্তা করতে পারেন। মাথায় তাঁর নতুন নতুন প্রশ্ন এসে যেতে পারে। এই পর্যায়েই তিনি বুঝে নিতে পারেন কোথায় কোথায় এবং কি কি বিষয়ে তদন্ত করা যেতে পারে। কোন্ কোন্ বিষয়ে আর বেশিদূর অগ্রসর না হলেও চলে। মানুষের দ্বারা সৃষ্ট অনিয়মের উদ্‌ঘাটনই যেহেতু এই রিপোর্টিংয়ের কাজ তাই প্রাথমিক গবেষণার সময়ই মোটামুটি ধরে ফেলতে হবে এর সঙ্গে কারা কারা জড়িত কিংবা এই বিষয়ে কারা কারা ওয়াকিবহাল।

প্রাথমিক গবেষণার সময়েই ঘটনার সঙ্গে জড়িতরা অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ করবে। রিপোর্টারকে ভুল পথে পরিচালিত করার জন্য সম্ভাব্য দোষী ব্যক্তিরা মিথ্যা কথা বলবে। তখন তদন্তকারীর উচিত হবে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগকে যাচাই করে দেখা। সংশ্লিষ্টদের বিবৃতিকে যাচাই করে দেখা। যাচাই করতে গিয়ে তাঁকে কোন কোন তথ্য গ্রহণ বা কোন কোন তথ্য বর্জন করতে হবে। নিজেকেই বিশ্লেষণের মাধ্যমে সত্য মিথ্যাকে নিরূপণ করে নিতে হবে। তীব্র একটা মানসিক চাপের মুখে এ সময়টা রিপোর্টারকে জটিল পরিস্থিতির তদন্ত করতে হবে। তাঁকে ধৈর্য ধরে কাজ করতে হয়। তাঁকে বিভিন্ন জনের বক্তব্যের সংগতি ও অসংগতি খুব ভালোভাবে বিশ্লেষণ করতে হয় এবং বক্তব্যের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব থেকে মূল ব্যাপারটি বের করে আনতে হয়। এই দ্বান্দ্বিক অবস্থানের সময় যদি রিপোর্টার যুক্তিপূর্ণ দৃষ্টিকোণটি গ্রহণে ব্যর্থ হন তবে তাঁর পুরো পরিকল্পনাই ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে। সুচিন্তিত যাচাইয়ের মাধ্যমে রিপোর্টার সঠিক সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে পারেন।

প্রাথমিক গবেষণার সময়ই ঘটনার একটা চিত্র পাওয়া যায়। তার মানে এই নয় যে রিপোর্টার তাঁর অনুসন্ধানকৃত মূল সমস্যার রহস্যটি উদ্‌ঘাটন করে ফেলেছেন। তাঁকে আবার পিছনে ফিরে যেতে হবে তাঁর আগেকার বিভিন্ন পদক্ষেপে, তথ্য সন্নিবেশনে কোন ভুল ছিল কিনা। অর্থাৎ তাঁকে বিষয়টি নিয়ে পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। এই পর্যায়েই রিপোর্টারকে চিহ্নিত করতে হবে কোন্ কোন্ বিষয় সত্য কিংবা কাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা যায়। পুনর্মূল্যায়ন পর্যায়েই তিনি তাঁর প্রাপ্ত তথ্যের সত্যমিথ্যার ওপর রায় টানার জন্য বিভিন্ন অভিজ্ঞজন, আইনবিদ, বিশেষজ্ঞ প্রমুখের

www.pathagar.com

সঙ্গে কথা বলে নেবেন। পুনর্মূল্যায়নের ধাপটি বেশ কঠিন। কারণ এখানেই তিনি তাঁর কাজের প্রায় ৯০ শতাংশ শেষ করে আরো একধাপ এগোনোর চিন্তা-ভাবনা করেন। এই পর্যায়েই ধরা যায় অপরাধের মূল সুরটি কোথায়। প্রাথমিক গবেষণায় যে পুরো সত্যকে আবিষ্কার করা যায়নি, তা এখানে পাওয়া যেতে পারে।

পুনর্মূল্যায়নের পরই রিপোর্টার সিদ্ধান্ত নেবেন যে তিনি আরো একধাপ এগোবেন কিনা। যদি মনে করেন তাঁর এগোনো উচিত তাহলে তিনি 'গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারের' স্তরে উপনীত হবেন। পূর্বের কতকগুলো ধাপ পেরিয়ে এই পর্যায়ে তিনি কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার নেবেন তাঁর প্রাপ্ত সত্যকে প্রতিস্থাপিত করার জন্য। এ পর্যায়েও তিনি বিশেষজ্ঞদের মতামত নেয়া ছাড়াও সম্ভাব্য দোষীদের আরেকদফা সাক্ষাৎকার নিতে পারেন। প্রথম পর্যায়ে দোষীরা হয়তো রিপোর্টারকে অনেক ক্ষেত্রেই এড়িয়ে গেছে। অনেক তথ্য গোপন করেছে বা গোপন করার চেষ্টা করবেই। কিন্তু এ পর্যায়ে রিপোর্টার দোষীদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে ফেলেছেন। অতএব দ্বিতীয় দফার সাক্ষাৎকারে তারা স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য দিতে পারে অথবা আরো কিছু নতুন তথ্য দিতে পারে। দোষীদের স্বীকারোক্তি বা নতুন তথ্যের আলোকে বিশেষজ্ঞরা সম্প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গিতে তাদের বিশেষজ্ঞের মতামত রাখতে পারেন।

এই পর্যায়টিকে একটি প্রস্তুতিপর্বও বলা যায়। প্রাথমিক মূল্যায়ন, পুনর্মূল্যায়ন, প্রথম দফা অনুসন্ধান ও সাক্ষাৎকার এবং দ্বিতীয় দফার গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে যখন তিনি নয়া আরও কিছু তথ্য পাবেন, তখন তাঁর রিপোর্টিংয়ের প্রস্তুতি হিসেবে তিনি চূড়ান্ত মূল্যায়নের দিকে ধাবিত হবেন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রকৃতপক্ষে রিপোর্টারের প্রাপ্ত সকল তথ্যের একটি সমীক্ষা ছাড়া আর কিছু নয়। এ সময় তাঁর বাইরের কাজ শেষ। অতএব তাঁকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী নিয়ে পুনরায় বিশ্লেষণে বসতে হয়। তিনি দেখবেন যা কিছু তথ্য তিনি পেয়েছেন, তা থেকে অভিযোগ উত্থাপন করলে তা টিকে কিনা। কারণ তাঁর অভিযোগের প্রেক্ষিতে পুলিশ বা নিরাপত্তা বিভাগও বিষয়টি আদালতে তুলতে পারে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে পারে। প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণাদি (Evidence) খুব জোরদার কিনা, তা টিকবে কিনা তা রিপোর্টারকে ভেবে দেখতে হবে। অথবা যা তিনি পেয়েছেন তা দিয়ে একজনের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনা যাবে কিনা। কারণ সুনির্দিষ্ট প্রমাণাদি না থাকলে তিনি অপলেখর (Libel) দায়ে দায়ী হতে পারেন এবং তিনি নিজেই মানহানি মামলার সম্মুখীন হতে পারেন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন শেষে রিপোর্টারকে শেষবারের মতো চিন্তা করতে হবে যে তিনি রিপোর্টটি লেখার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন কিনা। যদিও এ ব্যাপারে তিনি তাঁর

www.pathagar.com

সম্পাদকের সাথে কথা বলে নেবেন। তাঁকে তাঁর সম্ভাব্য রিপোর্টের একটা খসড়া বা রূপরেখা দেখিয়ে নেবেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়ার পরই রিপোর্টার বিষয়টি নিয়ে তাঁর সংবাদবিবরণী প্রস্তুত করবেন এবং তা প্রকাশের জন্য বার্তা সম্পাদকের টেবিলে জমা দেবেন। রিপোর্টটি প্রকাশের সময়ও তিনি তা পরীক্ষা করে দেবেন। কারণ তাঁর মুহূর্তের কোন অসাবধানতার কারণে রিপোর্টে অনাহূত কোন কথা লেখা হয়ে যেতে পারে। আর লেখাটি জমা দেবার সময় তাঁর মাথায় রিপোর্টের ফলোআপ পরিকল্পনাও থাকবে।

অনুসন্ধানী রিপোর্টিং কার্যক্রমটা এমন যে সচেতন কিংবা অসচেতনভাবে অথবা আনুষ্ঠানিক কিংবা অনানুষ্ঠানিকভাবে উপরোল্লিখিত পদক্ষেপগুলোকে গ্রহণ করতেই হবে। প্রত্যেকটি পদক্ষেপে এসে রিপোর্টারকে বিভিন্ন দিক চিন্তা-ভাবনা করে এবং ঘটনার মূল্যায়ন সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন দিকে যেতে হবে অথবা আদৌ যেতে হবে কিনা।

এই পদক্ষেপ বা ধাপগুলোকে একটি সার্কিট বা লুপ (চক্র বা সম্পর্ক জাল)-এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারে যাবার আগে পূর্ববর্তী পদক্ষেপ বা পর্যায়গুলোতে একজন রিপোর্টারকে দু'তিন, চার বা আরো বেশি ঘুরতে হতে পারে বা চিন্তা-ভাবনা করতে হতে পারে। অর্থাৎ এখানেই রিপোর্টারকে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সময়টা ব্যয় করতে হতে পারে।

অনুসন্ধানী রিপোর্ট লেখার স্টাইল

অনুসন্ধানের সকল স্তর বা ধাপ অতিক্রম করার পর যখন রিপোর্টার তাঁর লেখাটি লিখতে বসবেন তখন তাঁকে কতকগুলো বিষয় অনুসরণ করেই তা লিখতে হবে। অর্থাৎ

এক. রিপোর্টের কাঠামো হবে উল্টো পিরামিড কাঠামো। অর্থাৎ অনুসন্ধানে প্রাপ্ত মূল তথ্য (Final finding) সংবাদসূচনায় এনে পর্যায়ক্রমে উল্টো পিরামিড কাঠামো অনুসারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং অন্যান্য বিবরণী দিতে হবে।

দুই. লেখার পদ্ধতি হবে সোজাসুজি। সাংবাদিকতার পরিভাষায় যাকে বলা হয় Straight Jacket পদ্ধতি। এখানে কোন ভণিতার অবকাশ নেই। লেখা হবে অতিরঞ্জনবর্জিত।

তিন. রিপোর্ট হবে সংক্ষিপ্ত, সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। এমন হতে পারে কাজ করতে হয়েছে তিন মাস কিন্তু রিপোর্ট তৈরি হলো মাত্র এক কলামের। তবে ফলো আপ দেয়ার জন্য কাগজপত্র বা তথ্য-প্রমাণাদির ক্ষেত্রে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে।

www.pathagar.com

চার. অনুসন্ধানী রিপোর্ট প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিসংখ্যানে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই হয়ে থাকে। তাই পরিসংখ্যান সংক্রান্ত হিসেবের কোন গরমিল রিপোর্টে থাকা চলবে না। সংখ্যামূলক তথ্য উল্লেখ করতে হলে সঠিক তথ্যটি অবশ্যই জানতে হবে। ভুল তথ্য সংযোজন বা সন্নিবেশন পাঠকের বিশ্বস্ততা হারায়।

পাঁচ. রিপোর্টে সরাসরি কাউকে দোষী বলা যাবে না। ব্যক্তিগত মতামতও এতে দেয়া যায় না। রিপোর্টার শুধু মানুষের সৃষ্ট অনিয়ম বা ভুলত্রুটিকে তুলে ধরবেন। তবে কাউকে দোষী বলার মতো পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণাদি থাকলে তাকে দোষী বলা যুক্তিসঙ্গত।

ছয়. কারো স্খলনটাকে তুলে ধরতে গিয়ে যাতে অপলেখ (Libel) না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত অপলেখর জন্য রিপোর্টার মানহানি মামলার মুখোমুখি হতে পারেন।

সাত. অনুসন্ধানী রিপোর্টিং হচ্ছে আবেগবিবর্জিত রিপোর্টিং। এ আবেগাশ্রয়ী নয় বরং যুক্তিনির্ভর। এটি এমন ধরনের রিপোর্টিং যে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের মতো এতে মানবীয়করণেরও খুব একটা অবকাশ নেই। রিপোর্টার তাঁর আবেগ দিয়ে নয় বরং যুক্তি দিয়ে তাঁর মত প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হবেন।

আট. রিপোর্ট যদি পর্বক্রম বা ধারাবাহিক আকারে দেয়া হয় তাহলে পর্বগুলো এমনভাবে সন্নিবেশ করতে হবে যাতে একটি পর্ব পড়ে পাঠকের পরবর্তী পর্বের জন্য প্রবল আগ্রহ থাকে। প্রতিটি পর্ব এমনভাবে শেষ হওয়া উচিত যাতে পাঠক প্রয়োজনে আগামী এক সপ্তাহ বেশ উৎসাহ ও ঔৎসুক্য নিয়ে অপেক্ষা করতে পারে। অর্থাৎ এটা ইঙ্গিত রেখেই একটি পর্ব শেষ করতে হবে যাতে পাঠক পরবর্তী পর্বে যেতে আগ্রহী হয়।

অনুসন্ধানী রিপোর্টিং ঃ সাংবাদিকের নজরদারি দায়িত্ব

আমরা জানি যে সংবাদমাধ্যমের একটি নজরদারি ভূমিকা রয়েছে। অনুসন্ধানী সাংবাদিক এই নজরদারি ভূমিকাটি পালন করতে পারেন অত্যন্ত কার্যকারিতার সঙ্গে। সেনাদলের রাডারযন্ত্রে যেমন শত্রু-মিত্রের বিমান চিহ্নিত করা যায় তেমনি অনুসন্ধানী সাংবাদিকের দুটো তীক্ষ্ণ চোখ এবং ভালোমন্দ বিচার করার সংবেদনশীল মন সমাজের শুভাশুভকে চিহ্নিত করে দেয়।

আমরা আগেই বলেছি যে সকল অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে-পুলিৎজার পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশেও এ ধরনের রিপোর্টিংয়ের জন্য ফিলিপস পুরস্কার প্রবর্তিত হয়েছে।

www.pathagar.com

এই ধরনের রিপোর্টিং সেইসব তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই নির্মিত যা সরকারি নথিপত্র থেকে অথবা পুরাপুরি সমর্থনযোগ্য প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য থেকে পাওয়া যায়। এখানে যে অভিযুক্ত, যার দোষত্রুটি রয়েছে তার নামধাম সুস্পষ্টভাবে লিখতে হয়। এখানে সন্দেহ জিইয়ে রাখার কোন অবকাশ নেই। যিনি দোষী তিনি অবশ্যই অভিযুক্ত হবেন। এখানে ভাবাবেগের আশ্রয় নেই। দুর্নীতি কিংবা অপরাধের প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে ব্যাখ্যামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী লেখার মিশ্রণে এতে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে কি ভুলত্রুটি হয়েছে এবং তার জন্য দায়ী কে।

যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরনের রিপোর্টিংয়ের মাল-মসলাকে স্মোকিং গান (Smoking gun) বলা হয়। আদালতে কোন সন্দেহভাজনকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় জাজ্বল্যমান দলিল প্রমাণাদিই হচ্ছে স্মোকিং গান। ওয়াটারগেট কেলেংকারির মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের যে পদত্যাগের ঘটনা ঘটেছিল তার স্মোকিংগান ছিল হোয়াইট হাউজে গোপন আলোচনার টেপ রেকর্ডিং। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই টেপ রেকর্ডিংয়ের সব কথাবার্তা প্রকাশ করা হয়।

যদি কোন রিপোর্টে কোন দুর্নীতি বা অপরাধের চিত্র তুলে ধরা হয় তাতে সমাধানের কথাও বলা যেতে পারে। অর্থাৎ, উদ্ভূত নোংরা পরিস্থিতিকে কিভাবে পরিষ্কার করা যায় কিংবা এর পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তার জন্য কি করতে হবে। অর্থাৎ, সংশোধনীযোগ্য সুপারিশ উল্লেখ করতে হবে।

এই ধরনের রিপোর্টিংয়ে সাধারণত নেতিবাচক দিকটাই উন্মোচিত হয় কিন্তু জনস্বার্থে ও মানুষের কল্যাণে সেই দিকটির উল্টো পিঠের অর্থাৎ ভালো দিকটাও তুলে ধরতে হবে।

একটি অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের নমুনা

রাজধানী থেকে ৪৪ কিলোমিটার দূরে দাউদকান্দির এক নিভৃত পল্লীতে ঢাকার এক নামজাদা মিষ্টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য গুঁড়োদুধের ছানা তৈরি হয়। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে দাউদকান্দি ফেরিঘাটের কয়েক শ' গজ দূরে শতানন্দী গ্রামে এই ছানা তৈরির কারখানা।

তিনচারটি কুঁড়েঘরে অবস্থিত এই কারখানায় গরুর দুধের সঙ্গে গুঁড়োদুধের ব্যাপক ভেজাল দিয়ে প্রতিদিন চাহিদা অনুযায়ী বেশ কয়েক মণ ছানা তৈরি হয়। প্রত্যহ সকাল দশটা থেকে দুটোর মধ্যে এই বিপুল পরিমাণ ছানা তৈরির পর তা গাড়িতে করে চালান দেয়া হয় এ অভিজাত মিষ্টি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের ঢাকার

www.pathagar.com

গ্রিন রোডের ফ্যাক্টরিতে। ছানা তৈরির জন্য প্রতিরাতে কয়েক বস্তা গুঁড়োদুধ রাজধানী থেকে দাউদকান্দির শতানন্দী গ্রামে পৌঁছে যায়।

ছানা তৈরি ও ছানা তৈরির নেপথ্য কাহিনী জানার জন্যে গত রোববার আমি ঢাকা থেকে শতানন্দী গ্রামে যাই। আমি যখন পৌঁছি তখন বিকাল চারটা। কারখানায় পৌঁছে দেখি তৈরি ছানার চালান ঢাকায় পাঠানো হচ্ছে। কুঁড়েঘরের কারখানার বড় চুলায় তখনো গনগনে আগুনের তাপ। বিশাল কড়াই, হাঁড়ি, ছানার পানি, লাকড়ি এবং গুঁড়োদুধের একটি বস্তাও কারখানার ব্যস্ততম পরিবেশে চোখে পড়লো।

কুড়েঘরের পাশেই পড়ে থাকতে দেখলাম গুঁড়োদুধের পরিত্যক্ত বস্তা। এর মোড়কে লেখা আছে 'ক্রীম মিল্ক পাউডার'। এই গুঁড়ো দুধ নিউজিল্যান্ডের তাও ইংরেজিতে লেখা আছে মোড়কে। তবে এই কারখানার কারিগরদের অলক্ষ্যেই ওই পরিত্যক্ত বস্তুটি পড়ে ছিল। কারণ কারখানার গুঁড়ো দুধ ব্যবহার করেই কাগজের বস্তাগুলো চুলোয় পুড়িয়ে ফেলা হয়। যে বস্তাটি আমি সংগ্রহ করে এনেছি তাও অর্ধেক আগুনে পোড়া।

কারখানার কুঁড়েঘরের পাশেই একটি খাল রয়েছে। খালের দু পাশে শতানন্দী ও পশ্চিম মাইঝপাড়া (বলদাখাল) গ্রামের বেশ কিছু কাঁচা পায়খানা দৃষ্টিগোচর হলো। কারখানার আশপাশে কোন টিউবওয়েল বা পুকুর নেই। ছানা তৈরির কারখানায় ঐ নোংরা খালের পানি ব্যবহার করা হয়। গুঁড়ো দুধ ওই খালের পানিতে গোলা হয় বলে জেনেছি। আমি দেখতে পেলাম ছানা তৈরির কারখানায় কারিগররা ছানার চালান ঢাকায় পাঠিয়ে ঘরে বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন।

আমি ঐ কারখানায় ঢুকতেই একজন কারিগর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি কম্পাউন্ডার সাহেবের বাড়ি? বললেন, না। আমি বললাম এখানে দেখছি বিশাল চুলা। আপনারা কি করেন— এটা কি কোন কারখানা ? উত্তরে তারা বললো, হ্যাঁ এটা ছানা তৈরির কারখানা। আমরা গ্রাম থেকে প্রতিদিন 'খাঁটি গরুর' দুধ সংগ্রহ করে এখানে ছানা তৈরি করি এবং বিকেলে তা ঢাকায় পাঠাই মিষ্টি তৈরির জন্য।

একজন কারিগর আমাকে জানালেন এই খালটার পানি ভালো। এই পানিই তারা কারখানায় ব্যবহার করেন।

এই কারখানাটির পাশেই আরেকটি ছানা তৈরির কারখানা আছে। তবে সেই কারখানায় তৈরি ছানা চট্টগ্রামে যায়। চট্টগ্রামের একটি বহু-বিজ্ঞাপিত মিষ্টির দোকানে ব্যবহৃত হয় এই ছানা।

www.pathagar.com

কারখানা ও কারখানার চারপাশ দেখার পর আমি পশ্চিম মাইঝপাড়া গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা ও ঝুমকা সিনেমা হলের সামনে চায়ের স্টলের লোকদের সাথে আলাপ করি। তবে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে নয়। তাঁরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে এখানে গুঁড়ো দুধের সাথে গরুর দুধ মিলিয়ে তৈরি হচ্ছে ছানা।

তাদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেল, অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত, সতর্ক ও সাবধানী পরিবেশে তৈরি হচ্ছে বিপুল পরিমাণ গুঁড়ো দুধের ছানা। এলাকার মাস্তান ও একটি শক্তিশালী মহলের প্রহরাধীনে চলে এই উৎপাদন। অভিযোগ পাওয়া গেছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়া ঐ কারখানা এলাকায় কেউ গেলে আপত্তি করা হয়। ঢাকা থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয় সবকিছু। কারখানার লোকদের সাথে গ্রামবাসীদের একবার বিরোধ হয়। গ্রামের বেশকিছু মানুষ ঐ কারখানায় গিয়ে প্রতিবাদও করেন। কিন্তু প্রভাবশালীদের ভয়ে নীরব হয়ে যান তারা।

গ্রামবাসীরা আমাকে জানান, গোয়ালাদের দুধ আসে সকাল দশটায় সবার সামনেই। কিন্তু গুঁড়ো দুধ আসে দৃষ্টির আড়ালে। কাকডাকা ভোরেই গুঁড়ো দুধ পানিতে মিশিয়ে দুধ তৈরি করে রাখা হয়। নির্বিঘ্নে নিরাপদে গত কয়েক বছর ধরে দাউদকান্দির শতানন্দী গ্রামে চলছে দেশের সেরা মিষ্টি দোকানের মিষ্টি তৈরির উপকরণ গুঁড়ো দুধের ছানা।

খুব নামকরা এই মিষ্টির দোকানের বিজ্ঞাপনের ব্যাপক ডামাডোলে খাঁটি গরুর দুধের তৈরি মিষ্টিরই প্রচার চলছে। মনভুলানো বিজ্ঞাপনের আহ্বান, আবেদন, আকর্ষণ ও শোরুমের চাকচিক্যে মানুষ গরুর দুধের ছানার পরিবর্তে কিনে নিচ্ছে গুঁড়ো দুধের ছানার মিষ্টি।

সূত্রঃ 'হোটেল-রেস্তোরাঁয় কি খাচ্ছেন' শীর্ষক সিরিজ অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ ফিলিপস পুরস্কারপ্রাপ্ত *দৈনিক বাংলার* সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার আবদাল আহমেদ।

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

রাজনৈতিক রিপোর্টিং

সম্ভবত এ দুনিয়ার গড় মানুষেরই মূল উপজীব্য বিষয়ই হচ্ছে রাজনীতি। রাজনীতি ছাড়া বোধ হয় মানুষের জীবন এক মুহূর্ত চলে না। তবে সবাই যে রাজনীতি করেন তা নয়। কিন্তু গড় মানুষই দেশের কিংবা আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রভাবে কমবেশি আলোড়িত হন। বিশেষ করে আধুনিক এই যুগে মানুষ দিনদুনিয়া সম্পর্কে এত বেশি সচেতন হয়ে উঠেছেন যে কিন্ডারগার্টেনে পড়তে যাওয়া শিশুটিও তার থেকে ব্যতিক্রম নয়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র একে অপরের সঙ্গে এতখানি অঙ্গাঙ্গি জড়িত যে কোন একটি ক্ষেত্রে নাড়া লাগলে তা সকল অংশেই গিয়ে লাগে। রাজনীতির সূত্রটাই এমন যে এর ব্যাপ্তি ও নেটওয়ার্ক বিশাল। কারণ প্রতিটি কর্মকাণ্ডেই যেন রাজনীতির ছোঁয়া পাওয়া যায়।

যাই হোক, সেই রাজনীতি কেউ প্রত্যক্ষভাবে করেন আর জনতার বিরাট অংশ তাদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কোন-না-কোনভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন পরোক্ষভাবে। যেমন কোন্ দুগ্ধজাত দ্রব্য বিদেশ থেকে আনতে হবে, কোন্টা আনা উচিত নয়, কোন্টা আনলে আর্থিক লাভ হবে, কোন্টা আনলে অন্য দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার হবে এ নিয়ে রাজনীতির পক্ষ-বিপক্ষের বিতর্কে কিন্তু ওই শিশুটিও যুক্ত হয়ে পড়ে। কারণ যে খায় তার খাওয়ার ধরন ধারণের ওপরই এটা অনেকখানি নির্ভর করে।

এই প্রেক্ষাপটে বলা যায়, রাজনীতি হচ্ছে সাংবাদিক তথা রিপোর্টারের কর্মের একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র। একে নিয়ে তাই রিপোর্টিং হচ্ছে অহরহ। রাজনৈতিক রিপোর্টিং পত্রিকার পাতায় বিরাট একটা অংশ জুড়ে থাকে। রাজনৈতিক রিপোর্টিংয়ের ব্যাপ্তি এত ব্যাপক যে একটি সংবাদপত্রে এই বিষয়টি নিয়ে একাধিক রিপোর্টার তাঁদের বিট রিপোর্টিংয়ের দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

রাজনৈতিক রিপোর্টিং হচ্ছে ব্যাখ্যামূলক ও অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের সংমিশ্রণ। এ ধরনের রিপোর্টে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থাকে। তবে অনুসন্ধানমূলক ব্যাপারও এই ধরনের রিপোর্টিংয়ে অনেক সময়ই হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক রিপোর্টিংয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ক্ষমতাসীন দল বা তাদের সরকার এবং তাদের বিরোধী দলসমূহ। রাজনৈতিক রিপোর্টিংয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে শাসক এবং শাসিত জনগণ। অর্থাৎ এখানে সরকার বা সরকারি দলের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। জনগণ বা প্রজারা হচ্ছে তাদের সেই ভূমিকার ক্ষেত্রভূমি। তাই রাজনৈতিক রিপোর্টিং অনেকটা টেকনিক্যাল (Technical) রিপোর্টিংয়ের মত। কারণ টেকনিক্যাল রিপোর্টিং হচ্ছে (মানবীয়) যোগাযোগের একটি বিশেষ শাখা। আমরা জানি যোগাযোগের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে একটি ধ্যানধারণা বা তথ্যকে একটি মানুষের কাছ থেকে অন্য মানুষের কাছে প্রেরণ। এখানে তাই জড়িত রয়েছে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ও একটি বিশেষ প্রাপক বা শ্রোতাদর্শক দল। তাই এই যোগাযোগ হয় পরিকল্পিত এবং এই পারস্পরিক যোগাযোগটা এমনভাবে করতে হয় যে তাতে করে উভয়েই লাভবান হয়। রাজনৈতিক রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড মানেই তার সঙ্গে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট রয়েছে। আর সে জন্যই রাজনৈতিক নেতারা যে কথা বলেন, সাধারণত ধরে নেয়া যায় যে তিনি জনকল্যাণের স্বার্থেই তাঁর কথাগুলো বলছেন। আর তাই রাজনৈতিক রিপোর্টার যখন তাঁর রিপোর্ট লেখেন তখন তাঁকে খেয়াল রাখতে হয় তাঁর রিপোর্টে ওই রাজনৈতিক নেতা কিংবা তাঁর দলের উদ্দেশ্য তাতে প্রতিফলিত হয়েছে কিনা অথবা তাদের বক্তৃতা-বিবৃতির সারমর্ম সংশ্লিষ্ট জনগণের কাছে পৌঁছেছে কিনা।

রাজনৈতিক নেতারা (তারা যে দলেই থাকুন না কেন) চান তাঁদের বক্তব্য, তাঁদের কর্মকাণ্ড এবং কর্মসূচির কথাবার্তা যেন জনগণের কাছে পৌঁছে। তবে এই পৌঁছে দেয়ার ধরনটি কিন্তু এখন একটু বদলে গেছে। যদিও বর্তমান সমাজ প্রচারণা সমাজ (Propaganda society)-এ পরিণত হয়েছে তবু নেতা-নেত্রীরা তাঁদের বক্তব্য জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য যতখানি না ব্যস্ত তার চেয়ে জনগণই তাঁদের সম্পর্কে খোঁজ নিতে বেশি আগ্রহী। রাজনৈতিক বিবর্তনের প্রথম পর্যায়ে শাসকই শাসিতের খবরাখবর নিত। রাজার শাসন প্রজাদের কাছে গ্রহণযোগ্য কিনা তা দেখার জন্য তাঁরা গোপনে খবর নিতেন। আমরা আগেই বলেছি যে, সম্রাট আকবর তাঁর খুফিয়ানবিশদের দিয়ে গোপনে দেশের হালহকিকত জানতেন। সম্রাট অশোকও তাঁর 'প্রতিবেদক'দের মারফত সাম্রাজ্যের খবরাখবর জানতে পারতেন। ইতিহাস ঘেঁটে আমরা তাই দেখতে পাই যে রাজা-বাদশাহরা প্রজাদের অবস্থা পর্যালোচনা ও তাদের সুখ-দুঃখ তথা মতামত প্রত্যক্ষভাবে জানার জন্য ছদ্মবেশ ধারণ করে রাজ্য পরিদর্শন করতেন। কিন্তু তা ছিল একমুখো যোগাযোগ (One way communication). রিপোর্টিংও তাই অনেক সময় হতো একতরফা ও

www.pathagar.com

পক্ষপাতযুক্ত। কারণ রাজার নিয়োজিত লোকেরা 'প্রজারা সুখে আছে' বলে প্রভুর গুণকীর্তন করতেন। এই প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে জনগণ বা প্রজারাই রাজা ও তাঁর রাজ্যের খবরাখবর নিতে শুরু করে। আর এখন তো জনগণ রাজ্য শাসনে শাসকদের উপর রীতিমত প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। এই প্রেক্ষাপটে বলা যায়, শাসক, শাসিত এবং শাসনের ধরন এ সবই এখন রাজনৈতিক রিপোর্টিংয়ের মূল বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। গণমাধ্যমসমূহের ব্যাপক প্রসারের ফলে রাজনৈতিক নেতাদের সামাজিক মিথস্ক্রিয়া (social interaction) এখন অনেক বেড়ে গেছে। জনগণ হচ্ছে রাজনৈতিক নেতাদের যোগাযোগের অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ শরিক। ফলে রাজনৈতিক রিপোর্টিংয়ের মাত্রাও এখন বেড়ে গেছে।

রাজনৈতিক রিপোর্টিংয়ের কতকগুলো উপাদান

আমরা জানি সরকারি দলের এমন কিছু নীতিমালা আছে যা প্রতিপালনের মাধ্যমে তারা ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা করে। অবশ্য প্রতিটি রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্যই হলো ক্ষমতা দখল। আর তাই আজ যে বিরোধী দলে সেও তার উন্নততর আদর্শ ও নীতিমালার কথা প্রচার করে জনগণের আস্থা অর্জন করতে চায় যাতে তারা ভবিষ্যতে ক্ষমতা দখল করতে পারে। আর ক্ষমতাসীন দলও বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়ে, উন্নততর শাসনব্যবস্থা দিয়ে জনগণের তরফ থেকে প্রাপ্ত আস্থাকে অক্ষুণ্ন রাখতে চায়। সরকারি দল দেশটাকে কত ভালো বা নিখুঁতভাবে শাসন করছে তার ধরনটা বোঝা যায় সমাজের প্রকৃতিটা দেখে। রাজনৈতিক রিপোর্টার সমাজের সেই রাজনৈতিক চিত্রটাকেই তুলে ধরেন।

ক্ষমতাসীন বা বিরোধী উভয় দলের কার্যকলাপের প্রভাব জনগণের ওপর পড়ে। সেই প্রতিক্রিয়ার ধরনধারণ রিপোর্টারকে জানতে হয়। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড কিভাবে হচ্ছে তাও রিপোর্টারকে জানতে হয়। যেসব উপাদান রিপোর্টারকে জানতে হয় সেগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

এক. বিভিন্ন নেতা বা নেত্রী
দুই. রাজনৈতিক দলসমূহ
তিন. রাজনৈতিক দলগুলোর দর্শন বা নীতিমালা
চার. দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা
পাঁচ. দেশের শাসন ব্যবস্থা
ছয়. জনগণের মৌলিক অধিকার

www.pathagar.com

- সাত. জনগণের ভূমিকা
  আট. দেশের বিচার ব্যবস্থা
  নয়. রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকাণ্ড বা ভূমিকা
  দশ. দেশের সাংবিধানিক অবস্থা।

রাজনৈতিক রিপোর্টারকে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও তার নেতানেত্রী সম্পর্কে জানতে হয়। তাদের রাজনৈতিক ভিত্তি, পারিবারিক ভিত্তি, শিক্ষাগত যোগ্যতা, চেহারায় কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, রাজনৈতিক বা পারিবারিক কোন ইতিহাস সবই রিপোর্টারকে জানতে হয়। এছাড়া একজন সফল রাজনৈতিক রিপোর্টারকে কমবেশি সব রাজনৈতিক নেতানেত্রীর সাথে ভালো যোগাযোগ রাখতে হয়, বিশেষ করে সরকার ও বিরোধী দলের নেতা, দলসমূহের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কিংবা তাদের মুখপাত্রদের সঙ্গে ভালো যোগাযোগ রাখতে হয়।

ঠিক একইভাবে রাজনৈতিক দলসমূহের নীতিমালা, দর্শন কিংবা তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচির সঙ্গে রিপোর্টারকে পরিচিত থাকতে হবে। কারণ রাজনৈতিক কর্মসূচির সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার হেরফের ঘটে। এ জন্যে রিপোর্টার যদি এ নিয়ে আগাম একটি প্রস্তুতি নিয়ে রাখেন তাহলে তাঁর পক্ষে কাজ করা সুবিধা হয়।

দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা, নির্বাহী ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা ও সাংবিধানিক ব্যবস্থা সম্পর্কেও রাজনৈতিক রিপোর্টারকে সচেতন ও সম্যক অবহিত থাকতে হয়। বিশেষ করে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁকে একটু বেশি হারে খোঁজখবর রাখতে হয়। কারণ দেশ কোন্ পদ্ধতিতে চলছে সে সম্পর্কে অবহিত থাকলে তাঁর পক্ষে কাজ করা সুবিধা হয়। দেশটি রাষ্ট্রপতিশাসিত পদ্ধতিতে নাকি সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে চলছে এবং তার ফলে সমাজে কি রকম প্রভাব পড়ছে এ সম্পর্কে জানলে রিপোর্টিং করা সুবিধা। এতে রিপোর্টিংয়ের জন্য সম্ভাবনাসূত্র ও উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিন্নতার কারণে নির্বাহী বা শাসন ব্যবস্থায়ও হেরফের ঘটে। ফলে খবরের সূত্র বা উপাদানের ক্ষেত্রেও হেরফের ঘটে। কারণ রাষ্ট্রপতিশাসিত পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতিই হচ্ছেন মূল নির্বাহী, অপরদিকে সংসদীয় পদ্ধতিতে প্রধানমন্ত্রী হলেন মূল নির্বাহী। ফলে ওই দুই ব্যবস্থায় কার কাছে গেলে রিপোর্টার তাঁর রিপোর্টকে সমৃদ্ধ করতে পারবেন সেটা তাঁকে জানতে হবে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিন্নতার কারণে নির্বাহী ব্যবস্থার যে পরিবর্তন সূচিত হয় সে

www.pathagar.com

সম্পর্কে রিপোর্টারকে জানতে হয়। দেশের সব নিয়মকানুন চলে সংবিধান অনুসারে। সংবিধানে দেশ পরিচালনার সকল নির্দেশিকা দেয়া আছে। একজন রিপোর্টার রাজনীতি নিয়ে রিপোর্ট করতে গেলে তাঁকে অবশ্যই সংবিধানের সব খুঁটিনাটি বিষয় জানতে হবে। সংবিধান হচ্ছে দেশের মৌলিক বা প্রাথমিক আইন। মূল সংবিধানটি সম্পর্কে জানলে তারপর এর সংশোধন প্রক্রিয়া কিংবা এর ধারাবাহিকতা সম্পর্কে বোঝা যায়। যেহেতু একজন রিপোর্টারকে দেশের সব হালহকিকত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হয় তার পেশাগত কারণেই। তাই সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাসমূহে চলমান পরিবর্তন তাঁর নজর এড়াবে না।

দেশের সংবিধানে বর্ণিত প্রচলিত আইন সম্পর্কে তাকে জানতে হবে। দেশের প্রধান প্রধান সমস্যা বা বহুল আলোচিত ও বিতর্কিত বিষয়গুলো সম্পর্কে তাকে জানতে হবে। সমকালীন অনেক বিষয় সম্পর্কেও তাকে জ্ঞান রাখতে হবে। বিচার বিভাগ আইন প্রতিপালন কি রকম করছে কিংবা নির্বাহী বিভাগ সেই আইন কতখানি সুচারুরূপে তা প্রয়োগ করছে সব কিছুই রিপোর্টারকে জানতে হয়।

রাজনৈতিক দল ও তাদের পরিচয় জানা ছাড়াও তাদের দফতর ও নেতা নেত্রীদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে হয়। রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে পরিচয় এবং তাদের মধ্যে কার কতখানি বিশ্বাসযোগ্যতা কিংবা তাদের কার বক্তব্যের গুরুত্ব কতখানি এ সবই জানতে হয়। একজন রিপোর্টারকে একটি দলের প্রকৃত লক্ষ্য সম্পর্কে জানিতে হবে। ওই লক্ষ্যগুলোর মধ্যে থাকতে পারে ক্ষমতায় যাওয়ার পন্থা ও ক্ষমতায় টিকে থাকার ব্যাপারসমূহ। রাজনৈতিক দলগুলো তাদের দর্শন নিয়ে কাজ করলেও তারা বাস্তবতার নিরিখেই তাদের রাজনৈতিক দর্শন রচনা করে থাকে। অর্থাৎ কার্যক্রম নিয়েই তাদের যাত্রা। তাই রাজনৈতিক রিপোর্টিং হচ্ছে কার্যক্রম অনুসারী ও ফলপ্রসবিনী (Action & result-oriented). দলগুলোর বাস্তব অবস্থা এবং তাদের কার্যকলাপের বাস্তবতার নিরিখে রিপোর্টিং করতে হবে। একজন নেতা মুখে যা বলছেন এবং তার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার সাযুজ্য আছে কিনা তাকে খুঁজে বের করা হচ্ছে রাজনৈতিক রিপোর্টারের কাজ। রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রমের প্রেক্ষাপটে জনগণের ভূমিকাটা কি তা দেখতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর দর্শনে জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা দেখতে হবে। যেহেতু জনকল্যাণের স্বার্থেই রাজনৈতিক দলগুলো নিবেদিত তাই যে কোন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের ওপর নজর রাখতে হবে-তাঁরা তাঁদের ওয়াদা কতখানি পালন করছেন।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক রিপোর্টিংয়ের প্রকৃতি

রাজনৈতিক রিপোর্টিংয়ের প্রকৃতি ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের খুবই ঘনিষ্ঠ। এ ধরনের রিপোর্টিংয়ে দিকনির্দেশনা থাকে। যা ঘটলো শুধু তাই পাঠককে জানানো রাজনৈতিক রিপোর্টিংয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য নয় বরং আগামীকাল কি ঘটতে পারে সে সম্পর্কে কিছুটা আভাস থাকতে হবে। রাজনৈতিক রিপোর্টিং তাই সব সময়ই কার্যক্রমমুখর ও ফল-উদ্ভাবনী।

রাজনৈতিক রিপোর্টিংয়ের সাথে সাধারণ রিপোর্টিংয়ের পার্থক্য রয়েছে। সাধারণ রিপোর্টিংয়ের মত কে, কি, কখন ফরমুলা এখানে চলে না। এ ধরনের রিপোর্টিং সব সময়ই বিশ্লেষণধর্মী। রাজনৈতিক দলগুলোর এক একটি রাজনৈতিক কৌশল থাকে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দেরও নিজ নিজ রাজনৈতিক কৌশল থাকে। তাদের কৌশলের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে রিপোর্টারকে জানতে হয়। তাঁদের রাজনৈতিক মারপ্যাঁচকে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা রাজনৈতিক রিপোর্টারের থাকতে হবে। দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই একজন রিপোর্টার রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতৃবৃন্দের ভবিষ্যৎ কর্মধারা কিংবা সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আলোকপাত করবেন।

ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের মতোই এ ধরনের রিপোর্টিংয়েও ঘটনার পটভূমিকে তুলে আনতে হয়। রিপোর্টিংকে সুসংবদ্ধ করার জন্য ঘটনার প্রেক্ষাপটকে অবশ্যই বর্তমান রিপোর্টিংয়ে সংযোজন করতে হবে। যেহেতু রাজনীতি হচ্ছে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, ফলে এতে প্রতিনিয়ত ঘটনার স্রোত বয়ে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে রাজনীতির কোন ঘটনা বা ঘটনাপ্রবাহ অথবা বিষয় কিংবা পরিস্থিতিকে অর্থপূর্ণভাবে তুলে ধরতে, ঘটনার আদ্যোপান্ত দিকটির সঙ্গে পাঠককে পরিচয় করিয়ে দিতে সুদূর অতীত না হলেও সদ্য অতীতের পটভূমিকে যুক্ত করতেই হবে।

রাজনৈতিক রিপোর্টিংয়ের অন্যতম উপাদান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাই রাজনীতিকের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিচরিত্র সম্পর্কে জানতে হবে। কারণ তাঁর ব্যক্তিমানসের ওপরই অনেক সময় রাজনৈতিক রিপোর্টের ঝোঁকখানি নির্ভর করে। কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যদি রিপোর্টিংয়ে আসেন তাহলে তাঁর অতীত ভূমিকা, বক্তব্য, কর্মসূচি ইত্যাদি সম্পর্কে অবশ্যই জানতে হবে। বর্তমানে তাঁর ভূমিকা ব্যাখ্যা করার জন্য তাঁর দূরদর্শিতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দায়িত্ববোধ, নেতৃত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে রিপোর্টারের ব্যাপক ধারণা থাকতে হবে এবং এই ধারণাটা পর্যাপ্ত থাকতে হবে।

রাজনৈতিক রিপোর্টিংয়েও মানবীয় আবেদনের ছোঁয়া দিয়ে তাকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। মানবীয় আবেদনের ছোঁয়াসমৃদ্ধ রিপোর্টের

www.pathagar.com

পাঠকচাহিদা দারুণ। এই উপাদানসমৃদ্ধ রিপোর্ট পাঠককে বিষয় বা ঘটনার সঙ্গে একাত্ম করে তোলে। রাজনৈতিক রিপোর্টিংয়ে মানবীয় আবেদনের উপাদানের সুবিধা ব্যাপক। রাজনীতি সব সময় কূটকৌশলের সঙ্গে সংযুক্ত। এটা নিয়ে অনেক সময় বিশ্রী ব্যাপার-স্যাপারও ঘটে। কিন্তু তার পরেও মানবীয় আবেদনের উপাদান এই বিষয়টিতে সব সময়েই মেলে। তবে মানবীয় উপাদানের স্পর্শ দিতে গিয়ে অথবা রাজনৈতিক ব্যক্তির ব্যক্তিচরিত্র অংকন করতে গিয়ে রিপোর্ট যাতে কুৎসাপূর্ণ না হয়ে পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

রাজনৈতিক রিপোর্টিংয়ের একটি সাধারণ দিক প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ ক্ষমতায় থাকাকালে একজন রাষ্ট্রনায়ক কিংবা তাঁর পরিবারের যতখানি সমালোচনা করা হয়, ক্ষমতাচ্যুত হয়ে পড়লে তাদের ওই সমালোচনা পাহাড় সমান হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোসের পতনের পর তাঁকে নিয়ে কিংবা তাঁর পত্নী ইমেলদা মার্কোসের চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকা সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এটা হওয়া উচিত নয়। কারণ কোন ব্যক্তি ক্ষমতায় থাকাকালে যে মর্যাদা ভোগ করেন ক্ষমতার বাইরেও একই মর্যাদা ভোগ করেন।

তবে কোন ব্যক্তি যদি সরকারের কোন উচ্চপদস্থ অবস্থানে থেকেও তার অবস্থানগত আচরণ ও ভূমিকা সরকারি এবং জনস্বার্থকে আঘাত করে তবে তার বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণাদি সাপেক্ষে অভিযোগ আনা যেতে পারে। রাজনীতিকদের উদার-নৈতিকতার কারণে এই বিষয়ে বহু অপলেখমূলক রিপোর্ট হয় কিন্তু সে বিষয়ে রাজনীতিকরা তেমন কোন প্রতিবাদ করেন না। রাজনৈতিক রিপোর্টে তাই রাজনীতিকের বিরুদ্ধে লেখালেখির সুযোগ প্রচুর। এই প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক রিপোর্টিং হচ্ছে ভিন্নতর রিপোর্টিং। তারপরেও কথা থাকে, অনেক কিছু লেখা গেলেও এখানে স্বেচ্ছাচারিতা আসা উচিত নয়। লক্ষ্য রাখতে হবে, রাজনৈতিক রিপোর্টিং যেন দুজন ব্যক্তিত্বের লড়াইয়ে পরিণত না হয়। রাজনৈতিক রিপোর্টিংয়ের জন্য তাই রিপোর্টারের খুব পরিষ্কার ও স্বচ্ছ মন-মানসিকতা থাকা প্রয়োজন।

রাজনৈতিক রিপোর্টিংয়ের জন্য সংবাদ আসে মূলত দুভাবে। প্রথমত প্রেস রিলিজের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত নেতাদের জনসভা বা কোন বৈঠক বক্তৃতার মাধ্যমে। তবে গভীরতাসম্পন্ন রাজনৈতিক রিপোর্টিংয়ের জন্য সাক্ষাৎকার হচ্ছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার নেয়া যেতে পারে। কিংবা পার্টির ভিতরের মতামত জানার জন্য সিম্পোজিয়া সাক্ষাৎকার নেয়া যেতে পারে। বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক প্রতিবেদন

www.pathagar.com

হলেও সাক্ষাৎকারভিত্তিক রাজনৈতিক প্রতিবেদন বেশি গুরুত্ব পায়। কারণ সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে কোন রাজনীতিক তার দলের এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন যা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে।

রাজনৈতিক রিপোর্টিংয়ের জন্য সূত্রসমূহ

আমরা আগেই বলেছি, রাজনৈতিক রিপোর্টিং হচ্ছে ব্যাখ্যামূলক ও তদন্তমূলক রিপোর্টিংয়ের সংমিশ্রণ। রাজনৈতিক রিপোর্টিংয়ের সঙ্গে জড়িত আছে সরকার ও শাসিত জনগণের সম্পর্ক এবং বিরোধী দল। আরো আছে জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা পার্লামেন্ট বা জাতীয় সংসদ। স্বাভাবিকভাবে রাজনৈতিক রিপোর্ট করতে গিয়ে পার্লামেন্ট রিপোর্টও এসে পড়ে। আমরা অবশ্য পরের অধ্যায়ে পার্লামেন্ট রিপোর্টিং সম্পর্কে আলোচনা করবো।

ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের মতোই রাজনৈতিক রিপোর্টিংয়ের চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য। যা ঘটলো শুধু তাই পাঠককে জানানো এই ধরনের রিপোর্টিংয়ের মুখ উদ্দেশ্য নয় বরং আগামীকাল কি ঘটবে সে সম্পর্কে একটা আভাস দেয়াও রাজনৈতিক রিপোর্টারের মূল উদ্দেশ্য।

আমরা জানি সরকার আছে, সরকারের নীতিমালা আছে, বিরোধী দলও আছে, তাদেরও নীতিমালা আছে। রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল। ক্ষমতাসীন দল ও দলীয় সরকারের প্রভাব জনগণের ওপর পড়ে। বিরোধী দলের প্রভাব-প্রতিক্রিয়াও জনগণের ওপর পড়ে। অতএব রাজনৈতিক কার্যাবলী কিভাবে চলে তা জানার জন্য রাজনৈতিক খবরের সূত্রসমূহ সম্পর্কে বিশেষভাবে জানতে হবে।

সূত্রগুলোর মধ্যে আছে সংবাদবিজ্ঞপ্তি, বিবৃতি, বক্তব্য, সংগঠনের কার্যাবলী, রাজনীতিকদের সাক্ষাৎকার, প্রেসিডেন্ট কিংবা প্রধানমন্ত্রী এবং তাদের দফতর, সরকারের নির্বাহী ও বিচার বিভাগ, কূটনীতিকবৃন্দ প্রভৃতি।

রাজনৈতিক রিপোর্ট করার জন্য খবরের অন্যতম সূত্র হচ্ছে সংবাদবিজ্ঞপ্তি বা প্রেস রিলিজ। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই তাদের খবরাখবর জনগণের কাছে পৌঁছানের নিমিত্তে সংবাদবিজ্ঞপ্তি দেয়। সংবাদমাধ্যমগুলোতে কিছু রিপোর্টার আছেন যারা এই সমস্ত প্রেস রিলিজ বাছাইয়ের কাজ করেন। সাংবাদিকতার ভাষায় একটা কথা প্রচলিত আছে 'Spike the item' — অর্থাৎ 'অপ্রয়োজনীয় প্রেস রিলিজগুলোকে Spike-এ গেঁথে রেখে দাও'। একজন জুনিয়র রিপোর্টার প্রেস

www.pathagar.com

রিলিজ বাছাই করার সময় প্রয়োজনীয়গুলোকে রেখে অপ্রয়োজনীয়গুলোকে Spike বা শূলে গেঁথে ফেলে। এই বাছাইকর্মের সময় রিপোর্টার হয়তো দেখতে পেলো কোন রাজনৈতিক দলের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক হবে, তখন তিনি এর গুরুত্ব অনুধাবন করে চিফ রিপোর্টার অথবা অন্য কোন সিনিয়র রিপোর্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন।

কোন সংবাদবিজ্ঞপ্তি পাবার পর সংবাদগল্পকে আরো বর্ধিত (Develope) করার মতো বিষয় (item) ও প্রশ্ন থাকতে পারে। অতএব যারা সংবাদবিজ্ঞপ্তি দিয়েছে সংশ্লিষ্ট তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা যেতে পারে। মনে রাখা প্রয়োজন, ছোটখাটো প্রেস রিলিজ থেকেই বড় ধরনের সংবাদগল্প তৈরি করা যায়।

সংবাদবিজ্ঞপ্তি নিয়ে কাজ করার সময় আরো সূত্রের সন্ধান লাভ করা যায়। যেমন, যাঁরা সংবাদবিজ্ঞপ্তি সরবরাহ করেন তাঁরা কোন দলের প্রচার সম্পাদক বা দফতর সম্পাদক। কিংবা প্রচারকার্যে নিয়োজিত কোন লোক। এরা দলগুলোর কার্যকলাপ সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত থাকে কিংবা শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে তাদের ভালো যোগাযোগ থাকে। অতএব এরা একটা বড় সূত্র হতে পারে। আর তাই Spike থেকে কাজ শুরু করে একজন জুনিয়র রিপোর্টারও বিশেষজ্ঞ রিপোর্টারে পরিণত হন।

রাজনৈতিক দলগুলো প্রায় প্রত্যহই তাদের মতামত ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তাদের বিবৃতি দান করে। যেমন বাজেটের ওপর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে অনেক দল ও নেতা তাদের বিবৃতি দিয়ে থাকে।

এই বিবৃতি সাধারণত দু ধরনের। এক, নিয়মমাফিক বিবৃতি (Routine typed statements). আর দুই, দলের কার্যক্রম বা নীতিমালা সংক্রান্ত বিবৃতি।

যে কোন ব্যাপারেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হচ্ছে নিয়ম বা রীতিমাফিক বিবৃতির একটা অংশ। যেমন একটা দুর্ঘটনা ঘটলো, কোথাও কোন ধর্মঘট হলো, সে সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার জন্য দুর্ঘটনার নিন্দা করে অথবা ধর্মঘটের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি করে বিবৃতি প্রদান করা হলো। এই প্রতিক্রিয়াগুলোর কমবেশি গুরুত্ব রয়েছে। তবে এগুলোর অধিকাংশই সাদামাটা।

কিন্তু কার্যক্রম বা নীতিমালা সংক্রান্ত বিবৃতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ ধরনের বিবৃতি দেশের কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির আলোকেই দেয়া হয়ে থাকে। যেমন, ১৯৯০ সালের তিন ডিসেম্বর এক রেডিও ও টিভি সম্প্রচারে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ঘোষণা করলেন যে তিনি নির্বাচন দেবেন এবং সেই নির্বাচিত সরকারের কাছে

www.pathagar.com

ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র নেতৃবৃন্দ তাদের বিবৃতিতে জানালেন, এরশাদকে নিঃশর্ত পদত্যাগ করতে হবে।

তাই বলা যায়, কোন দল যদি দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে কোন নয়া নীতিমালা বা কর্মসূচি সংক্রান্ত বিবৃতি বা ঘোষণা দেয় তবে তা বড় সংবাদ (Big News) বলে বিবেচিত হবে। বিবৃতি ও পাল্টা বিবৃতির মধ্য দিয়েও অনেক সময় বড় সংবাদ বেরিয়ে আসে। এ প্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিক একটি সংবাদ দিয়ে পরে তাকে অনুসরণ করে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্ট করা যেতে পারে এবং এ সংক্রান্ত ফলোআপ সংবাদগল্পও লিখতে হবে। রাজনীতি হচ্ছে অশেষযোগ্য প্রক্রিয়া। রাজনীতিকে কেন্দ্র করে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন ঘটনার সৃষ্টি হচ্ছে। তাই রাজনৈতিক রিপোর্টিংয়ে ফলোআপের গতি বা প্রবাহকে সবসময় ধরে রাখতে হবে।

এরপরে আছে দলীয় নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা বা বক্তব্য। বিভিন্ন বিষয় বা দল সম্পর্কে নেতৃবৃন্দ বা কর্মীরা বক্তব্য রাখতে পারেন। এটা ঘরোয়া বা প্রকাশ্য উভয়ই হতে পারে। দলের সভা-সমিতি বা সম্মেলনগুলো বড় সংবাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে বিভিন্ন নেতা তাঁদের মতামত ব্যক্ত করে বক্তৃতা করে থাকেন। এতে করে ওই নেতা বা দল সম্পর্কে আন্দাজ করা যায়।

আজকাল আমাদের দেশে 'ড্রইং রুম' রাজনীতিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ সূত্র বড় সংবাদের ক্ষেত্রে। একই দলের দুজন নেতা একই সাথে একই জায়গা থেকে বেরিয়ে দু ধরনের বক্তব্য রাখতে পারেন। হয়তো দেখা গেলো দু নেতার দু বাড়ির ড্রইং রুমে মিনি সংবাদ সম্মেলন বসেছে তাঁদের বক্তব্য বোঝানোর স্বার্থে। কোন বিষয় সম্পর্কে তাঁরা হয়তো কোন বিবৃতি দিলেন কিংবা সংবাদবিজ্ঞপ্তি দিলেন। এতে হয়তো অনেকের নাম স্বাক্ষর আছে। তখন স্বাক্ষরগুলো যাচাই করে নেয়া দরকার। মৌখিক বক্তব্য হলে তার সত্যমিথ্যা যাচাই করে নিতে হবে। টেপ রেকর্ডার বা এ জাতীয় বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সাক্ষী কাছে রাখতে হবে।

রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর কার্যক্রম হচ্ছে রাজনৈতিক খবরের জন্য একটি বড় সূত্র। এটার পরিব্যাপ্তি বিশাল।

রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্রকে (constitution) জানতে হবে। এদের উদ্দেশ্যসহ সব কিছু এতে লেখা থাকে। যেমন বার্ষিক কাউন্সিল বৈঠক বা নির্বাচন কিংবা দলের কার্যনির্বাহী সমিতির সভা, জরুরি বা সাধারণ সভা প্রভৃতি নিয়ে এতে বিস্তারিত লেখা থাকে। এগুলো কোন মামুলি ব্যাপার নয়। গঠনতন্ত্রের মধ্যে দলের কার্যক্রমের ব্যাপক একটা পরিধি সন্নিবেশিত থাকে।

www.pathagar.com

দলের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই আছে। অনেক সময় দেখা গেল দলের দফাওয়ারি অভ্যন্তরীণ সভা চলছে। কেন এই সভা হচ্ছে তার খবর নেয়ার জন্য সংগঠনের ভেতরের খবর নিতে হবে। অনুসন্ধান চালাতে হবে, বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে।

রাজনৈতিক দলগুলোর দফতরে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের খবর পাওয়া যায়। যেমন স্থানীয় পর্যায়ের কিছু নেতা কেন্দ্রীয় অফিসের হাই কমাণ্ডের কাছে গিয়ে হাজির হলো। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বা অন্য কোন কিছু হয়তো দেখা যাবে ঐ স্থানীয় পর্যায়েই শুরু হয়েছে। তাই দলগুলোর শাখা সম্পর্কেও খোঁজ রাখতে হবে। প্রত্যন্ত অঞ্চল (Grass root level) পর্যায়ে যে দলীয় শাখা রয়েছে সে সম্পর্কেও খোঁজ রাখতে হবে।

এর পরে আছে বিভিন্ন প্রস্তাব। এই প্রস্তাবাবলী অবশ্য বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের কার্যক্রমেরই অন্তর্ভুক্ত একটি অংশ। গুরুত্বভেদে এই প্রস্তাবাবলী খবরের বিরাট সূত্র হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে। বিভিন্ন দলের বিভিন্ন প্রস্তাবাবলীকে নিয়মিত গুরুত্ব দিতে হবে। তাৎক্ষণিক প্রেক্ষিতে কোন প্রস্তাবাবলী ততখানি গুরুত্বপূর্ণ বলে নাও মনে হতে পারে তবে ভবিষ্যতে তা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে।

সংসদ ও সংসদের সদস্যরা রাজনৈতিক খবরের গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হিসেবে স্বীকৃত। দেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রচলিত আইন রাজনৈতিক রিপোর্টারের কাছে সূত্র হিসেবে দেখা দিতে পারে। সংসদ সদস্যরা আইন প্রণয়ন বা প্রচলিত আইনের সংশোধন প্রভৃতি নিয়ে সংসদীয় কার্যক্রমে ব্যাপৃত থাকেন। যেহেতু দেশের কোন সরকারি দলের রাজনৈতিক আদর্শের প্রেক্ষাপটে সে দেশের আইনকানুনের ক্ষেত্রে যে সকল রদবদল ঘটে থাকে অথবা পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দেয় সে জন্য সংসদ সদস্যরা রাজনৈতিক রিপোর্টারের জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও অভাবনীয় তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করে থাকে। সংসদ সদস্যরা বিভিন্ন দল ও এলাকার জনপ্রতিনিধি। তাঁরা দল ও জনগণের মতামতের প্রতিধ্বনি করেন, তাঁদের কথার গুরুত্ব রয়েছে। তাঁদের বক্তব্য কখনও ভিত্তিহীন কিংবা এলোমেলো হতে পারে না। অবশ্য একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংসদের আস্থা ও মর্যাদার ওপর রাজনৈতিক রিপোর্টিংয়ের গুরুত্ব অনেকখানি নির্ভর করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে '৭৫ থেকে '৯০ পর্যন্ত মোট ১৫ বছর সময়ে প্রেসিডেন্টের দফতর ছিল রাজনীতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবরের সূত্র। একানব্বই সালে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর প্রধানমন্ত্রীর দফতর রাজনৈতিক খবরের অন্যতম প্রধান সূত্রে পরিণত হয়েছে। নির্বাহী বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী

www.pathagar.com

পার্লামেন্টে যাচাই করে নেয়া যেতে পারে। কারণ নির্বাহী বিভাগের সকল কাজকর্ম পার্লামেন্টে বৈধ করা হয়। দেশের কূটনীতিকরাও রাজনৈতিক খবরের সূত্র হিসেবে কাজ করতে পারেন। রাজনৈতিক খবরের সূত্র জানার জন্য বিচার বিভাগের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতে হয়।

আসলে রাজনৈতিক রিপোর্টের প্রেক্ষিত খুব বড়। জটিল ও সমস্যাসঙ্কুল। তবে সচেতন না হলে রাজনৈতিক রিপোর্টার তাঁর সূত্র খুঁজে পাবেন না। দেশের প্রধান প্রধান সমস্যা ও বহুল আলোচিত বিষয় বা বিতর্কিত বিষয়গুলো সম্পর্কে তাঁকে জানতে হবে, সচেতন থাকতে হবে। কারণ ওই বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করেই বড় ধরনের রাজনৈতিক ঘটনা কিংবা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে রদবদল হয়ে যায়।

রাজনৈতিক দল ও তার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে হয়। তাঁদের অবস্থান এবং আচার-আচরণ তথা রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত থাকতে হয়। একজন নেতা মুখে যা বলছেন এবং বাস্তব অবস্থা কি তা খুঁজে বের করতে হয়। রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখলে, তাঁদের সাক্ষাৎকার নিলে অনেক সময় তথ্যকণা বেরিয়ে আসে। অবশ্য যাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠবে তাঁদের কাছে রাজনৈতিক রিপোর্টার তাঁর স্বকীয়তা বিকিয়ে দেবেন না। যেমন কোন সরকারি আনুগত্য লাভের কৃপায় যদি রিপোর্টার ক্ষমতাসীন দলের কোন নীতি বা সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অনাহূত প্রশংসা গাইতে যান তাহলে জনগণের কাছে তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা (credibility) নষ্ট হয়ে যাবে।

আগেই বলেছি, রাজনীতি হচ্ছে একটি অশেষযোগ্য প্রক্রিয়া। ফলে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির আলোকে রাজনৈতিক দৃশ্যপটের পরিবর্তন হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে। ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটে। সেই পালাবদলের প্রক্রিয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক রিপোর্টার যদি পরিচিতি না হন তবে তাঁর সিদ্ধিলাভ হয় না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রভূমির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখলে ও পর্যবেক্ষণ করলে খবরের অনেক সূত্র বেরিয়ে আসে।

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সংসদীয় রিপোর্টিং

রাজনৈতিক রিপোর্টিংয়ের খুব কাছাকাছি হচ্ছে সংসদীয় বা পার্লামেন্টারি রিপোর্টিং। বিশেষ করে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় সংসদ হচ্ছে রাজনীতির প্রধান আখড়া। যদিও সংসদের মূল কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন তবু তার ভিত্তি হচ্ছে রাজনীতি। অতএব রাজনৈতিক রিপোর্টিংয়ের যে ধরন তার কাছাকাছিই হলো সংসদীয় রিপোর্টিং। যদিও সংসদীয় রিপোর্টিং হচ্ছে পুরোপুরি টেকনিক্যাল রিপোর্টিং। সংসদীয় রিপোর্টিং করার জন্য রিপোর্টারকে তাই বিশেষজ্ঞের জ্ঞান ও পেশাগত নৈপুণ্য অর্জন করতে হয়। কারণ রুটিনমাফিক দৈনন্দিন ঘটনা, দুর্ঘটনা ও বক্তৃতা-বিবৃতি কভার করতে দেয়া নবিশ ও আনকোরা সাংবাদিকের পক্ষে হঠাৎ করেই সংসদীয় রিপোর্টিং কভার করা সম্ভব নয়। সংসদীয় রিপোর্টিং করার আগে তাই একজন নবিশ সাংবাদিককে দীর্ঘদিন সংসদীয় কার্যপ্রণালীর সঙ্গে পরিচিতি হতে হয়। সংসদীয় ভাষা আয়ত্ত করতে হয়। সংসদীয় পদ্ধতির রিপোর্টিংয়ের কাঠামোর সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। তারপর দীর্ঘদিন অনুশীলনের পরই কেবল একজন বিশেষজ্ঞ সংসদীয় রিপোর্টারের যোগ্যতা অর্জন করা যায়।

যেহেতু রাজনৈতিক ধ্যানধারণা ও দর্শনের ওপর ভিত্তি করেই আইনপ্রণেতারা সংসদীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন ফলে তাদের বক্তব্য ও চিন্তা-চেতনার মধ্যেও তাদের রাজনৈতিক দর্শনটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ফলে যে রিপোর্টার ওই সকল আইনপ্রণেতা ও তাঁদের দলের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত থাকেন তিনি সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই আইনপ্রণেতাদের সংসদীয় ভূমিকাকে দেখার বা মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। আইনপ্রনেতাদের রাজনৈতিক দর্শন সম্বন্ধে জানা থাকলে সংসদীয় রিপোর্টার সেই পটভূমিতেই আইনপ্রণেতার সংসদীয় কর্মকাণ্ডকে তুলে ধরেন। তবে রাজনৈতিক রিপোর্ট যেভাবে তিনি লিখেন সেভাবে তিনি সংসদীয় রিপোর্ট লিখেন না। তবে যেহেতু রাজনৈতিক রিপোর্টিং অত্যাবশ্যকভাবে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং সেই প্রেক্ষাপটে তিনি তাঁর সংসদীয় রিপোর্টেও ব্যাখ্যা করার

www.pathagar.com

অবকাশ পান বা পাবার চেষ্টা করেন। অবশ্য সংসদীয় রিপোর্টিং হচ্ছে কিছুটা বক্তৃতা রিপোর্টিংয়ের মতো। যেখানে ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। আর তাই বক্তৃতা রিপোর্টিংয়ের (speech reporting) স্টাইলের কারণেই বলা যায় সংসদীয় রিপোর্টিং ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং নয়। কারণ সংসদ মূলত হচ্ছে সওয়াল জবাবের জায়গা। আইনপ্রণেতাদের মধ্যে সওয়াল জবাবের মধ্য দিয়েই কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা এক অর্থে বেরিয়ে আসে। সেখানে রিপোর্টারের যেচে অত ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু তার পরেও প্রকৃতিগত কারণেই, এর নিজ বৈশিষ্ট্যের কারণেই সংসদীয় রিপোর্টিং হচ্ছে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং। যেহেতু ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং হচ্ছে আজ ও ভবিষ্যৎ সাংবাদিকতার মূল হাতিয়ার তাই সংসদীয় রিপোর্টার আইনপ্রণেতাদের সওয়াল-জবাব পর্বকে ব্যাখ্যার মাধ্যমে অর্থপূর্ণ করে তোলেন। রিপোর্টার নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা নয় বরং তথ্যের আলোকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন আইনপ্রণেতারা কে কি বলতে চেয়েছেন।

রাজনৈতিক রিপোর্টিংয়ের সঙ্গে সংসদীয় রিপোর্টিংয়ের সাযুজ্যের ফলে এ দুটি হচ্ছে একে অপরের পরিপূরক। কারণ একজন রাজনৈতিক নেতা বা সাংসদের রাজনৈতিক সাক্ষাৎকারের পর সংসদে সে বিষয়ে তাঁর ভূমিকা কিংবা সংসদে তাঁর কোন বক্তব্যের আলোকে কোন রাজনৈতিক বিবৃতি বা সাক্ষাৎকারে তিনি কি বলছেন তা খতিয়ে দেখতে পারেন একজন রিপোর্টার। ফলে যিনি দুটো ক্ষেত্রেই কাজ করছেন তার পক্ষে সুষম, ভারসাম্যপূর্ণ, সুসংবদ্ধ ও ব্যাখ্যাশ্রয়ী রিপোর্ট করা কঠিন কোন ব্যাপার নয়। এই দুই ধরনের রিপোর্টিংয়ের মধ্যে একটি সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় রাজনৈতিক রিপোর্টিং জীববিজ্ঞানের ভাষায় যদি হয় genous তাহলে সংসদীয় রিপোর্টিং হলো Species অর্থাৎ রাজনৈতিক রিপোর্টিং যদি হয় কোন বৃক্ষের কাণ্ড, তাহলে সংসদীয় রিপোর্টিং হচ্ছে তার শাখা-প্রশাখা।

সংসদীয় রিপোর্টিংয়ের গুরুত্ব একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সংসদের মর্যাদা ও তার অবস্থানের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে। যুক্তরাষ্ট্রে অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আসে রাষ্ট্রের নির্বাহী ব্যবস্থা থেকে। কিন্তু নির্বাহী ব্যবস্থার বিভিন্ন তথ্যের ভালোমন্দের যাচাই করে কংগ্রেস অর্থাৎ আইন পরিষদ। তবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন বিশ্বের অন্যতম ক্ষমতাধর প্রেসিডেন্ট। ফলে তিনি হচ্ছেন তথ্যের এক বিরাট উৎস। রাষ্ট্র পরিচালনায় তিনি সময়ে সময়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। তার ওই সিদ্ধান্তের কথা তিনি তার মুখপাত্রের মাধ্যমে অথবা নিজে অবহিত করে থাকেন। বিশ্বের দুটো প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের দেশ ব্রিটেন ও ভারতের আইন পরিষদ

www.pathagar.com

হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার শক্তিশালী উৎস। এখান থেকেই প্রচুর তথ্য এসে থাকে। আইন পরিষদের সুষম মর্যাদার কারণেই সবাই রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের কথা জানতে এর দিকেই তাকিয়ে থাকে। অপরদিকে আমাদের দেশের সংসদ হচ্ছে তথ্য উৎসারণের এক মিশ্র সংস্থা। কারণ ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতির সরকার চালু ছিল। ফলে প্রেসিডেন্ট ছিলেন রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের মূল হাতিয়ার। সংসদের ক্ষমতা সীমিত থাকায় সেখান থেকে তথ্য যেমন একদিকে কম আসতো অপরদিকে দেশের জনসাধারণও ওই সংসদের কাছ থেকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে জরুরি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত বা ব্যাখ্যা আশা করতেন না। ফলে দেশের নির্বাহী বিভাগ হয়ে পড়েছিল তথ্য জ্ঞাপনের মূল কেন্দ্র। অবশ্য ১৯৮৬ সালের সংসদ রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করার মতো কিছুটা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ১৯৯১ সালের প্রায় প্রথম থেকে একটি সার্বভৌম ও ক্ষমতাশালী সংসদ গঠিত হবার পর সংসদীয় কর্মকাণ্ডের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বেড়েছে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এখানে গৃহীত হচ্ছে। ফলে সংসদীয় রিপোর্টারের কাজের পরিধিও বেড়েছে। আর তাই দেশের বড় বড় সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংসদ অধিবেশনের সময় একাধিক বিশেষজ্ঞ রিপোর্টারকে নিয়োজিত করতে দেখা যায়। সার্বভৌম সংসদের পরিপূরক হয়ে ওঠে সংবাদপত্রগুলো, কারণ সাংসদগণ সংবাদপত্রের মাধ্যমে তাদের বক্তব্য উপস্থাপনের প্রয়াস পান।

সংসদীয় পদ্ধতির সরকার হলে কথা নেই। সেখানেই রাষ্ট্র পরিচালনার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানা যায়। আর প্রেসিডেন্ট যদি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ উৎস হন তাহলে আইন পরিষদ হবে এমন একটি উৎস যেখানে একজন রিপোর্টার সরকারের নির্বাহী শাখার থেকে পাওয়া তথ্যাবলীকে যাচাই (Cross-check) করে নিতে পারেন। প্রকৃতিগত কারণেই আইনপরিষদ খবুই প্রকাশউন্মুখ। অপরদিকে সরকারের নির্বাহী বিভাগ হচ্ছে রুদ্ধপ্রকৃতির। নির্বাহী বিভাগের কর্মকর্তারা প্রায়শই রিপোর্টারদের বলে থাকেন, আমি আপনাকে এই কথাটি বলছি কিন্তু আপনি আপনার রিপোর্টে আমার সনাম উদ্ধৃতি দেবেন না। অপরদিকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বগণের প্রকৃতিই হচ্ছে নিজেকে আরো বেশি করে প্রকাশ করা। ফলে জনপ্রতিনিধি হয়ে আসা ওই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বগণ সবসময়ই সংবাদপত্র তথা ইতিহাসের পাতায় নিজেদের ঠাঁই করে নিতে চান। ফলে সংসদের ভিতরে হোক অথবা বাইরেই হোক তাদের ভূমিকা প্রচার পাক এটা তারা কামনা করেন। কোন সংসদীয় রিপোর্টার সংসদীয় বিটকে তাদের নিয়মমাফিক দায়িত্বের চেয়ে আরো বড় করে তুলতে চাইলে সংসদ সদস্যদের সংসদ-বহির্ভূত মন্তব্যকে তারা আরো বেশি মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করবেন। রুটিনমাফিক যে দায়িত্ব (এ্যাসাইনমেন্ট) রিপোর্টাররা পালন করেন তার

www.pathagar.com

অধিকাংশই থাকে বক্তব্যধর্মী কিংবা বিভিন্ন সংসদীয় কমিটির বৈঠক সংক্রান্ত। এগুলো সবই খোলামেলা এবং এসব বিষয়ে রিপোর্ট তৈরি, রিপোর্টের বিষয়বস্তু নির্ধারণ কিংবা তার বপু নির্ধারণ সবই সযত্ন পরিচর্যার সঙ্গে করতে হয়। এটা করতে ভালো কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয়।

সাধারণভাবে একটা আইনপরিষদ হচ্ছে একটি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সংস্থা। এই সংস্থা দেশের নাগরিকের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। সরকারের নির্বাহী শাখার গৃহীত সিদ্ধান্তের ওপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং মন্তব্য করে। পুরোনো সমস্যার সমাধান দেয় এবং সেই সমাধানের প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করে। সামাজিক গতিশীলতা হচ্ছে আইনপরিষদের প্রধান পথনির্দেশক এবং সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে তার প্রধান বিচারক। ক্ষমতা যতখানিই সীমিত থাকুক বা না থাকুক আইনপরিষদের ভূমিকার ভালো-মন্দ নির্ধারিত হয় সমাজের চাহিদার প্রতি, তার প্রতিক্রিয়ার উপর। আর তাই যে রিপোর্টার সংসদীয় বিট কভার করছেন তাঁকে শুধু সংসদের ক্ষমতার সঙ্গেই পরিচিত হলে চলবে না, তাঁকে সংসদের পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গেও পরিচিত হতে হয়। সংসদকক্ষের ভেতরে ও বাইরে এমন কতকগুলো জায়গা আছে যা সংসদীয় রিপোর্টিংয়ের উপাদানকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করে।

সংসদের প্রেস গ্যালারি হচ্ছে একটি আকর্ষণীয় জায়গা। অর্থাৎ যেখান থেকে সাংবাদিকরা তাঁদের সংসদীয় বিট কভার করে থাকেন। প্রেস গ্যালারি থেকে রিপোর্টাররা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের পারঙ্গমতা প্রত্যক্ষ করেন। প্রেস গ্যালারি হচ্ছে এমন একটি সুবিধাজনক স্থান যেখান থেকে একজন রিপোর্টার রাজনৈতিক প্রতিনিধির ব্যক্তিগত আচার-আচরণ ও বৈশিষ্ট্যের ওপর স্থির দৃষ্টি রাখতে পারেন অথবা সংসদীয় টুকরো টুকরো ঘটনা দেখতে পারেন। রিপোর্টাররা এই টুকরো টুকরো সংসদীয় ঘটনাকে তুলে ধরে সংসদের রীতিমাফিক একঘেয়ে কার্যবিবরণীর মাঝে কিছু স্বস্তি এনে দেন। অধিকাংশ পত্রিকায় দৈনিক ওই সব সংসদীয় কার্যবিবরণীর পাশাপাশি সংসদীয় নাট্যাংশকে তুলে ধরে রিপোর্টার পাঠককে সংসদ কার্যক্রমের বিভিন্ন দিকের স্বাদ তুলে ধরেন। কোন কোন পত্রিকা 'প্রেস গ্যালারি' এই স্ট্যান্ডিং শিরোনামে প্রতিদিন সংসদীয় কার্যক্রমের কিছু কিছু ব্যতিক্রমধর্মী টুকরো টুকরো ঘটনাকে তুলে ধরে।

প্রেস গ্যালারিতে যিনি নতুন তাঁকে সভার প্রধান প্রধান নেতার সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। সভার নেতা হচ্ছেন সরকারি দলের সংসদীয় দলের প্রধান। সরকারি দল সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভোগ করে থাকে। সংসদে বিরোধী দলের নেতা বিরোধী

www.pathagar.com

নেতা হিসেবে পরিচিত। এই দুজন নেতা হচ্ছেন সংসদের দুই প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। মার্কিন কংগ্রেসে বিরোধী নেতা সংখ্যালঘু নেতা হিসেবে পরিচিত। যাই হোক, সংসদের সরকারি দলের প্রধান এবং বিরোধী দলের প্রধানের ওপর রিপোর্টাররা খুবই ঘনিষ্ঠ দৃষ্টি রাখেন। অবশ্য কিছু কিছু দেশে সরকারি দলের সংসদীয় দলের নেতা 'সভা নেতা' বলে বিবেচিত নন। যেমন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও সে দেশের ক্ষমতাসীন দল কংগ্রেসের সংসদীয় দলের প্রধান হলেও সভার নেতা ছিলেন অর্জুন সিং। সংসদীয় নেতারা ছাড়াও সংসদ সচিবালয়ের কর্মচারীরা ভালো খবরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা সংবাদকণা সরবরাহ করে থাকেন। আইনবিষয়ক আচার-আচরণের সঙ্গে তাঁরা বেশ পরিচিত কিংবা এ বিষয়ে খবরাখবর রেখে থাকেন। আইনবিষয়ক এই আচার-আচরণসমূহ অন্যান্য নির্বাচিত সংস্থা থেকে সাধারণত পৃথক। কনভেনশন বা প্রথাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ সংসদই তার প্রণীত সংসদীয় কার্যবিবরণীর আইন দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা বিশ্বের প্রধান ও নামি সংসদসমূহের কনভেনশন দ্বারাও পরিচালিত হয়।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্নোত্তর পর্ব হচ্ছে সংসদের কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক অংশ। এই ধরনটি এসেছে ব্রিটিশ সংসদীয় ব্যবস্থা থেকে এবং এই প্রথাটি আধুনিককালের অধিকাংশ সার্বভৌম সংসদে অনুসরণ করা হচ্ছে। ভারতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্ব যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়ে আসছে। বাংলাদেশের বর্তমান সংসদেও প্রশ্নোত্তর পর্ব যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়ে গেছে। প্রশ্নোত্তর পর্বের এই ধরনটি ব্রিটিশ কায়দা হলেও আমেরিকান ব্যবস্থায় এ ধরনের কোন সংসদীয় কার্যক্রম নেই। '৭৫ থেকে '৯০ পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রায় আমেরিকার মতো রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার থাকলেও সংসদে ব্রিটিশ পদ্ধতির প্রশ্নোত্তর পর্ব ব্যবস্থা চালু ছিল। আমাদের মতো দেশে সংসদীয় রিপোর্টিং করার জন্য প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নোত্তর পর্বই হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় দিক। প্রশ্নোত্তর পর্বে এত বেশি খবরের মাল-মসলা পাওয়া যায় যে একজনের পক্ষে তা হিসাব রাখা কষ্টকর হয়। সরকার কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে প্রশ্নোত্তর পর্বে তার অন্তর্নিহিত দিকটি ধরা পড়ে। তাই একজন ভালো, দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ সংসদ রিপোর্টার কখনোই প্রশ্নোত্তর পর্বে গরহাজির থাকেন না। সাধারণত দুভাবে প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়। এর একটি হচ্ছে মৌখিক জবাব এবং অপরটি হচ্ছে লিখিত জবাব। সাধারণত সব দেশের সংসদেই এই দুভাবে প্রশ্নের জবাব দেয়ার রীতি প্রচলিত আছে।

www.pathagar.com

সংসদীয় রিপোর্টিংয়ের বেশ কিছু দিক সম্পর্কে রিপোর্টারকে জানতে হয়। যেমন সংসদীয় টেবিলে কোন ইস্যু, বিষয় বা প্রশ্নে প্রস্তুত রিপোর্ট পেশের সঙ্গে এটা সংশ্লিষ্ট। এই সংসদীয় টেবিল বলতে সংসদ সভাকেই বোঝায়। সভায় একটি রিপোর্ট পেশের সঙ্গে সঙ্গেই তা সভার সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং তা পত্রিকায় রিপোর্টযোগ্য ইভেন্টে পরিণত হয়। যেমন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কোন রিপোর্ট কিংবা কোন স্বায়ত্তশাসিত বা আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের বাজেট এই ক্যাটেগরি পর্যায়ভুক্ত। সাধারণত এ ধরনের রিপোর্টের ওপর সংসদে কোন বিতর্ক হয় না কিন্তু সংবাদপত্রগুলো এই ধরনের প্রকাশনা থেকে খুবই মজাদার তথ্য বের করে আনতে পারে। এটা একটা রীতিসিদ্ধ ব্যাপারে দাঁড়িয়েছে যে সংসদের কার্যবিবরণী সংক্রান্ত রিপোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। তারপরেও কিন্তু রিপোর্টারকে সংসদীয় কার্যবিবরণী সম্বলিত রিপোর্টিং করার সময় সতর্ক থাকতে হয়। কারণ বেঠিক কিংবা ভুল কোন রিপোর্টিংয়ের জন্য রিপোর্টার দায়বদ্ধ হয়ে পড়তে পারেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠতে পারে যে তিনি কোন সদস্য বা সদস্যগণের সংসদীয় অধিকারকে লংঘন করেছেন। এ রকম কোন ঘটনা ঘটলে রিপোর্টার আইনগত শাস্তির মুখোমুখি না হলেও নৈতিক বিড়ম্বনার শিকার হতে পারেন। যেমন তাঁকে সংসদে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হতে পারে।

এসব সুবিধা-অসুবিধাকে খেয়ালে রেখেই সংসদীয় রিপোর্টারকে এগোতে হয়। তাঁকে জানতে হবে সংসদের কি কি বিষয় তিনি রিপোর্ট করতে পারবেন না। সংসদ ও তাঁর সদস্যদের সংক্রান্ত কোন অপলেখ, মানহানি ও অধিকার সংক্রান্ত বিষয় কিংবা সভার অধ্যক্ষ বা স্পিকারের মর্যাদা সম্পর্কে জানতে হবে। সংসদে যে লবি আছে এবং সেখানে যে লবিং চলে সে নিয়ে কতটুকু রিপোর্ট করা যাবে সেটাও তাঁকে জানতে হবে। স্পিকার কর্তৃক সংসদীয় কোন কার্যবিররণী এক্সপাঞ্জ বা ছাঁটাই সম্পর্কে জানতে হবে। রিপোর্টারকে সংসদীয় ও সংসদ-বহির্ভূত বিভিন্ন ভাষা, শব্দগুচ্ছ, উপমা প্রভৃতি জানতে হবে। সংসদীয় কার্যক্রমের সময় স্পিকার যেসব সিদ্ধান্ত (রুলিং) দেন কিংবা মন্তব্য করেন, রিপোর্টিং করার সময় সেগুলো সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। রিপোর্টিংয়ে ওইগুলো লেখার মত পরিস্থিতি থাকলেই কেবল তা লেখা যাবে। মনে রাখতে হবে, সংসদের স্পিকারের মর্যাদা বিরাট। তিনি যে অবস্থান ও পদমর্যাদা ভোগ করে থাকেন কেবল একজন বিচারকের পদমর্যাদা ও অবস্থানের সঙ্গেই তাঁর তুলনা করা চলে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রেসিডেন্টের অনুপস্থিতির সময় স্পিকার অস্থায়ী প্রসিডেন্ট হিসেবেও দেশ চালিয়ে থাকেন। তাই স্পিকারের মর্যাদা সীমাহীন।

www.pathagar.com

সংসদের নিজস্ব কিছু শব্দ রয়েছে। সংসদীয় রিপোর্টার তাঁর রিপোর্ট করতে গিয়ে প্রায়শই সেই সব শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। নিচে সেই শব্দাবলীর মধ্যে অতি পরিচিত কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেয়া হলো। এগুলোর সঙ্গে পরিচয় থাকলে সংসদীয় রিপোর্টিং করা সুবিধা হয়।

সামনিং (Summoning) ঃ সংসদীয় অধিবেশনে মিলিত হওয়ার জন্য প্রেসিডেন্টের আহ্বানকে সামনিং বলে। একমাত্র প্রেসিডেন্ট অধিবেশন আহ্বানের ক্ষমতা রাখেন।

প্রোরোগেশন অব এসেম্বলি (Prorogation of assembly) : প্রেসিডেন্টের আদেশে সংসদের কোন অধিবেশনের সমাপ্তি টানাকে প্রোরোগেশন অব এসেম্বলি বলে। সংসদের স্পিকারও অধিবেশন সমাপ্তি (Prorogue) ঘোষণা করতে পারেন না। তিনি কেবল অনির্দিষ্টকালের জন্য সংসদ মুলতবি রাখতে পারেন। যেমন গ্রীষ্মকালীন অধিবেশন, বর্ষাকালীন বা শীতকালীন অধিবেশন। স্পিকার ওই অধিবেশনের সময়েই তাঁর ইচ্ছামত সংসদ মুলতবি ঘোষণা করতে পারেন।

পয়েন্ট অব অর্ডার বা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ (Point of order) ঃ 'সংসদীয় কার্যক্রম সঠিকভাবে চলছে না অথবা আইনের পরিপন্থী কোন কিছু চলতি সংসদীয় কার্যক্রমে চলছে' এই অজুহাতে চলতি সংসদীয় কার্যক্রম কিংবা কারো বক্তব্য স্থগিত রাখার আহ্বান জানিয়ে কোন সাংসদ দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তাঁকে Point of order বলে। পয়েন্ট অব অর্ডারটি বৈধ না অবৈধ তা নির্ধারণ করেন স্পিকার।

মোশন বা প্রস্তাব (Motion) ঃ সংসদে আলোচনাযোগ্য, এ রকম কোন বিষয় বিবেচনার জন্য সংসদে যে কোন সদস্যের উত্থাপিত প্রস্তাবকে সংসদের ভাষায় 'মোশন' বলে।

অ্যাজার্নমেন্ট মোশন বা মুলতবি প্রস্তাব (Adjournment motion) ঃ একটি অত্যন্ত জরুরি, জনস্বার্থ গুরুত্বসম্পন্ন বিষয় বিবেচনার জন্য সভার কোনদিনের পূর্বনির্ধারিত আলোচ্যসূচি মুলতবি করার আহ্বান জানিয়ে যদি কোন সদস্য প্রস্তাব আনেন তবে তাকে মুলতবি প্রস্তাব বা অ্যাজার্নমেন্ট মোশন বলে। তবে যে বিষয়টি বিবেচনার জন্য কোন সদস্য প্রস্তাব তুলছেন অন্য সব আলোচ্যসূচি মুলতবি করে তা আলোচনার যোগ্য কিনা সেটা নির্ধারণ করবেন স্পিকার। প্রস্তাবটি স্পিকার গ্রহণ করলে সেটি সভার কাছে পেশ করা হবে এবং সভা মুলতবি প্রস্তাবটি পেশের অনুমতি (leave) চাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্যের প্রতি আহ্বান জানাবে।

যদি কমপক্ষে পঁচিশ জন সদস্য প্রস্তাবটির পক্ষে দাঁড়ান তাহলে প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য গৃহীত হবে এবং স্পিকার প্রস্তাবটির ওপর বিতর্কের জন্য

www.pathagar.com

দিন-তারিখ নির্ধারণ করবেন। যেদিন প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা বা বিতর্ক হবে সেদিন এটি সেদিনের আলোচ্যসূচির সর্বশেষ আইটেম হবে। বিষয়টি নিয়ে শুধু আলোচনা হতে পারে আবার তা ভোটাভুটিতেও যেতে পারে। ভোটাভুটিতে না গেলে বিষয়টি নিয়ে সদস্যরা দীর্ঘক্ষণ ধরে আলোচনা করতে পারেন। সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় একটি মুলতবি প্রস্তাব গ্রহণের ফলে একটি সরকারের পদত্যাগের মতো ঘটনাও ঘটে যেতে পারে। রাষ্ট্রপতিশাসিত পদ্ধতিতে সাধারণত এ ধরনের ঘটনা ঘটে না।

প্রিভিলেজ মোশন বা অধিকার প্রস্তাব (Privilege motion) ঃ সংসদের এক বা একাধিক সদস্য অভিযোগ আনতে পারেন যে সরকার কিংবা তাঁরই কোন সাংসদসাথী কিংবা সংবাদপত্রের মতো বাইরের কোন সংস্থার কোন পদক্ষেপ বা হস্তক্ষেপের ফলে তাঁর বা তাঁদের অধিকার ক্ষুণ্ন বা লংঘিত হয়েছে। অধিকার ভঙ্গের অভিযোগ তুলে যে প্রস্তাব আনা হয় তাঁকেই অধিকার প্রস্তাব বা প্রিভিলেজ মোশন বলে। কোন মন্ত্রী কোন সদস্য বা সদস্যগণের সম্বন্ধে কোন মিথ্যা বিবৃতি দিলে অধিকার প্রস্তাব আনা যায়। কোন সংসদ সদস্য সম্পর্কে সংবাদপত্রে ভালোভাবে রিপোর্ট না করলেও তা অধিকার প্রস্তাবের বিষয়ে পরিণত হতে পারে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এবং প্রথম সুযোগেই সদস্য বা সদস্যরা তাঁদের অধিকার প্রস্তাব বা মুলতবি প্রস্তাব পরিষদে উত্থাপিত করবেন, কারণ তা না হলে সময়ের মাপকাঠিতে তা মূল্যহীন হয়ে পড়তে পারে। সময়ের বিলম্বহেতু, স্পিকারের কক্ষে (chamber) ওই প্রস্তাবের মৃত্যু ঘটে। তাঁর মানে হলো যে ওই প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য সভায় তোলা গেলো না।

বিল (Bill) ঃ একটি আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে সভায় কোন সদস্য বা দলের আনীত প্রস্তাবকে বিল বলে।

লবি (Lobby) ঃ সংসদ কক্ষের ঠিক পার্শ্ববর্তী করিডর বা ঘেরা বারান্দাকে লবি বলে। অধিবেশনের অবসরে সাংসদরা করিডরে দাঁড়িয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। কিংবা কোন প্রস্তাব সংক্রান্ত ভোটের ব্যাপারে বিভিন্ন সংসদীয় গ্রুপ তাদের পক্ষে ভোটের রায় আনার লক্ষ্যে সাংসদদের ওপর প্রভাব বিস্তার বা প্রচারণার কাজ চালায় এই লবিতেই। এ জন্যে একে লবিং বলে।

সিটিং ও সেশন (Sitting & Session) : সভার কার্যক্রম বা বৈঠক শুরুর পর দিনশেষে যে সময়ে তা শেষ হয়ে যায় এই সময়টুকুকে সিটিং বলে।

অপরদিকে প্রেসিডেন্ট সভার কার্যক্রম শুরুর আহ্বান জানানোর পর তার সমাপ্তি (Prorogation) পর্যন্ত সময়টুকুকে সেশন বা অধিবেশন বলে। আবার সংসদ

www.pathagar.com

বিলুপ্তির পর নতুন করে গঠিত সংসদে বসার আহ্বান থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত (Prorogation) সময়টুকুকেও সেশন বলে। প্রকৃতপক্ষে অনেকগুলো টুকরো টুকরো সিটিংয়ের সমষ্টিই হচ্ছে সেশন।

এক্সপাঞ্জ বা ছাঁটাই (Expunge) ঃ সভার কোন সদস্য বা সদস্যদের বক্তব্যের আংশিক বা পুরোটাকে (যেটা আইনের দৃষ্টিতে বিধিসম্মত নয় বলে প্রতীয়মান হয়) সভার কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেয়াকে এক্সপাঞ্জ বলে। স্পিকার এই এক্সপাঞ্জ করার ক্ষমতা রাখেন।

যে রিপোর্টার সংসদীয় বিট কভার করছেন তাঁকে সাংসদদের বক্তব্য রাখার অধিকার কিংবা বিল পেশের অধিকার সম্পর্কে ভালো করে জানতে হবে। বিশেষ করে বাজেটের মতো বিল সংক্রান্ত আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক বা তা পাসের ব্যাপারটি খুবই জটিলতাপূর্ণ। এছাড়া বিষয়টি পুরোপুরিই হচ্ছে টেকনিক্যাল। এ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান আয়ত্ত না করলে হঠাৎ করেই এ নিয়ে রিপোর্ট করা যায় না। এছাড়া একেকটি প্রস্তাব বা বিলের ওপর তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনাও হয় পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গিতে। তাই কোন রিপোর্টারকে সংসদে তাঁর দায়িত্ব পালনের আগে তাঁকে সংসদীয় কার্যক্রম সম্পর্কে গভীর পড়াশুনা করতে হয়।

ডিসলিউশন অব দ্য এসেম্বলি বা পরিষদ বাতিল (Dissolution of the Assembly) ঃ নয়া নির্বাচন ঘোষণার মাধ্যমে জাতীয় সংসদ বা পরিষদ বাতিল করে দেয়ার অর্থই হচ্ছে ডিসলিউশন অব দ্য এসেম্বলি। সংবিধান অনুসারে প্রেসিডেন্টের আদেশে পরিষদ বাতিলের এই ঘোষণা দেয়া হয়।

স্টারড বা মৌখিক জবাব (Starred)ঃ সংসদ সদস্যদের প্রশ্নের কোন জবাব মুখে মুখে দিলে তাকে Starred বা মৌখিক জবাব বলে এবং জবাব যদি লিখিত হয় তবে তাকে আনস্টার্ড (Unstarred) বা লিখিত জবাব বলে।

ইন-ক্যামেরা সেশন (In-camera session) : রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সংসদের রুদ্ধদ্বার অধিবেশনকেই ইন-ক্যামেরা সেশন বলে। যেমন '৯২ সালে বার্মা-বাংলাদেশ সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে ইন-ক্যামেরা সেশনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল। পাকিস্তান আমলে কাশ্মীর ইস্যুকে কেন্দ্র করেও ক্যামেরা সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ১৮১ ধারায় সংসদের ক্যামেরা সেশন বা গোপন বৈঠকের বিধান আছে। যখন সংসদ কোন গোপন বৈঠকে মিলিত

www.pathagar.com

হবে, তখন কোন আগন্তুক সংসদকক্ষ, লবি বা গ্যালারিতে প্রবেশের অনুমতি পাবেন না। স্পিকার তাঁর স্বীয় বিবেচনা মতে, গোপন বৈঠকের কার্যাবলির ধারাবিবরণী প্রকাশ করতে পারবেন কিন্তু উপস্থিত অন্য কোন ব্যক্তি কার্যাবলি বা কোন সিদ্ধান্তের আংশিক অথবা পুরো রেকর্ড অথবা নোট রাখতে পারবেন না, বিবরণী প্রকাশ করবেন না কিংবা তা বর্ণনা করতে পারবেন না। কোন ব্যক্তি কোনভাবে যদি গোপন বৈঠকের কার্যাবলী অথবা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন তাহলে তা সংসদের বিশেষ অধিকারের গুরুতর লংঘন বলে বিবেচিত হবে।

জিরো আওয়ার (Zero hour) ঃ সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বের পর স্পিকার বা অধ্যক্ষ তিরিশ মিনিট বা একটি সংক্ষিপ্ত এবং নির্দিষ্ট সময় এক-দুই মিনিট করে এমন সদস্যদের মাঝে বন্টন করেন যাঁদের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রদত্ত নোটিশ বাতিল করা হয়েছে। প্রদত্ত রিপোর্টের পক্ষে যুক্তি রেখে এসব সদস্য সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার সুযোগ পান। এই সময়কে জিরো আওয়ার বলে।

নোট অব ডিসেন্ট (Note of Dissent): সংসদের বিভিন্ন কমিটিতে সরকারি ও বিরোধীদলীয় সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত থাকেন। কমিটির প্রস্তাবের ওপর কোন সদস্য দ্বিমত পোষণ করলে নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে থাকেন। এটি প্রতিবাদের একটি পদ্ধতি।

ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স (Warrant of Precedence) : রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার অবস্থান কোথায় অর্থাৎ শীর্ষ থেকে তৎপরবর্তী ক্রমাবস্থান নির্ধারণকে ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স বলে।

ভোট অব ডিভিশন (Vote of Division) : স্পিকার কর্তৃক পেশকৃত প্রস্তাব সম্পর্কে সদস্যদের ভোট গ্রহণের কথা তিনি প্রথমে ধ্বনিভোটে গ্রহণ করেন। প্রস্তাবের পক্ষে যারা থাকেন তাঁরা 'হ্যাঁ' এবং বিপক্ষে থাকলে 'না' বলেন।

এই ভোটের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে কেউ আপত্তি তুললে স্পিকার 'বিভক্তি ভোট' বা 'ভোট অব ডিভিশন' দেবেন। তখন তিনি লবি খালি করতে নির্দেশ দেবেন। কক্ষে অনুপস্থিত সদস্যরা যাতে আসনে আসতে পারেন সেজন্য দুই মিনিট পর্যন্ত বিভক্তি ভোটের ঘন্টা বাজানোর নির্দেশ দেবেন। ঘন্টা বাজা বন্ধ হলে সাথে সাথে সদস্যদের লবির সমস্ত প্রবেশপথ বন্ধ করে দেয়া হবে। বিভক্তি ভোট সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কাউকেই প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকতে দেয়া হয় না। এরপর লবিতে রাখা বইতে স্বাক্ষর অথবা স্বয়ংক্রিয় ভোটযন্ত্রের মাধ্যমে ভোট গ্রহণের পর স্পিকার সিদ্ধান্ত দেন। একে ভোট অব ডিভিশন বলে।

www.pathagar.com

রুলস অব বিজনেস (Rules of Business) : একে বাংলায় বলা হয় কার্যপ্রণালি বিধি। যেসব নিয়ম-কানুনের মাধ্যমে সংসদ পরিচালিত হয় তাকে রুলস অব বিজনেস বলে।

বেসরকারি কার্যদিবস ঃ প্রতি সপ্তাহের একটি দিন সংসদে বেসরকারি কার্যদিবস হিসেবে নির্দিষ্ট থাকে। মন্ত্রী ব্যতীত বিরোধী দলীয় ও সরকারি সদস্যরা এদিন সিদ্ধান্ত প্রস্তাব দিয়ে থাকেন। এই প্রস্তাবের ওপর আলোচনার পর স্পিকার বিষয়টি ভোটে দিয়ে থাকেন। বেসরকারি কার্যদিবস সংসদ সদস্যদের একটি বিশেষ অধিকারের দিন। তাঁরা বিলের নোটিশ দিয়ে বিলও উত্থাপন করতে পারেন।

www.pathagar.com

চতুর্দশ অধ্যায়

পরিবেশ তথা জনসংখ্যা রিপোর্টিং

বিশ্বের জনসংখ্যা পাঁচশ' কোটি ছাড়িয়ে গেছে ১৯৯১ সালের জুলাই মাসে। এ বিপুল জনগোষ্ঠীর ভার এ পৃথিবী আর সইতে পারছে না। মানুষের বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে সম্পদ বাড়ছে না, বাড়ছে না জমি। তবু মানুষের আহার জোগাতে হচ্ছে, শীত ও গ্রীষ্ম থেকে তাঁকে রক্ষার জন্য বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান করতে হচ্ছে। সংস্থান করতে হচ্ছে আরো অনেক কিছুর। কিন্তু উন্নয়নশীল কিংবা স্বল্পোন্নত দেশে বিশেষ করে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাদের অন্ন বস্ত্র বাসস্থান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। ফলে পরিবেশের দ্রুত পতন ঘটছে। গ্রাম ছেড়ে মানুষ শহরে আসছে। কর্মের ভালো সংস্থান না করতে পেরে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেও পরিবারের সদস্যদের দুমুঠো অন্নের সংস্থান করতে পারছে না। লেখাপড়া তো দূরের কথা, আশ্রয়ের কোন সন্ধান না পেয়ে বস্তিতে বাস গড়ে তুলছে। ছিন্নমূল জনগণের ভিড়ে শহরের আনাচে কানাচে ব্যাঙের ছাতার মতো বস্তি গড়ে উঠছে। তাদের কোন সুষ্ঠু জীবনপ্রণালী নেই। উন্নত পদ্ধতিতে বেঁচে থাকার কোন অবলম্বন ও শিক্ষাদীক্ষা নেই। সন্তান উৎপাদনেও তাই তাদের কোন ঘাটতি নেই। মলমূত্রের অবাধ ত্যাগ, বিশুদ্ধ পানি আহরণের অভাব, নোংরা পানি বা ময়লা নিষ্কাশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থার অভাব সব কিছু মিলিয়ে সমস্ত পরিবেশকেই দুর্বিষহ করে তুলেছে।

জনসংখ্যা ও পরিবেশ সংক্রান্ত সংবাদগল্পের জন্য অফুরন্ত দিক রয়েছে। বহুদিক নিয়ে এ বিষয়ে লেখা যায়। সেইসব দিক লেখার জন্য উচ্চতর পর্যায়ের রিপোর্টিংয়ের প্রয়োজন রয়েছে। সাধারণ সংবাদগল্প লেখার বদলে এ ধরনের সংবাদগল্প লেখার জন্য সর্বাধুনিক লেখন-কৌশল প্রয়োজন।

বাংলাদেশে যে কোন সংবাদগল্পের উপাদানের জন্য জনসংখ্যা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জনসংখ্যা বা পরিবেশ বিষয়ক রিপোর্টিং সাধারণত কোন একক ও বিচ্ছিন্ন ঘটনার রিপোর্টিং নয়। এই ধরনের রিপোর্টিংয়ে সংশ্লিষ্ট সব ঘটনা নিয়ে

www.pathagar.com

ধারাবাহিক একটা প্রক্রিয়া কাজ করে। একটা ঘটনার ওপরই এই ধরনের রিপোর্টিং সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং এ ধরনের রিপোর্টিংয়ে একটা প্রক্রিয়া (Process) কাজ করে। এজন্য এ ধরনের সাংবাদিকতাকে ইংরেজি পরিভাষায় Process Journalism-ও বলা হয়।

স্বীকার করতেই হবে এই ধরনের রিপোর্টিংয়ে রাজনীতি, অর্থনীতি, অপরাধ, সহিংসতা, নামিদামি, প্রখ্যাত কিংবা কুখ্যাত লোকদের নিয়ে লেখার মতো উত্তেজনা, চাঞ্চল্য বা শিহরণ নেই। নাম কামানোরও অবকাশ নেই। কিন্তু এ বিষয়টি সেগুলোর চেয়ে আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জনসংখ্যা বা পরিবেশ বিষয়ক ঘটনাগুলো সবই হয়ে থাকে সাধারণত বিলম্বিত লয়ের কিন্তু এ নিয়ে লেখা বেশ কঠিন। এই বিষয়টি নিয়ে ঘটনাগল্পের (Event story) বদলে যে ধারাবাহিকতাসম্পন্ন রিপোর্টিং (Process story) হয় সে সম্পর্কে বোঝার জন্য ফিলিপাইন তথা এশিয়ার সুপরিচিত সাংবাদিক তারজি ভিটাচির শরণাপন্ন হতে হবে। কেন এগুলো 'প্রক্রিয়াজাত গল্প' সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, এশিয়ার কোন দেশের কোন গ্রামে অনাহারে যদি পাঁচজন লোক মারা যায় তবে তা হচ্ছে ঘটনা (Event). কিন্তু মাসের পর মাস কিংবা বছরের পর বছর ধরে যদি কোন গ্রামের হাজার হাজার মানুষ অনাহারে থাকে কিংবা অপুষ্টিতে ভুগতে থাকে তবে সেটা হবে প্রক্রিয়া (Process)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন স্থানে মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশগত কোন বিপর্যয় যদি দেখা যায় এবং সে নিয়ে যদি অনুসন্ধান চালানো যায় তাহলে দেখা যাবে সেই বিপর্যয়ের আগেপিছে একটা বিরাট প্রক্রিয়া বা ঘটনাপ্রবাহ কাজ করছে। হতে পারে বিপর্যয়সৃষ্ট এলাকায় জনসংখ্যার সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ নেই। তাদের ভালো খাবার দাবারের ব্যবস্থা নেই। হয়তো এলাকার অধিকাংশ বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অপুষ্টিতে ভুগছে। তাদের স্বাস্থ্যসেবার কোন ব্যবস্থা নেই। পানীয় জলের অভাব রয়েছে। ময়লা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই। লোকজনের বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার অভাব রয়েছে। মহিলারা সন্তান জন্মদান ও পরিবার কল্যাণ সম্পর্কে অজ্ঞ। শিশু মৃত্যুর হার বেশি। সব কিছু মিলিয়ে দেখা গেলো তাদের সামগ্রিক পরিবেশ মনুষ্যবাসের অনুপযোগী।

যদি ধরা হয় জনসংখ্যার ওপর একজন সাংবাদিককে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে হবে কিংবা জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সে পুরোপুরি পণ্ডিত হতে চায় তাহলে জনসংখ্যা সংক্রান্ত আদ্যোপান্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে ভালো করে জানতে হবে। যদি পুরো দেশের একটা চিত্র সে জানতে চায় তবে তাঁরে কতকগুলো বিষয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে। যেমন জন্মহার, মৃত্যুহার, শিশু মৃত্যুর হার। তাঁকে দারিদ্র্যসীমা, স্বাস্থ্য পরিস্থিতি, সমাজে মহিলাদের মর্যাদা প্রভৃতি সম্পর্কে

www.pathagar.com

জানতে হবে। নারীদের বিয়ের বয়সের খবর, গ্রামীণ প্রথা-প্রকরণ বা সংস্কার, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির গ্রহীতাদের সংখ্যা বা এ সংক্রান্ত হিসাবপত্র তাঁকে জানতে হবে।

আগেই বলেছি, পরিবেশ বা জনসংখ্যা বিষয়ক রিপোর্টিং সংঘটিত কোন ঘটনার তাৎক্ষনিক বর্ণনা বা হার্ড নিউজ নয়। এটা হচ্ছে একটি প্রক্রিয়াজাত সংবাদগল্প। ফলে সাধারণ সংবাদঘটনা (যেমন কোন সড়ক বা নৌ-দুর্ঘটনা, আকস্মিক বন্যা, মন্ত্রীর বক্তৃতা, সরকারের সংবাদবিজ্ঞপ্তি) যেভাবে লেখা হয় এখানে ঠিক সেভাবে লেখা চলে না। যদিও কোন সজীব ঘটনার রিপোর্ট করতে গিয়ে প্রক্রিয়াবাহিক অনেক অজানা তথ্য বিরাট পটভূমি আকারে আসতে পারে। এ ধরনের রিপোর্টিং তাই সাধারণত ফিচার স্টাইলেই হয়ে থাকে। এই ফিচার হচ্ছে বিশ্লেষণধর্মী ফিচার। কিংবা এ ধরনের সংবাদবিবরণী তৈরি করার জন্য সংবাদ বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, মন্তব্য কিংবা অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন হতে পারে। এ ধরনের সংবাদগল্পে বহু পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত মানুষ বা লোকজন কিংবা উপাদান জড়িত থাকতে পারে। কোন এলাকার লোকজনের মহামারী আকারে ব্যাধি দেখা দেয়ার কারণ কি তা অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যেতে পারে জনসংখ্যাই তার প্রধান কারণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। অপরিকল্পিত জনসংখ্যার জন্য পারস্পরিক বহু কারণেই হয়তো ওই মহামারী দেখা দিয়েছে। ফলে এ ধরনের রিপোর্টের বহু উপাদান রয়েছে এবং সেগুলো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আর তাই এ ধরনের রিপোর্ট লেখা বেশ শ্রম ও সময়সাধ্য। এমনকি তা পত্রিকার পাতায় অনেকখানি জায়গা দখল করতে চায়। তবে সাধারণ হার্ড নিউজ লেখার মতোই এ রিপোর্ট সহজেই লিখনযোগ্য, খুব একটা কঠিন নয়। তবে এর জন্য অনেক সময়ের দরকার। বেশি করে প্রস্তুতির দরকার। বিষয়টি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকা দরকার। দরকার ভালো উৎস। এ ধরনের রিপোর্টিংয়ের জন্য যে আলাদা কৌশল দরকার তা নয় বরং কোন বিষয়ের প্রেক্ষাপটেই ওই সংবাদগল্পের আঙ্গিকটি গড়ে ওঠে। বরং বলা চলে এ ধরনের রিপোর্টিং করতে গিয়ে রিপোর্টার নিজেই তাঁর কৌশলটি রপ্ত করে ফেলেন। আর মূলত এটি ফিচারধর্মী রচনা বলে একে বিভিন্নভাবে লেখা যেতে পারে। সাধারণত যে কয়েক প্রকারে এই ধরনের রিপোর্ট করা হয় সেগুলো হলো ঃ

ক. বর্ণনা বা বিশ্লেষণধর্মী ফিচার
খ. ব্যাখ্যামূলক সংবাদবিবরণী
গ. অনুসন্ধানী রিপোর্টিং

www.pathagar.com

ঘ. সংবাদ বিশ্লেষণ

ঙ. মন্তব্যধর্মী বিবরণী

এরই মধ্যে যদিও আমরা ব্যাখ্যা ও অনুসন্ধানী রিপোর্টিং সম্পর্কে ভিন্ন অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি তারপরেও সে দুটো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পাঠসহ ওই পাঁচ প্রকারের জনসংখ্যা বা পরিবেশ রিপোর্টিং সম্পর্কে আমরা এখানে আলোচনা করবো।

আমরা বর্ণনামূলক ফিচার রিপোর্টিং নিয়েই আলোচনা শুরু করবো যেহেতু এই ধরনের রিপোর্টিং হচ্ছে দুটি জিনিস সম্পাদনের জন্য সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি। যেহেতু এটা পূর্বাপর ঘটনা নিয়ে লেখা হয়ে থাকে তাই এ ধরনের সংবাদগল্পের উপাদানগুলোর বিভিন্ন শর্ত সম্বন্ধে বোঝার জন্য একটা ধারণা পেতে পাঠককে প্রথমেই সাহায্য করে। আসলে এ ধরনের রিপোর্টিং হচ্ছে তথ্যমূলক এবং পাশাপাশি শিক্ষামূলক। পাঠকের পড়তেও এটা মজা লাগে।

ভালো কোন ফিচারের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে যে এগুলো খুবই সুখপাঠ্য ও মজাদার।

হার্ড নিউজ থেকে ফিচার নিউজের পার্থক্যগত বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ বা ধরন নির্ণয়ের কিছু সহায়ক নির্দেশিকা দেয়া হলোঃ

সম্ভব হলেই ফিচারগল্পটির এমন একটি নমনীয় সূচনা বা শীর্ষ ব্যবহার করতে হবে যা পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

যে লোক বা লোকদের নিয়ে আপনার ফিচারগল্পটির মূলভাব গড়ে উঠবে সেই লোকজন সম্পর্কে শুরুতেই একটা সংক্ষিপ্ত কাহিনী বা আলেখ্য দেয়া যেতে পারে।

কিংবা এমন কিছু বিষয় দেয়া হলো যা চমক সৃষ্টিকারী উপাদানে ভরপুর অথবা মানবীয় আবেদন থাকে। অথবা ফিচার গল্পের যে নাটকীয় পরিসমাপ্তিটি ঘটেছে সেই পরিসমাপ্তি থেকেই কোন বক্তব্য সূচনায় দিয়ে ফিচারগল্পটির পাঠকদের পুরো গল্প পাঠে আকৃষ্ট করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, সদ্য ঘটে যাওয়া কোন ঘটনার হুবহু বিবরণ দেয়া নয় বরং এমন একটা সরস ও নিটোল বর্ণনামূলক স্টাইল ব্যবহার করা হলো যে সাধারণ গল্প শোনার মতোই মনে হয়।

তৃতীয়ত, একটি কথা সব সময়ই মনে রাখতে হবে যে নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে নয় বরং পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে সংবাদগল্পটি লিখতে হবে। কিন্তু পাঠককে আপনার বলার মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট করার বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে।

www.pathagar.com

চতুর্থত, রিপোর্টটিকে বেশ বর্ণশোভিত করতে হবে। ভালো বিশেষণ ব্যবহার করতে হবে। এমন একটা আবেগাশ্রয়ী আবেদন সৃষ্টি করতে হবে যা পাঠকের সংবেদনশীলতাকে স্পর্শ করে। তবে তথ্যের অলংকারেই অলংকারিত করতে হবে, বানোয়াট কিছু দেয়া যাবে না। এমন হতে পারে, কোন লোক বা কোন এলাকার লোকজনের দুর্দশার চিত্রটি বিভিন্ন রূপকাশ্রয়ী বর্ণনার কারণে পাঠকের কাছে তা জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে।

পঞ্চমত, সংবাদগল্পটিকে এমনভাবে লিখতে হবে মনে হয় যেন তাঁরা তাদের দৈনন্দিন কথাবার্তা বলছে বা শুনছে। গল্পকে জীবন্ত করার জন্য 'ভালো উদ্ধৃতি' তুলে ধরা যেতে পারে। ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকজনের কথোপকথনকে তুলে ধরতে পারলে সেটি খুবই ভালো হয়। ফিচার লেখকের এটা সব সময়ই মনে রাখা উচিত।

ষষ্ঠত, গল্পের ভালো পরিণতি বা সমাপ্তির কথা সবসময় স্মরণে রাখতে হবে। একটা চমক দিয়ে সংবাদগল্পের সমাপ্তি ঘটতে পারে। পাঠক পড়ে মনে মনে বলবে আমিতো এমনটা আশা করিনি, অথচ যেটা হলো সেটাই ঠিক।

সপ্তমত, যে কোন ধরনের সংবাদগল্প লেখার মতোই ফিচারধর্মী ও বর্ণনামূলক জনসংখ্যা বা পরিবেশ রিপোর্টিং করার পূর্বে তার রূপরেখা সম্পর্কে আগে থেকেই মনে মনে কল্পনা করে নিতে হবে। লেখার আগে সংবাদগল্পের একটা রূপরেখা কল্পনা করে নিলে এক নিশ্বাসে তা লিখে ফেলা যায়।

এ ধরনের সংবাদগল্প লেখার জন্য আমরা ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের একটি ফরমুলা নিচে উদ্ধৃত করছি।

যে কোন ফিচারগল্প লেখার জন্য শত শত ভালো উপায় বা পদ্ধতি আছে। কিন্তু ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল যে পদ্ধতি ব্যবহার করে সেটি খুবই বাস্তবসম্মত ও প্রায়োগিক পদ্ধতি। জার্নালটি প্রতিদিন তাঁর প্রথম পৃষ্ঠায় মোটামুটি গ্রহণযোগ্য আকারের বেশ সুখপাঠ্য সংবাদ ফিচার পরিবেশন করে থাকে।

এই সংবাদগল্প প্রতিদিনই বলতে গেলে প্রায় একই কাঠামো ও রূপরেখায় লেখা হয়ে থাকে। জনসংখ্যা বা পরিবেশ তথা যে কোন বর্ণনামূলক ফিচারগল্প লেখার পরিকল্পনা করে থাকলে এই সহজ সরল রূপরেখাটি অনুসরণ করা হচ্ছে একটি ভালো উপায়। ফরমুলাটি হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

এক. কোন ব্যক্তি, কাহিনী বা উপাখ্যান অথবা পরিস্থিতি সংবাদগল্পটির মূলভাবটিকে তৈরি করেছে সেই ব্যক্তি বা পরিস্থিতি নিয়ে গল্পের সূচনা করতে হবে।

www.pathagar.com

উদাহরণস্বরূপ, হামিদা নামের একজন গ্রামীণ মহিলার কথা কল্পনা করুন। যে ইতোমধ্যেই সাত সন্তানের মা হয়েছে। আমাদের ওই কল্পিত গল্পের হামিদা এখন পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁর চেয়ে কম বয়েসী মহিলাদের বেশ ভালো শিক্ষা দিচ্ছে যাতে তাঁরা তাঁদের সন্তানের সংখ্যা সীমিত রাখতে পারে।

গল্পের সূচনা হিসেবে হামিদার একটা সফল প্রয়াসের কাহিনী তুলে ধরতে পারি। অর্থাৎ অন্তত একটি তরুণ দম্পতিকে সে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার কাজে সফল হয়েছে।

দুই. সংবাদগল্পটিতে মূলভাবের জন্য একটি পরিবর্তন বা ব্যত্যয় আনতে হবে। এটা হামিদার সন্তান জন্মদানের সময় বিভিন্ন অসুবিধা, তাঁর দরিদ্রতা, সন্তানদের লালন-পালনের বিভিন্ন কষ্ট তুলে ধরা যেতে পারে। এমন হতে পারে হামিদার সাত সন্তানের চারজনই অপুষ্টি এবং শিশু বয়সের বিভিন্ন অসুবিধার কারণে মারা গেছে। পোড় খাওয়া হামিদার হয়তো তাই একটা বিশ্বাস জন্মেছে যে সকল দুঃখকষ্টের সহজ সমাধান হচ্ছে পরিবার পরিকল্পনা। গল্পের এই অংশটুকু সূচনা ও মূলভাব বিষয়ক অনুচ্ছেদটির একটি সেতুবন্ধন।

তিন. গল্পের কাঠামোর তৃতীয় অনুচ্ছেদে এসে মূলভাবটি দেয়া হচ্ছে। মূলভাব সম্বলিত এই অনুচ্ছেদটিকে সাধারণ হার্ড নিউজ গল্পের শীর্ষ বা সূচনা হিসেবে কল্পনা করুন। কিন্তু যেহেতু এটি ফিচারধর্মী রচনা তাই এই মূলভাবটি শীর্ষে না এসে গল্পের পরের দিকে এসেছে।

কল্পিত সংবাদগল্পের মূলভাবটি এ রকম হতে পারে : অনেক ছেলেমেয়ের লালনপালন করতে গিয়ে তাঁর নিজের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণেই হামিদা তরুণ দম্পতিদের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার স্বেচ্ছাসেবী কাজ হাতে নিয়েছে। তার বিশ্বাস, এই প্রয়াসে সে সফল। কারণ তাঁর প্রেরণাতেই ৩০ জন তরুণী স্ত্রী তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেছে।

চার. পাঠককে উত্তেজিত করুন। আমাদের কল্পিত গল্পে পাঠককে উত্তেজিত বা আগ্রহোদ্দীপক করে তোলার জন্য একটি গুজবের ঘটনাকে তুলে ধরা যেতে পারে। অর্থাৎ গ্রামে রটে গিয়েছিল যে হামিদা যেসব জন্মনিরোধক পদ্ধতি সম্পর্কে মহিলাদের কাছে সুপারিশ করেছিল সেগুলো নাকি কাজ করে নি এবং অনেক মহিলাই নাকি সেসব পদ্ধতি গ্রহণ করেও কোন না কোনভাবে সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়েছেন। এখন এ ঘটনার প্রেক্ষিতে হামিদার সাফল্য সম্পর্কে পাঠকদের মনে স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ জাগতে পারে। কিন্তু এই সন্দেহের নিরসন করতে হবে। দেখতে হবে প্রকৃত কি

www.pathagar.com

কারণে ওই সব মহিলা সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়েছেন। এমনও হতে পারে পদ্ধতি ব্যবহারে মহিলাদের কোন ভুলভ্রান্তি থাকাতেই এই বিপত্তি হয়েছে, পদ্ধতির কারণে নয়।

পাঁচ. গল্পের মূলভাবটিকে সমর্থন দানের জন্য বিস্তারিত বিবরণী দিতে হবে। এই বিস্তারিত বিবরণটিই গল্পের কাঠামোটিকে তৈরি করে দেবে। পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন কায়দায় পরিবারগুলোকে যে উপদেশ বা পরামর্শ দিয়ে থাকে সে সম্পর্কে বিভিন্নভাবে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া যেতে পারে। নিশ্চিত করার জন্য এরপর রিপোর্টার একটি হেলথ ক্লিনিকের চিকিৎসক ও নার্সদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে পারেন যে, হামিদার পরামর্শে অন্তত ৩০ জন বিবাহিতা মহিলা দুই বছর ধরে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করে অনাহূত গর্ভধারণের আশংকাকে এড়াতে পেরেছেন।

ছয়. গল্পের সূচনায় যে বিষয় বা সংশ্লিষ্ট কোন লোক সম্পর্কে বলা হয়েছে সেই বিষয় বা লোকের প্রসঙ্গ দিয়েই গল্পের পরিণতি টানা যেতে পারে। পরিসমাপ্তিটা সমগ্র গল্পের সংক্ষিপ্ত রূপও হতে পারে। একটা নীতিবাক্য শোনানোর মতো ব্যাপারও ঘটানো যেতে পারে। অথবা এমন একটা ঘটনা বলা যেতে পারে যাতে গল্পের সূচনায় বর্ণিত বিষয় বা প্রপঞ্চকে জোরদার করার প্রয়াস পাওয়া যায়। যেমন আমাদের কল্পিত গল্পে বলা যেতে পারে যে হামিদার জীবিত তিন সন্তানের মধ্যে বড় দুই কন্যা হামিদার পরামর্শ মেনে নিয়ে তাদের বিয়ের দু বছর পরও এখন পর্যন্ত কোন সন্তান ধারণ করে নি। অর্থাৎ এখানে বোঝানো হচ্ছে হামিদা পরামর্শ দিয়েই ক্ষান্ত নয়, তাঁর দেয়া প্রতিশ্রুতি সে তাঁর নিজের পরিবারেও পালন করেছে।

বিশ্লেষণধর্মী ফিচার

ছয়- পয়েন্ট ফরমুলার বর্ণনামূলক ফিচারের ধরনটি শেখার জন্যও যেমন সহজ, মনে রাখাও সহজ। পাশাপাশি ওই পয়েন্ট অনুযায়ী ঘটনা বিন্যাস করাও সহজ হয়।

তবে বর্ণনাধর্মী ফিচারকে প্রায় অক্ষুণ্ন রেখেই একে পুরোপুরি বিশ্লেষণধর্মী করা যায়। হামিদার উদাহরণ টেনে বলা যায়, হামিদা পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে কেন আগ্রহী হয়ে উঠলেন ? কোন ঘটনা তাঁকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে কি? কিভাবে তিনি পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে পারলেন ? ক্লিনিকের পেশাজীবী লোকজনের কাছ থেকে কেমন সাহায্য পেয়েছেন ? কি কি জন্মনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় সে সম্পর্কে তিনি কি কি জানতে পেরেছেন। কিংবা পরিবার পরিকল্পনা

www.pathagar.com

পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি সামাজিক কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি।

এছাড়া এমন হতে পারে, পুরুষের ভ্যাসেকটমিকরণ যত সহজ মেয়েদের টিউবেকটমি করা তত সহজ নয় অথচ আমাদের দেশের পুরুষেরা পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে ততটা মনোযোগী নন। কিন্তু সংসারে লোকের সংখ্যা বেড়ে গেলে তাঁরা তাঁর জন্য মহিলাদের একতরফাভাবে দায়ী করেন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মহিলাদের ব্যক্তিক অবস্থান ও তাদের পারিবারিক সংঘাত এবং দ্বন্দ্বকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। অবশ্য এই বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বাস্তব কিছু উদাহরণ তুলে ধরতে হবে।

সংবাদ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

যে কোন সংবাদগল্প বিশেষত জনসংখ্যা, পরিবেশ তথা উন্নয়ন রিপোর্টিংয়ের জন্য লব্ধ সংবাদগল্পের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা এবং তাঁকে স্পষ্টতাদানের জন্য আরো দু ধরনের লেখনী বেশ উপযোগী। এই দুটো হচ্ছে সংবাদ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যামূলক লেখা।

এ দুটো বিষয় নিয়ে আমরা ভিন্ন অধ্যায়েই বিশদভাবে আলোচনা করেছি। তা সত্ত্বেও আমরা এখানে দু চারটা কথা উল্লেখ করবো। প্রকৃতপক্ষে সংবাদ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যামূলক লেখনী উভয়ই ব্যাখ্যামূলক। বস্তুনিষ্ঠ ও মন্তব্যবিহীন পটভূমিসহ সংবাদ- ঘটনাবলিকে বিশ্লেষণ করাই হচ্ছে সংবাদ বিশ্লেষণ। অপরদিকে ব্যাখ্যামূলক লেখায় একজন রিপোর্টার তাঁর নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে সংবাদঘটনাবলিকে বিশ্লেষণ করার আরো বেশি স্বাধীনতা পান। অবশ্য তাঁর এই দৃষ্টিকোণটি সুনির্দিষ্ট কোন সংবাদঘটনা ও তাঁর পারিপার্শ্বিকতার ওপর অনেকখানি নির্ভর করে। জনসংখ্যা, পরিবেশ বা উন্নয়ন সংক্রান্ত সংবাদঘটনা তাই সংবাদ বিশ্লেষণ অথবা ব্যাখ্যামূলক লেখনীর মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

অনুসন্ধানমূলক ও মন্তব্য

আরো দুভাবে পরিবেশ, জনসংখ্যা তথা উন্নয়ন রিপোর্টিং করা যায়। এর একটি অনুসন্ধানমূলক অপরটি মন্তব্যধর্মী বিবরণী। অনুসন্ধানী পর্বে হয়তো পরিবেশ বা জনসংখ্যা বিষয়ক কোন কার্যক্রমে দুর্নীতি, অপরাধ প্রভৃতিকে খুঁজে বের করা যায়। উন্নয়নের সঙ্গে যেহেতু টাকাপয়সা জড়িত থাকে সেজন্যে এখানে দুর্নীতি বা অপরাধের সম্ভাবনা থাকে। একজন রিপোর্টার কাজ করতে গিয়ে তাঁর চোখের সামনে

www.pathagar.com

যদি কোন ইচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে তিনি অবশ্যই অনুসন্ধান চালাবেন। অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ফলাফলই হচ্ছে এ ধরনের রিপোর্টিংয়ের মূল বিষয়বস্তু। বিশ্লেষণধর্মী এ রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে একজন রিপোর্টার সুনির্দিষ্টভাবে উন্নয়নের গতিকে ব্যাহত করার অপপ্রয়াসকে চিহ্নিত করবেন।

মন্তব্যধর্মী বিবরণীর মাধ্যমেও এই ধরনের রিপোর্টিং করা যেতে পারে। বিশেষ করে বাংলাদেশে মন্তব্যধর্মী রিপোর্টিং বেশ ভালোই হয়। মন্তব্যের ধরনটা অবশ্য কাউকে সোজাসুজি নিন্দিত করার উদ্দেশ্যে নয় বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে এর মাধ্যমে কোন পরামর্শ বা কোন কার্য সম্পাদনের সুপারিশ করা হয়। যদিও মন্তব্যধর্মী রচনা প্রায় সম্পাদকীয়র সামিল তবু খবরের প্রথম বা শেষের পাতায় অনেক সময়ই কেউ কেউ বিশেষ কলামে লিখে থাকেন এবং তাতে পরিবেশ, জনসংখ্যা, পরিবার পরিকল্পনা, উন্নয়ন প্রভৃতি সম্পর্কে মন্তব্যধর্মী সংবাদবিবরণী থাকে। তবে মন্তব্যধর্মী রচনার ক্ষেত্রে লেখকের বক্তব্য হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ, সেইজন্য এ ধরনের লেখক তাঁর রচনার বিষয়ে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ হবেন। যেমন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকই কেবল জনসংখ্যা ও পরিবার পরিকল্পনার ওপর বিশেষজ্ঞের মতামত দিতে ও সৎপরামর্শ দিতে পারেন।

পরিবেশ তথা জনসংখ্যা রিপোর্টিং ও গণমাধ্যমসমূহের পরিবেশ

দেশের গণমাধ্যমসমূহের পরিবেশ কেমন তার ওপরই অনেকখানি নির্ভর করে এ ধরনের রিপোর্টিং। অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে রিপোর্টিংয়ের ধরনটাই হচ্ছে নেতিবাচক। তাতে শুধু খারাপ দিকটাকেই উন্মোচন করা হয়। ভালো দিকটাকে নয়। সমাধানের ইঙ্গিত তাতে কিছুমাত্র নেই। স্বাস্থ্যসংক্রান্ত রিপোর্টিং করতে গিয়ে হয়তো হাসপাতালের অব্যবস্থাপনা, ঔষধপত্রের অভাব, অদক্ষ ও অযোগ্য চিকিৎসাকর্মী, কর্মীদের অফিসে অনুপস্থিতি, বিভিন্ন মহামারী প্রভৃতির খবর সব সময় আমাদের পাতা জুড়ে থাকে। আসলেই কি এগুলো পক্ষপাতশূন্য ও ভারসাম্যপূর্ণ রিপোর্টিং ?

বাংলাদেশের হাসপাতালগুলোতে রক্তের অভাব রয়েছে। ব্লাড ব্যাংকগুলোতে প্রায়ই রক্তবিক্রেতাদের কাছ থেকে রক্ত নেয়া হয়। কিন্তু এ নিয়ে অনেক কথা লেখালেখি হলেও পত্রপত্রিকায় জনগণকে স্বেচ্ছায় রক্তদানের প্রচারণা তেমনভাবে চলে না। 'রেডক্রিসেন্ট' ও' সন্ধানী' স্বেচ্ছাসেবীদের কাছ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে। তাঁরা কোথায় কিভাবে রক্ত নেয়, কেন নেয় তা নিয়ে প্রচারণা চালালে কিন্তু সমাজের অনেক উপকার হয়। সমাজের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করে জনগণের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের দিকনির্দেশনা দানের জন্য গণমাধ্যমসমূহের সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে ওঠা উচিত।

www.pathagar.com

উন্নয়ন সাংবাদিকতা ও সলিউশন রিপোর্টিং

বর্তমান সময়টিতে বিশ্বজুড়ে 'উন্নয়ন' এই প্রত্যয়টির কথা বেশ জোরেশোরে শোনা যাচ্ছে, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বে। অনুন্নত বিশ্বে উন্নয়নের কথা জোরেশোরে শোনা যাবে এটাই স্বাভাবিক। তবে এই উন্নয়ন কোথায় এবং কিভাবে হবে সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। 'উন্নয়ন' মানেই পরিবর্তন। আর এই পরিবর্তন প্রয়োজন সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে। উন্নয়ন হচ্ছে একটি ব্যাপক প্রত্যয়। এই উন্নয়ন শুধু দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন নয়, এ উন্নয়ন মানুষের আত্মারও উন্নয়ন। প্রকৃত অর্থে উন্নয়ন বলতে এখন মানব উন্নয়নকেও আমরা বুঝে থাকি। অর্থাৎ মানুষের সামগ্রিক উন্নয়নের ওপরই দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সম্ভব। দেশের উন্নয়ন ঘটাতে গিয়ে মানবের উন্নয়নের প্রশ্নটি দেখা দেয়ায় স্বাভাবিকভাবেই উন্নয়ন সাংবাদিকতার কথাটিও এসেছে। এটাকে অন্য অর্থে উন্নয়ন যোগাযোগও বলা যায়। উদ্ভাবন, যোগাযোগ ও রূপায়ণ বা পদক্ষেপ এই তিনটি উপাদান নিয়ে উন্নয়ন যোগাযোগের কাঠামো গঠিত। এর মধ্যে যোগাযোগ বলতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার বিষয়টি দারুণভাবে সম্পৃক্ত। একে ভেঙ্গে বলা যায়, সরকারি ও বেসরকারি উন্নয়ন কর্মসূচি যদি দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জন্য অনুকূল ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট হয় তাহলে তাকে সমর্থন দেয়া এবং সেই কর্মসূচি বাস্তবায়নে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করাই এর কাজ। আর একে আশ্রয় করে যে সাংবাদিকতা তাকেই বলে উন্নয়ন সাংবাদিকতা।

উন্নয়ন সাংবাদিকতা এখন সংশ্লিষ্টদের মুখে মুখে। ফিলিপাইনভিত্তিক এ সাংবাদিকতা নিয়ে অনেক বিতর্ক থাকলেও এই ধরনের সাংবাদিকতাকে সবাই জোরদার সমর্থন করছেন। এই উন্নয়ন সাংবাদিকতার প্রধান ক্ষেত্র ছিল কৃষি ও ধান উৎপাদন। তবে এখন তা কৃষি ছাড়াও পরিবেশ, জনসংখ্যা, পরিবার পরিকল্পনা, সাক্ষরতা কর্মসূচি, শিক্ষার প্রসার, অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা কিংবা শিল্পের বিকাশ প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই বিস্তার লাভ করেছে।

কোন কাজেই উন্নতি ঘটাতে গেলে সেই বিষয়টি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা এবং সেই কাজটি করতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার নাম উন্নয়ন সাংবাদিকতা। মানুষের জীবনসংগ্রাম— যে জীবনসংগ্রাম লক্ষ্যহীন নয়, পুরোপুরি উদ্দেশ্যমূলক— সেই জীবনসংগ্রামের সর্বাঙ্গীন প্রয়াস সম্পর্কে তথ্যবহুল ও ব্যাখ্যামূলক এবং প্রেষণা সৃষ্টিকারী রিপোর্ট লিখে ও প্রকাশ করেই উন্নয়ন সাংবাদিকতা করা যায়। এই সাংবাদিকতার মূল লক্ষ্য অর্থনৈতিক নয় বরং এর ফলে সমাজের এক বা একাধিক মানুষ সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধে পরিবৃত হয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধরনের সাংবাদিকতার মূল চাবিকাঠি হচ্ছে উদ্বুদ্ধকরণ বা প্রেষণা। আর তাই কি পরিমাণ তথ্য ছড়ানো হলো

www.pathagar.com

তাঁর ওপর নির্ভর নয় বরং তথ্যের ওপর কাজ করতে চাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। নির্দিষ্ট কতকগুলো লোকের একটি গ্রুপকে তাদের আচার-আচরণ, জীবনপ্রণালি ও চিন্তা-চেতনার পথ বদলানোর কথা বলা হয় এই ধরনের সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে।

উন্নয়ন সাংবাদিকতায় একজন সাংবাদিকের লেখনী হবে উদ্দেশ্যমূলক। তিনি যে বিষয়ে যা লিখবেন তাতে তিনি এমন কিছু লিখবেন যাতে কোন বিষয়ে পাঠক (জনগণ) সচেতন হয় এবং কর্মে প্রবৃত্ত হয়। অর্থাৎ তিনি বা তাঁরা কোন কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হবেন কিংবা দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যবস্থার রূপায়ণে নিজেদের সবার সাথে সামিল করবেন। বর্তমান যোগাযোগ ব্যবস্থায় যোগাযোগের কর্মটি দ্বিমুখী পথেই সাধিত হবার কথা কিন্তু উন্নয়ন সাংবাদিকতায় কোন কোন সময় রিপোর্টারের রিপোর্টের বক্তব্য পাঠক (জনগণ)-এর ওপর চাপিয়ে দিতে হবে। উদ্দেশ্য একটাই, সামগ্রিক উন্নয়ন সম্পর্কে অসচেতন জনগণকে ভালো কাজ গ্রহণে বাধ্য করা।

উন্নয়ন সাংবাদিকতার রিপোর্টাররা তাঁদের রিপোর্ট সাধারণত ফিচার আকারেই করে থাকেন। এতে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত ও বিশ্লেষণ থাকবে। তবে তাতে তথ্যের ভারে ভারাক্রান্ত এবং বিশ্লেষণের ভাবে পণ্ডিতের থিসিসে পরিণত হবে না। এ ধরনের সংবাদগল্পে সাধারণত উন্নয়ন সংক্রান্ত সাফল্যের গাঁথাই লেখা হয়ে থাকে এবং একেকটি সাফল্যগাঁথা (দেশীবিদেশী)-কে তুলে ধরে দেশের কোন এলাকা বা শ্রমশ্রেণির জনগণের জন্য নয়া নয়া (উদ্ভাবনী) উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও তা প্রতিপালন বা রূপায়ণের কথা বলতে হবে। ফিচারধর্মী হওয়ায় এ ধরনের রিপোর্টে মানবিক আবেদনের ছোঁয়া থাকবে। কারণ এর পাঠক সাধারণ মানুষ। অতএব তাদের কর্মে আকৃষ্ট করার জন্য মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ সহজসরল ভাষার রিপোর্টই এ ধরনের সাংবাদিকতার শর্ত। আগেই উল্লিখিত ফিলিপাইনের সাংবাদিক তারজি ভিটাচি এবং তাঁর দেশের প্রেস ইনস্টিটিউটের পরিচালক জুয়ান মাকাতো ষাটের দশকে সাংবাদিকতার জগতে নতুন ধরনের এই সাংবাদিকতার সূচনা করেন। তাঁদের সঙ্গে তখন ফিলিপাইনে বসবাসকারী এলেন চাকলিও ছিলেন। পশ্চিমা দেশগুলোর প্রথাগত সাংবাদিকতার বদলে এশিয়ার সমস্যা ও বিষয় নিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে সাহায্য করার জন্য তাঁরা Depthnews নামে একটি ফিচার সার্ভিস শুরু করেন। Depthnews-এর 'ডি' মানে ডেভেলপমেন্ট বা উন্নয়ন, ই মানে এডুকেশন বা শিক্ষা এবং পি পপুলেশন বা জনসংখ্যাকে বোঝায়। অর্থাৎ ফিচারধর্মী সাংবাদিকতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উন্নয়ন, শিক্ষা ও জনসংখ্যা প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

যাই হোক, এ ধরনের সাংবাদিকতাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সলিউশন বা সমাধান রিপোর্টিং করতে হয়। অর্থাৎ এই ধরনের রিপোর্টকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য কোন কর্মসূচির ইতিবাচক দিকটিকে তুলে ধরে তা বাস্তবায়নের কথা বলা হয়।

www.pathagar.com

অথবা যে সমস্যাটি জটিল বলে মনে হচ্ছে সেখানে রিপোর্টার রিপোর্টে সব সময়ই সমাধান দেবার চেষ্টা করবেন। দুটো উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। দেশের বনাঞ্চল বিশেষ করে সুন্দরবনের গাছপালা উজাড় হয়ে যাওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলের উপকূল এলাকাসমূহ ক্রমশ সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাবার দিকে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে। পলিমাটির ওপর গড়ে ওঠা এদেশের উপকূল অঞ্চলের মাটির ভিত্তি এখনও নরম, অতএব গাছপালা উজাড় করে ফেললে ওই অঞ্চলের বিরাট এলাকা যে সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাবে সে আশংকা অনেকেই প্রকাশ করেছেন। আরেকটি উদাহরণ হলো ক্লোরোফ্লুরোকার্বন ও ক্লোরিন মনোক্সাইড-এর নির্বিচার ব্যবহার হলে বায়ুমণ্ডলে ওজোনের স্তরে ফাটল ধরে ও গর্তের সৃষ্টি হয়। এতে ওই স্তর ভেদ করে আসা সূর্যালোকের অতিবেগুনি রশ্মি মানুষের শরীরে বিভিন্ন রোগব্যাধি এবং জীবজন্তু ও গাছপালার মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। অ্যান্টার্কটিকা, আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ইতোমধ্যেই এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। বিভিন্ন কলকারখানা ছাড়াও রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনের ওই দুটো রাসায়নিক উপাদানের নির্বিচার ব্যবহার আমাদের পরিবেশের দূষণ ঘটাচ্ছে। এ ব্যাপারে সেই বিষয়ে রিপোর্ট করতে হবে যাতে দেশের জনগণের বিশেষ করে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জীবন নিশ্চিত হয়।

এ ধরনের সাংবাদিকতায় নেতিবাচক সাংবাদিকতার কোন অবকাশ নেই। একটা বিষয় লক্ষণীয় যে আমাদের দেশের সাংবাদিকতায় অনেক সময়ই সেই সব বিষয় বা উপাদানকেই গুরুত্বারোপ করা হয় যেগুলোর দ্বারা মানুষ বিভ্রান্ত হয়, দ্বন্দ্ব সংঘাত কলহ বাড়ে, মানুষের মাঝে আতংক ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কিছুদিন আগে আমাদের একটি পত্রিকার একটি খবরের শিরোনাম ছিলঃ 'মাছে মড়ক বাজার চড়ে যেতে পারে'। ওই রিপোর্ট পড়ে বাজারে মাছের স্থিতিশীলতা নষ্ট হতে পারতো এবং এ ধরনের রিপোর্টে বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ এনে বলা যেতে পারতো এই এই করলে মাছের মড়ককে খুব সহজেই রোধ করা যায়। তাই একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে উন্নয়ন সাংবাদিকতায় নেতিবাচক রিপোর্টিংয়ের কোন স্থান নেই। উন্নয়ন সাংবাদিকতা মানেই সলিউশন রিপোর্টিং। নেতিবাচক পরিস্থিতির পরিবর্তনের কথাই এই ধরনের সাংবাদিকতায় বলা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

পঞ্চদশ অধ্যায়

অপরাধ বা ক্রাইম রিপোর্টিং

আমরা আগেই বলেছি, যে কোন বিষয়, ঘটনা (দুর্ঘটনাও হতে পারে), পরিস্থিতি বা প্রপঞ্চ নিয়েই সংবাদ হয়। তবে সব ঘটনা বা বিষয় নিয়ে সংবাদ হয় না। সংবাদ হয় সেই বিষয় বা ঘটনা বা পরিস্থিতি নিয়ে যে ঘটনা বা বিষয়ের সংবাদ মূল্য থাকে।

অপরাধও একটি ঘটনা এবং অনেকাংশেই তা দুর্ঘটনা। ছোটখাট অপরাধের কথা অনেক সময় তার সীমিত পরিমিতির কারণে মানুষের গোচরে আনা হয় না। তাই সেগুলো সংবাদ বলে বিবেচিত নয়। কিন্তু যে অপরাধের মাত্রা ব্যাপক এবং যা সমাজের অধিকাংশ লোককে সে বিষয়ে মনোযোগী করে তোলে সেইসব অপরাধের ঘটনাগুলো হচ্ছে সংবাদ। অতএব, অপরাধ হচ্ছে সংবাদপত্রে রিপোর্ট করার মত একটা অত্যন্ত জরুরি বিষয়। মানুষ সভ্যতার চরম শিখরে উঠলেও জগত থেকে অপরাধ নির্মূল হয়ে যায়নি। কারণ মনোবিজ্ঞানীদের মত অনুযায়ী, প্রতিটি মানুষের মধ্যেই একটা পশুসুলভ মনোভাব কাজ করে। যিনি সেই প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারেন বা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন তিনি স্বাভাবিকভাবেই অপরাধ করা থেকে বিরত থাকেন। আর যিনি তা পারেন না তিনি অপরাধের দোষে দুষ্ট হন।

পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টিলগ্ন থেকেই অপরাধ হয়ে এসেছে। সময়ে সময়ে তার মাত্রার হেরফের হয়েছে মাত্র। বন্যসমাজ থেকে মানুষের সভ্য সমাজব্যবস্থায় উত্তরণ ঘটেছে। অপরাধেরও সেই রকম পরিবর্তন ঘটেছে। উন্নত ও আধুনিক সমাজব্যবস্থায় মানুষ তাঁর সামগ্রিক পরিমণ্ডলকে সুন্দর করে গড়ে তুললেও জটিল জীবনযন্ত্রণার কারণে অপরাধের আঙ্গিকেরও পরিবর্তন ঘটেছে। তাই অপরাধের বর্তমান প্রকৃতির সঙ্গে তাল রেখে রিপোর্টারকে রিপোর্ট করতে হয়। অপরাধ সংক্রান্ত সংবাদের প্রধান প্রধান উৎসের কাছে তাঁকে দৌড়াতে হয়।

প্রতিটি অপরাধ ঘটনার সঙ্গে অন্তত দুটো পক্ষ থাকে। অর্থাৎ কেউ অপরাধের ঘটনাটি ঘটায় এবং অপর পক্ষ সেই অপরাধের ঘটনার শিকার। কখনও কখনও

www.pathagar.com

অপরাধের ঘটনা সবার চোখের সামনেই ঘটে। আবার অনেক সময় অপরাধের ঘটনা ঘটে লোকচক্ষুর অন্তরালে। কোন ঘটনায় সাক্ষী থাকে। কোন কোন ঘটনায় সাক্ষী থাকে না; এমনকি কোন অপরাধ ঘটনার চিহ্ন, নিদর্শন বা তথ্যপ্রমাণাদি পর্যন্ত পাওয়া যায় না। জোর অনুসন্ধানের পর একটি ক্লু (Clue) থেকেই হয়তো তথ্যপ্রমাণাদির কিনারা পাওয়া যায়। অপরাধ ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করাটা একটা দুরূহ কাজ। কিন্তু অপরাধ ঘটনা নিয়ে অনুসন্ধানী রিপোর্টের মধ্য দিয়ে একজন রিপোর্টারের পেশাগত নৈপুণ্য ফুটে ওঠে এবং তাঁর নাম ও দাম জুটে যায়। অনুসন্ধানী রিপোর্টে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রে পুলিৎজার পুরস্কার দেবার কথা আমরা অন্য অধ্যায়েই উল্লেখ করেছি।

অপরাধ নিয়ে একটা পর্যায় পর্যন্তই রিপোর্ট হয়। এ নিয়ে অনুসন্ধান চলে। অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করা হয়। অপরাধটা কি এবং এর মাত্রাটা কতটুকু সেটা নিয়ে রিপোর্টিং হয়। অপরাধটা হলো কেন কিংবা পূর্বাপর কি ঘটনা এই অপরাধ সংঘটনে কাজ করেছে এসব নিয়েই রিপোর্ট হয়। আদ্যোপান্ত অনুসন্ধানের পর যখন সেই অপরাধের ঘটনাটি আদালতে ওঠে তখন কিন্তু তা নিয়ে যে রিপোর্ট হবে তখন তা অপরাধ রিপোর্ট না হয়ে আদালত রিপোর্ট হয়ে যাবে। তবে একটা বিষয় স্মরণযোগ্য, অপরাধের ঘটনা ঘটার পরই কোন অপরাধ রিপোর্ট শুরু হয়। কিংবা ছোটখাট কোন ঘটনা বড় ধরনের অপরাধ ঘটনার রহস্য উন্মোচন করতে পারে। সেই উন্মোচনের জন্য রিপোর্টারের অনুসন্ধিৎসু মন থাকতে হয়। এখানে উল্লেখ্য, একটি সিঁধেল চুরির ঘটনার খোঁজখবর নিতে গিয়েই বব উডওয়ার্ড ও কাল বার্নস্টাইন ওয়াটারগেট কেলেংকারির রহস্যকে উন্মোচন করেছিলেন; যে কেলেংকারি ১৯৭৩ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনকে পদত্যাগে বাধ্য করেছিল।

অপরাধ হচ্ছে একটি ঘটনা। অতএব ওই ঘটনার ওপরই রিপোর্ট করতে হবে। সাধারণত ব্যক্তির ওপরে নয়। একজন অপরাধ রিপোর্টার অপরাধ বা কথিত অপরাধের ওপরই কাজ করেন। ঘটনার গতিপ্রকৃতির ওপরই রিপোর্ট করতে হয়। কথিত অপরাধীর ওপর নয়। বরং ঘটনার গতিপ্রকৃতিই পাঠককে দিকনির্দেশ করে সম্ভাব্য অপরাধী কে বা কারা। অপরাধী বলে আদালতে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত একজনকে অপরাধী বলা যাবে না দুটো কারণে। সেই কারণ দুটো উপেক্ষা করলে রিপোর্টার কুৎসা আইনের ফাঁদে নিজেই আটকা পড়ে যেতে পারেন। ওই কারণ দুটোর একটি হচ্ছে আইনগত এবং দ্বিতীয়টি নীতিগত। আইনের ধারা অনুযায়ী অর্থাৎ আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত 'অপরাধী' অপরাধী বলে

www.pathagar.com

বিবেচিত নন। দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আগে অপরাধ ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে অপরাধী বললে তিনি সেই বক্তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। আদালতের রায়ে দোষী বিবেচিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি অপরাধী নন। বরং তাঁকে অভিযুক্ত বলা যায়। অপরদিকে নীতিগত কারণেও মানুষ একজন অভিযুক্তকে অপরাধী বলে অভিহিত করতে পারে না। কারণ সেই অভিযুক্ত ব্যক্তির একটি সামাজিক মর্যাদা রয়েছে। তাঁর একটি পারিবারিক জীবন রয়েছে। আদালতের রায়ে তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন না অথচ তাঁর আগেই রিপোর্টারের লেখনীতে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত এবং হেয়প্রতিপন্ন হতে পারেন। লেখার সময় নৈতিক দিকটির কথাও তাই বিবেচনায় আনতে হয়।

অনেক সময় রিপোর্টাররা অপরাধের সঙ্গে জড়িত বা অভিযুক্তদের নামধাম, অপরাধের অশ্লীল চিত্রাবলি সমানে তুলে ধরেন সর্বশ্রেণীর পাঠকের সামনে। অথচ যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৯১ সালের বহুল আলোচিত উইলিয়াম কেনেডী স্মিথের ধর্ষণ মামলার কথিত শিকার প্যাট্রিসিয়া ব্যোমানের নাম আদালতের রায় ঘোষণার আগ পর্যন্ত কেউ জানতে পারে নি। রিপোর্টাররা নামধাম না জানানোর অঙ্গীকারের প্রতি ছিলেন একেবারে বিশ্বস্ত। এমনকি আদালতে উপস্থিত প্যাট্রিসিয়া ব্যোমানের চেহারা পর্যন্ত মার্কিন টিভি নেটওয়ার্কসমূহ তাদের আধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে মুছে দিতো। ওই মামলায় স্মিথ নির্দোষ বলে খালাস লাভের পরই ব্যোমানের ইচ্ছানুযায়ীই রিপোর্টাররা তাঁর নাম ও ছবি প্রকাশ করেছে।

অপরাধ রিপোর্টে সাধারণত তিন ধরনের পটভূমি বা Background থাকতে পারে। যেমন ঃ

এক. কোন ঘটনা হয়তো রিপোর্টারের সামনেই ঘটেছে।

দুই. কেউ হয়তো রিপোর্টারকে অপরাধের ঘটনা সম্পর্কে বলেছে।

তিন. উপর্যুক্ত দুইভাবে ছাড়াও রিপোর্টার পুরানো জিনিসপত্র, কাগজপত্র ঘেঁটে কিংবা পড়াশুনা বা গবেষণা করে অপরাধ সংক্রান্ত রিপোর্টের তথ্য পেতে পারেন।

কোন কোন সময় রিপোর্টারের সামনেই অপরাধের অনেক ঘটনা ঘটে যেতে পারে। যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটো ছাত্র সংগঠন একই সময়ে একই স্থানে সমাবেশের আয়োজন করেছে। এ রকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে অপরাধের ঘটনা ঘটতে পারে। আরো একটি ভালো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। ১৯৯১ সালের শেষদিকে ঢাকা কোর্ট হাজত থেকে বিচারাধীন আসামী মুকিম গাজী ও তাঁর অন্য সাথীদের বের করে আনার সময় তাঁরা বোমাবাজি করে হাজত থেকে পালিয়ে যায়। ঐসময় ঘটনাস্থলে

www.pathagar.com

অনেক সাংবাদিক ছিলেন। তাঁরা গিয়েছিলেন কোর্ট রিপোর্ট করতে। কিন্তু তাঁরা সেদিন তাঁদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে নতুন করে সংঘটিত অপরাধের ওপরই রিপোর্ট করেছিলেন।

ওইদিন যারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না তাঁরা হয়তো তাঁদের সাংবাদিক বন্ধুদের কাছ থেকে অথবা প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে কিংবা ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনের কাছ থেকে তথ্য জেনে রিপোর্ট করে থাকতে পারেন।

কিন্তু এমন যদি হয়, অপরাধের ঘটনা ইতোমধ্যেই ঘটে গেছে কিন্তু সেই ঘটনার কথিত অপরাধীদের চিহ্নিত করা যায়নি কিংবা ঘটনার সামগ্রিক প্রেক্ষিতকেই স্পষ্টভাবে জানা যায়নি সেক্ষেত্রে একজন রিপোর্টার কাগজপত্র ঘেঁটে সে সম্পর্কে একটা হদিস করতে পারেন। কিংবা একই প্রকৃতির অপরাধ ঘটনার ইতিহাস ঘেঁটে বা গবেষণা করে সেইভাবে তথ্যের অনুসন্ধানে নিয়োজিত হতে পারেন রিপোর্টার।

অপরাধ ঘটনাসহ যে কোন ঘটনার তথ্য দু প্রকারের। এই তথ্যগুলোর কতক প্রত্যক্ষ। আবার কতকগুলো পরোক্ষ। যে সব তথ্য প্রত্যক্ষ সেটা হচ্ছে সংঘটিত ঘটনাবলী। অপরদিকে পরোক্ষ তথ্যসমূহ হচ্ছে ঘটনার বিষয়ে বিভিন্ন জনের বিবৃতি।

অপরাধ ও পুলিশ

যে কোন অপরাধ হচ্ছে সমাজের শান্তিভঙ্গের ঘটনা। সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব হচ্ছে পুলিশের। অতএব, কোন অপরাধের ঘটনা ঘটলে পুলিশের সংশ্লিষ্টতা এসে যায়। আর তাই পুলিশ পরিদফতর সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান রাখা হচ্ছে ক্রাইম রিপোর্টারের অন্যতম দায়িত্ব। পুলিশের ভূমিকা হচ্ছে কল্যাণ সাধন। আর তাই কোন অপরাধের ঘটনা ঘটলে পুলিশ কর্তৃপক্ষ সাংবাদিকদের সে সম্পর্কে ব্রিফ করে থাকেন। সেজন্যে সাংবাদিক এক সময় পুলিশ সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হন। তবে অনেক সময় পুলিশের কেউ কেউ ব্যক্তিস্বার্থে অথবা সরকার কিংবা উপরমহলের চাপে তাঁরা কোন কোন সময় মুখ খুলতে চায় না। তাই পুলিশ পরিদফতর ও তাদের কার্যক্রমের নেটওয়ার্ক সম্পর্কে জানলে রিপোর্টার তাঁর রিপোর্টের স্বার্থে প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য পুলিশ বিভাগের বিভিন্ন স্থানে যেতে পারেন এবং কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে রহস্যভেদ করতে পারেন।

এ ছাড়া দৈনন্দিন বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে পুলিশই প্রথম সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। ফলে পুলিশ বিট বা অপরাধ বিট যিনি পালন করেন তাঁকে পুলিশ সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে হবে।

www.pathagar.com

একজন অপরাধ রিপোর্টারকে জানতে হয় একটি দেশের পুলিশ পরিদফতরে কে কে কাজ করেন। সাধারণভাবে একজন অপরাধ রিপোর্টার একটি বড় পত্রিকার নগর অঞ্চলটুকু কভার করেন। তবে প্রয়োজনে তাঁকে সেই নগর বা সিটির বাইরেও যেতে হয়। বাইরের হিসেবটি যদি আমরা নেই অর্থাৎ জেলা পর্যায়ে দেখা যায় একজন পুলিশ সুপার রয়েছেন, তাঁর অধীনে থানার পুলিশের সার্কেল ইনস্পেকটর আছেন, বিভিন্ন থানা ফাঁড়ির দায়িত্বে আছেন বিভিন্ন সাব ইনস্পেকটর এবং ছোট ছোট পয়েন্টে ক্রমান্বয়ে ছোট ছোট কর্মকর্তা বা সেপাই। কিন্তু একটি মহানগরীতে পুলিশী নেটওয়ার্ক এক বিশাল ব্যাপার। যদিও পুলিশের মহাপরিদর্শক দেশের পুরো পুলিশ বাহিনীর প্রধান তবু মহানগরীর বা রাজধানী নগরীর কোন অপরাধ ঘটনায় তিনি নিজেও কর্মতৎপর হয়ে ওঠেন।

যাই হোক, সেই মহাপুলিশ পরিদর্শকের পর রয়েছেন কয়েকজন অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক যাঁরা দেশের কয়েকটি অঞ্চলের দায়িত্বে থাকেন। তাঁদের অধীনে হয়তো আছে পুলিশ সুপার বা পুলিশ কমিশনার। এরা নগরীর আরো ক্ষুদ্রতর অঞ্চলের দেখাশোনা করেন। তবে অপরাধ ঘটনার সঙ্গে দ্রুত যাঁরা সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন, তাঁরা হলেন বিভিন্ন থানা বা সার্কেলের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। সাব-ইনস্পেকটর পদবির ওই কর্মকর্তাদের আমরা ওসি বলেই জানি। প্রতিজন ওসির অধীনেই বেশ কিছু পুলিশ কর্মীর একটি বাহিনী থাকে। প্রয়োজনে ওসি সেই বাহিনী নিয়ে অপরাধীদের শায়েস্তা বা ধরার চেষ্টা করেন। কোন অপরাধের ঘটনা ঘটলে প্রথমে থানা থেকেই খবর পাওয়া যায় বা নিতে হয়। তাই প্রাথমিকভাবে ঢাকা বা চট্টগ্রামের মতো নগরীতেই অপরাধ সংক্রান্ত ঘটনার ব্যাপারে ত্বরিত জানার জন্য (ঘটনাস্থলে যেতে না পারলে বা মিস্ করলে) থানাই হচ্ছে অপরাধ রিপোর্টারের একটা বড় উৎস। সেখান থেকে তিনি প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করে মূল রহস্য অনুসন্ধানে বের হতে পারেন।

পুলিশ পরিদফতরের বিভিন্ন ভাগ রয়েছে যেমন স্পেশাল ব্রাঞ্চ, গোয়েন্দা বিভাগ, রিজার্ভ বাহিনী, ট্রাফিক বিভাগ, টইল দল, মহিলা পুলিশ প্রভৃতি। এই কয়েকটি বিভাগের অধীনে আবার কিছু কিছু উপবিভাগ রয়েছে। একজন সমন্বয়কারী পুলিশের মহাপরিদর্শকের সঙ্গে এই সব বিভাগের কাজের যোগাযোগ রক্ষা করে থাকেন এবং বিভিন্ন বিভাগের কাজের সমন্বয় করে থাকেন। এই সমন্বয়কারী সাধারণত কর্মতৎপর এসপি বা পুলিশ সুপার পদমর্যাদারই একজন হয়ে থাকেন।

www.pathagar.com

অপরাধের শ্রেণিভাগ

অপরাধের ঘটনা রিপোর্ট করার জন্য একজন রিপোর্টারকে যেমন পুলিশের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে জানতে হয় ঠিক তেমনি কি কি উপাদান অপরাধকে সংঘটিত করে সে সম্পর্কেও রিপোর্টারকে ভালো জ্ঞান রাখতে হয়। আইনের লংঘন— সেটা গুরুতর হতে পারে আবার সামান্যও হতে পারে। বিভিন্ন দেশে আইনে আইনে পার্থক্য আছে। একই ধরনের অপরাধ কোন দেশে তা গুরুতর বলে বিবেচিত আবার কোন দেশে তা সামান্য অপরাধ বলে বিবেচিত। আবার কোন দেশে যেটা অপরাধ সেটা অন্য দেশে আদৌ কোন অপরাধ বলে বিবেচিত নয়।

গুরুতর অপরাধ সব সময়ই শাস্তিযোগ্য যেমন, খুন। অপরদিকে সামান্য অপরাধ হচ্ছে অপেক্ষাকৃত লঘুদণ্ডযোগ্য যেমন, ট্রাফিক আইন লংঘন। খুন, হত্যা, অপহরণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে। আবার ছোটখাট অপরাধের ক্ষেত্রে জরিমানা বা স্থানীয় আদালতেই স্বল্পমেয়াদী কারাদণ্ড হতে পারে। এমনও হতে পারে, ভবিষ্যতে আর এ ধরনের আচরণ করবে না এ রকম শর্তসাপেক্ষে ভর্ৎসনা করে কাউকে ছেড়ে দেয়া হতে পারে।

অপরাধকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে ঃ

এক. কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ আনা যেতে পারে। কারণ তিনি কাউকে হুমকি দিতে পারেন, মারধরের ভয় দেখাতে পারেন। এমনকি তিনি তাঁকে মেরেও বসতে পারেন। কারো গায়ে কেউ ইচ্ছে করে থুথু দিতে পারে। কোন ব্যক্তির স্বাধীনতাকে হরণ করে তাঁকে কেউ বিনাদোষে হাজতবাস করাতে পারে। কেউ কাউকে অপহরণ করতে পারে বিশেষ করে নারী অথবা শিশু এবং তাদের বিনিময়ে মুক্তিপণ দাবি করতে পারে। কোন পুরুষ কোন মহিলাকে ধর্ষণ করতে পারে অথবা কোন মহিলা কোন পুরুষকে যৌনসংসর্গে বাধ্য করতে পারে। কোন নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনা ঘটতে পারে। এমনকি মানসিকভাবে পরিপক্ব হলেও কোন নাবালিকা যৌনসংসর্গে কোন পুরুষকে সম্মতি দিলেও সে পুরুষের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনতে পারে। কোন আক্রমণকারী কাউকে পঙ্গু করে দিতে পারে কিংবা অঙ্গহানি ঘটাতে পারে।

কোন লোক নরহত্যা করতে পারে। সে হয়তো কারো বাবা অথবা মাকে, ভাই অথবা বোনকে, কারো স্বামী বা স্ত্রীকে হত্যা করতে পারে। হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারটি হতে পারে আবার দু প্রকার। এক. কোন কারণে কেউ একটা খুনের ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতে পারে। এই ঘটনাটা সে ঘটনার প্রেক্ষাপট ও আকস্মিকতায় আবেগের

www.pathagar.com

বশবর্তী হয়ে ঘটাতে পারে। দুই. অপরদিকে কেউ হয়তো পূর্বপরিকল্পিতভাবে এবং হয়তো পূর্ব শত্রুতার জের হিসেবে ঠাণ্ডা মাথায় কাউকে জবাই করতে পারে।

এছাড়া ঘটতে পারে কোন গর্ভপাতের ঘটনা। গর্ভধারণের একটি সুনির্দিষ্ট সময় পর ভ্রূণ হত্যা মানুষ হত্যার সামিল। কিন্তু অবৈধ গর্ভধারণের সামাজিক কলংক মুছে ফেলতে কেউ গর্ভপাত ঘটাতে পারে। কোন মেয়েকে হয়তো এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পুরুষ বা অন্য কেউ প্ররোচিত করতে পারে। ঠিক একইভাবে অবৈধ গর্ভপাত ঘটানোর কাজে নিয়োজিত ডাক্তার নার্স ও সংশ্লিষ্ট জনেরা আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী এবং শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

দুই. মানুষের কিছু কিছু কুঅভ্যাস বা বদঅভ্যাস বা ধংসাত্মক প্রবৃত্তি আছে। সেগুলো অপরাধের সামিল বিশেষ করে সেগুলো যদি সমাজের অধিকাংশ মানুষের জন্য ক্ষতিকারক বলে প্রমাণিত হয়। এই বাজে ও ধ্বংসাত্মক প্রকৃতির মধ্যে একটি রয়েছে সিঁধেল চুরি। কিছু জিনিসপত্র বা দ্রব্যাদি আত্মসাতের অভিপ্রায়ে কেউ যদি কারো গৃহে প্রবেশ করে এবং চুরি সাধন করতে গিয়ে যদি মারধর খুন জখমের ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে তাহলে তা গুরুতর অপরাধের সামিল হবে। এছাড়া কারো সম্পত্তি বা বাড়িঘরে আগুন দেয়াও গুরুতর অপরাধ। শত্রুতার কারণে কেউ হিংসার বশবর্তী হয়ে কারো বাড়িঘরে বা সম্পত্তিতে আগুন দিলে তা অপরাধ বলে গণ্য হয়।

তিন. কারো সম্পত্তি আত্মসাতের ঘটনা অপরাধ ঘটনা বলে বিবেচিত। এমন হতে পারে কেউ কারো সম্পত্তি আত্মসাতের জন্য কাগজপত্র বা দলিলপত্র চুরি করতে পারে। কোন ব্যক্তির বাড়িতে ডাকাতি করে ধনসম্পদ নিয়ে যেতে পারে। সম্পত্তির দলিলপত্র, খাজনার দাখিলা লুটপাট করে নিয়ে যেতে পারে। কারো উপর অর্পিত বিশ্বাস ও আস্থাকে ভঙ্গ করে কেউ হয়তো অনেক গোপন ধনসম্পত্তি চুরি করে নিয়ে যেতে পারে। অথবা এমন হতে পারে, কোন লোকের চুরি বা খোয়া যাওয়া দামি জিনিসপত্র কেউ কিনে রাখতে পারে। এটাও অপরাধ। ব্যক্তিস্বার্থ বা নৈতিক দিক দিয়ে অধঃপতিত কোন চক্র অন্যের সম্পত্তি করায়ত্ত করার জন্য জাল দলিল করতে পারে। দলিলের মধ্যে কোন পরিবর্তন সাধন করে প্রকৃত মালিককে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে পারে কিংবা তাঁকে হয়রানি করতে পারে। অন্যের সঙ্গে শত্রুতা চরিতার্থ করার জন্য কিংবা ক্ষতি করার বদমানসিকতা নিয়ে কেউ হয়তো কারো গৃহপালিত পশুপাখি হত্যা করতে পারে। অথবা এমন হতে পারে কেউ কোন ব্ল্যাক-মেইল করে অর্থ আদায় করতে পারে। কেউ হয়তো কোন কাজ করে ফেলেছে যা সমাজের কাছে তাকে হেয়প্রতিপন্ন করতে পারে এরকম ঘটনার ক্ষেত্রে ওই সব

www.pathagar.com

ঘটনার কাহিনী বলে দেয়ার ভয় দেখিয়ে কেউ কারো কাছ থেকে টাকা আদায় করতে পারে। অথবা কেউ কোন কিছু করেনি অথচ তাঁর কথিত ঐ কাজের জন্য আর্থিক ক্ষতি হয়েছে এরকম অজুহাত তুলে দুর্জনেরা সুজনদের কাছে থেকে টাকা আত্মসাৎ করতে পারে।

চার. এমন কিছু ব্যাপার আছে যা নৈতিকতাবিরোধী এবং অশোভন কিংবা সামাজিক সুরুচি ও প্রথাবিরোধী, সেগুলো অপরাধের সামিল। যেমন একজন বিবাহিত ও অন্য একজন অবিবাহিত ব্যক্তির মধ্যে যৌনসম্পর্ক আমাদের সমাজব্যবস্থায় নিষিদ্ধ। দুই অবৈধ ব্যক্তির মধ্যে যৌনসম্পর্ক আরো গর্হিত কাজ। প্রথমা স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এবং তাঁর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় কোন মহিলার দ্বারগ্রহণ কোন পুরুষের জন্য অপরাধমূলক কাজ। সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথানুযায়ী ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত নারী পুরুষের সঙ্গে বিবাহও অপরাধ। যেমন মুসলমানদের মধ্যে মামাতো চাচাতো ভাইবোনের মধ্যে বিয়ে চললেও হিন্দু সমাজে তা নিষিদ্ধ। এমন দুটো সম্প্রদায় আছে যে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ সেক্ষেত্রে বিয়ে করাটা অপরাধ। যেমন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন বিয়ের সম্পর্ক নেই। কিংবা হিন্দুদের উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণের মধ্যে কিংবা একই বর্ণের অন্তর্ভুক্ত একই গোত্রের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ।

মিথ্যা আশ্বাস, চাকরি দেয়ার প্রতিশ্রুতি প্রভৃতি প্রদান করে কোন অবিবাহিতা বালিকাকে যৌনসংসর্গে প্রবৃত্ত করা অপরাধ। অপরদিকে বেশ্যাবৃত্তি (অননুমোদিত) চালানো খুবই গর্হিত কাজ। অর্থলাভের অপচেষ্টা হিসেবে কেউ হয়তো একটি ভদ্র অভিজাত এলাকায় অসহায় বালিকাদের দিয়ে বেশ্যাবৃত্তি চালাতে পারে। এটা গুরুতর অন্যায়। সমকামিতাও আমাদের সমাজে অন্যায় বলে বিবেচিত।

অশোভন আচরণ, অঙ্গভঙ্গি বা জনসমক্ষে অশ্লীল কথাবার্তা বলাও অন্যায়। কোন যুবক বা যুবকদের অনাহূত একগুয়েমিকে প্রশ্রয় দিয়ে অপরাধ সংঘটন কিংবা কোন কিশোরীকে অপরাধ সংঘটনে উৎসাহ দান প্রভৃতি হচ্ছে অপরাধ।

ছুটির দিনে বাণিজ্যিক ও অন্যান্য দোকানপাট খোলা রেখে গোপনে বিকিকিনি করাও অন্যায়।

পাঁচ. এমন কিছু করা যাবে না যা জনগণের শান্তিকে ক্ষুণ্ন করে। শান্তিক্ষুণ্নের মাত্রাটা যদি আইনের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তবে তা অপরাধ বলে গণ্য হবে। প্রকাশ্য স্থানে কিংবা রাস্তাঘাটে অথবা লোকালয়ে মারামারি শান্তিপ্রিয় জনগণকে সন্ত্রস্ত করে

www.pathagar.com

তুলতে পারে। তাদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়তে পারে। কোন অবৈধ কাজ করার জন্য বেআইনী সমাবেশ কিংবা অন্যায় কাজ করার জন্য পরিকল্পনা অপরাধের একটি উপাদান। কোন অবৈধ সমাবেশ বা মিছিলের সময় কোন অনাকাংখিত ঘটনা বা মারামারি হৈচৈ বা সহিংসতা অপরাধযোগ্য। কিংবা কোন বৈধ সমাবেশে গোলযোগ সৃষ্টি করা বা অনাহূত হস্তক্ষেপ অপরাধযোগ্য। জোর করে কোন জায়গায় প্রবেশ বা দামি জিনিসপত্র দখল বা ছিনিয়ে নেয়া অপরাধের সামিল। কারো বিরুদ্ধে বাজে কথা লিখে বা অপবাদ দিয়ে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করা, আদালত সম্পর্কে বা আদালতের রায় সম্পর্কে বাজে কথা বলা অন্যায়। চলতি সময়ে দেখা যায় অনেকেই বিশেষ করে যুবক ও পথভ্রষ্ট ছাত্ররা গোপনে অস্ত্র রাখে এবং বিভিন্ন সময়ে তা ব্যবহার করে খুন জখম করে বা ভয় দেখিয়ে প্রতিপক্ষকে নিবৃত্ত করে বা চাঁদা আদায় করে। গোপনে অস্ত্র রাখার এই ব্যাপারটি ন্যায়নিষ্ঠাবিবর্জিত আচরণের আওতায় পড়ে। আবার জুয়াখেলা কিংবা বিভিন্ন খেলার নামে অর্থ উপার্জন এবং টাকা পয়সা সংক্রান্ত ওই সব খেলার প্রতিক্রিয়া থেকে সৃষ্ট গোলমাল প্রভৃতি অপরাধ।

ছয়. বিচার বিভাগ বা যথাযথ কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা করা গুরুতর অপরাধ। এর মধ্যে পড়ে বিশ্বাসঘাতকতা। নিজের দেশের স্বার্থের হানি ঘটিয়ে অন্য শত্রু দেশের সঙ্গে যোগাযোগ বা তথ্য দিয়ে সাহায্য করা, অর্থাৎ নিজ দেশের প্রতি আনুগত্যের লংঘন। আদালতের কোন কার্যবিবরণীর শপথ নিয়ে মিথ্যা সাক্ষ্যদান অপরাধ।

কোন সরকারি কর্মকর্তাকে ঘুষ দিয়ে তাঁকে দুর্নীতিপরায়ণকর্মে প্রলুব্ধ করা অন্যায়। ঠিক একইভাবে আদালতের কোন জুরিকে প্রভাবিত করার চেষ্টাও অপরাধ। এছাড়া আদালতের কার্যক্রমকে রুদ্ধ করার প্রচেষ্টা— যেমন গ্রেফতার এড়ানো বা গ্রেফতারে বাধা দান, গ্রেফতারকারি কর্মকর্তাকে সহাযোগিতাদানে অস্বীকার এসবই অপরাধের উপাদান। একইভাবে আদালতের দেয়া শাস্তিকে এড়ানোর চেষ্টা, জেল ভেঙ্গে পলায়ন প্রভৃতি অপরাধ, কিংবা আইন বিভাগীয় কার্যক্রমের নাগাল এড়ানোর জন্য বিভিন্ন ফন্দিফিকির আঁটা। যেমন কোন অপরাধ করে বড় বড় রাজনৈতিক দলের কোন সংগঠনে যোগদান করে ছত্রছায়া পাবার চেষ্টাও একটা অপরাধ।

এছাড়া আদালতের প্রতি সম্মান বা শ্রদ্ধা না দেখানো, আদালতকে উপেক্ষা করা, আদালতের রায় মেনে না চলা, আদালত সম্পর্কে বাজে কথা বলা প্রভৃতি অপরাধ।

সাত. জনগণের নিরাপত্তা, মানসম্ভ্রম, স্বাস্থ্য, তাদের সুযোগ-সুবিধা বা আরাম আয়েশের পরিপন্থী কাজ অপরাধের সামিল। যেমন মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা, মহিলাদের প্রতি বাজে মন্তব্য ছুঁড়ে দেয়া, তাদের কাপড়-চোপড় ধরে টানা অন্যায়।

www.pathagar.com

রাস্তাঘাটে অনাহূত গোলমাল লাগিয়ে সাধারণের নিরাপত্তার বিঘ্ন সৃষ্টি করা, চলার পথে কোন প্রতিবন্ধক খাড়া করা, রাস্তার একাংশ ব্লক দিয়ে সমাবেশ অর্থাৎ ট্রাফিক আইন লংঘন, রাস্তাঘাটে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে মাতলামি, ভাংচুর প্রভৃতি জননিরাপত্তার ও আরাম আয়েশের পরিপন্থী এমনকি তা তাদের স্বাস্থ্যহানির আশংকা জোগায়। এছাড়া খাবারদাবারে ভেজাল, হোটেলে নোংরা বাসি খাবার বিক্রি জনস্বাস্থ্যকে হুমকির সম্মুখীন করে তোলে। এ সবই অপরাধের সামিল।

অপরাধের ঘটনার বিভিন্ন উপাদান

অপরাধের ঘটনা প্রতিদিন অহরহ ঘটছে। অপরাধ রিপোর্টিংয়ের এত উপাদান রয়েছে যে তার তালিকা দিলে তা একটা বিরাট বপু ধারণ করবে। আমরা এখানে অপরাধের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের তালিকা দেবো এবং তা থেকে এই বিভাগের রিপোর্টিংয়ের নবীন শিক্ষার্থীরা কিছুটা উপকৃত হবেন। এগুলো হলোঃ

এক. ঘটনায় হতাহতদের তালিকা বা নামধাম। অর্থাৎ অপরাধের ঘটনায় কতজন মারা গেছে বা কার জীবনাশংকা দেখা দিয়েছে। কতজন আহত হয়েছে কিংবা তাঁরা কিভাবে আহত হয়েছে। অপরাধের ঘটনায় বন্দুক বা কোন্ ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে তা বলা যেতে পারে। হতাহতদের হাসপাতালে বা মর্গে পাঠানো হয়েছে কিনা কিংবা প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহতদের নিরাপদ হেফাজতে রাখা হয়েছে কিনা জানা দরকার। হতাহতের মধ্যে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি রয়েছেন কিনা তা অবশ্যই জানতে হবে।

দুই. মালামাল বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে আরেকটি উপাদান। যেমন কি ধরনের সম্পত্তি এবং সেই সম্পদের মূল্য কত। যে সহায়-সম্পত্তি ধ্বংস, চুরি বা লুটপাট হয়েছে সেগুলোর ধরন কি? হয়তো কিছু জিনিসপত্র বা সহায়সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে বাকিগুলোও লুটপাট বা ধ্বংসের হুমকির সম্মুখীন কিনা তা জানতে হবে।

তিন. অপরাধের ধরনধারণ। অর্থাৎ যারা অপরাধ করেছে তারা কিভাবে ঘটনাস্থলে এলো বা সুযোগ পেলো। কি ধরনের অস্ত্রশস্ত্র বা হাতিয়ার তারা ব্যবহার করেছে। ঘটনায় হতাহতদের সঙ্গে তারা কি ধরনের আচরণ করছে। ঘটনার সময়ে কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল কিনা তাও একটি উপাদান হিসেবে চিহ্নিত। যে ঘটনাটি ঘটেছে, পূর্বেও অনুরূপ কোন ঘটনা ঘটেছিল কিনা তা জানতে হবে।

www.pathagar.com

চার. ঘটনার কারণ বা উদ্দেশ্যটা কি ছিল তা জানা দরকার। এটা জানার জন্য অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আটক ব্যক্তির স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করতে হবে। সে প্রথম দিকে মিথ্যা বা বানিয়ে বলতে পারে সেটা যাচাই করতে হবে। ঘটনার শিকারদের বিবৃতি নিতে হবে। বিবৃতি নিতে হবে পুলিশ, প্রত্যক্ষদর্শী বা অন্যান্যের। এগুলো থেকে ঘটনার কার্যকারণ অনেকটা আঁচ করা যাবে। ঘটনা ঘটানোর পরও অপরাধীরা হুমকি দিচ্ছে কিনা তা দেখতে হবে।

পাঁচ. কতজন গ্রেফতার হলো বা পালালো এটা জানা দরকার। গ্রেফতারকৃত বা পলাতক ব্যক্তির নামধাম বয়স পেশা জানতে হবে। যারা গ্রেফতার করেছে সেই পুলিশ বা অভিযোগকারীদের নামধাম ঠিকানা জানতে হবে। পুলিশের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উঠেছে কিনা জানতে হবে। ঘটনার আগে বা পরে পুলিশের ভূমিকা অনাহূত ছিল কিনা কিংবা তাঁরা আগে পরে নির্লিপ্ত ছিল কিনা অথবা পুলিশ নিজেই কোন বিপদ সৃষ্টি করে ফেলেছিল কিনা জানতে হবে। ঘটনার ব্যাপারে কারো কোন তাৎক্ষণিক অভিযোগ আছে কিনা জানতে হবে।

ছয়. অপরাধীদের চিহ্নিত করার সূত্র বা ক্লু সম্পর্কে জানার চেষ্টা করতে হবে। যেমন সংঘটিত অপরাধীদের ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত তথ্যপ্রমাণাদি বা চিহ্ন, প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য, পুলিশের বিবৃতি। ঘটনার শিকার বা অন্যান্যের বক্তব্য বা বিবৃতি কি তা জানতে হবে। এই ঘটনার সঙ্গে অন্য কোন অপরাধের যোগ রয়েছে কিনা এবং থাকলে সংশ্লিষ্টদের সম্পর্কে তথ্য আহরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সাত. অপরাধীদের অনুসন্ধান করতে হবে। কাদের গ্রেফতারের সম্ভাবনা আছে সেটা জানা দরকার। সম্ভাব্য অপরাধীদের চিহ্নিত করে তাদের গ্রেফতারে সাহায্য করাও রিপোর্টারের সামাজিক দায়িত্ব। ঘটনার সময় নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের বিবরণী জানতে হবে। ঘটনার রহস্যভেদের প্রাথমিক সূত্রটির গভীরতা কতখানি রয়েছে সেটাও রিপোর্টারদের অনুসন্ধান করতে হবে। আর যেহেতু কোন ঘটনা একটি ঘটনাপ্রবাহেরই অংশ তাই রিপোর্টারকে ওই সংঘটিত অপরাধ সম্পর্কে অব্যাহত অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে হবে।

ক্রাইম রিপোর্টারের নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব

বর্তমান সময়টাতে বিশ্ব জুড়েই মানবাধিকারের বিষয়টি খুব জোরেশোরে শোনা যাচ্ছে। কারণ সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায়ই মানবাধিকার লংঘিত হয়। সাংবাদিকরাই হচ্ছেন মানবাধিকারের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করার প্রথম সারির প্রবক্তা।

www.pathagar.com

ক্রাইম রিপোর্টারের জন্য এ ক্ষেত্রটি আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কোন অপরাধের ঘটনার সঙ্গে মারধর, নির্যাতন, বিনা দোষে কারাভোগ এমনকি মৃত্যুদণ্ডের মতো শাস্তির ঘটনাও জড়িয়ে থাকে কিংবা ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের মানমর্যাদা, সামাজিক পুনর্বাসন প্রভৃতি জড়িত থাকে। এইসব ক্ষেত্রে ক্রাইম রিপোর্টারের অনেক দায়িত্ব রয়েছে।

একজন ক্রাইম রিপোর্টারকে মনে রাখতে হবে যে তিনি দুটো পক্ষকে নিয়ে কাজ করছেন। এদের একজন কোন অপরাধ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কথিত অভিযুক্ত এবং অপরজন তার শিকার। উভয়েই মানুষ এবং তাদের মৌলিক মানবাধিকার রয়েছে। তাদের সামাজিক মর্যাদা রক্ষিত হয় কিংবা তাদের শারীরিক নিরাপত্তা রক্ষিত হয় সেদিকে তাঁকে খেয়াল রাখতে হবে। তাঁর একটি প্রধান সামাজিক লক্ষ্য হচ্ছে অপরাধ দমন, অপরাধী দমন নয়। সংশ্লিষ্ট ঘটনার প্রেক্ষিতে আইনের দৃষ্টিতে যে অপরাধী বলে পরিগণিত তাকে তুলে ধরাই তাঁর কাজ। কিন্তু অপরাধ করেছে বলেই সংশ্লিষ্ট একজন মানুষের সঙ্গে মানবেতর ব্যবহার করতে হবে এমন নয় এবং সে বিষয়টি ক্রাইম রিপোর্টার তাঁর নজরের মধ্যে অবশ্যই রাখবেন। সবার প্রতি সুবিচার ও ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা বিধানে এগিয়ে আসা ক্রাইম রিপোর্টারের অন্যতম দায়িত্ব ও লক্ষ্য। অপরাধের চিত্রটি পরিষ্কার করে তুলে ধরে এবং সম্ভাব্য অপরাধীদের নিয়ে ঘটনাটি আদালতে যাবার পর ক্রাইম রিপোর্টারের কাজ শেষ। কারণ দণ্ডমুন্ডের কর্তা আদালত। আদালতের বিট পালনের দায়িত্ব কোর্ট রিপোর্টারের। কিন্তু আদালতে ওঠার আগ পর্যন্ত অপরাধের প্রকৃতি ও সম্ভাব্য অপরাধীকে চিহ্নিত করার সময়টিতে সংশ্লিষ্ট জনের মানবাধিকার রক্ষিত হলো কিনা তা দেখা ক্রাইম রিপোর্টারের নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব।

পুলিশ ও ক্রাইম রিপোর্টারের পারস্পরিক সম্পর্ক

আমরা আগেই বলেছি যে সাধারণত কোন অপরাধ ঘটনার প্রথম ও প্রধান সূত্র হচ্ছে পুলিশ। তাই পুলিশের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা ক্রাইম রিপোর্টারের দায়িত্ব। অপরাধের ঘটনা তুলে ধরা রিপোর্টারের সামাজিক দায়িত্ব। পুলিশ তাঁকে সহায়তা করে মাত্র। অবশ্য অপরাধ ঘটনার কথা প্রকাশ করে পুলিশও সামাজিক দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু রিপোর্টার অপরাধ ঘটনা প্রকাশ করে পাঠক সাধারণের মধ্যে রোমাঞ্চকর অনুভূতিরও সৃষ্টি করেন। তবে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা তাঁর কাজ নয়। অপরাধ সংক্রান্ত তথ্যাবলী পেতে হলে তাঁকে পুলিশের পেছনে ছায়ার মতো লেগে থাকতে হয়। অপরদিকে তাঁকে অনেক সময় গোয়েন্দার ভূমিকাও নিতে হয়। ঘটনার

www.pathagar.com

সঠিক উন্মোচন ও প্রকৃত অপরাধীকে চিহ্নিত করার স্বার্থে অনেক সময় পুলিশ আগেই অনেক তথ্য দিতে চান না কিন্তু ক্রাইম রিপোর্টার যদি আগ বাড়িয়ে বাড়তি কথাবার্তা প্রকাশ করে অপরাধ ঘটনার গতিপ্রকৃতিকে শিথিল করে দেন তাহলে ভবিষ্যতে তিনি আর কখনই পুলিশের তরফ থেকে কোন সহযোগিতা পান না। অনেক সময় পুলিশই রিপোর্টারের কাছ থেকে তথ্য সাহায্য চেয়ে থাকেন। কিন্তু এমন যদি মনে হয়, পুলিশ ঘটনা চেপে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে রিপোর্টারের ভূমিকা হবে পুলিশের মুখ থেকে তথ্য বের করে আনা।

যাই হোক, অপরাধ ঘটনার তথ্য পাওয়াটাই হচ্ছে রিপোর্টারের মুখ্য কাজ। আর সে লক্ষ্যেই পুলিশের মনে নিজের সম্পর্কে একটা আস্থার ভাব গড়ে তুলতে হবে। পুলিশের মধ্যে একটা বিশ্বাস জন্মাতে হবে যে, পাঠকের মনে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করে অযথা চাঞ্চল্যকর কথাবার্তা আপনি প্রকাশ করতে চান না বরং সমাজে অপরাধবিরোধী মানসিকতাকে জোরদার ও অপরাধ দমনে সহায়তা করতে চান তাহলে পুলিশ আপনাকে সহায়তা করবে। রিপোর্টার এমন কিছু লিখবেন না যাতে পুলিশের অনুসন্ধান কাজ ব্যাহত হয়। বরং আপনি যে অপরাধ সংক্রান্ত ফলোআপ ঘটনাগুলো প্রকাশ করে পাঠকের আগ্রহকে ধরে রাখতে চান এটা যদি পুলিশ বুঝতে পারে তবে পুলিশ অবশ্যই সহযোগিতা এবং বিভিন্ন সূত্রের সন্ধান দেবে। পুলিশ ও ক্রাইম রিপোর্টারের সম্পর্ক হবে তাই পারস্পরিক বিশ্বাস এবং আস্থার সম্পর্ক। এই পারস্পরিক আস্থা গড়ে তুলতে না পারলে পুলিশের দিক থেকে কোন ক্ষতি নেই কিন্তু রিপোর্টার ক্ষতিগ্রস্ত হন বহুগুণ। কারণ এতে রিপোর্টার তাঁর দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে পালন করতে পারেন না।

www.pathagar.com

ষোড়শ অধ্যায়

ক্রীড়া রিপোর্টিং

বিশ্বের প্রতিটি দেশের সংবাদপত্রের প্রধান উপজীব্য বিষয় হচ্ছে রাজনীতি। তবে সাম্প্রতিককালে রাজনীতির পাশাপাশি ক্রীড়াও সংবাদপত্রের আরেকটি অন্যতম উপজীব্য বিষয় হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। একেবারে নীরস পাঠক না হলে কেউ খেলার পৃষ্ঠাটিতে অন্তত একবার চোখ বুলিয়ে যান। ক্রীড়া হচ্ছে খুবই আকর্ষণীয় বিষয়। ক্রীড়া সংক্রান্ত খবর পাঠককে বিশেষ করে তরুণ শ্রেণীকে খুবই আগ্রহী করে তোলে। আজকের সচেতন তরুণ সমাজ যেমন দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে আবার পাশাপাশি ক্রীড়া নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটিও করে বিস্তর। অনেক পত্রিকা সম্পাদকই ক্রীড়া পাতা ছোট করে পাঠকের মানসিকতা পরীক্ষা করেছেন। কিন্তু দেখা গেছে পাঠকের চাপের মুখে তাকে আবার সেই পাতা ছেড়ে দিতে হয়েছে। আমাদের দেশের কিছু কিছু ইংরেজি পত্রিকা মাঝে মাঝে দুপৃষ্ঠা করেও ক্রীড়ার জন্য বরাদ্দ রাখে।

অন্যান্য রিপোর্টিংয়ের তুলনায় ক্রীড়া রিপোর্টিং নিশ্চিতরূপেই ভিন্ন। ক্রীড়া হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা সম্পর্কে বিস্তর নিয়মকানুন, হিসাবপত্র তথা জ্ঞান না থাকলে রিপোর্ট করা যায় না। সংবাদ তৈরির ফরমুলা জানা থাকলে সাধারণ একজন নবিশ রিপোর্টারও একটি দুর্ঘটনার খবর সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে পারেন। কিন্তু অতি পরিচিত ও প্রচালিত ফুটবল খেলা সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান না থাকলে একজন বিশেষজ্ঞ রিপোর্টারকে শুধু খেলার ফলাফলটি দিয়েই দায় সারতে হবে। তাই এ বিষয়ের একজন রিপোর্টার মানেই একজন বিশেষজ্ঞ রিপোর্টার। তাঁকে এ বিষয়ে ব্যাপক কিছু জানতে হয়।

যদিও ক্রীড়া রিপোর্টারেরঅনুসন্ধানেরক্ষেত্রটি সীমিত অন্যান্য সাধারণ বিভাগের রিপোর্টারের তুলনায় তবু ক্রীড়া রিপোর্টারের কর্মক্ষেত্রটি ব্যাপক ও বহুধাবিস্তৃত। সাধারণ রিপোর্টারকে মাঝে মাঝে অনেক দুরূহ এবং একেকদিন একেক ধরনের

www.pathagar.com

সংবাদ বিট করতে হয়। ফলে তাদের কাজের জন্য বিশেষজ্ঞের জ্ঞান ও তাৎক্ষণিক কর্মপদ্ধতি তৈরি করে নিতে হয়। কিন্তু যিনি ক্রীড়া রিপোর্টার তাঁকে প্রতিদিন বিভিন্ন প্রেক্ষিতের মুখে পড়তে হয় না। কারণ তাঁর দৈনন্দিন কাজের ধরন কমবেশি এক। কিন্তু তাঁর কাজের পরিধি খুবই বিস্তৃত। ফলে ক্রীড়া রিপোর্টার প্রকৃতপক্ষে নিজেই একজন ক্রীড়াবিদ। একজন ক্রীড়াবিদের মতো তাঁর অদম্য উৎসাহ ও প্রাণশক্তির প্রয়োজন হয়।

একজন ক্রীড়া রিপোর্টারের বৈশিষ্ট্য

বিশ্ব জুড়ে অফুরন্ত খেলা রয়েছে। তার মধ্যে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সব কটি খেলা সম্পর্কে একজন ক্রীড়া রিপোর্টারকে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখতে হয়। প্রতিটি খেলারই নিজস্ব নিয়মকানুন, রেকর্ড রয়েছে। এ সম্পর্কে জানাশোনা ও বিস্তর পড়াশুনা না থাকলে একজন ক্রীড়া রিপোর্টারের পক্ষে অনায়াসে কাজ করা সম্ভব নয়। প্রথমে আমরা তাই একজন ক্রীড়া রিপোর্টারের কিছু বৈশিষ্ট্য বা যোগ্যতা তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

আগের কথার সূত্র ধরেই বলা যায়, যিনি একজন ক্রীড়া রিপোর্টার হন তিনি হয়তো নিজেই একজন ক্রীড়াবিদ হিসেবেই তাঁর জীবনটা শুরু করে পরবর্তীতে ক্রীড়া সাংবাদিকতায় এসেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি একটি বা দুটি বা কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশি খেলায় পারদর্শী ছিলেন। ফলে সেই খেলাগুলো সম্পর্কে তাঁর ধারণা থাকে স্বচ্ছ। তবে সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত হবার জন্য তাঁকে অন্যান্য সব স্বীকৃত ক্রীড়া সম্পর্কেও কমবেশি জ্ঞান রাখতে হয়। আগের এক অধ্যায়ের সূত্র ধরে তাই বলা যায়, একজন ক্রীড়া রিপোর্টার কোন একটি বিশেষ ক্রীড়ার বিশেষজ্ঞ হবেন এবং আর অন্যগুলোতে হবেন Jack of all trades.

একজন ক্রীড়ামোদী দর্শকের মতো একজন ক্রীড়া রিপোর্টারও মনোযোগী হয়ে খেলা দেখে থাকেন। কিন্তু একজন ক্রীড়া রিপোর্টারের খেলা দেখার দৃষ্টিটা হবে ভিন্ন। একজন ক্রীড়ামোদী দর্শক নিজ দলের জয়ে লাফিয়ে ওঠেন, পরাজয়ের বেদনায় মুষড়ে পড়েন, দলের ব্যর্থতার ঝাল ঝাড়েন টেবিল চেয়ার ভেঙ্গে। কিন্তু একজন ক্রীড়া রিপোর্টারের মস্তিষ্ক হবে একেবারে ঠাণ্ডা। কোন দলের প্রতি হয়তো কোন ক্রীড়া রিপোর্টারের পক্ষপাত থাকতে পারে কিন্তু সেই দলেরই যদি কোন খেলা তাকে কভার করতে হয়, তাহলে তিনি হবেন নিরপেক্ষতার প্রতীক। অন্যান্যের সাথে তিনিও খেলা উপভোগ করবেন, তবে উত্তেজিত হবেন না। মাঠেই

www.pathagar.com

যদি তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়েন, তাহলে তাঁর পক্ষে খেলা অনুসরণ করা সহজ হবে না। এবং লেখার টেবিলে গিয়ে তিনি ঠিকমত লিখতে পারবেন না। কিংবা পক্ষপাতের আশ্রয় নিয়ে লিখবেন।

খেলার চলমান অবস্থাকে সুন্দরভাবে অনুসরণ করতে পারাটা একজন ক্রীড়া রিপোর্টারের একটি অন্যতম গুণ। কোন খেলা আছে যার অ্যাকশন এত দ্রুত যে রিপোর্টার তাঁর চোখটাকে দ্রুত সরাতে নড়াতে না পারলে তাঁর পক্ষে সেই দ্রুত ঘটে যাওয়া ঘটনাটা দেখা সম্ভব নয়। যেমন ক্রিকেটের কোন এলবিডব্লিউয়ের ঘটনা দূর থেকে একজন রিপোর্টারের পক্ষে আঁচ করা খুব কঠিন, যেটা সহজ টিভির রিপ্লেতে দেখে। এমন হলো যে বোলারের ফেলা বলটা অফস্টাম্পের বাইরে ছিল। ব্যাটসম্যান বাম পা বাড়িয়ে স্টাম্প ঢেকে ব্যাট উঠিয়ে নিলেন। বল গিয়ে আঘাত করলো তাঁর প্যাডে। বোলার চেঁচিয়ে উঠলো, আম্পায়ার আঙ্গুল তুললেন। ব্যাটসম্যান হয়তো রুষ্ট হলেন এই আউটে। কিন্তু আম্পায়ার যদি মনে করে থাকেন বলটি ইনসুইং করে ভেতরে ঢুকছিল এবং প্যাড দিয়ে না ঠেকালে ব্যাটসম্যানের স্টাম্প ভেঙ্গে যেতো। অতএব তিনি আউট দিয়েছেন। যাই হোক, এ রকম আরো অনেক ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু রিপোর্টারকে এগুলো ভালোভাবে অনুসরণ করতে হবে। অবশ্য বড় ধরনের খেলায় অনেক সময় রিপোর্টার রেফারি, আম্পায়ার, স্কোরার, স্ট্যাটিস্টিশিয়ানদের মারফত সাহায্য ও মতামত পেয়ে থাকেন।

ক্রীড়ামোদী পাঠকরা এমনকি কোন বিশেষ ক্রীড়া ইভেন্টের প্রত্যক্ষ দর্শকরাও পত্রিকার পাতায় ওই খেলার ওপর বিস্তারিত আলোচনা ও বিস্তারিত বিষয় জানতে চান। যেমন কোন খেলোয়াড় বা দলের অতীত নৈপুণ্য কিংবা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা। কে কয়টি গোল করলো, কে গোল মিস্ করলো, অথবা কয়টি ফাউল করলো প্রভৃতি। এছাড়া বিভিন্ন কোচ বা দলীয় কর্মকর্তার কোন অতীত বা আগামী খেলা সম্পর্কে মতামত এবং সে সম্পর্কে রিপোর্টারের বিচারক্ষমতা প্রভৃতি সম্পর্কে পাঠকরা জানতে চায়। ফলে একজন রিপোর্টারকে খুব ভালো করে ক্রীড়াসংক্রান্ত রেকর্ড জানতে হয়। একজন ক্রীড়া রিপোর্টার হচ্ছেন নিজেই একজন ক্রীড়া বিষয়ক রেকর্ডের স্টোর-হাউস। বর্তমান কোন খেলার বিশেষ কোন অংশকে বোঝাতে তিনি পুরোনো কোন রেকর্ডকে তুলে ধরতে পারেন।

শুধু রেকর্ড নয়, খেলাধুলার নিয়মকানুনও রিপোর্টারকে জানতে হয়। একবার বাংলাদেশ টিভিতে বলা হলো নিয়াজ মুর্শেদ গ্রান্ডমাস্টার হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তখন খবরটা ছিল যে তিনি গ্র্যান্ড মাস্টারের জন্য প্রয়োজনীয় দ্বিতীয় নর্ম পেয়েছেন।

www.pathagar.com

বর্তমান বিশ্ব ফুটবলে গোলকিপারকে ব্যাক পাস কিংবা বোলারদের বাউন্সার নিয়ে বিভিন্ন সময়ে নিয়মকানুন হচ্ছে। পরপর তিনটি গোল করলে হ্যাট্রিক হয়— না আগে পরে তিনটি গোল করলেই হ্যাট্রিক হয় এ নিয়েও নতুন নতুন নিয়ম হচ্ছে। এ সমস্ত খুঁটিনাটি নিয়মকানুন নিয়ে পাঠক বিভ্রান্ত হতে পারেন। কিন্তু রিপোর্টার এ সব বিষয়ে ভালোমত অবহিত হবেন এবং ঐগুলো নিয়ে নিয়মকানুনের উদ্ধৃতি দিয়ে পাঠকের বিভ্রান্তি নিরসন করবেন।

ক্রীড়া রিপোর্টিংয়েও ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের অবকাশ রয়েছে। একজন ক্রীড়া রিপোর্টার একটি খেলার চলমান বিবরণী দিয়েই শুধু ক্ষান্ত হবেন না। তাকে বিষয়টির ওপর যথেষ্ট ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে হবে। কোন খেলার রিপোর্ট করতে গিয়ে তাকে পটভূমি (background) তুলে ধরতে হবে এবং বিষয়টি নিয়ে তিনি বিচার-বিশ্লেষণ করবেন। ফলে কোন রিপোর্টের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রয়োজনে তাঁকে পটভূমি টেনে আনতে হতে পারে, সেক্ষেত্রে ওই পটভূমিকে সংযোজিত করার দক্ষতা তাঁকে অর্জন করতে হবে। এই দক্ষতা অর্জন করতে গিয়েই তাঁকে খেলার নিয়মকানুন ও রেকর্ডপত্রের সঙ্গে বেশি করে পরিচিত থাকতে হবে। কারণ অধিকাংশ পাঠকেরই অতীত রেকর্ড সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান থাকতে পারে। তারা কোন ক্রীড়া ঘটনার পুরো তাৎপর্যটি জানতে চায়। একজন ক্রীড়া রিপোর্টার হচ্ছেন একজন ব্যাখ্যাকার। অতএব, পাঠককে নতুন কোন বিষয়ে স্পষ্টতর জ্ঞান দিতে হলে সংশ্লিষ্ট অতীতকে টেনে আনতেই হবে। যেমন জুলে রিমে ট্রফি চিরকালের জন্য জিতে নিয়ে গেছে ব্রাজিল সেটাও ছিল বিশ্বকাপ। এখনকার বিশ্ব ফুটবলের মুকুটের নামও বিশ্বকাপ। তাহলে জুলে রিমের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি, এটা পাঠককে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে, কিছুটা মন্তব্যধর্মী হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে রিপোর্টার তাঁর রিপোর্টে নিজের কিছু বিবেচনাকে সন্নিবেশিত করবেন। বিভিন্ন ক্রীড়া ও ক্রীড়াব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর সুপরিচয় এবং জ্ঞান থাকার কারণেই তিনি অন্যান্য রিপোর্টারের তুলনায় কিছুটা বিচার-বিবেচনা তুলে ধরতে পারবেন। '৯১ সালের সাফ গেমসে বাংলাদেশ ফুটবল দলে দেশের সেরা রক্ষণপ্রহরী মুন্না ছিলেন না। ছিলেন না কৃতী স্ট্রাইকার কাম স্কীমার ওয়াসিমও, ছিলেন না গোলরক্ষক কানন, স্ট্রাইকার সাব্বিরও পুরো সুস্থ ছিলেন না। তারপরও কোচ বললেন, অনেকেই নেই, অনেকে অসুস্থ তা সত্ত্বেও তার দল সোনা জিতবে। কিন্তু দলে নির্বাচিত সব খেলোয়াড় সম্পর্কে ভালোভাবে জানা থাকায় অনেক রিপোর্টারই কোচের সোনা পাবার মন্তব্যে যুক্তি খুঁজে পাননি। সে কথা তাঁরা পত্রিকাতে লিখেছিলেনও।

www.pathagar.com

রিপোর্টারদের বিচারক্ষমতা প্রমাণিত হয়েছিল তখন যখন আমরা সোনাতো দূরের কতা রূপাও পাইনি। পেয়েছি ব্রোঞ্জ। তাই ক্রীড়া রিপোর্টারের থাকবে দুটো ক্ষুরধার বিচার-বিশ্লেষণী চোখ এবং তার বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা হবে সুদৃঢ় ও সুদূরপ্রসারী।

ক্রীড়া রিপোর্টার কখনই কোন দলের হয়ে তুড়ি বাজাবেন না। স্থানীয় কোন দলের হয়ে তিনি লিখবেন না। লেখার সময় তাঁর সামনে থাকবে বিচারকের মানদণ্ড। তরুণ খেলোয়াড়দের তিনি তাঁর লেখনীতে উৎসাহ ও প্রেরণা জোগাবেন। অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের অভিজ্ঞতার মূল্যকে স্বীকার করবেন। কোন কোন বিষয়ে গুরুত্বারোপ করবেন। কিন্তু কখনই পক্ষপাত ও দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর বিবরণী সাজাবেন না। তিনি একজন রিপোর্টার মাত্র। তিনি কখনই সংবাদপত্রের কলামের মাধ্যমে কোন দল বা খেলোয়াড়ের দায়িত্ব নেবেন না কিংবা এমন কিছু লিখবেন না যেন মনে হয় তিনি কোন ক্রীড়াবিদ বা দলের মুখপাত্র হিসেবে বক্তব্য পেশ করছেন। তাঁর নৈতিকতা, সততা ও আন্তরিকতা হবে চূড়ান্ত।

ক্রীড়া রিপোর্ট লেখার স্টাইল

অধিকাংশ ক্রীড়া রিপোর্টিংয়ের একটি বড় সুবিধা, যে ফলাফলটি অর্জিত হয়েছে সেটার ওপরই ভিত্তি করে খবরের কাঠামোটি নির্মিত হয়। তবে রাজনীতি, সরকারি বিষয়, ব্যবসা, বিজ্ঞান কিংবা এ ধরনের যে কোন রিপোর্টিংয়ে যে সব রিপোর্টার অভিজ্ঞ তাঁদের তুলনায় ক্রীড়া রিপোর্টারের একটি বাড়তি সুবিধা আছে।

বিশ্বজুড়ে অধিকাংশ ক্রীড়া ইভেন্টের সামান্য রদবদল ছাড়া নিয়মবিধি প্রায়ই বছরের পর বছর ধরে একই থাকে। ফলে সুনির্দিষ্ট আঙ্গিকে খুব সহজেই ক্রীড়া রিপোর্টার তাঁর রিপোর্টটি সাজিয়ে ফেলতে পারেন। এতে অবশ্য পাঠকের মনে খুব সহজেই বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে। আর তাই একজন ক্রীড়া রিপোর্টারের রিপোর্ট হবে খুবই বৈচিত্রমণ্ডিত, তেজোদীপ্ত, উজ্জীবিত ও প্রাণশক্তিতে ভরপুর। তবে তার মধ্যেই তাঁর লেখা হবে কথোপকথনযোগ্য। রিপোর্টারকে মাথায় রাখতে হবে তিনি ক্রীড়াবিদদের জন্য, সাধারণ পাঠকের জন্য লিখছেন। ফলে তিনি এমন কোন জটিল শব্দ বা টেকনিক্যাল কথাবার্তা লিখবেন না যাতে পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয়। তাঁর লেখায় তিনি অযথা কোন শব্দ বা বাক্য সংযোজন, গুরুত্বারোপ করবেন না। তাঁর লেখা হবে প্রাণোদীপ্ত, মনে হবে যেন লেখা হাসছে। তিনি রিপোর্ট সংক্ষিপ্ত করার গুণাবলী অর্জন করবেন। তবে তার মধ্যেই তিনি বৈচিত্র অর্জনের চেষ্টা করবেন। তাঁর লেখায় ঘটনার প্রকৃত তথ্য তুলে ধরার পাশাপাশি তাতে সুরুচি এবং

www.pathagar.com

সুদৃঢ় ও শক্তিশালী বিচারবোধের পরিচয় দেবেন। ক্রীড়া রিপোর্টকে বেশ প্রাণবন্ত ও প্রাঞ্জল করার জন্য অনুশীলনই হচ্ছে মূল চালিকাশক্তি। অব্যাহত অনুশীলন এবং আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে নিজের রিপোর্টের মূল্যায়ন নিজেকেই করতে হবে। ক্রীড়া রিপোর্টিংয়ের ধরন কমবেশি একই ধরনের হলেও ক্রীড়া রিপোর্টারদের অধিকাংশই তাঁদের নিজস্ব স্টাইল তৈরি করে নেন বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। মূল কাঠামোটো একই ধরনের থাকলেও লেখকের নিজস্ব স্টাইলের গুণে কারো লেখা পড়তে বেশি ভালো লাগে।

ক্রীড়া রিপোর্টাররা তাঁদের রিপোর্টিংয়ে ভাষা ব্যবহারে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করলেও সাধারণত সংবাদ লেখার প্রচলিত নীতিমালাই ব্যবহার করে থাকেন। অর্থাৎ ষড়-ক থাকবে সংবাদের সূচনায়। অর্থাৎ ক্রীড়া সংক্রান্ত সংবাদঘটনাটির সংক্ষিপ্ত রূপটি সংবাদসূচনাতেই উল্লেখ করতে হবে এবং প্রচলিত সংবাদকাঠামো অনুসারে ক্রমান্বয়ে বিশদ বিবরণ দিতে হবে। তবে সদ্য সমাপ্ত খেলার ঘটনা না হয়ে যদি খেলাসংশ্লিষ্ট কোন ঘটনা ঘটে তাহলে সংবাদশীর্ষে ষড় 'ক' এর সব কটি 'ক' নাও আসতে পারে। এছাড়া তাঁর কাঠামোতে ষড় 'ক' এর চলতি প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া ছাড়াও ব্যাখ্যা সংযোজন করতে হবে। তবে আজকাল ক্রীড়া রিপোর্ট কিছুটা ফিচারধর্মী হয়ে পড়েছে এবং এটা মন্দ লাগছে না। খেলার ফলাফল যাই হোক না কেন, তার সামান্য একটু স্পর্শ রেখে ক্রীড়া রিপোর্টাররা আজকাল গল্প বলার ঢংয়ে এবং পাশাপাশি বিশ্লেষণ রেখে যে বিবরণী দিচ্ছেন তা বেশ সুখপাঠ্য হচ্ছে। এভাবে বলার প্রয়োজনও রয়েছে কারণ ইলেকট্রনিক মাধ্যমের গুণে আজকাল অধিকাংশ খেলারই সরাসরি সম্প্রচার আমরা দেখে থাকি।

ক্রীড়া রিপোর্টিংয়ের উপাদান

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সব ধরনের খেলাই সব দেশেএকই নিয়মে খেলা হয়ে থাকে। ফলে সেইসব খেলার সংবাদ উপাদানসমূহ প্রায় একই হয়ে থাকে। তবে বড় কোন ক্রীড়া উৎসবের ক্ষেত্রে আরো বাড়তি কিছু সংবাদ উপাদান পাওয়া যেতে পারে। দুটো দিককে স্মরণে রেখেই আমরা নিম্নে কিছু ক্রীড়া বিষয়ক সংবাদ উপাদানের কথা উল্লেখ করবো যা একজন রিপোর্টারকে রিপোর্ট প্রস্তুত করতে সাহায্য করবে। উপাদানগুলো হচ্ছেঃ

এক. গুরুত্ব বা তাৎপর্যঃ এই শিরোনামের অধীনে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে তা হলো- কোন খেলা বা প্রতিযোগিতা কী খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ

www.pathagar.com

খেলাতেই শিরোপা হাতছাড়া হয়ে যাবে কোন পক্ষের অথবা এই খেলার ওপরই শিরোপার ভবিষ্যৎ কিংবা দল বা দেশের ক্রীড়া ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে কিনা। প্রতিদ্বন্দ্বীদের দীর্ঘকালের রেকর্ডের ক্ষেত্রে এই খেলার ফলাফল কোন প্রতিক্রিয়া ফেলছে কিনা অথবা চলতি বছরে এর আগে সৃষ্ট রেকর্ডের ওপর এই খেলার ফলাফল কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে কিনা। প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী দুটি পক্ষ ক্রীড়া ক্ষেত্রে দুটো পুরানো শত্রু (Arch rival) কিনা। আমাদের দেশে যেমন আবাহনী মোহামেডান। খেলার ফলাফল কোন পক্ষকে ভবিষ্যৎ কোন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাদের সম্ভাব্য শক্তিকে প্রদর্শন করছে কিনা।

দুই. সম্ভাব্য ফলাফলঃ সামনে একটি খেলা হতে যাচ্ছে তার সম্ভাব্য ফলাফলের ওপর বিশ্লেষণধর্মী রিপোর্ট করা যেতে পারে। যেমন, দু দলের তুলনামূলক দলীয় শক্তি এবং অভিজ্ঞতা। অনেক সময় শক্তির বিচারে কোন দল শ্রেষ্ঠতর হতে পারে কিন্তু অভিজ্ঞতায় তাদের ঘাটতি থাকতে পারে। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা একটি দলের কেমন রয়েছে সেটা বিবেচনা করা যেতে পারে। বিশেষ করে প্রতিপক্ষ যখন চিরপরিচিত একজন হয়। খেলার মওশুমে বা সিজনে দুটি পক্ষের খেলার কিরকম মানোন্নয়ন ঘটেছে সেটি রিপোর্টে আনা যায়। বিশেষ করে একটি দুটি খেলোয়াড়ের মান হয়তো উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে এবং সেটাই খেলার জন্য টার্নিং পয়েন্ট হতে পারে।

দলে কোন নতুন ধরনের খেলা বা কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে কিনা কিংবা দলে এমন কোন নতুন খেলোয়াড় এসেছে কিনা যিনি আগামী খেলার ফলাফল ঘুরিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখেন। অথবা কোন খেলোয়াড় আহত ছিলেন তিনি সুস্থ হয়ে দলে ফিরে আসায় দলীয় শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে কিনা। কিংবা দলে প্রথম এগারো জনের পর বিকল্প খেলোয়াড়দের খেলোয়াড়ি নৈপুণ্য কতখানি আছে কিংবা আগের চেয়ে বেড়েছে না কমেছে অথবা আগের বছরের কোন বিকল্প খেলোয়াড় এ বছর প্রথম এগারো জনে আসার ক্ষমতা অর্জন করেছে কিনা এবং ঐ খেলোয়াড় নামলে খেলার সম্ভাব্য কোন পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে কিনা।

খেলার দিনটিতে আবহাওয়ার অবস্থাটা কেমন থাকবে তার ওপরও খেলার আগামি ফল্যাফলটা অনেক সময় আঁচ করা যায়। যেমন শীতপ্রধান দেশের খেলোয়াড়দের গরমপ্রধান দেশে খেলতে এলে তাদের স্বাভাবিক ক্রীড়ানৈপুণ্য ব্যাহত হয়। আবার ভারি ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় কোন ক্রিকেট দলের শক্তিশালী ফাস্টবোলার বাহিনী থাকলে প্রতিপক্ষের ব্যাটিং লাইনকে সহজেই কাবু করে ফেলতে পারে।

www.pathagar.com

এছাড়া দলের অপর্যাপ্ত অনুশীলন, দলীয় খেলোয়াড়দের আহতাবস্থা, মানসিক দৃঢ়তার অভাব কিংবা দেশের বাইরে জয়কে করায়ত্ত করার অক্ষমতা প্রভৃতি কিংবা দুই পক্ষের অতীত জয়-পরাজয়ের রেকর্ড ঘেঁটে তাদের শক্তির তুলনামূলক ভারসাম্য তুলে ধরে একজন ক্রীড়া রিপোর্টার একটি খেলার সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে পাঠককে দিকনির্দেশ করতে পারেন।

তিন. কিভাবে জয় অর্জিত বা পরাজয় সংঘটিত হলোঃ সংশ্লিষ্ট দুটি পক্ষের কোন্ দল কেমন খেললো কিংবা বিজয়ী কি করে বিজয়ী হলো এবং বিজিত দল কেন পরাজিত হলো এ নিয়ে বিশ্লেষণের মাধ্যমে রিপোর্ট করা যায়। বলা বাহুল্য, ক্রীড়া রিপোর্ট অবশ্য জয়-পরাজয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সাধারণত করা হয়। দুদলের খেলোয়াড়দের খেলার স্টাইল কিংবা খেলার মধ্যে কোন মারাত্মক ভুল যেমন সহজ কোন গোলের সুযোগ নষ্ট করা কিংবা খেলার জন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ ক্যাচ ধরা অথবা ফেলে দেয়ায় ম্যাচের ভাগ্য পাল্টে যাওয়া প্রভৃতি বিষয় হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

আম্পায়ার বা রেফারি হচ্ছেন খেলার বিচারক। তাঁরা যন্ত্র নন। রক্তমাংসে গড়া মানুষ। মাঝে মাঝে তাঁদেরও ভুল হয়। পক্ষপাত নয়, স্রেফ দেখার সামান্যতম ভুলের জন্য তাঁদের সিদ্ধান্তও ভুল হতে পারে এবং ওই সামান্যতম ভুলের জন্যও কোন ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে যেতে পারে।

অনেক সময় দেখা যায়, পিছিয়ে থেকেও শেষ মুহূর্তের প্রচেষ্টায় একটি দলের জয় অর্জিত হয়েছে। এই শেষ মুহূর্তের প্রচেষ্টা হয়তো কোন দলের কোচ বা অধিনায়কের সঠিক নির্দেশের কারণে কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কোন খেলোয়াড় রদবদলের কারণে কিংবা এমনও হতে পারে মানসম্মান হারানোর ভয়ে কোন দলের উজ্জীবিত খেলার কারণে শেষ পর্যন্ত তাদের জয় অর্জিত হতে পারে। অথবা এগিয়ে থেকে খেলাকে ধরে রাখার অক্ষমতা বা ম্যাচ টেম্পেরামেন্টের অভাব বা অভিজ্ঞতার অভাব কিংবা আসন্ন জয়ের আগাম আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে খেলায় ঢিল পড়া এসব কারণেও ম্যাচ ফসকে জেতে পারে।

চার. গুরুত্বপূর্ণ কোন খেলা বা ঘটনা ঃ যেমন কেউ হয়তো নিজে কোন গোল করেনি কিন্তু একাধিক গোল করতে সাহায্য করেছে। কিংবা বড় ধরনের ইনিংস খেলে দলকে একাই টেনে নিয়ে গেছে। হয়তো কেউ অসম্ভব একটি ক্যাচ ধরে ম্যাচের গতি পাল্টে দিয়েছে। কেউ হয়তো সুন্দর অথবা দুরূহ একখানা গোল করেছে। কোন পেনাল্টিই হয়তো কারো ভাগ্য গড়ে দিয়েছে। আর কারো ভাগ্য গুঁড়িয়ে দিয়েছে। হয়তো এমন হয়েছে ম্যাচে প্রচুর ফাউল আর পেনাল্টি হয়েছে.

www.pathagar.com

লালকার্ড হলুদকার্ড দেখানো হয়েছে। আম্পায়ার বা রেফারির বিতর্কিত সিদ্ধান্তও হয়তো কোন খেলার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। সৌন্দর্য ব্যাহত হয়েছে। ১৯৯০ সালে যে পেনাল্টি গোলে পশ্চিম জার্মানি আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে দিয়ে বিশ্বকাপ ফুটবলের শিরোপা জয় করেছিল সেই বিতর্কিত পেনাল্টির সিদ্ধান্তের জন্য মেক্সিকোর রেফারি কোডেসল ধিকৃত ও সমালোচিত হয়েছিলেন। বিতর্কিত সেই গোলের জয় পশ্চিম জার্মানির জয়কে গৌরবান্বিত করেনি। যাই হোক, কোন বিতর্কিত ইস্যুকে কেন্দ্র করেই ক্রীড়া রিপোর্টার তাঁর রিপোর্টের থিম্ বা মূলভাবটিকে তৈরি করতে পারেন।

পাঁচ. বিভিন্ন খেলোয়াড়ের নৈপুণ্য, রেকর্ডভঙ্গ প্রভৃতিঃ আধুনিক মত অনুযায়ী কোন খেলাই এখন আর কারো একক নৈপুণ্যের ওপর নির্ভরশীল নয়। ক্রিকেট কিছুটা হলেও ফুটবল একেবারেই নয়। তারপরেও কারো একার সর্বগ্রাসী নৈপুণ্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে পুরো দল। সেই চৌকস খেলোয়াড়টি কিরকম খেললেন, কতটুকু খেললেন, কি কি সব রেকর্ড ভাঙ্গলেন এসব নিয়েও রিপোর্টের আঙ্গিক গড়ে উঠতে পারে। হয়তো তিনি বেশি গোল করলেন, সবচেয়ে বেশি রান করলেন বা উইকেট পেলেন, উল্টোভাবে আবারও বলা যেতে পারে, কোন্ নামি খেলোয়াড়টি একেবারে ফ্লপ করলেন। ১৯৮৬ সালে প্রায় একক নৈপুণ্যে আর্জেন্টিনাকে শিরোপা পাইয়ে দিলেও নামিদামি বিশ্বতারকা দিয়েগো ম্যারাডোনার অবিশ্বাস্য বাজে খেলার জন্যই মূলত আর্জেন্টিনা ১৯৯০ সালে তাদের শিরোপা হারায়। নেহায়েতই ভাগ্যের জোরে তারা শেষ পর্যন্ত ফাইনালে উঠতে পেরেছিল। তার চূড়ান্ত পতনের জন্যই তখন অনেকেই মন্তব্য করেছেন মাইনাস ম্যারাডোনা। আর্জেন্টিনা ইজ নাথিং।

এতো গেলো একক নৈপুণ্যের কথা। কিন্তু দলীয় নৈপুণ্যও দলকে জিতিয়ে দেয় এবং সেটাই হয় রিপোর্টের কেন্দ্রভূমি। ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেটে তৎকালীন তরুণ অলরাউন্ডার কপিলদেবের উজ্জীবিত অধিনায়কত্বের ফলে সৃষ্ট দলীয় সংহতির (Teamwork) কারণেই দুর্বল দল হিসেবে বিবেচিত হওয়ার পরও ভারত বিশ্ব ক্রিকেটের শিরোপা জয় করেছিল। সেবার জিম্বাবের বিরুদ্ধে কপিল ১৭৬ রানের সংগ্রামী ও মারমুখো ইনিংস না খেললে হয়তো তাদের বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ওঠাই সম্ভবপর ছিল না। আবার চৌকস নৈপুণ্য প্রদর্শন করে মহিন্দার অমরনাথ সেমিফাইনাল ও ফাইনাল উভয় খেলাতেই ম্যান অব দ্য ম্যাচের শিরোপা জয় করেছিলেন।

ছয়. খেলাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠান কিংবা আগত দর্শকরাও ক্রীড়া রিপোর্টিংয়ের একেকটি উপাদান ঃ এত দর্শক হলো যে সেটা একটা রেকর্ড। বহু ইভেন্টের যেসব

www.pathagar.com

খেলা যেমন অলিম্পিক কিংবা এশীয় ক্রীড়া প্রভৃতিতে দর্শক সমাগম ঘটে প্রচুর, দর্শকরাই তখন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বেশি দর্শকের সমাগম ঘটলে যেমন উল্লাসের জোয়ার বয়ে যায় আবার তেমনি দাঙ্গা-হাঙ্গামাও ঘটে। টিকিট চেয়ে না পেয়ে বিক্ষোভ হয়। আর ফলাফলকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা বেধে যাওয়াতো কোন বৈচিত্রই নয়।

সাত. আবহাওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানঃ আবহাওয়ার ওপর ভিত্তি করে সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে রিপোর্ট লেখার কথা আগেই আমরা কিছু বলেছি। তারপরেও আবহাওয়া নিয়ে আরো কিছু বলা যেতে পারে। যেমন যে মাঠে খেলা হবে সেই মাঠের অবস্থাটা কি। ফুটবল মাঠ হলে গোলমুখ কর্দমাক্ত কিনা সে সম্পর্কে খোঁজ নেয়া প্রয়োজন। আবার ক্রিকেট হলে পিচ ও আউট ফিল্ডের অবস্থা কেমন তা জানা দরকার। কিরকম তাপমাত্রায় খেলা হচ্ছে অথবা খুব বেশি ঠাণ্ডা নাকি গরম এবং সেটা খেলার জন্য উপযোগী কিনা। সুইমিং পুলের পানি অত্যধিক ঠাণ্ডা কিনা প্রভৃতি। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বা অতিরিক্ত গরমের কারণে কোন্ দল বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা জানা ও বোঝা দরকার। বৃষ্টি বা কুয়াশার জন্য খেলা বিলম্বে শুরু হবে কিনা কিংবা বন্ধ থাকবে কিনা তাও জানা দরকার। আবহাওয়া তাই খেলার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। আর তাই আবহাওয়া ক্রীড়া রিপোর্টিংয়ের একটি বিরাট উপাদান।

আট. এছাড়া স্কোর দেখানোর জন্য বক্স, রেকর্ডপত্র, পরিসংখ্যান প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখঃ অস্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেটের ওপর যত দ্রুত ও সুন্দরভাবে স্কোর দেখানো হয় আমাদের এখানে তা হয় না। আবার দেখা যায় যিনি খাতাপত্রে রেকর্ড টুকছেন তার সঙ্গে স্কোর বোর্ডের মিল নেই। অনেক সময় পাঠকদের সঙ্গেও তা মিলে না। স্কোরবোর্ডের বিভ্রান্তির শিকার হয়ে কোন ব্যাটসম্যান এক রানের জন্য শতরান থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। এছাড়া খেলার পরিসংখ্যান পাঠকের বহু আকাঙ্ক্ষিত বিষয়। অথচ আমাদের দেশের দুএকটি পত্র-পত্রিকা ছাড়া তা অন্য কোন পত্রিকায় আদৌ দেয়া হয় না। পরিসংখ্যান ক্রীড়া রিপোর্টকে সমৃদ্ধ করে। চলতি খেলার রিপোর্টের সাথে পুরোনো কিছু রেকর্ডপত্র বা পরিসংখ্যান জুড়ে দিলে ক্রীড়া রিপোর্টটি আরো সমৃদ্ধ হয়।

ক্রীড়া রিপোর্টিংয়ের সূচনা বা শীর্ষ

কত ধরনের যে খেলা আছে তার ইয়ত্তা নেই। একেকটি খেলার নিয়মকানুন একেক রকম। কিন্তু প্রতিটি খেলারই জয়-পরাজয় বা ফলাফল আছে। তবে দু'একটি খেলায় প্রতিদিনই চূড়ান্ত ফলাফল সাধিত হয় না (যেমন টেস্ট ক্রিকেট খেলা)। তবে

www.pathagar.com

ক্রিকেটে কোন দিনের খেলা শেষে তা ফলাফলের ব্যাপারে গুণগত একটা পরিবর্তন এনে দেয়। তবে অধিকাংশ খেলার ক্ষেত্রে যে ফলাফলই অর্জিত হয় মূলত তার ওপরই ক্রীড়া রিপোর্টিংয়ের সূচনা তৈরি হয়ে থাকে। অনেক সময় কোন একটি ফলাফলের প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে অন্যান্য ফলাফল ঘটাতে সাহায্য করে। যেমন বিশ্বকাপ ক্রিকেট বা ফুটবল। একদিনের খেলায় দুটো দলের জয় পরাজয়ের প্রেক্ষাপটে পরবর্তী দিনের খেলার আগেই পুরো প্রতিযোগিতার ওপর একটা প্রভাব ফেলতে পারে। ফলে ওইদিনের খেলার ফলাফলটি সূচনার জন্য মুখ্য না হয়ে ফলাফলের প্রেক্ষিতে সম্ভাব্য ঘটনাটাই সূচনার জন্য মুখ্য হয়ে ওঠে। এই সব বিষয়ের নিরিখে আমরা ক্রীড়া রিপোর্টিংয়ের সূচনার কি কি উপাদান থাকে তা বলার চেষ্টা করবো।

একজন ক্রীড়া সাংবাদিক অন্যান্য সাংবাদিকের মতোই তাঁর রিপোর্টটি সাজিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর রিপোর্টের কাঠামোটি তৈরি করতে যথেচ্ছ ভাষা ব্যবহারের স্বাধীনতা ভোগ করে থাকেন তারপরও তিনি সংবাদকাহিনী লেখার প্রচলিত নিয়মনীতিই কিন্তু মেনে থাকেন। ষড় 'ক' (বা ফাইভ ডব্লিউস এন্ড ওয়ান এইচ)-কে স্থান দিতেই হয় তাঁর সংবাদশীর্ষে। কারণ অধিকাংশ খেলাই হচ্ছে ফলাফলভিত্তিক। তবে আজকাল অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ খেলা টিভিতে দেখা হয়ে যাচ্ছে বলে ষড় 'ক' এর বদলে দুএকটি 'ক' এর ব্যবহার করে খেলার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করছেন রিপোর্টার। তবু ষড় 'ক'-কে অস্বীকার করার উপায় নেই। খেলার রিপোর্টটি যদি সক্রিয় সংবাদের ওপর ভিত্তি করে হয় এবং সেই খেলায় যদি একাধিক বিশিষ্ট অংশ (Feature) থাকে তহলে তার একটি সংক্ষিপ্তাকার রূপ দিয়ে সূচনা তৈরি করতে হবে। ক্রীড়া রিপোর্টিংয়ে এমন কিছু একাধিক ঘটনা ঘটে ফলে সব ঘটনা না হলেও অনেক ঘটনা নিয়ে সূচনা তৈরি করতে হয় মাঝে মাঝে। তবে একটি দিককে গুরুত্ব দিয়ে বা একাধিক দিককে গুরুত্ব দিয়েই ক্রীড়া রিপোর্টিংয়ের সূচনা তৈরি করা যায়।

তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে ক্রীড়া রিপোর্টার যে কোন খেলাই কভার করুন না কেন তাকে নিম্নোল্লিখিত এক বা একাধিক উপাদান অনুসরণ করতে হবে। সত্যিকার অর্থে এই উপাদানগুলো অনুসরণ করলে তাঁর জন্য সূচনা লেখা কষ্টকর ব্যাপার হয় না।

এক. কোন খেলার স্কোর বা কোন খেলার ফলাফল।

দুই. খেলার কিছু চমকপ্রদ অংশ বা ঘটনাবলী।

তিন. খেলার ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি।

চার. এক বা একাধিক তারকার ব্যক্তিগত নৈপুণ্য।

www.pathagar.com

পাঁচ. খেলাটির গুরুত্ব বা তাৎপর্য।

ছয়. দলসমূহ বা পক্ষ বিপক্ষের তুলনামূলক আলোচনা।

সাত. খেলার পূর্বেকার পরিস্থিতি পরিবেশ।

অষ্ট্রেলিয়া ভারতের বিরুদ্ধে জিতেছে একথা যেমন বলা যায়, তেমনিভাবে বলা যায় বিশ্বকাপ ক্রিকেটের রাউন্ড রবিন ম্যাচের একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলায় অষ্ট্রেলিয়া শেষ বলে ভারতকে একরানে হারিয়ে দিয়েছে। আবার যদি বলা হয় আবাহনী ৩-০ গোলে ওয়ারীকে হারিয়েছে তাহলে খেলার স্কোরটাও বলা হলো ফলাফলটাও বলা হলো।

কোন খেলার প্রেক্ষাপটে নতুন করে একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পঞ্চম বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অষ্ট্রেলিয়াকে হারানোর পরই পাকিস্তানের সেমিফাইনাল তথা ফাইনাল খেলার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। কারণ অষ্ট্রেলিয়া ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী দল এবং একে হারানোর পর পাকিস্তান একটি সুসংগঠিত দলে পরিণত হয় এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতার শিরোপাই জয় করে নেয়। অর্থাৎ অষ্ট্রেলিয়াকে হারানোটা ছিল পাকিস্তানের শিরোপা জয়ের জন্য একটি টার্নিং পয়েন্ট।

কোন খেলার কোন কোন মুহূর্তে চমকপ্রদ কিছু ঘটনা ঘটে। যে ঘটনাগুলোই অনেক সময় খেলার ফলাফল নির্ধারণ করে দেয় এবং সেই চমকপ্রদ ঘটনাগুলো হয়তো এক বা একাধিক খেলোয়াড় ঘটিয়ে থাকেন। কোন খেলোয়াড়ের চৌকস নৈপুণ্য হয়তো কোন খেলায় পুরো পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। যেমন খেলার অন্তিম মুহূর্তে একটি গোল, গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে একটি সুন্দর ক্যাচ, কিংবা ছুড়ে দেয়া বলে একজন মারমুখো ব্যাটসম্যানের রান আউট প্রভৃতি।

এক বা একাধিক তারকার নৈপুণ্যে হয়তো কোন দলের বিজয় অর্জিত হয়। কিংবা কোন তারকার সাময়িক শৈথিল্যে দলের বিপর্যয় ঘটে। জিত প্রায় হাতের মুঠোয়, এ সময় ক্রিকেট খেলার কোন তারকার হাত ফসকে সহজ ক্যাচ গলে গেলে ম্যাচ হাতছাড়া হয়ে যায়। আবার কোন ব্যাটসম্যানের দুর্দম ব্যাটিং কিংবা কারো দুর্দান্ত বোলিং অথবা কারো গোল করার সামর্থ্য দলের বিজয় এনে দেয়। এ রকম যদি ঘটে তবে সেই তারকার নামটি সূচনায় আসে।

কোন খেলার ওপর পুরো প্রতিযোগিতার ভাগ্য নির্ভর করে কিংবা সেই খেলার ফলাফল পুরো প্রতিযোগিতায় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে বা প্রভাব বিস্তার করে। এ বিষয়টিও সূচনায় আসতে পারে।

www.pathagar.com

ক্রীড়াযুদ্ধে অবতীর্ণ দলসমূহ বা পক্ষ বিপক্ষ নিয়েও সূচনা হতে পারে। পঞ্চম বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের কাছে অস্ট্রেলিয়ার পরাজয়ের চেয়েও যেটা বেশি ছিল তাহলো প্রতিযোগিতার টপ ফেভারিট ও বর্তমান চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার 'আন্ডারডগ' নিউজিল্যান্ডের কাছে পরাজয়। ফলাফলটা তখন গৌণ হয়ে দু দলের তুলনামূলক বিশ্লেষণের নিরিখে জয়-পরাজয়ের প্রেক্ষিত তুলে ধরাটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়।

খেলাধুলার সঙ্গে আবহাওয়া ও পরিবেশের একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। খারাপ আবহাওয়ায় খেলা পরিত্যক্ত হতে পারে, পয়েন্ট ভাগাভাগি হতে পারে। যেমন পঞ্চম বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বৃষ্টি কোন দলের জন্য দুর্ভাগ্য আবার কোন দলের জন্য সৌভাগ্য বয়ে এনেছিল। পরিবেশ প্রকৃতিই তাই অনেক সময় ক্রীড়াবিষয়ক সূচনার মুখ্য বিষয়ে পরিণত হয়। ঠিক একইভাবে খেলার দর্শক কিংবা বিশেষ উপষঙ্গও ক্রীড়াবিষয়ক সংবাদ সূচনার থিম বা মূলভাব হতে পারে। নিজের মাঠে খেললে কোন দল তার সমর্থকদের চাপের কারণেই হেরে যেতে পারে। আবার স্থানীয় দর্শকদের চেঁচামেচিতে বাইরের দল তাদের মেজাজ হারিয়ে ফেলে খেলায়ও পরাজয়কে ত্বরান্বিত করতে পারে।

www.pathagar.com

সপ্তদশ অধ্যায়

সাংবাদিকতার পরিভাষা

আমরা এখানে সাংবাদিকতার কিছু পরিভাষিক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ তুলে ধরছি যার অধিকাংশই নবীন শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষামূলক হবে।

এড (Ad)— বিজ্ঞাপনকে সংবাদপত্রের ভাষায় এড বা Ad বলে। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে তাকে কমার্শিয়াল বা স্পট বলে।

এড (Add)— কোন সংবাদকাহিনীর মূল অংশের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে এমন অতিরিক্ত বা বাড়তি অংশকে Add বলে।

অল এমফ্যাসিস ইজ নো এমফ্যাসিস (All emphasis is no emphasis)— কোন সংবাদঘটনার একাধিক দিক (Angle) বা তথ্য থাকতে পারে। তার সবকিছুকে প্রাধান্য দিতে গেলে রিপোর্টের মূলভাব (Theme বা Centre of interest) নষ্ট হয়। এতে কোন দিকই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে না।

অ্যাঙ্গেল (Angle)— কোন সংবাদকাহিনীর দিকসমূহ। যে দিকগুলোর একটিকে প্রাধান্য দিয়েই রিপোর্টার তাঁর সংবাদকাহিনীর কাঠামো নির্মাণ করেন।

অ্যাসাইনমেন্ট (Assignment)— রিপোর্টারকে যে কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সেই প্রদত্ত কাজই হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট।

ব্যানার (Banner)— সারা পৃষ্ঠা জুড়ে অর্থাৎ প্রথম কলাম থেকে শুরু অষ্টম কলাম পর্যন্ত বিস্তৃত শিরোনামকে ব্যানার বা ফলাও শিরোনাম বলে। একে সোচ্চার শিরোনাম বা Scremar বলে। দুনিয়া কাঁপানো কোন সংবাদ হলেই সাধারণত তার শিরোনাম আটকলাম জুড়ে হয়ে থাকে।

বিট (beat)— একজন রিপোর্টার যে সুনির্দিষ্ট এলাকা বা সুনির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর নিয়মিত যে সংবাদ সংগ্রহ করে তাকে বিট বলে। বড় বড় পত্রিকা সাধারণত তাদের রিপোর্টারদের বিষয়ভিত্তিক বিট বরাদ্দ করে থাকে।

www.pathagar.com

বাইফোকাল মাইন্ড (Bifocal mind)— সাধারণ চোখে দেখা আর বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা এই উভয় প্রকার দেখার শক্তিকে দ্বিমুখী মন বা বাইফোকাল মাইন্ড বলে। বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ বিশেষত সাংবাদিকতা পেশার লোকজনের মধ্যে এই দ্বিমুখী সত্তা সব সময় কাজ করে। কিছু কিছু চশমার মধ্যে যেমন কাছে ও দূরে দেখার পাওয়ার বা শক্তি থাকে; কারো মনের ক্ষেত্রটাও সেই বাইফোকাল চশমার মতো দ্বিমুখো। এই দ্বিমুখো মনের শক্তির সাহায্যে ঘটনার সাধারণ স্তর থেকে সূক্ষ্মস্তরে উত্তরণ সম্ভব। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কোন বিষয়ের জটিল খুঁটিনাটি পরীক্ষা করার পাশাপাশি তা মুহূর্তেই বিষয়টিকে সম্ভাব্য সকল তাৎপর্যসহ সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার জন্যই প্রয়োজন বাইফোকাল মাইন্ড।

বক্স (Box)— কোন সংবাদগল্প যদি একটু ব্যতিক্রমী কিংবা মানব আবেদনধর্মী হয়, তাকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আরো আগ্রহোদ্দীপক করে তোলার লক্ষ্যে সেই সংবাদগল্পের লেখা বা হরফের চারপাশে রুল টেনে দিয়ে বাক্স আকার দেয়াকে বক্স বলে। বক্স আকার পাবার যোগ্যতাসম্পন্ন গল্পকে বক্স স্টোরি বলে।

বুলেটিন (Bulletin)— শেষ মুহূর্তের কোন তাৎপর্যপূর্ণ সংবাদকে বুলেটিন বলে। সংক্ষিপ্ত সরকারি ঘোষণা বা ইশতেহারকেও বুলেটিন বলে।

ব্যুরো (Bureau)— গুরুত্বপূর্ণ কোন কেন্দ্র বা জনপদের সংবাদ সংগ্রহ সংগঠনের নামই হচ্ছে ব্যুরো। কোন সংবাদ প্রতিষ্ঠানের আঞ্চলিক কোন সংবাদ সংগ্রহ ও প্রেরণের স্থানকেও ব্যুরো বলা হয়।

বাইলাইন (Byeline)— কোন সংবাদকাহিনীর উপরিভাগে ছাপা সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারের নামকে বাইলাইন বলে। রিপোর্টারের নামসহ কোন সংবাদকাহিনী প্রকাশের মাধ্যমে দুটি বিষয় সম্পাদন করা হয়। প্রথমত ওই সংবাদ রিপোর্টের পুরস্কার ও তিরস্কারের পুরো ভাগীদার হন রিপোর্টার। দ্বিতীয়ত, প্রকাশিত সংবাদের প্রেক্ষিতে কোন দায়-দায়িত্বের প্রশ্ন দেখা দিলে তার সবটাই সংশ্লিষ্ট ওই রিপোর্টারের ওপর বর্তায়।

ক্যাপশন (Caption)— সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোন আলোকচিত্রের পরিচিতিকেই ক্যাপশন বলে। কোন নকশা ও চিত্রের পরিচিতিকেও ক্যাপশন বলে। মানচিত্র, চার্ট, রেখাচিত্র, ফিগার, স্থিরচিত্র প্রভৃতির দৃশ্য সহযোগীসমূহকে টিভির ভাষায় ক্যাপশন বলে।

www.pathagar.com

কালার (Colour)— কোন সংবাদ বিবরণীতে ভাষাগত কিংবা তথ্যগত অলংকরণকে কালার বলে। তবে ভাষার রঞ্জনে রিপোর্ট রঞ্জিত হলেও কখনও তা অতিরঞ্জিত হবে না। ধোঁকাবাজি না করেও কালার রিপোর্ট করা যায়।

কপিটেস্টার বা কপিরিডার (Copy tester or Copy reader)— যিনি সংবাদ রিপোর্ট পাঠ ও সম্পাদনা করে তা মুদ্রণ বা প্রকাশোপযোগী করে তুলেন এবং শিরোনাম দেন তিনিই হচ্ছেন কপিটেস্টার বা লিপিপাঠক বা লিপি পরীক্ষক।

কভার (Cover)— কোন সংবাদকাহিনীর জন্য দায়িত্ব নেয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট তথ্যাদি জোগাড় করাকে কভার করা বলে।

কাব (Cub)— নবীন রিপোর্টারকে কাব রিপোর্টার বলা হয়।

ক্রুসেড (Crusade)— কোন বিষয় বা ইস্যুকে নিয়ে লড়াই চালানো কিংবা সামাজিক কোন সংস্কার বা উন্নতিকল্পে কোন সংবাদপত্রের প্রচারাভিযান বা আন্দোলনকে সাংবাদিকতার ভাষায় ক্রুসেড বলে। অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের একটি বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ক্রুসেড বা জেহাদ।

কারটেন রেইজার বা পর্দা উন্মোচক (Curtain raiser)— একটি বড় সংবাদঘটনা বর্ণনার আগে সে সম্পর্কে কিছু বলে দিয়ে ঘটনা সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়াকে Curtain raiser বলে। এটি সাধারণত ইলেকট্রনিক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেই বেশি প্রযোজ্য।

ডেটলাইন বা সময়রেখা (Dateline)— অস্থানীয় কোন সংবাদের শুরুতেই খবরের উৎপত্তিস্থলের নাম তারিখ ও সংবাদসংস্থার নামকে ডেটলাইন বা সময়রেখা বলা হয়।

ডেডলাইন বা সময় ঘাত (Deadline)— বেঁধে দেয়া যে চূড়ান্ত সময়ের মধ্যে সংবাদকাহিনী লেখা শেষ করতে হবে কিংবা কোন পত্রিকার একটি সংস্করণ ছাপা বা প্রকাশের জন্য লেখা ছাপাখানায় যাবে। নির্দিষ্ট এই সময়ের পর কম্পোজ বিভাগে কোন সংবাদ কপি প্রকাশের জন্য গৃহীত হবে না।

ডেড স্টোরি (Dead story)— কোন ঘটনা নিয়ে রিপোর্ট করার মতো আর কোন উপাদান থাকে না বা উপযোগিতা থাকে না তাকে ডেড স্টোরি বলে।

ডি' নোট (D' note)— সংবাদের নির্বিচার প্রবাহকে রোধ করার জন্য সরকারের তথ্য দফতর থেকে কিছু নিষেধাজ্ঞা অস্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এর একটি ডি' নোট। এটা কঠোর নিষেধাজ্ঞা নয় বরং পরামর্শ মাত্র। কোন সংবাদঘটনা

www.pathagar.com

সম্পর্কে তথ্য দফতর থেকে সংবাদপত্রে পরামর্শ দেয়া হতে পারে, 'তোমরা এটা দেশের স্বার্থেই ছাপিও না'। এটা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিরোধী।

ডামি (Dummy)— সংবাদপত্রের কোন পৃষ্ঠার লে-আউট বা পরিকল্পনার নকশা বা ছককে ডামি বলে। একে কল্পিত পৃষ্ঠাবিন্যাসও বলা যায়।

এডিটোরিয়ালাইজ (Editorialize)— সম্পাদকীয় হচ্ছে কোন সংবাদঘটনাকে কেন্দ্র করে কোন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নীতিভিত্তিক মন্তব্যাশ্রয়ী বিশ্লেষণ। কিন্তু কোন সংবাদ বিবরণীতেই যদি নিজস্ব নীতির ওপর ভিত্তি করে মন্তব্যাশ্রয়ী বিশ্লেষণ জুড়ে দেয়া হয় তবে তাকে সম্পাদকীয়করণ বা এডিটোরিয়ালাইজ করা হয়েছে বলা যায়।

এক্সক্লুসিভ বা একান্ত কাহিনী (Exclusive)— একটি সংবাদকাহিনী তখনই এক্সক্লুসিভ বা একান্ত সংবাদ হিসেবে বিবেচিত হবে যখন তা কেবল একটি পত্রিকারই সম্পত্তি হিসেবে প্রকাশিত হবে। নয়া তথ্য সম্বলিত ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং সাধারণত এক্সক্লুসিভ হয়ে থাকে।

ফ্ল্যাশ বা চকিত সংবাদ (Flash)— বড় কোন ঘটনা ঘটে গেল সেটা অপ্রত্যাশিত। সময় নেই হাতে। তখন এক দুই বাক্যে একটা সংবাদ দেয়াকে ফ্লাশ বলে। এটা বিশেষ করে ইলেকট্রনিক মাধ্যমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্য অনুষ্ঠান বন্ধ করে সাধারণত ফ্ল্যাশ সংবাদ দেয়া হয় যেমন নির্বাচনী কোন সংবাদ। ফ্ল্যাশ মূলত ষড় 'ক' এর সংক্ষিপ্ত রূপ এটা শ্রেফ একটা শীর্ষ। তবে এটা শীর্ষের চেয়েও সংক্ষিপ্ত যেমন, দেহরক্ষীর গুলিতে ইন্দিরা গান্ধী নিহত।

ফলো আপ বা অনুবর্তী সংবাদ (Follow up)— পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে এ রকম কোন সংবাদগল্পের ওপর ভিত্তি করে ফলোআপ বা অনুবর্তী সংবাদকাহিনী গড়ে ওঠে। এটাকে সেকেন্ড ডে স্টোরি বা দ্বিতীয় দিনের গল্প বলা যায়। একে কোন বড় সংবাদকাহিনীর পরিপূরক সংবাদগল্পও বলা হয়। এ সংবাদকাহিনী আগেই প্রকাশিত আরেকটি সংবাদকাহিনীর সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্কযুক্ত কিংবা একই বিষয়ের পরবর্তী দিনের সম্প্রসারণ। কোন ফলোআপ সংবাদগল্পই কোন কোন সময় মূল কাহিনীর চেয়েও সরব ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে।

গেটকিপিং বা দ্বাররক্ষা (Gatekeeping)— গৃহে দ্বাররক্ষী যেমন অচেনা লোকের প্রবেশে বাধা দেয়, সংবাদক্ষেত্রেও এমন কিছু ব্যাপার আছে যা খবরের পথ আটকে দাঁড়ায়। খবর-অখবরের নির্বিচার প্রকাশে এই গেটকিপিং ব্যবস্থা কিছুটা কাজ দিলেও তা বস্তুনিষ্ঠ ও সত্য খবর প্রকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতপক্ষে গেটকিপিং হচ্ছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক। এই গেটকিপিং সরকার বা

www.pathagar.com

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্বারা হতে পারে আবার সাংবাদিক নিজেও তাঁর মনস্তাত্ত্বিক কারণে কোন খবর বা তথ্যের গেটকিপিং করে ফেলতে পারেন।

হার্ড বা হট নিউজ (Hard or Hot news)— অপ্রত্যাশিত সরব ও গুরুত্বপূর্ণ এমন সংবাদ যা তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

কিল (Kill)— ইতোমধ্যেই কম্পোজ হয়ে গেছে এমন সংবাদকাহিনী নষ্ট করার নির্দেশকে কিল বলে। অর্থাৎ কোন কারণে কোন সংবাদকাহিনীর পুরোটা বা আংশিক বাদ যাওয়ার নামই কিল।

লেগম্যান (Legman)— যে ব্যক্তি সংবাদ সংগ্রহ করেন মাত্র, লেখেন না তিনি লেগম্যান হিসেবে পরিচিত। ঠিক সেই হিসেবে অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ে লেগ ওয়ার্ক বলতে সম্ভাব্য রিপোর্টের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের কাজকে বোঝায়।

লিড বা লিডস্টোরি বা শীর্ষ সংবাদ (Lead story)— লিড বা লিডস্টোরি হচ্ছে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ যে সংবাদটি কোন দিনের পত্রিকার প্রথম পাতায় অন্যান্য খবরের তুলনায় সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে। যে খবরের প্রতি সংবাদ পাঠকগণের সবচেয়ে বেশি আগ্রহ থাকে। কোন সংবাদকাহিনী তার নিজগুণেই শীর্ষ সংবাদে পরিণত হয়।

লাইবেল বা অপলেখ (Libel)— সাংবিধানিক রক্ষাকবচের আওতায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত থাকলেও কোন সংবাদপত্রই উদ্দেশ্যমূলক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অথবা কোন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কোন বিদ্বেষ বা মানহানিকর কথা বলতে পারে না। মানহানিকর বিবৃতি অপলেখ (Libel)-এর সামিল। অপলেখর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট জন বা গোষ্ঠী মানহানির মামলা দায়ের করতে পারে নির্দিষ্ট সেই সংবাদপত্র বা তার সম্পাদক অথবা রিপোর্টারের বিরুদ্ধে।

মন্তাজ বা ফটো মন্তাজ (Montage or photo montage)— অনেক অর্থহীন বা অর্থপূর্ণ ছবিকে একসঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে সামগ্রিক ও পরিপূর্ণ অর্থ গড়ে তোলাকে মন্তাজ বা ফটো মন্তাজ বলে। একেকটি ছবির একেকটি নিজস্ব অর্থ থাকে আবার কোনটির তাও থাকে না। কিন্তু সেই রকম অনেক ছবিকে কাটছাঁট করে এক সূত্রে গ্রথিত করে বৃহদাকার রূপ দিলে তা একটি নতুন অর্থ ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই সমন্বয় সাধনের কাজটিই মন্তাজ।

নিউজলিড বা সংবাদশীর্ষ (News Lead)— কোন সংবাদকাহিনীর সূচনা অংশকে সংবাদশীর্ষ বলে। এই অংশে পুরো সংবাদকাহিনীর একটি সারসংক্ষেপ থাকে। পুরো সংবাদকাহিনীর এই সংক্ষিপ্ত রূপকে Intro ও বলা হয়ে থাকে। আর সংবাদশীর্ষের সংক্ষিপ্তরূপই হচ্ছে শিরোনাম বা Headline.

www.pathagar.com

হ্যান্ডআউট বা তথ্যবিরণী (Hand out)— প্রকাশের জন্য সরকারি তথ্যবিভাগ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের প্রেরিত সংবাদ বিবৃতি বা বিবরণীকে হ্যান্ডআউট বলে। এ সবকে অবিসংবাদিতভাবে সুসংবাদ হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও এ ধরনের সংবাদ বিবৃতিতে প্রেরকের একপেশে গুণকীর্তনের কথাই বেশি লেখা থাকে।

হিউম্যান ইন্টারেস্ট স্টোরি বা মানব আবেদনসমৃদ্ধ কাহিনী (Human interest story)— কোন সংবাদে মানুষের আবেগকে বিশেষ সংবেদনশীল করে তোলা হলে ওই সংবাদকে মানবিক আবেদনমূলক সংবাদ বলা হয়। নিরপেক্ষ বা সরল (straight jacket news) সংবাদের বিপরীতধর্মী কোন বিবরণীতে তীব্র আবেগমিশ্রিত থাকলে তাকে মানবিক আবেদনমূলক কাহিনী বলা হয়। এই ধরনের সংবাদের মাধ্যমে সংবাদপাঠককে তার নিজস্ব পরিবেশের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। পাঠক সংবাদ পাঠ করে তার সঙ্গে নিজেকে একাত্মবোধ করে। মনে মনে ভাবে, এটাতো আমারও হতে পারতো।

হেডলাইনস (Headlines)— মুদ্রণ মাধ্যমে প্রকাশিত খবরগুলোর শিরোনাম-গুলোকে হেডলাইনস বলে। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কোন সংবাদ বুলেটিনের আগে বা পরে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি। এতে খবরের পূর্বাভাস বা সংক্ষিপ্ত সার দেয়া হয়।

ইনসার্ট (Insert)— কোন প্রধান সংবাদকাহিনীর অংশে পরিণত করার উদ্দেশ্যে একটি সংক্ষিপ্ত বিষয় অথবা ঘটনাকে সেই সংবাদকাহিনীর মাঝে সন্নিবেশন করাকে ইনসার্ট বলে। কোন প্রধান কাহিনীর সঙ্গে অঙ্গীভূত হবার যোগ্য অপেক্ষাকৃত ছোট কাহিনী বা সংবাদ বিবরণীই হচ্ছে ইনসার্ট।

জার্গন (Jargon)— অপরিচিত শব্দ দিয়ে বাক্য বলার ধরনকে জার্গন বলে। একে অপভাষাও বলা যায়। কিছু কিছু সংবাদ উৎস এই অপরিচিতি শব্দাবলী দিয়ে কথা বলতে চায়। সংবাদলিপিতে এই ধরনের শব্দ উল্লেখ করলে তার সমার্থক শব্দও উল্লেখ করতে হয়। সংবাদক্ষেত্রে অর্থহীন শব্দ ও বাক্য প্রয়োগের কোন অবকাশ নেই।

জাম্প (Jump)— কোন সংবাদকাহিনীর এক পৃষ্ঠা থেকে অন্য পৃষ্ঠায় বিস্তারের সূত্রকে জাম্প বলে।

নারকোটিক ডিসফাংশন (Narcotic Disfunction)— কোন দীর্ঘস্থায়ী সংবাদঘটনা প্রথম প্রথম সংবাদ হিসেবে আকর্ষণীয় ও আগ্রহোদ্দীপক হলেও ক্রমেই

www.pathagar.com

তা আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে এবং সংবাদমূল্যও তার হারিয়ে যায়। নেশাগ্রস্ত লোকের যেমন মাদকদ্রব্য গ্রহণ করতে করতে এমন একটা অবস্থা হয় যে যখন কোন কিছুতেই তাদের নেশা হয় না। ঠিক সেই রকম কোন সংবাদঘটনার সংবাদ উপযোগিতা হারিয়ে যাওয়াকে নারকোটিক ডিসফাংশন বলে। যেমন পাঞ্জাবে শিখদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন।

অফ দ্য রেকর্ডস (Off the Records)— সংবাদ উৎস তার কথা বলার সময় এমন কিছু বলে থাকেন বা বলে ফেলেন যা সুনির্দিষ্ট সংবাদঘটনা সম্পর্কে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। কিন্তু ব্যক্তিগত ও পেশাগত কারণে তাঁর বক্তব্যের ওই সব কথা প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকেন। অর্থাৎ কথাপ্রসঙ্গে কিছু কথা এলেও তা মুদ্রণাকারে প্রকাশিত হবে না। একেই বলে অফ দ্য রেকর্ডস। সংসদীয় কার্যবিবরণীতে প্রায়শই অনেক বক্তব্য অফ দ্য রেকর্ডস হয়ে যায়।

ওমিশন্ ইজ বেটার দ্যান কমিশন (Omission is better than commission)— কোন সংবাদঘটনার কাহিনী রচনার সময় কোন তথ্য নিয়ে বিভ্রান্তি থাকলে অনুমানের ওপর ভিত্তি করে তা প্রকাশ না করাই শ্রেয়। রিপোর্টের অঙ্গহানির সম্ভাবনা সত্ত্বেও অনুমানভিত্তিক তথ্যাদি বর্জন করা উচিত।

পেগ বা নিউজ পেগ (Peg or News peg)— পেগ বা নিউজ পেগের বাংলা পরিভাষা হচ্ছে বার্তা-কীলক। অর্থাৎ যে তথ্যের ভিত্তিতে সম্পাদকীয় লেখা হয়। যে ছুতো বা ওজরের ওপর ভিত্তি করে সম্পাদকীয় লেখা হয় তার নাম পেগ। অর্থাৎ সদ্য প্রকাশিত যে সংবাদকাহিনীকে কেন্দ্র করে সম্পাদকীয় লেখা হলো সেই সংবাদকাহিনীটি হচ্ছে পেগ। তবে তুচ্ছ কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে বড় সংবাদকাহিনী রচিত হতে পারে। ওই তুচ্ছ ঘটনাটিই একটি পেগ। সিঁধেল চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারী উন্মোচিত হয়েছিল।

পেজ নাম্বার নাইন (Page No 9)— আজকাল পত্রিকার পাতা অনেক হলেও সাধারণত তা আট পৃষ্ঠারই হয়ে থাকে। কিন্তু কোন সংবাদকপি যদি প্রকাশের অযোগ্য বলে বিবেচিত হয় তখন তা ঝুড়ি বা Waste paper Basket-এ ফেলে দিতে বলা হয়। এই ঝুড়ি বা বাস্কেটকেই পেজ নাম্বার নাইন বলে। লেখা প্রকাশের যোগ্য না হলে তার সর্বশেষ আশ্রয় ঘটে ওই পেজ নাম্বার নাইনে।

রিজিগিং বা পুনর্বিন্যাস (Rejigging)— সংবাদগল্পের তথ্যবিন্যাস (order) অনেক সময় ঠিকমতো নাও থাকতে পারে। সংবাদকাহিনী নির্মাণের পর কাহিনীর বিভিন্ন তথ্যে যথাযথ সন্নিবেশন ও সমন্বয় সাধনকে রিজিগিং বলে। যে পত্রিকার একাধিক সংস্করণ বের হয় সেগুলোর একেকটির সংস্করণে একেকটি সংবাদের

www.pathagar.com

নবসজ্জিতকরণ করতে হয়। আগের সংস্করণে প্রকাশিত কোন সংবাদ পরবর্তী সংস্করণে প্রকাশ করতে চাইলে নতুন ও আরো তাৎপর্যপূর্ণ তথ্যাদি দিয়ে সংবাদটির আধুনিকীকরণের জন্য রিজিগিংয়ের প্রয়োজন হয়।

রিরাইটম্যান বা পুনর্লেখক (Rewriteman)— যিনি অন্য রিপোর্টারের কাহিনীর লিপি পুনর্লেখনের কাজ করেন কিংবা অন্য কোন মুদ্রিত কাহিনীর প্রয়োজনীয় পরিমার্জন ও সংশোধন করেন অথবা টেলিফোনে গৃহীত তথ্যাদির ভিত্তিতে যিনি কাহিনীর বিন্যাস সাধন করেন তিনিই পুনর্লেখক। আমাদের দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্রে সহ-সম্পাদকরাই একাজ করে থাকেন। যত কম সময়ে সম্ভব একটা নির্দিষ্ট জায়গার পরিসরে খাপ খাওয়ার উপযোগী সহজ সাবলীল সংবাদকাহিনী লিখতে পারার মধ্যেই সংবাদ পুনর্লেখকের কৃতিত্ব নিহিত।

রানিং স্টোরি বা চলমান কাহিনী (Running story)— যে সংবাদঘটনার কাহিনী তার গুরুত্ব ও সংবাদমূল্যের কারণেই কিছুদিন ধরে প্রকাশিত হয়। কোন সংবাদঘটনার ব্যাপক পরিমিতির কারণে খণ্ড খণ্ড করে প্রেরিত সংবাদকাহিনীগুলোকে রানিং স্টোরি বলে। তবে যতক্ষণ সেই সংবাদকাহিনী জীবন্ত ততক্ষণ তা লাইফ স্টোরি বা জীবন্ত কাহিনী আর ঘটনার আবেদন যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন তা ডেড স্টোরি। ঘটনা জীবন্ত থাকলে রিপোর্টও অব্যাহত থাকবে।

স্যাকরেড কাও (Sacred Cow)— কথাটি ভারতে আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারতে গাভী পবিত্র গোমাতা। সাংবাদিকতায় এর একটি মানে আছে। অর্থাৎ কোন বিষয় বা জিনিস সম্পর্কে পত্রিকার সম্পাদক বা মালিকের একটা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি বা পছন্দ থাকে। যেমন কোন সম্পাদক বা মালিক কুকুর পছন্দ করেন। কেউ ফুল পছন্দ করেন। অতএব, তাঁদের পছন্দের জিনিস বা বিষয় নিয়ে পত্রিকায় বিশেষ মর্যাদা বা Treatment দেয়া হয়। একেই Sacred cow বলে।

শো-উইনডো (Show window)— সংবাদপত্রের প্রথম পাতাকে বলা হয় শো-উইনডো। সাধারণত দোকানের শো-উইনডো হচ্ছে তাই যেখানে সবচেয়ে ভালো দ্রব্যসম্ভার সাজানো থাকে। তা দেখে ক্রেতারা দোকানের ভিতরে আসে এবং কিনতে আগ্রহী হয়। ঠিক একইভাবে পত্রিকার প্রথম পাতায় পত্রিকার সেরা সংবাদগুলো সাজানো থাকে এবং শিরোনামগুলো তা নির্দেশ করে। শিরোনাম হচ্ছে সেরা সংবাদদ্রব্যের সেরা নমুনা। এই হিসেবে সংবাদপত্রের প্রথম পাতাকে বলা হয় শো-উইনডো।

স্কুপ বা একান্ত সংবাদকাহিনী (Scoop)— এক্সক্লুসিভের মতো স্কুপও হচ্ছে একটি মাত্র কাগজে প্রকাশিত একান্ত কাহিনী। তবে দুটোর মধ্যে গুণগত পার্থক্য

www.pathagar.com

এই যে এক্সক্লুসিভ কাহিনী সাধারণত কোন বিষয়ের ওপর নতুন তথ্যসম্বলিত ব্যাখ্যামূলক কাহিনী। অপরদিকে অনুসন্ধানে প্রাপ্ত ফলাফলকে ভিত্তি করে নির্মিত একক কাহিনীকে স্কুপ বলে।

সাইডবার (Side bar)— মূল কোন ঘটনার প্রতিপার্শ্বস্থ কিছু ঘটনা থাকে যা মূল ঘটনার সংবাদরিপোর্ট প্রকাশের পরও প্রকাশযোগ্য। এই সমস্ত ঘটনা প্রায়শই মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। সংসদ অধিবেশনের সময় কিংবা খেলার সময় 'গ্যালারি থেকে' শীর্ষক শিরোনামের রিপোর্টসমূহ হচ্ছে সাইডবারধর্মী।

স্লান্ট বা মেজাজ (Slant)— কোন সংবাদকাহিনী এমনভাবে পরিবেশিত হলো যাতে কারো মতবিশেষ সমর্থিত হলো। প্রতিটি পত্রিকার নিজস্ব ও সুনির্দিষ্ট নীতির কারণে অনেক সময় সংবাদকাহিনীর ওপর সেই নীতির দৃষ্টিভঙ্গিতে গুরুত্বারোপ করা হয়। সংবাদকাহিনীতে পত্রিকার নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আরোপিত নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বা মেজাজকেই স্লান্ট বলে।

স্লাগ (Slug)— কোন সংবাদকাহিনী চিহ্নিত করার জন্য সংবাদবিবরণীটির ওপর লেখা নির্দেশনা বা চিহ্ন। কোন সংবাদকাহিনীকে চেনার একটি সংক্ষিপ্ত রূপ।

স্ন্যাপ (Snap)— সংবাদপত্রের ডেডলাইন পার হয়ে যাবার চরম মুহূর্তে যদি কোন সংবাদ আসে তবে তাকে স্ন্যাপ বলে। এটা একটা সতর্কসংকেত ব্যবস্থা, যেমন, কক্সবাজার থেকে ৯০ মাইল দূরে ৬০ মাইল বেগে ঝড় বইছে। স্ন্যাপ এক প্যারা বা অনুচ্ছেদ পর্যন্ত হতে পারে। এর মাধ্যমে খুব সংক্ষেপে সংবাদঘটনাকে বলে দেয়া হয়।

সফট নিউজ বা কোমল সংবাদ (Soft news)— যে সংবাদ তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশের দাবি রাখে না। যাকে কিছুদিন ধরে রেখে পরেও প্রকাশ করা যায় তাকে সফট নিউজ বলে।

স্পট্ নিউজ বা স্থানিক সংবাদ (Spot news)— স্পট্ নিউজ হচ্ছে অপ্রত্যাশিত তাজা সাম্প্রতিক কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনার খবর। স্থানিক সংবাদ পত্রিকা ছাপা শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক মিনিট আগেও এসে পৌঁছাতে পারে। এবং সেই খবরটি যদি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বা অসাধারণ গুরুত্ববহ হয় তাহলে সেটির জন্য খবরের কাগজের প্রথম পাতার চেহারা ঝটপট বদলে যেতে পারে। যেমন রাজীব গান্ধীর মৃত্যুর খবর এসেছিল একেবারে মধ্যরাতে। একে সরেজমিন সংবাদও বলে।

স্ট্রেট জ্যাকেট নিজউ বা সরল সংবাদ (Straight jacket news)— সংবাদ ঘটনাবলীর সাদামাটা বর্ণনাকে স্ট্রেট জ্যাকেট বা স্ট্রেট নিউজ বলে। প্রকৃতপক্ষে এমন কিছু সংবাদঘটনা থাকে যেগুলো সাদামাটা বর্ণনার দাবি রাখে।

www.pathagar.com

স্প্রেড নিউজ বা সজ্জিত সংবাদ (Spread news)— স্প্রেড নিউজ হচ্ছে এমন সংবাদকাহিনী যার পরিবেশনায় তার অবস্থান বৈশিষ্ট্য উপস্থাপনা, বিভিন্ন হরফের প্রদর্শনী, নকশা ইত্যাদি সহযোগে সংশ্লিষ্ট সংবাদকে যথাসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা হয়। এর আকর্ষণীয় শিরোনাম থাকে। এ ধরনের সংবাদকাহিনীর অংশ হিসেবে একটা আনুষঙ্গিক বাড়তি কাহিনীও থাকে।

স্ট্রিঞ্জার বা শখের সংবাদদাতা (Stringer)— যে সকল সাংবাদিক তাদের প্রেরিত সংবাদ পত্রিকার পাতায় যতখানি জায়গা জুড়ে ছাপা হয় সেই হিসেবে পারিশ্রমিক পান তাদের স্ট্রিঞ্জার বলে। এরা পুরোপুরি পেশাদার না হওয়ায় এদের শখের সাংবাদিক বলা হয়। ১৯৬০ সালের সংবাদপত্র ওয়েজবোর্ডে আমাদের দেশের মফস্বল সাংবাদিকদের শখের সাংবাদিক অর্থাৎ স্ট্রিঞ্জার বলে অভিহিত করা হয়েছিল।

টাইম কপি (Time Copy)— কম্পোজ করার পর ব্যবহার করার জন্য রেখে দেয়া কপিকে টাইম কপি বলে। অনেক ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং এ রকম রেখে দেয়া হয় সময়ের পরিপক্বতা অর্জনের জন্য। আবার এমন কিছু কপি আগেই কম্পোজ করে রাখা হলেও তা ফ্রিজ করে রাখতে বলা হয় সুনির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য।

টিপ (Tip)— কোন খবর সম্পর্কে প্রাপ্ত আভাস বা ইঙ্গিতকে টিপ বলে। একে অন্য অর্থে গোপন সংবাদ বা Piece of information বলে। একে তথ্যকণাও বলা যায়। অর্থাৎ কোন তথ্যের প্রান্ত বা অগ্রভাগ বা একবিন্দু।

আপডেটিং (Updating)— কোন ঘটনা সম্পর্কে একটা রিপোর্ট কম্পোজে পাঠিয়ে দেয়ার পর আরো কিছু ঘটনা হয়তো ঘটে গেছে। তখন প্রথমে প্রেরিত কপির সঙ্গে নতুন তথ্য যুক্ত করে রিপোর্ট তৈরি করাকে আপডেটিং বলে। কোন সংস্করণে কোন রিপোর্ট ছাপা হয়ে যাবার পর নতুন তথ্যাবলীসহ পুরো রিপোর্ট পরবর্তী সংস্করণে প্রকাশ করতে হবে।

ওয়ার্ড ইকোনমি বা শব্দ অর্থনীতি (Word economy)— রিপোর্টে রিপোর্টারের বাহুল্য শব্দ ব্যবহারের কোন অবকাশ নেই। এতে সময় ও জায়গার অপচয় হয়। যে শব্দটি ব্যবহার না করলেও চলবে সেটা ব্যবহার না করাই শ্রেয়। যত কম এবং সহজ সরল ও উপযোগী শব্দ বা কথায় পুরো ব্যাপারটি উপস্থাপন করা যায় ততই ভালো। শব্দ অর্থনীতি আধুনিক যোগাযোগ ও সাংবাদিকতার একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক।

র‍্যাপ আপ (Warp up)— কোন সংবাদকাহিনীর সংক্ষিপ্ত রূপকে র‍্যাপ আপ বলে। কেউ যদি আগের ঘটনাবলী না শুনে বা জেনে থাকে সেক্ষেত্রে ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত রূপ বা সারসংক্ষেপ দিয়ে অবহিত করাকে র‍্যাপ আপ বলে। ইলেকট্রনিক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেই এটি বেশি প্রযোজ্য।

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ও মানবাধিকার–	গাইন, ফিলিপ সম্পাদিত; বাংলাদেশ মানবাধিকার সমন্বয় পরিষদ ও প্রাইভেট রুরাল ইনিসিয়েটিভস প্রোগ্রাম; নভেম্বর, ১৯৯০
আধুনিক ভারতে সাংবাদিকতা–	উলস্‌লে, রোল্যাণ্ড ই সম্পাদিত, আশফাক-উল-আলম অনূদিত; ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর, ১৯৮৫
ইতিহাসের রূপরেখা (৩য় সংস্করণ) –	হালিম, আব্দুল; ঢাকা, কাকলী প্রকাশণী, জুলাই,১৯৮৭
জ্যোতিঃ -	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের স্মরণিকা, ১৯৮৪
বেতার সাংবাদিকতার কলাকৌশল–	হারবার্ট, জন; রহমান, এম, আনিসুর অনূদিত; ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুলাই, ১৯৮৫
বাংলাদেশের সংবিধান-	১৯৯৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সংশোধিত
বাংলাদেশের সংবাদপত্র–	ধর, সুব্রত শংকর; ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর, ১৯৮৫
ভারতের সংবাদপত্র –	পাল, তারাপদ; কোলকাতা, সাহিত্য সদন,১৯৭২
মানব সমাজ–	সাংকৃত্যায়ন, রাহুল; চৌধুরী, সুবোধ অনূদিত; ঢাকা, চলন্তিকা বইঘর, ১৪, বাংলা বাজার, বৈশাখ, ১৩৯৫
মানুষের চিন্তানা–	দাশগুপ্ত, অমল; কোলকাতা, লেখাপড়া, ভাদ্র, ১৩৮৫
মুদ্রণশিল্প–	আহমদ, মহিউদ্দিন; ঢাকা, বাংলা একাডেমী; আগস্ট,১৯৯১
যোগাযোগ–	জনসন, ই ডি; হক, শামসুল অনূদিত; ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪
সংবাদ কৌশল–	টমসন ফাউণ্ডেশন সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা; মাহফুজউল্লাহ অনূদিত; ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জানুয়ারি, ১৯৮৭
সাংবাদিকতা–	জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ সম্পাদিত; ঢাকা, বাংলা একাডেমী, আগস্ট, ১৯৯১
সাংবাদিকতা পরিচিতি–	বণ্ড, এফ ফ্রেসার; হোসেন, ফেরদৌস নিগার অনূদিত; ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন, ১৯৮৩
সাংবাদিকতা সাংবাদিক ও সংবাদপত্র–	রায়, সুধাংশু শেখর; ঢাকা, বলেশ্বরী প্রকাশণী, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪

www.pathagar.com

দা এশিয়ান রিপোর্টার – ম্যানিলা, প্রেস ফাউন্ডেশন অব এশিয়া, আনডেটেড

দা কমপ্লিট জার্নালিস্ট (৩য় সংস্করণ) – ম্যাক্সফিল্ড, এফ জে; লন্ডন, আইজ্যাক পিটম্যান ১৯৬২

কমপ্লিট রিপোর্টার (২য় সংস্করণ)– হ্যারিস, জুলিয়ান ও জনসন, স্ট্যানলী; নিউইয়র্ক, ম্যাকমিলান, ১৯৬৫

ক্রিয়েটিভ রিপোর্ট রাইটিং– স্কেয়ার, আরনল্ড বি; নিউইয়র্ক, ম্যাকগ্র হিল, ১৯৬৪

ডেপথ রিপোর্টিং– কাপল, নীল; নিউ জার্সী, প্রেন্টিস হল, ১৯৬৪

ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজম ইন দ্য থার্ড ওয়ার্ল্ড– জুমিয়াস, ইউয়ান এফ; ম্যানিলা, দ্য এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব জার্নালিজম, আনডেটেড

ডিসকাশন আউটলাইন অন পপ্যুলেশন রিপোর্টিং (বুকলেটস) –মারে, জে এডওয়ার্ড; ঢাকা, প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ, ১৯৯০

এডিটিং দা ডেজ নিউজ (৪র্থ সংস্করণ) – ব্যাস্টিয়ান, জর্জ সি, ফেস, এল ডি ও বাস্কেট, এফ কে; নিউইয়র্ক, ম্যাকমিলান, ১৯৫৮

হিস্ট্রি অব দ্য প্রেস ইন ইন্ডিয়া– নটরাজন, এস; বোম্বাই, এশিয়া পাবলিশিং হাউস, ১৯৬২

দ্য ইন্ডিয়ান প্রেস – বার্নস, মার্গারিটা; লন্ডন, জর্জ এলেন ও আনউইন, আনডেটেড

ইন্টারপ্রিটেটিভ রিপোর্টিং (৭ম সংস্করণ)– ম্যাকডুগাল, কার্টিস ডি; নিউইয়র্ক ম্যাকমিলান, ১৯৭৭

লাইবেল ল' এন্ড দ্য প্রেস– বেজান্সন, র‍্যান্ডেল পি; নিউইয়র্ক, ফ্রি প্রেস, ১৯৮৭

ম্যাস মিডিয়া এন্ড ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট– শ্র্যাম, উইলবার; শিকাগো, ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো প্রেস, আনডেটেড

মডার্ণ নিউজ রিপোর্টিং (৩য় সংস্করণ)– ওয়ারেন, কার্ল; নিউইয়র্ক, হার্পার এন্ড রো, ১৯৬৯

নিউজ অন দ্য এয়ার– হোয়াইট, পল ডব্লিউ; নিউইয়র্ক, হার্ডকোর্ট ব্রেস, ১৯৪৬

নিউ সার্ভে অব জার্নালিজম– মট, জর্জ ফক্স ও অন্যান্য; যুক্তরাষ্ট্র, বার্নেস ও নোবল, ১৯৬৮

নিউজ রাইটিং ফ্রম লীড টু '৩০'– মেটজ, উইলিয়াম; নিউ জার্সি, প্রেন্টিস হল, ১৯৭৭

নিউজম্যান এট ওয়ার্ক – ক্যাম্পবেল, লরেন্স আর ও উলস্‌লে, রোল্যান্ড ই; বোস্টন, হাউটন মিফলিন, আনডেটেড

পাসিং অব দ্য ট্রাডিশনাল সোসাইটি– লার্নার, ডানিয়েল; নিউইয়র্ক, ফ্রি প্রেস, ১৯৫৮

প্রফেশনাল জার্নালিজম– কামাথ, এম ভি; আনডেটেড

রিপোর্টিং (২য় সংস্করণ)– চার্নলী, মিচেল ভি; নিউইয়র্ক, হোল্ট রিনেহার্ট ও উইনস্টন, ১৯৬৬

টেকনিক্যাল রিপোর্টিং– উলম্যান (জুনিয়ার), জোসেফ এন ও গোল্ড, জে আর; নিউইয়র্ক, হোল্ট রিনেহার্ট, ১৯৭২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

রিপোর্টিং বইটিতে এমন সব বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে যা সাংবাদিকতার একাডেমিক পর্যায়ের বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থী অথবা সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত একেবারে নবীন অথবা দু'চার বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন উভয়ের জন্য উপযোগী। সাংবাদিকতার বিশেষত রিপোর্টিংয়ের মৌলিক দিকসমূহও যেমন এতে স্থান পেয়েছে তেমনি আলোচিত হয়েছে উচ্চতর পর্যায়ের দিকসমূহও। অর্থাৎ রিপোর্টিংয়ের মূল প্রতিপাদ্যসমূহ এই বইয়ে পাওয়া যাবে। বর্তমানে গ্রন্থটির তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ ছাপা হয়েছে।

সতেরোটি অধ্যায়ে বিভক্ত বইটির শুরু সাংবাদিকতা ও যোগাযোগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়ে। দ্বিতীয় অধ্যায় হলো সংবাদপত্র অফিসের কাঠামো ও রিপোর্টিং বিভাগ সম্পর্কে।

তৃতীয় অধ্যায়ে রিপোর্ট, রিপোর্টিং ও রিপোর্টার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে মনোনিবেশ করা হয়েছে সংবাদের সূত্র ও উৎস সম্পর্কে। পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচনা খবরের বস্তুনিষ্ঠতা নিয়ে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে সংবাদের মানবিক আবেদন বিষয়টি। সপ্তম অধ্যায়ের আলোচনা সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে।

অষ্টম অধ্যায়ের বিষয় হচ্ছে বিট। নবম অধ্যায়ের আলোচনার প্রসঙ্গ হচ্ছে রিপোর্টিংয়ের আন্তর্জাতিক মাপকাঠি। দশম অধ্যায়ের আলোচনার বিষয় সাংবাদিকতা ও আইন।

বইটির গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে ডেপথ বা গভীরতা সম্পন্ন রিপোর্ট। এটি আলোচিত হয়েছে একাদশ অধ্যায়ে। রাজনীতির বিষয় নিয়ে রিপোর্টিং সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে দ্বাদশ অধ্যায়ে। সংসদ বিষয়ক রিপোর্টিংয়ের দিক নির্দেশিকা রয়েছে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে। চতুর্দশ অধ্যায়ে নিবেদিত হয়েছে পরিবেশ তথা জনসংখ্যা রিপোর্টিং বিষয়ে। পঞ্চদশ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হচ্ছে ক্রাইম বা অপরাধ বিষয়ক রিপোর্টিং।

ষোড়শ অধ্যায়ে আলোচনা হয়েছে ক্রীড়া বিষয়ক রিপোর্টিং নিয়ে। বইটির শেষ অধ্যায় সাংবাদিকতার পরিভাষা নিয়ে। এই অধ্যায়ে সাংবাদিকতা বিশেষ করে রিপোর্টিং সংক্রান্ত বিভিন্ন পদ ও প্রবচন এবং ধারণা সম্পর্কে সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়েছে।

www.pathagar.com

Price : Taka 200.00 Only
ISBN 984-07-5434-3